পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

শান্তি পর্ব্বীয়

রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্দশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।
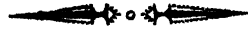
এই মহাভারত গৃহস্থাশ্রমীর দর্পণ স্বরূপ, ভূপতির মন্ত্রিস্বরূপ ও বৈরাগ্যানুরাগী মুমুক্ষু ব্যক্তির উত্তর সাধক স্বরূপ।" ঋষিবাক্য।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

ভূমিকা।

পুরাণ সংগ্রহের চতুর্দ্দশ খণ্ডে মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। মহাভারতে যতগুলি পর্ব্ব আছে, তন্মধ্যে শান্তিপর্ব্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। এই পর্ব্বে শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ মহাবীর ভীষ্ম, রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথা দ্বারা মোহ বিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠিরের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বতন হিন্দু নরপতিগণ কি প্রকার নিয়মানুগত হইয়া নিজ নিজ অধিকৃত ধরিত্রী প্রতিপালন করিতেন, রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে তাহা অবিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তি কি প্রকার নিয়মে আপনার উপস্থিত আপদের শান্তি করণে সমর্থ হইবেন, তাহা আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় পাঠ করিলে সম্যক্ রূপে জানা যায়।

পুরাণ সংগ্রহ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আমার বিজ্ঞবর সহযোগী ৺ কাশিরাম দাসের কল্যাণে অনেকে মহাভারতের স্থূল মর্ম্ম জানিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রণীত পুস্তকে শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, তিনি এই দুই পর্ব্বাধ্যায় আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মোক্ষধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং শান্তি-পর্ব্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই অদ্যাপি অপরিচিত রহিয়াছে; বিজ্ঞবর সহযোগী কি কারণে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়দ্বয়ের মর্ম্মানুবাদ ও উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। ফলতঃ এই দুইটি পর্ব্বাধ্যায় যে মহাভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৬ শক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের সূচিপত্র।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বের সূচিপত্র সমপূর্ণ।

মহাভারত।

শান্তি পর্ব্ব।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এই রূপে পঞ্চ পাণ্ডব, মহামতি বিদুর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যাবতীয় কৌরববনিতা স্ব স্ব সুহৃদ্গণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আপনাদের বিশুদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত এক মাস পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শিষ্যসমবেত মহাত্মা ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বেদবেত্তা স্নাতক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ভাগীরথীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে বিপ্রগণ ধর্ম্মরাজের পূজা গ্রহণ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবল ও বাসুদেবের প্রসাদে ধর্ম্মানুসারে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল পরাজয় করিয়াছেন। ভাগ্যবলে এই ভীষণ সমর হইতে আপনার মুক্তি লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ক্ষত্রধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ত সন্তুষ্ট হইতেছেন? অরাতিবিহীন হইয়া ত সুহৃদ্গণের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন? এবং রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়া ত শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাত্মা বাসুদেব ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হওয়াতে এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। হায়! মহাত্মা মধুসূদন দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলে সুভদ্রা তাঁহারে কি বলিবেন! আমাদিগের হিতকাঙ্ক্ষী এই দ্রৌপদী পুত্রহীন ও বন্ধু বান্ধববিহীন হইয়া আমারে যাহার পর নাই ব্যথিত করি-

তেছেন। বিশেষত জননী কুন্তী এক বিষয় গোপন করিয়া আমারে নিতান্ত দুঃখিত করিয়াছেন। আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত, অপ্রতিরথ, সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণা পরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্য, অভিমানী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সমরে আমাদিগের প্রতি বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তী বীরগণের উদক ক্রিয়া সময়ে ঐ মহাবীরকে সূর্য্যের ঔরসজাত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে জননী সেই সর্ব্বগুণোপেত পুত্রকে মঞ্জুষামধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভ সম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া বোধ করিত, কিন্তু বস্তুত তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত না জানিয়া রাজ্যলোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত শোক অনল যেমন তূল রাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে কি অর্জ্জুন কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি আমি, আমরা কেহই তাঁহারে ভ্রাতা বলিয়া অবগত হই নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, জননী কুন্তী আমাদিগের শান্তি লাভার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর। কুন্তী ঐ কথা কহিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহার অভীষ্ট সাধনে অস্বীকার করিয়া কহিয়াছিলেন, জননি! আমি সংগ্রামকালে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে সকলেই আমারে অনার্য্য, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বোধ করিবে। বিশেষত এক্ষণে যদি আমি আপনার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমারে অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত বোধ করিবে। অতএব আমি বাসুদেবের সহিত অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব। তখন জননী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, বৎস! তুমি তবে আমার আর চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া কেবল অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মতিমান্ কর্ণ মাতার সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে কহিলেন, জননি! আমি তোমার অন্য চারি পুত্রকে কদাচ বিনাশ করিব না। হয় আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইব, না হয় অর্জ্জুন আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। যাহা হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। তখন জননী কর্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহারে, বৎস! তুমি যে সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাদের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও, এই কথা বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনশরে নিপাতিত হইয়াছেন। আমি এত দিনের পর জননীর মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুন আমার সহায় থাকিলে আমি সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমি কৌরবসভায় দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দৌরাত্ম্য দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধ শান্তি হইয়া যায়। দ্যূত-

ক্রীড়া সময়ে মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া কোন কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। তৎকালে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণযুগলের সদৃশ ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই এত দিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী কি নিমিত্ত কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হন, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনি পৃথিবীর সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য নারদ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন; ধর্ম্মরাজ! আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, সংগ্রামস্থলে কর্ণ ও অর্জ্জুনের অসাধ্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবগণেরও গোপনীয়। ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম মৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই দৈব প্রভাবে অনূঢ়া কুন্তীরগর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্যকালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ঐ মহাবীর, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তোমরা স্বভাবত সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! আপনি আমারে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য, সকলের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ আছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমারে অকৃতাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারেন। তখন অর্জ্জুনপক্ষপাতী দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, কর্ণ! নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে; অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণ কর্ত্তৃক এই রূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহারে যথোচিত সৎকার করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহারে প্রণাম করিয়া আপনারে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রশ্ন ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। এই রূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্গ সদৃশ মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করত ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবগণের সমাগম হইত। মহবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমের অনতি দূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শরনিক্ষেপ করত একাকী

পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনয় সহকারে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোহ বশত আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দ্বিজবর কর্ণের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ। তোমারে অবশ্যই এই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহারে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে। তুমি যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনু নিহত করিয়াছ, তেমনি প্রমত্তাবস্থাতেই শত্রু তোমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। ব্রাহ্মণ এই রূপে শাপ প্রদান করিলে মহাবীর কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গোদান দ্বারা তাঁহারে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কোন ক্রমেই প্রশান্ত না হইয়া তাঁহারে কহিলেন, কর্ণ! আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান বা অন্যত্র গমন, অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন সূতপুত্র ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে শঙ্কিত মনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নারদ কহিলেন, মহারাজ! এদিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়, দমগুণ ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্র সমবেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ আলোচনা করত পরম সুখে সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। একদা উপবাসপরিক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক শ্লেষ্মশোণিতভোজী মেদমাংসলোলুপ দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না; ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেই কীটদংশনজনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, অঃ আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ। ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর। তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক জাতীয়। উহার কলেবর শূকরের ন্যায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচী সদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। জমদগ্নিনন্দন দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিত মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণাঙ্গ

লোহিতগ্রীব রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ নিশাচব পরশুরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ভৃগুবংশাবতংস! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমারে এই দারুণ নরক হইতে মুক্ত করিলেন। এক্ষণে আমি স্ব স্থানে চলিলাম। তখন প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবাহু জমদগ্নিতনয় তাহারে কহিলেন, হে বীর! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা নরকগামী হইয়াছিলে? আমার নিকট কীর্ত্তন কর। রাক্ষস কহিল, ভগবন্! আমি সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ছিলাম। আপনার পূর্ব্ব পিতামহ মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন ছিল না। আমি বল পূর্ব্বক ঐ মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যারে হরণ করাতে তিনি আমারে শ্লেষ্মমূত্রভোজী কীট হও বলিয়া অভিসম্পাত করেন। আমি তাঁহার শাপে ভীত হইয়া শাপ মোচনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোমার মুক্তি লাভ হইবে। হে মহাত্মন্! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমার এই রূপ দুর্গতি হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। মহাসুর এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কার করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস প্রস্থান করিলে জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কর্ণকে কহিলেন, হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সে রূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা। আমার নাম কর্ণ, আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত শরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকাল বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এ স্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তখন মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্র লাভ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভূপালগণ কলিঙ্গদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কন্যার স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সূতপুত্রের সহিত সুবর্ণখচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মী, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশাধিপতি

কাঞ্চনাঙ্গদধারী সুবর্ণবর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলমদমত্ত মেচ্ছাধিপতি ভূপালগণ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপতি স্বয়ম্বর সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষবরগণ সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভূপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করত তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দুর্য্যোধনকেও অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্য সাহায্যে সেই কন্যারে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

দুর্য্যোধন এই রূপে ভূপতিগণের সমক্ষে কন্যাহরণে প্রবৃত্ত হইলে নরপতিগণ যুদ্ধার্থী হইয়া তুমুল কোলাহল সহকারে বর্ম্ম ধারণ ও রথ যোজন করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতদ্বয়ের উপর সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তলাঘব প্রভাবে সেই শরশরাসনধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও কর্ণের ভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ সূতপুত্রের বলবীর্য্যের বিষয় শ্রবণগোচর করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাবীর কর্ণও অবিলম্বে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দিব্যাস্ত্রবিশারদ বীরদ্বয়ের বহু ক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাঁহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জরা রাক্ষসীসংযোজিত দেহের সন্ধি বিশ্লেষিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ স্বীয় শরীরের বিকার নিরীক্ষণ করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ ও কর্ণের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে তাঁহারে মালিনী নগরী প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চম্পা নগরী শাসন করিতেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এই রূপে শস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার হিত সাধনার্থ সূতপুত্রের নিকট তাঁহার সহজ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করিলে সূতপুত্র দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহারথ সহজ কবচকুণ্ডল বিহীন হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। ধনঞ্জয় রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াই তাঁহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষত যদি ঐ মহাবীর পরশুরাম ও হোমধেনু বিনাশক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জ্জুন

ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবমায়া প্রকাশিত ও বাসুদেবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথসংখ্যা সময়ে ভীষ্ম উহাঁরে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ ও মদ্ররাজ সমরকালে ঐ মহাবীরের তেজ হ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনের হস্তে কখনই সেই সূর্য্যসন্নিভ সূর্য্যতনয়ের বিনাশ হইত না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা কর্ণ এই রূপে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধন্মাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া দীন মনে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোকব্যাকুলা কুন্তী ধর্ম্মরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি ও ভগবান্ ভাস্কর আমরা উভয়ে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা, ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ সূর্য্য কর্ণকে স্বপ্নাবস্থায় সুহৃদের ন্যায় বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও বিশেষ যত্ন সহকারে তাহারে অনুনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা উভয়েই কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কর্ণ তৎকালে কোন মতেই তোমার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিল না। প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকূলাচারী হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত দুর্ব্বিনেয় বোধ করিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।"

শোকাকুল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন, জননি! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমারে বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না। শোকাকুলিতচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র, পৌত্র ও বন্ধু বান্ধবগণকে স্মরণ পূর্ব্বক নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিত মনে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষিত করিয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর এই দুর্গতি ভোগ করিতে পারিব না। চল, আমরা যাদব নগরে গিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করি। কৌরবগণ আমাদিগের আত্মতুল্য ছিল। আমরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি, সুতরাং আত্মঘাতী হইয়া আমরা কি রূপে ধর্ম্মফল ভোগ করিব। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্! এই সমুদায়ের প্রভাবেই আমরা এক্ষণে এই দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অরণ্যচারী

সাধুগণ সততঐ সমুদায় গুণের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যলাভ লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমানপরতন্ত্র হইয়া এই রূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। যখন আমাদিগের বন্ধুবান্ধব সমুদায় নিহত হইয়াছে, তখন কেহ ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। আমরা রাজ্য লাভের নিমিত্ত অবধ্য ভূপালগণকে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বান্ধব শূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমরা আমিষলোলুপ কুক্কুরের ন্যায় রাজ্যগৃধ্নু হইয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইলাম। পূর্ব্বে রাজ্যলাভ আমাদের প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজ্য পরিত্যাগই আমাদের প্রীতিকর হইয়াছে। আমাদের যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী, সুবর্ণরাশি এবং সমুদায় অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষভরে মৃত্যুযানে আরোহণ করিয়া যমলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক বহু কল্যাণযুক্ত পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা গর্ভ ধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুঃসহ গর্ভভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু দিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করিবে। আহা! এক্ষণে আমাদিগের এই সংগ্রামে যে সকল মহাবীর নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণের সেই সমস্ত অভিলাষই নিষ্ফল হইল। ঐ হতভাগ্য কামিনীগণের যুবক তনয়েরা পার্থিবভোগ সমুদায় উপভোগ না করিয়াই দেবতা ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত না হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সমুদায় বীরের বল বীর্য্য ও রূপ দর্শনে উহাঁদের জনকজননীগণের হৃদয়ে বহুবিধ শুভ প্রত্যাশা জন্মিবার সময়ই উহাঁরা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন! উহাঁরা আর কখনই জয়লাভজনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে পরস্পর নিহত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই ঘোরতর লোক বিনাশের হেতুভূত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি এই দোষ সম্পূর্ণ রূপে আরোপিত করা যাইতে পারে। রাজা দুর্য্যোধন অতিশয় শঠ, শুভদ্বেষী ও মায়াবী ছিল। আমরা কোন অপরাধ না করিলেও সে সতত আমাদিগের অপকার করিত। এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্ট ফল লাভ বা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল না। আমাদিগের জয় লাভ হয় নাই এবং তাহারাও জয় লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নির্ব্বোধগণ পূর্ব্বে আমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃকরণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীত বাদ্য শ্রবণ, ধনদান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং অমাত্য, সুহৃৎ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদিগের অভ্যুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ ও একান্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি অবগত হইয়াও পুত্রস্নেহ নিবন্ধন বিদুর ও ভীষ্মের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিতেন। দুর্য্যোধন কি রূপে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার দিনযামিনী

অতিবাহিত হইত। অন্ধরাজ তৎকালে লুব্ধপ্রকৃতি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ দুর্য্যোধনকে নিবারণ না করাতেই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণের বিনাশ সাধন ও বৃদ্ধ জনকজননীরে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া যাহার পর নাই অযশোভাগী হইয়াছে। বাসুদেব শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে গমন করিলে সেই দুরাত্মা সংগ্রামার্থী হইয়া তাঁহারে যে কথা কহিয়াছিল, সৎকুলসম্ভূত আর কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? এক্ষণে আমরা দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশ দিক্ দগ্ধ করিয়া আপনাদিগের দোষেই চিরকাল দুঃখ ভোগ করিব। আমাদিগের প্রবল শত্রু দুর্ম্মতিপরায়ণ দুর্য্যোধন এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মার দোষেই কৌরবকুল উৎসন্নপ্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইলাম।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বে কুলনাশক দুর্ম্মতি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া এক্ষণে একান্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষীয় বীর সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাপস্পৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য সম্পত্তিও হস্তান্তর হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার শোকে আমারে একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থ গমন, শ্রুতিস্মৃতিপাঠ ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুজনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। তিনি মোক্ষপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মুনি হইয়া বনে প্রস্থান করিব। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় না। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি অনুসারে ত্যাগশীল হইলে আর আমারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব আমি সমস্ত রাজ্য সম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকদুঃখ বিবর্জ্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দৃঢ়পরাক্রম অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কিণী লেহন করত গর্ব্বিত ভাবে কহিলেন, মহারাজ! অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লীবের ন্যায় রাজশ্রী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। শত্রু সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য, সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর কখনই রাজ্য লাভ হয় না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভূপালগণকে নিপাতিত করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, যে কোন ক্রমেই জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র কলত্র ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থচিন্তাপরাঙ্মুখ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। আপনি রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচ জনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিলে লোকে আপ-

নারে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত ও উদ্যমশূন্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করিতেছেন? রাজকুলে জন্ম গ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পরিশেষে ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া বন প্রস্থান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষা অবলম্বন করিলে অসাধুগণ কখনই উহার অনুষ্ঠান করিবে না; সুতরাং আপনারে যজ্ঞনাশ নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হইবে। মহারাজ নহুষ কহিয়া গিয়াছেন যে, ইহ লোকে অকিঞ্চনতার অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্দ্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়। ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন; কিন্তু ভূপতিগণের কখনই ঐ রূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয়। কেহ আমাদিগের ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে আমরা কখনই তাহারে ক্ষমা করি না।

ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। আমরা নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদদূষিত দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় সতত শোক করিয়া থাকে; সুতরাং পতিত ও নির্দ্ধনের কিছুই ইতর বিশেষ নাই। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সমুদায় সঞ্চার হয়, তদ্রূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্মকাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। ধনবিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষেরও ক্রিয়াকলাপ গ্রীষ্মকালে সামান্য নদী সমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া থাকে। নির্দ্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা উৎপন্ন হয়। ধনই কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান। নির্দ্ধন ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহারে কৃশ বলা যায় না, যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ।

আর দেখুন, অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত সহজ হয় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যত্ন সহকারে ধন আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়াই স্বর্গের সমুদায় স্থান অধিকার ও জ্ঞাতিবর্গের পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও অর্থ সংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অন্যকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করে, তদ্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ভূপালগণের এই রূপ কার্য্যই ধর্ম্মানুগত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাঁহারা ঐ রূপ কার্য্য করিয়াই স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছেন। সলিলরাশি যেমন পূর্ণ সাগর হইতে বহির্গত হইয়া দশ দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধনরাশি রাজকুল

হইতে নিঃসরণ পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই পৃথিবী রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার ভোগ্য ছিল, এক্ষণে ইহা আপনার ভোগার্হ হইয়াছে। অতঃপর আপনার সর্ব্বদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি আপনি বিষয়বিজ্ঞ হইয়া উহা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে। রাজা প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় প্রজাই সেই যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব মহাযজ্ঞ সর্ব্বমেধে সর্ব্বভূতের সহিত আপনারে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজনসেবিত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।

নবম অধ্যায়।

কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলেই আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে। আমি কি তোমার অনুরোধে সাধুজনসেবিত পথ অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইব? কখনই নহে। আমি নিশ্চয়ই গ্রাম্য সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিব। এক্ষণে একাকী কোন পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, এই প্রশ্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অথবা তুমি জিজ্ঞাসা না করাতেই আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্য সুখ ও গ্রাম্য আচার পরিহার পূর্ব্বক অরণ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া মৃগদিগের সহিত সঞ্চরণ করিব, মিতাহারী ও চর্ম্মচীরজটাধারী হইয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব, ক্ষুৎপিপাসা, শ্রান্তি, শীত, আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক শরীর শুষ্ক করিব এবং অরণ্যচারী একান্ত হৃষ্ট মৃগ ও পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর কলরব শ্রবণ, নানাপ্রকার পুষ্পের কোমল গন্ধ আঘ্রাণ ও অরণ্যস্থ বিবিধ রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিব। গ্রামবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, বনবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা, পক্ক ও অপক্ক ফল ভক্ষণ এবং বনজাত দ্রব্য ও সুস্বাদু সলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিব। এই রূপে অতি কঠোর আরণ্যক আচার প্রতিপালন করত প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড মুনি হইয়া একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক এক দিবস ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিব। আমি গৃহ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া থাকিব। শোক বা হর্ষে কদাচ অভিভূত হইব না। স্তুতি ও নিন্দাবাদে আমার সমান জ্ঞান থাকিবে এবং আমি পরিগ্রহ ও মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়, অন্ধ ও বধিরাকার হইয়া সতত প্রসন্ন মনে অবস্থান করিব। স্বধর্ম্মনিরত স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রজাগণের প্রতি কদাচ হিংসা প্রকাশ বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিব। কাহারও প্রতি কখন ভ্রূভঙ্গী ও উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া সতত প্রসন্ন মুখে অবস্থান করিব। কাহারে পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কামক্রোধাদিশূন্য চিত্তে যে কোন একটি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন

করিব। কোন দেশ বা কোন দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন অথবা গমনকালে পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করিব না। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আমারে অবশ্যই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আমি অল্প ভোজনাদিজনিত ক্লেশ এককালে পরিত্যাগ করিব। এক গৃহে অল্প পরিমাণেও ভিক্ষা না পাইলে অন্য গৃহে এবং তথায় ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আর এক গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। যে দিন কোথাও কিছু না পাইব, সে দিন আমার নিরাহারেই অতিবাহিত হইবে। গৃহ সকল ধূমশূন্য ও অগ্নিহীন, গৃহস্থগণের ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন ও অতিথি সঞ্চার বিরহিত হইলে আমি এককালে দুই তিন বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষার্থ সঞ্চরণ করিব। আশাপাশ হইতে এক কালে বিমুক্ত হইব। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আমার পক্ষে সমান হইবে। আমি কদাচ জীবিতাভিলাষী বা মুমূর্ষুর ন্যায় ব্যবহার করিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অন্য ব্যক্তি আমার অপর হস্তে চন্দনানুলেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সেই দুই ব্যক্তির শুভ বা অশুভ কিছুই প্রার্থনা করিব না। জীবিত ব্যক্তি যে সকল উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সেই কার্য্যে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল দেহমাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না; সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিহার করিব; বিষয় বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মারে পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; অসৎকার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত হইব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারই আয়ত্ত হইব না।

হে অর্জ্জুন! আমি এই রূপে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাশ্বত সন্তোষ লাভ করিব। আমি বিষয়বাসনাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দের নিদানভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে দেহাবসানে সেই সমুদায় কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখ লাভে সমর্থ হন। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসার বাসের বাসনা করিবেন। আর দেখ, এক জন রাজা নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য ভূপালগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! বহু কালের পর আমার এই দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞান প্রভাবে আমি শাশ্বত স্থান লাভের অভিলাষ করিয়াছি। অতঃপর নিরন্তর ঐ রূপ ধৈর্য্য সহকারে নির্ভয় পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় অভিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব।

দশম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হওয়াতে এক্ষণে আপনি হতভাগ্য শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কথা কহিতেছেন। যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া

আলস্যে কাল হরণ করিবেন, তবে কিনিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে আপনার এরূপ বুদ্ধি জানিতে পারিলে কদাচ শস্ত্র গ্রহণ বা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতাম না। যাবজ্জীবন ভিক্ষা করিয়া কাল হরণ করিতাম। তাহা হইলে ভূপালগণ কদাচ এই দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তুকেই প্রাণ ধারণের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন যে, রাজ্য গ্রহণ কালে যে যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে নিপাতিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য ভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তির কূপ খনন পূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্ত গাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তির মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণ পূর্ব্বক মধু পান না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা, ধনার্থী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীর পুরুষের সমুদায় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগী না করা যে রূপ শোচনীয়, আমাদের শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। আমরা আপনারে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অনুগত থাকিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বাহুবলশালী ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীবের বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে কেন আমাদিগকে গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদ্গ্রস্ত জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্ম গ্রহণ করেন। হিংসাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন. সুতরাং সেই সহজ হিংসাধর্ম্মের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ নির্দ্ধন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসরূপ কপট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে অচিরাৎ জীবন নাশ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যমধ্যে সুখে কাল হরণ করিতে পারে। অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধি লাভের উপায়ান্তর নাই; যদি কেবল আপনার ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য।

কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ পুরন্দরের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে; আমি আপনার নিকট সেই ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কতগুলি অজাতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ইতস্তত পরিভ্রমণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম, এই রূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরণ্ময় পক্ষীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, বিঘসাশীরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত সুকঠিন। ঐ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অন্তে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন সেই ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণে পরস্পর কহিলেন, ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিঘসাশীদিগের প্রসংশা করিতেছে। আমরা বিঘসাশী, অতএব এ প্রসংশা আমাদিগেরই তাহার আর সন্দেহ নাই।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনই বিঘসাশী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, বিহঙ্গম! আমরা এই রূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত হইয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু শ্রেয়স্কর থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! যদি তোমরা আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! তোমার কোন পথই অবিদিত নাই; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ এবং তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! চতুষ্পদ মধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য মধ্যে সুবর্ণ, শব্দমধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত মন্ত্রোক্ত জাতকর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভের উপায়। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে দেবতারে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধিলাভ সকলেরই প্রার্থনীয়; কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোক গমন, পিতৃলোক গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐ রূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃ তর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ

হয়। দেখ, দেবতারা ঐরূপ দুরূহ তপোনুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সুকঠিন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহাতপস্যা, সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হে তাপসগণ! যাহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। উহাঁরা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! তখন ব্রাহ্মণগণ সেই বিহঙ্গের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই স্থির করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই শত্রুশূন্য সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মিতভাষী মহাবাহু নকুল অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ বিশাখযূপক্ষেত্রে বহ্নি স্থাপনার্থ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সমুদায় স্থণ্ডিল অদ্যাপি নেত্রগোচর হয়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দেবগণও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণাদি দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বিধি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সমুদায় কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনিই বেদমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সমুদায় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষ কামনায় বনে পরিভ্রমণ করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্য অন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে। অতএব এই আশ্রম লোকতত্ত্ববেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি। যে ব্যক্তি গার্হস্থাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহারে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠবন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে

উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না। ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্যকলাপ এবং দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন, তাঁহার কখনই অপকার হয় না। হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ নিষ্পাপ প্রজাপতি বহুদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদায়ের ভাগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সমুদায় প্রজা, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র ঘৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থের যজ্ঞকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নিমিত্তই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞ না করে, তাহা হইলে তাহারে নিয়ত পাপ ভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কই ঋষিদিগের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগের মনঃসমাধান দেবগণেরও প্রার্থনীয়।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত সমাহৃত বিচিত্র বস্তু যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার বাসনা না করিয়া নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাদের আহৃত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিমত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার প্রমাদদোষেই প্রজারা দস্যু তস্করাদি কর্ত্তৃক ক্লেশিত হয়। যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি কলি স্বরূপ। আমরা যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলঙ্কৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলি স্বরূপ হইতে হইবে। রাজা অদাতা ও শরণাগত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহারে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তিনি কদাচ সুখাস্বাদন করিতে পারেন না। যদি আপনি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধূত ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনারে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গৃহ ত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহারে কখনই হীন হইতে হয় না। হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি দৈত্যসূদন দেবরাজের ন্যায় স্বধর্ম্মানুসারে বলশালী অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া শোক করিয়া থাকে। আপনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা মন্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন। অতএব আপনার শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নকুলের বাক্যাবসান হইলে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোন রূপেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও

সিদ্ধি লাভ হয় কি না সন্দেহ। বাহ্য মমকার শূন্য আন্তরিক মমকার সম্পন্ন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, তাহা আমাদের বিপক্ষগণের হউক। আর আন্তরিক মমকার শূন্য ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, আমাদের মিত্রগণ সেই রূপ ধর্ম্ম ও সুখ লাভ করুন। মমকার মৃত্যুস্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত ভাবে আত্মারে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে মহারাজ! যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত আত্মার এককালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পরলোকোদ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায় বৃথা। অতএব আত্মা অবিনশ্বর, কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধু লোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

যে মহীপাল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়া উহা ভোগ না করেন, তাঁহার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষত যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্য পদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহারে করাল কৃতান্তের আস্যদেশে বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি প্রাণিগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্ত হন। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, রক্ষিতা ও গুরু; অতএব আপনি আমার এই আর্ত্তপ্রলাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আন্তরিক ভক্তি সহকারেই কহিয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভ্রাতৃগণ এই রূপ বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অসাধারণ রূপলাবণ্য সম্পন্না সৎকুলসম্ভূতা ধর্ম্মদর্শিনী দ্রৌপদী গজযূথ পরিবেষ্টিত যূথপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণ পরিবৃত ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নাথ! এই তোমার ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায় বারংবার শুষ্ক কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে; কিন্তু তুমি একবারও উহাদিগের অভিনন্দন করিতেছ না। এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বচন বিন্যাস দ্বারা ঐ চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আহ্লাদ বর্দ্ধন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দ্বৈতবনে তোমার ভ্রাতৃগণ শীত, বায়ু ও আতপে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইলে তুমি উহাদিগকে কহিয়াছিলে যে, আমরা রথারোহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিগণকে রথবিহীন এবং গজ ও আরোহিগণের মৃত কলেবরে ও রথ সমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিপুল দক্ষিণা সম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসদুঃখ অতীব সুখকর হইয়া উঠিবে। তুমি তৎকালে উহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া আজি কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ব্যথিত করিতেছ। ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্য ভোগে অধিকারী হয় না। মৎস্য যেমন পঙ্কে অবস্থান করে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা দণ্ডবিহীন হইলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রতাপ

বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না এবং তাঁহার প্রজারাও সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয় সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন ও সাধুগণের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতাই নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহার শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান আছে, লোকে তাঁহারে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। তুমি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এই পৃথিবী লাভ কর নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রভূত গজাশ্বরথ সম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়াই উহা অধিকার করিয়াছ। অতএব এক্ষণে পৃথিবী উপভোগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি দণ্ডবলে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেরুর পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপ সদৃশ ভদ্রাশ্ব প্রদেশ এবং বিবিধ দেশ পরিপূর্ণ সমীপবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ শাসন করিয়াছ। এই সমস্ত অলৌকিক অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীত হইতেছ না? একবার উদ্ধত বৃষভ তুল্য, প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হও। উহাঁরা সকলেই অরাতিতাপন ও অমর সদৃশ আমার বোধ হয়, তোমাদের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু আমার অদৃষ্টবলে শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তোমরা পাঁচ জনই আমার স্বামী হইয়াছ। মহারাজ! পূর্ব্বে কুন্তী দেবী আমারে কহিয়াছিলেন, পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতিরে বিনাশ করিয়া তোমারে যার পর নাই সুখে রাখিবেন। সেই পরিণামদর্শিনী আর্য্যার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু এক্ষণে তোমার মোহ প্রভাবে বুঝি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়। হে মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাহার ভ্রাতৃগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং এক তোমার উন্মত্ততাতে সকল পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছে। যদি উহাঁরা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তোমারে নাস্তিকদিগের সহিত বদ্ধ করিয়া আপনারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে তুমি যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছ, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই এই রূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া উঠে, ধূপ, কজ্জল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আমি পুত্রহীন, সুতরাং কামিনীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। তুমি ইহাঁদিগের সমক্ষে আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিও না। তুমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া স্বয়ং অগাধ বিপদসাগরে নিপতিত হইতেছ। মহারাজ মান্ধাতা ও অম্বরীষ যেমন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে তুমিও তদ্রূপ হইয়াছ। অতএব মনঃক্ষোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকানন সমন্বিতা স্বদ্বীপা পৃথিবী শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অরাতিদিগের সহিত সংগ্রাম এবং দ্বিজগণকে ভোজ্য বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান কর

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত

সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। আর দেখুন, অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলত সংসারের প্রায় সমুদায় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহান্ধকার নিরাস ও অর্থ রক্ষার নিমিত্ত জনসমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিতবর্ণ। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে, তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইঁহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। আর দেখুন, অন্যের মর্ম্ম ছেদন, দুষ্কর কার্য্য সাধন এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। দেখুন, যে সকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকেই ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইঁহারা সকলেই অসুরঘাতী, মনুষ্যেরা ইঁহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণ পূর্ব্বক ইঁহাদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি সুরগণের নিকট প্রণত হয় না। শান্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠানতৎপর লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহই হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান্ জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। নকুল মূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র কুক্কুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায়কে জীবের জীবন ধারণোপযোগী অন্ন স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসা সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হন না।

হে মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই আপনার কর্ত্তব্য। মূঢ়েরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সলিলে, ভূতলে ও ফল সমুদায়ে বহুসংখ্য জীব বাস করিয়া থাকে। লোকে প্রাণ ধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের জীবন বিনাশ করিতেছে। এই

পৃথিবীতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা তাহাদিগের সত্ত্বা অবগত হইতে হয়। লোকের অক্ষিপক্ষ্মের আঘাতেও সেই সকল জীবের প্রাণনাশ হইতেছে। অনেক মুনি রাগ দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধ চিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমি ভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিতেছে। যাহা হউক, দণ্ডনীতির প্রভাবেই সকল জীবের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজা সকল বিনষ্ট হইত এবং বলবান্ মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত। ব্রহ্মা পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দেখুন, হুতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকারপ্রভাবে ভীত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হন। যদি দণ্ড সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ় তিমিরপরিবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইত। আর কোন বিষয়ই অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদনিন্দক নাস্তিকদিগকেও দণ্ডপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। ফলত সমুদায় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ। বিধাতা বর্ণচতুষ্টয়ের ভেদ নির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবি এবং অন্যান্য পশু ও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত; মনুষ্যেরা বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনু দোহন করিত না; স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইত; সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সকল বস্তুই আপনার বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিত; প্রভূত দক্ষিণা সম্পন্ন সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমুদায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত না; কেহই বিধানানুসারে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না; উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভেরা যান বহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত এবং বালিকা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। ফলত সমস্ত প্রজা দণ্ডেরই একান্ত বশবর্ত্তী। মনুষ্যেরা দণ্ডপ্রভাবে স্বর্গ লাভ ও ভূলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শত্রুবিনাশন দণ্ড বিরাজমান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কুক্কুর হবি নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন ও কাক সকল পুরোডাশ অপহরণ করিত, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! এক্ষণে এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মানুসারেই হউক, আমাদিগেরই আয়ত্ত হইয়াছে; এ বিষয়ে শোক প্রকাশ করিবার আর আবশ্যক নাই। অতঃপর আপনি উদ্যোগী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এই রাজ্য ভোগ করুন। পরম সুন্দর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যেরা পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্ব্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ আবার দণ্ডেরই আয়ত্ত; অতএব আপনি দণ্ডের যে কতদূর গৌরব, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। ধর্ম্ম লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া

প্রবলের বিনাশ সাধন না করে, তাহা হইলে তাহারে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়; অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তুরে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম। সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণ সম্পন্ন হয় না। মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ ছেদ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভার বহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। জীব লোকের সমুদায় কার্য্যই এই রূপে দণ্ডপ্রভাব নির্ব্বাহ হইতেছে; অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজা পালন, মিত্রগণের রক্ষা ও শত্রুদিগের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হউন, শত্রু বিনাশ বিষয়ে দীন ভাব অবলম্বন করিবেন না; শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। শস্ত্র দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; কারণ ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত। বিশেষত আত্মা অবধ্য; সুতরাং আত্মারে বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহারেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

তখন অমর্ষপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, নরনাথ! ইহলোকে আপনার কোন ধর্ম্ম অবিদিত নাই। আমরা সতত আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন ক্রমেই উহাতে সমর্থ হই না। আমি বারংবার মনে করি যে, আপনারে উপদেশ প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু দুঃখাবেগপ্রভাবে কোন ক্রমেই নিরস্ত থাকিতে পারি না। এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মোহ বশত আমাদের সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছি। আপনি প্রজারঞ্জন ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন? আপনি লোকের সদ্গতি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে আমি আপনারে রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া যে যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ব্যাধি দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক, ঐ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটী শারিরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের ঐ গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ

গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষ দ্বারা শোকবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখ সম্ভোগ কালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি কখনই দুঃখে অভিভূত বা সুখে একান্ত আসক্ত হন নাই। সুতরাং আপনার সুখ দুঃখ স্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা যদি আপনি স্বভাবের দুস্ত্যজ্যতা বশত এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সমক্ষে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন, আমরা অজিন পরিধান পূর্ব্বক নগর হইতে বহিস্কৃত হইয়া যে মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম; চিত্রসেনের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, দুরাত্মা জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাত বাসকালে পাপাত্মা কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীরে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সমুদায় দুঃখ স্মরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আপনার যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মনের সহিত সেই রূপ যুদ্ধ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শরনিকর বা বন্ধুবান্ধবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্ব্বিকল্পাত্মক আত্মারে সহায় করিতে হইবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি জয় লাভ না করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বশত পুনরায় মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। অতএব আজিই আপনার আত্মারে একাগ্র করিয়া মনকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উহারে জয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অতঃপর এই বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিয়া পিতৃ পিতামহগণের রীত্যনুসারে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হউন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্য বশতই পাপাত্মা দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত নিহত ও দ্রৌপদীর কেশকলাপ সংযত হইয়াছে। আমরা বলবীর্য্যশালী বাসুদেবের সহিত আপনার কিঙ্কর হইলাম। আপনি অতঃপর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্য ভোগে বাসনা করিতেছ। এক্ষণে ঐ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সুখী হও। যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্য ভোগের প্রশংসা করিতেছ? এক দিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, যাবজ্জীবন চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আর কাষ্ঠ শূন্য হইলে শান্ত ভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তি কেবল আপনার উদর পূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি ঐশ্বর্য্য ও কামাসক্ত মানবগণকে প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাহারা ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া তপোনু-

ষ্ঠান দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহারাই ক্রমে পরম পদ লাভে সমর্থ হয়। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহৎ ভার হইতে বিমুক্ত হও। ব্যাঘ্র আপনার উদর পূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভপরতন্ত্র অন্যান্য মৃগেরা তাহারে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়। রাজাও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাহার সেই সংগৃহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রায় কোন নরপতিই বিষয় সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন না। পত্রভোজী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলুখল, জলাহারী ও বায়ুভক্ষ তপস্বীরাই নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য; অতএব এক্ষণে সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হইয়া অক্ষয় পদ লাভের চেষ্টা কর, ভোগাভিলাষ পরিশূন্য ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হন না। তুমি বৃথা কেন ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত অনুতাপিত হইতেছ; অচিরাৎ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় হইতে বিমুক্ত হও। দেবলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোকে, আর যাহারা অভিমান শূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করত দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরম পদ লাভে সমর্থ হয়।

হে পার্থ! পূর্ব্বে জনক রাজা মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মমতা শূন্য হইয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; কিন্তু আমার কিছুই নাই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না এবং পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য্য সকল সন্দর্শন করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বাক্যাববোধে সমর্থ, তিনি সমাজমধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চ ভূতকে একাকার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। মূর্খ, লঘুচেতা, নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠানবিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলত সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুঃখশোকসন্তপ্ত চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহা-

রাজ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে। আমি আপনার সমীপে সেই কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহারে ভৃষ্টযবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত ধনধান্যপরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে? ভৃষ্টযবমুষ্টি যাচঞা করা কি তোমার কর্ত্তব্য। তুমি সমুদায় রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভৃষ্টযবমুষ্টি গ্রহণ লোভ থাকাতে তোমার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন ক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমারে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোক তোমার নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজি স্বীয় সমুজ্জল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভার্য্যা পতিবিহীন হইলেন। ধর্ম্মফললাভার্থী ক্ষত্রিয়গণ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিতেন। তুমি তাঁহাদিগের আশা বিফল করিয়া কোন্ লোকে গমন করিবে। প্রাণিমাত্রেই অদৃষ্টের অধীন; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লোকে মোক্ষ লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাত্মা; তোমার কোন লোকেই অধিকার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধমাল্য অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ? তুমি নিপানের ন্যায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ; আত্মোদর পূরণার্থ অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্য বিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হায়! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ড, কমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অনুরক্ত হইতেছ। তুমি সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্টযবমুষ্টি ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। যে ব্যক্তি পরম সুখার্থী সন্ন্যাসীদিগের সমাহৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদায়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত প্রতিগ্রহ করে, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ব্যক্তি সতত যাচ্ঞা করে, তাহারে দক্ষিণা দান করা দাবানলে আহুতি প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেমন দাহ্য বস্তু না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং

নিরন্ত হয়। ইহলোকে সাধু লোকেরা অন্ন দান করিবার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন। রাজা যদি দাতা না হন, তাহা হইলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন। ইহলোকে অন্ন-সম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকে। ভিক্ষুকগণ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দমগুণ প্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় ত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যে ব্যক্তি সরল ভাবে সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কষায় বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দান গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ ও মঠশিষ্যাদি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। কলত বেদাধ্যয়ন, বার্ত্তাশাস্ত্র ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড ও কষায় বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রতধারী ধর্ম্মধ্বজীদিগেরই কষায় বস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসীদিগকে প্রতিপালন করিয়া সমুদায় লোক জয় কর। যে ব্যক্তি গুরু লোকের প্রীতি সম্পাদনার্থ অহরহ বিপুলদক্ষিণ বহুপশু সমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে?

হে ধর্ম্মরাজ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এই রূপে মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশতাপন্ন হইবেন না। বদান্য মনুষ্যেরাই গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা অনৃশংস, কাম-ক্রোধ বর্জ্জিত, দানধর্ম্মপরায়ণ, গুরুসেবা নিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিদিগের সেবা করত প্রজা পালন করিলেই ইষ্ট লোক লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উভয়ই অবগত আছি। বেদে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেখ, শাস্ত্র সমুদায় নিতান্ত জটিল। যুক্তি দ্বারা উহার যে রূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্ অবগত আছি। তুমি কেবল বীরব্রতধারী ও অস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ নও। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও ধর্ম্মনিশ্চয় সম্যক্ রূপ অবগত হইতে, তাহা হইলে আমারে কদাচ এই রূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ নিবন্ধন আমারে যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম ও কার্য্যনৈপুণ্য বিষয়ে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তুমি যুদ্ধ বিষয়ে সূক্ষ্মতর নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ। জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা কর নাই

এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তরে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও সবিশেষ অবগত নও। বুদ্ধিমান লোকে এই রূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ। তুমি ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না। দেখ, স্বাধ্যায় সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায় সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্য্য ব্যক্তিরা বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্যাগশীল ব্যক্তিদিগের অধিকৃত উত্তর দিগ্স্থিত লোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকেন। আর ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিরা শ্মশানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী লোকে গমন করেন। মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সার ও অসার পরীক্ষার্থ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক ও বিবিধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে যেমন কদলীস্তম্ভ বিপাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে সার নিরীক্ষণ করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার নিরীক্ষণে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ অদ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে অবস্থিত আত্মারে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলত আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ, বাক্যে অনির্দ্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ। উহা অবিদ্যা প্রভাবে জীবরূপে পরিবর্ত্তন করিতেছে। লোকে মন ও ইচ্ছারে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সুখী হয়।

হে ধনঞ্জয়! এই রূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচর সাধু জনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থবহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ। জ্ঞানসম্পন্ন দানযজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিরাও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে আর কতগুলি এরূপ লোক আছে, যাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঐ রূপ লোকেরা নিতান্ত মূঢ়। উহারা আত্মা নাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। হে অর্জ্জুন! এই জীবলোকে এরূপ বহুসংখ্য শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া আমাদের বা অন্যান্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে তপ ও বুদ্ধি প্রভাবে মহত্ত্ব এবং ত্যাগ দ্বারা অবিনশ্বর সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসান হইলে পর মহাতপস্বী সদ্বক্তা দেবস্থান তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন ধনকে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সমক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ, অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। লোকমধ্যে যে চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করাই তোমার

কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে তুমি প্রভূত দক্ষিণা-সম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন কহেন, ধন যাচঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করা শ্রেয়। যাচ্ঞা করা নিতান্ত দোষাবহ। যে সকল নির্দ্ধন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতি কষ্টে ধন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ পূর্ব্বক পাত্রসাৎ না করিয়া অপাত্রে সমর্পণ করে, তাহারা আত্মারে ব্রহ্মহত্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

যাহা হউক, ভগবান্ বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষকে উহার রক্ষক রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব যজ্ঞাদিতে সমস্ত ধন ব্যয় করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবেই সমস্ত দেবতারে অতিক্রম ও ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসা মহাত্মা মহাদেব সর্ব্বযজ্ঞে আপনারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তিশালী মহীপতি মরুত্ত সুবর্ণময় যজ্ঞীয় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শোকতাপশূন্য ও পুণ্যশালী হইয়াছিলেন। উহাঁর সম্পত্তিও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব যজ্ঞেই সমুদায় ধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবস্থান কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ এককালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্টবাঞ্ছা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সময়ই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

হে ধর্ম্মনন্দন! এই রূপে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জগতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং কেহ কেহ ঐ উভয়েরই প্রশংসা করেন না। কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকে। কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ ও প্রজা প্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জন বাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্য বাক্য, সম্যক্ রূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্ন সহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবেত্তা ক্ষত্রিয় জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় রাজ্যমধ্যে

অবস্থান পূর্ব্বক যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বন্য ফলমূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে নিরত হন, তিনি উভয় লোকেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! আমার মতে মুক্তিপদ লাভ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব ভূপতিদিগের পক্ষে প্রজাপালনাদিই শ্রেয়। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে শত্রু জয় ও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য অধিকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন? ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই শ্রেয়স্কর; উহা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামমৃত্যুই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ভয়ঙ্কর। সংগ্রামকালে শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুলাভ হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এই জীবলোকে অতিশয় সম্মানাস্পদ হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস, যাচ্ঞা, তপ ও পরধনে জীবিকা নির্ব্বাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্ব্বাপরদর্শী; অতএব এক্ষণে আপনি শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন; উহাতে শোক সন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, অতঃপর দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইয়াও স্বীয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নবনবতিবার পাপস্বভাব জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবেই দেবগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরমৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা ঘটিয়াছে, উহা অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহা-

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন যাহা কহিলেন, সমুদায়ই যথার্থ। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ

পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভৃত্যগণ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সমুদায় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়। অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানেই যত্ন কর। তোমার বেদজ্ঞান ও প্রভূত তপঃসাধন হইয়াছে; অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার বহন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্ত শীলতা, তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বিবিধ তপোনুষ্ঠান, প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও যোগ্য পাত্রে দান এই সমস্ত কার্য্য ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মপ্রভাবেই ক্ষত্রিয়েরা উভয় লোকে জয় লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায়ের মধ্যে দণ্ডধারণই সর্ব্বপ্রধান। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ; সুতরাং বলই ক্ষত্রিয়ের মহৎ গুণ। বৃহস্পতি এই গাঁথা গান করিয়া গিয়াছেন যে, সর্প যেমন মূষিকদিগকে গ্রাস করে, তদ্রূপ পৃথিবী যুদ্ধনৈপুণ্য বিহীন রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ড ধারণ করিয়া দক্ষপ্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ সুদ্যুম্ন কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, শংসিতব্রত শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর বাহুদা নদীর অনতিদূরে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ঐ আশ্রমদ্বয় পুষ্পফলান্বিত পাদপ সমূহে পরিশোভিত ছিল। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তপোধন শঙ্খ ঐ সময় স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে আশ্রমে না দেখিয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল সমুদায় আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিশ্রব্ধ চিত্তে ফল ভক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শঙ্খ স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাত! তুমি এই সকল ফল কোথায় পাইলে? তখন লিখিত তাঁহার সমীপে আগমন ও তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, মহাশয়! আমি আপনারই আশ্রম হইতে এই সমস্ত ফল গ্রহণ করিয়াছি। তখন শঙ্খ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কনিষ্ঠকে কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফল গ্রহণ করিয়া চৌরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব অচিরাৎ রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর। তখন ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে সুদ্যুম্ন রাজার দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ সুদ্যুম্ন দ্বারপাল প্রমুখাৎ ভগবান্ লিখিতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন; আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে? তখন মহাত্মা লিখিত কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অত-

এব আমি যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমার শাসন করুন। তখন সুদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্! রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ন্যায় তাহার দোষ মার্জ্জনও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পবিত্র কর্ম্মশালী; অতএব আমি আপনার দোষ মার্জ্জনা করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন?

হে মহারাজ! মহাত্মা সুদ্যুম্ন এই কথা কহিলে দ্বিজবর লিখিত কোন রূপে অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। প্রত্যুত বারংবার ভূপতিরে দণ্ড বিধানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সুদ্যুম্ন সেই মহাত্মার করদ্বয় ছেদন করিয়া তাঁহারে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। মহানুভব লিখিত এই রূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ভূপতি আমার প্রতি এই দণ্ড বিধান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমারে ক্ষমা করুন। তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তোমারে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে বাহুদা নদীতে গমন করিয়া বিধি পূর্ব্বক দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর। আর কদাপি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। ভগবান্ লিখিত শঙ্খের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেন। তিনি তর্পণ করিতে উদ্যত হইলেই তাঁহার বাহুদ্বয় পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। মহাত্মা লিখিত তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে স্বীয় করদ্বয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত: এ বিষয়ে অন্য কোন আশঙ্কা করিও না, আমার তপঃপ্রভাবেই এই রূপ হইয়াছে। মহাত্মা লিখিত ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনার ঈদৃশ তপঃপ্রভাব, তবে কেন আমারে রাজসন্নিধানে প্রেরণ না করিয়া পবিত্র করিলেন না? তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত! তোমার দণ্ড বিধানে ত আমার অধিকার নাই। এই নিমিত্তই তোমারে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ড নিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি তোমরা উভয়েই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ।

বেদব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ সুদ্যুম্ন এই রূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ড বিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রজা পালন ও দণ্ডবিধানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। মুণ্ডব্রত অবলম্বন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতৃগণ অরণ্যবাস কালে যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। তুমি নহুষতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর। তোমার ভ্রাতৃগণ বনমধ্যে অতিক্লেশে কাল যাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহাঁরা দুঃখাবসানে সুখানুভব করুন। তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিবে। তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃ ও দেব-

গণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত হও; পশ্চাৎ যেরূপ অভিলাষ হয় করিও। অগ্রে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্যক ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়। তুমি ভ্রাতৃগণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেই তোমার মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হইবে।

এক্ষণে আমি তোমারে আরও কএকটি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমারে কদাচ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পরস্বাপহারী দস্যুর সমকক্ষ ব্যক্তিরাই ভূপালকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে রাজা দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকেও বিনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারে কদাচ হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহারে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয়।

রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে নির্ভীক হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারে কদাচ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। রাজা যদি দৈবের প্রতিকূলতা বশত কোন কার্য্য সংসাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহারে দোষী বলা যাইতে পারে না। বল দ্বারাই হউক বা বুদ্ধিকৌশলেই হউক, শত্রুনিগ্রহে যত্নবান্ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যে পাপ সঞ্চার করা উচিত নহে; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়। বীর ও সাধু লোকের সম্মান এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিবে। বহু গুণসম্পন্ন হইলেও এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম, অসূয়া পরবশ, অভিমান পরতন্ত্র ও মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহারে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয়। যদি প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতা বশত নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন ও তস্করদিগের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজারে যাহার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়। সুমন্ত্রণা ও সুনীতির অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি দৈব প্রভাবে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজারে পাপভাগী হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পূর্ব্বতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা শত্রু নিগ্রহ ও প্রজা পালন পূর্ব্বক মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। উনি একাকী অশ্বচতুষ্টয় সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে নিহত হন। তিনি নিরহঙ্কার হইয়া বুদ্ধিবলে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিমানশূন্য হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতি সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি বিদ্বান্, শ্রদ্ধাবান্, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐ মহীপাল বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধু-

সম্মত ব্যক্তিদিগের লোক লাভ করিয়াছেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সমুদায়কে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে সোমরস পান, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, প্রজাবর্গের প্রতি অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন। ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি বিচিত্র ও শ্লাঘনীয়। বিদ্যাবান্ সাধু লোকেরা সতত তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া বীর জনসমুচিত লোক সমুদায় অধিকার করিয়াছেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কুপিত অবলোকন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে এই মর্ত্ত্য রাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। পতিপুত্রবিহীনা কামিনীগণের বিলাপ শ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে; আমি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে যোগবিদগ্রগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক বক্তি আর ব্যক্তিরে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎ সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খেরও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প কি মন্ত্র কি ঔষধি কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় সমুপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাল সহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল সমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্পপরিশোভিত, সলিল সমুদায় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শ কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলির ফলপুষ্পোদ্গম, নদী সমূহের প্রবল বেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি, নরগণের যৌবন প্রাপ্তি, যত্নসমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান্ ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্রমা ও তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

হে কৌন্তেয়! এই বিষয়ে সেনজিৎ রাজার পুরাতন ইতিবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমনসদনে গমন করিতে হইবে, এক জন অন্য ব্যক্তিরে, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহারে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র, বস্তুত কেহ কাহারে বিনাশ করে না, প্রাণিগণের স্বভাবতই জন্মমৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্র কলত্র ও পিতা নিহত হইলে হায় কি হইল! হায় কি হইল! এই অনুধ্যান করিয়া দুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি কি নিমিত্ত সেই মূঢ়দিগের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ

এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সসাগরা পৃথিবী আপনার, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই রূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হন না। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই সতত তৎ সমুদায়ে অভিভূত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই উহাতে আক্রান্ত হন না। প্রথমত যে বস্তু প্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে সুখ দুঃখ এই রূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই, কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে; কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না। অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বত সুখ লাভে অভিলাষ করেন, তাঁহারে লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুত্রকলত্রগণের অল্পমাত্র প্রিয় কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা-যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা নিতান্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারাই সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়। সুখদুঃখ-বেত্তা মহাত্মা শ্যেনজিৎ এই সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দর্শনে দুঃখ বোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, বিপদ্ সম্পদ্ ও জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হন না। নরপতি-দিগের যুদ্ধই যাগ স্বরূপ, দণ্ডনীতির আলো-চনাই যোগ স্বরূপ, আর যজ্ঞে দক্ষিণা দানই সন্ন্যাস স্বরূপ। রাজা নিরহঙ্কৃত ও যজ্ঞশীল হইয়া নীতিমার্গানুসারে বুদ্ধি পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, সংগ্রামে জয় লাভ, যজ্ঞে সোমরস পান, প্রজাপরিবর্দ্ধন, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, সম্যক্‌রূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং চারি বর্ণের প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া পরিশেষে সমর-শয্যায় শয়ন করিতে পারিলেই পবিত্রতা লাভ ও চরমে দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। মহারাজ! যে রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুরবাসী, প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

তখন উদারবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ বিনীত বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তোমার মতে ধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং নির্দ্ধন ব্যক্তির স্বর্গ, সুখ ও অর্থ লাভ হয় না। কিন্তু বস্তুত ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত, সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠাননিরত হইয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিদিগের ন্যায় স্বাধ্যায়সম্পন্ন,

ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। বৈখানসদিগের মতে জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অজ, প্রশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুষ্কর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ দিগস্থ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। আমি পূর্ব্বে তোমারে কহিয়াছি যে, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই দক্ষিণ দিগস্থিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। উত্তর দিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয় লোকে গমন করেন। পুরাণবেত্তারা ঐ উভয় পথের মধ্যে উত্তর দিগের পথকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

হে ধনঞ্জয়! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ হয়। সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে পারেন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এক্ষণে রাজা যযাতি যাহা কহিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে লোকের কাম সকল কূর্ম্মশৃঙ্গের ন্যায় প্রতিসংহৃত হয়। "পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছাদ্বেষ শূন্য হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপ স্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুত্র কলত্র বিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র।" হে অর্জ্জুন! এই সংসারে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ চরিত্র এবং কেহ কেহ বা ধন লাভের বাসনা করিয়া থাকে। অর্থ ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেয়। যাচঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয়। যাহারা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্য পরিহার্য্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না। আমরা ইহা সততই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমার উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা বলবতী, সৎ কর্ম্ম তাহাদের নিকট স্থান লাভে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়। যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোক বিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থ লাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে অতিশয় অযশোভাগী হন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয় নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষত অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সততই চৌরভয়ে ভীত হইতে হয়। কিন্তু ভোগাভিলাষবিমুক্ত পরম সুখী নির্দ্ধন ব্যক্তি কাহারই নিন্দাভাজন বা কাহার ভয়ে ভীত হয় না। পাছে লোভ বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তিনি দৈব কার্য্য অনুষ্ঠানার্থ যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা যজ্ঞ সংস্কার উদ্দেশে যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য; উহা দ্বারা ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করা উচিত নহে। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের

নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে। অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ধন দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎ পুরুষেরা উপার্জ্জিত অর্থ দান করিবারই উপদেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ সুমহৎ কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে অর্থ সঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দানও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য। যে নির্ব্বোধেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞান নিবন্ধন দানধর্ম্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা এই দুইটি উপার্জ্জিত ধন ব্যবহারের সম্যক্ ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহাত্মন্! এক্ষণে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ দ্রুপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ্ঞ বসুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভূপালগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি শোকে অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি নিতান্ত রাজ্যকামুক ও নরাধম। পূর্ব্বে যিনি আমারে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি। সংগ্রাম সময়ে শিখণ্ডীর সমীপস্থিত জীর্ণ সিংহ সদৃশ পিতামহকে অর্জ্জুনের শরজাল প্রভাবে বজ্রাহত অচলের ন্যায় কম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি সেই মহাত্মারে নিতান্ত অবসন্ন, রথোপরি বিঘূর্ণমান ও প্রাঙ্মুখে রথ হইতে নিপতিত দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। যিনি শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সহিত বহু দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বারানসীতে কন্যালাভার্থ একাকী রথারোহণে একত্র সমবেত অসংখ্য পার্থিবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার শস্ত্রপাতে সমরদুর্দ্ধর্ষ মহারাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম; ঐ মহাত্মা সংগ্রামকালে শিখণ্ডীর প্রতি শর নিক্ষেপ করেন নাই, অর্জ্জুন সেই অবসরে তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন আমার মন যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মত পাপাত্মা নরাধম আর কেহই নাই। আমরা যাঁহার যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; যিনি আমাদিগকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন; আমি অল্পকালস্থায়ী সামান্য রাজ্যলাভ প্রত্যাশায় মোহ বশত সেই পরম গুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম।

হায়! আমি সর্ব্বপার্থিবপূজিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছি। ঐ মহাত্মা সত্য বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক 'হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না যথার্থ করিয়া বল,' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভ বশত তাঁহার নিকটে স্পষ্টাভিধানে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে গজশব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। না জানি গুরুতর পাপ নিবন্ধন আমারে পরিশেষে কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে।

হায়! আমি যখন সমরে অপরাঙ্মুখ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমি পর্ব্বতসমুৎপন্ন সিংহশাবক সদৃশ বালক অভিমন্যুরে দ্রোণরক্ষিত ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের ন্যায় বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। পঞ্চপুত্রবিহীনা দ্রৌপদীরে পঞ্চ পর্ব্বত শূন্য পৃথিবীর ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়-কুলক্ষয় প্রভৃতি অনর্থ সমুদায় আমা হইতেই হইয়াছে। অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে কলেবর শোষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমারে আর কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীত ভাবে তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা আমারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন তপোধনাগ্রগণ্য বেদব্যাস ধর্ম্মরাজকে বন্ধু-বিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি পুনরায় তোমারে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্বুদ সকল যেপ্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখলাভার্থে আলস্যে কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্যে নিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ত্যাগে তোমার অধিকার নাই

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে অশ্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহ দেশাধিপতি জনক দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া স্বীয় সংশয় ছেদনের নিমিত্ত মহাত্মা অশ্মারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞাতি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশ সময়ে লোকে কি রূপ অবস্থায় অবস্থান করিলে কল্যাণভাজন হইতে পারে?

তখন মহামতি অশ্মা জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মারে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য বায়ু-সঞ্চালিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে আমি কেবল মানুষ নহি, এক জন সদ্বংশ-জাত কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে সেই অহঙ্কার প্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমুদায় অর্থ নৃত্য গীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শরসংযোগ দ্বারা মৃগের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গ-

প্রস্থিত ব্যক্তির বধ সাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তিরা বিংশতি বা ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তস্করবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে হয় না। লোকে দারিদ্রদোষে এই রূপে অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ। এই ভূমণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কাহারই জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহারেও জরা মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। মানবজাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। কি বাল্যাবস্থা কি প্রৌঢ়াবস্থা কি বৃদ্ধাবস্থা কোন অবস্থাতেই লোকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। অপ্রিয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদায়ই অদৃষ্টসাপেক্ষ। যেমন কোন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সুখ দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতই জীবনের অনুসরণ করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে বৈদ্যও আতুর, বলবান্ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও নিতান্ত কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্টক্রমেই সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে এবং বলবান্, রূপবান্, সুস্থশরীর, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগের অনেক সন্তান সন্ততি হয়, আর মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বুভুক্ষা, বিষপান, উদ্বন্ধন বা অধঃস্খলন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করে; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহু কষ্টে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান্ ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষ নিবন্ধন পাপ কার্য্যে রত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রী সমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে মহারাজ! এই রূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখ কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে

কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণি সমুদায় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিযোজিত হইতেছে। যে সকল মনুষ্য সতত গীত বাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেকেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে, কিন্তু বস্তুত কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আর কাহারই সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বন্ধুবান্ধব সমাগম পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এই রূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে। ফলত এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

পরলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ যে জরা মৃত্যুরূপ গ্রাহ সম্পন্ন কালরূপ অতি গভীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায়রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা কখনই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনেক রসায়ন বিদ্যাপারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধি নাশক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজ বিদলিত বৃক্ষের ন্যায় জরা প্রভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছেন। তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন, অতি বদান্য, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরাও জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি এক বার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আগমন করে না। হে মহারাজ! অবশ মনুষ্য কাল প্রভাবে সর্ব্বসাধারণ সংসারমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকলত্র সমাগম যে পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় শরীরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না। হে মহারাজ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব্ব পিতামহগণ কোথায়? আজি তুমিও তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ করিতেছ না, তাঁহারাও তোমারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য ইহলোকে অবস্থান পূর্ব্বক স্বর্গ ও নরক দেখিতে পায় না; শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষুঃ; তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্ত্য লোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব লোকে হৃদয়দুঃখ অপনীত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে সুখী হইবে। যে রাজা রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে দ্রব্যজাত আহরণ করেন, সমুদায় লোকে তাঁহার যশোরাশি পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বিদর্ভরাজ জনক মহাত্মা অশ্মার মুখে এইরূপ যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত হও। তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী অধিকার করিয়াছ, স্বচ্ছন্দে ইহা উপভোগ কর; কদাচ ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিও না।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন মহামতি অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ধর্ম্মরাজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি উহাঁরে আশ্বাস প্রদান কর। ইহাঁর শোক নিবন্ধন আমরা সকলেই পুনরায় ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, অতএব ইহাঁর শোক নিবারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাল্যকালাবধি অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কিছুতেই তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিতেন না। মহাবাহু মধুসূদন ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ সদৃশ চন্দনচর্চ্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! শোক দ্বারা গাত্র শোষণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই সমরাঙ্গনে যে সকল বীর নিহত হইয়াছেন, আপনি কোন রূপেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। উহাঁরা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে মহারণে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করিয়াছেন। উহাঁদের কেহই রণপরাঙ্মুখ বা পলায়মান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্তও শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

এই স্থলে আমি একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ! কি আমি কি তুমি কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হইবে; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? আমি এক্ষণে পূর্ব্বতন মহীপালগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর; তাহা হইলেই তোমার শোকসন্তাপ নিবারণ হইবে। যে ব্যক্তি সেই মহানুভব ভূপালগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি ও শুভগ্রহ সঞ্চার হয়। অবিক্ষিততনয় মহারাজ মরুত্ত অতি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে সমাগত হইতেন। উনি স্পর্দ্ধা সহকারে দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনে অস্বীকার করাতে সুরাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উহাঁর রাজ্য শাসন কালে পৃথিবী অকৃষ্ট হইয়াও শস্যশালিনী হইত। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ এবং সাধ্য ও মরুদ্গণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরস পানে যাহার পর নাই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ রাজা দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত

দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে পারেন নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই সমস্ত রাজা তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তাঁহারেও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

উতথির পুত্র মহারাজ সুহোত্রকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার রাজ্যে এক বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করেন। বসুমতী ঐ রাজার অধিকার সময়ে যথার্থনামা হইয়াছিলেন। ঐ সময় নদী সমুদায়ের প্রবাহে হিরণ্য প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত দেবরাজ ঐ সকল নদীরে সুবর্ণময় কুর্ম্ম, কর্কটক, নক্র, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র সুবর্ণময় মকর, মৎস্য ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তৎসমুদায় গ্রহণ ও কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপন পূর্ব্বক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ শ্বেত অশ্ব, দশ লক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, দশ লক্ষ দিগ্গজ তুল্য মাতঙ্গ, এক কোটি হেমমালা বিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদ নামা পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। অঙ্গরাজ অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি সাত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন দান করিতে পারে, এমন পুরুষ অদ্যাপিও জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই বৃহদ্রথ তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

উশীনরতনয় মহাত্মা শিবিরেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূপালগণকে পরাজয় করেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আপনার সমুদায় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি উহাঁরে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ফলত রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণ সম্পন্ন আর কেহই হয় নাই, হইবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শিবিরাজা তোমা অপেক্ষা বলবান্, ধার্ম্মিক, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

বিপুল বিভবশালী শকুন্তলাগর্ভজাত দুষ্মন্তপুত্র মহাত্মা ভরত রাজাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা দেবগণের উদ্দেশে যমুনাপুলিনে তিন শত,

সরস্বতীতটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতিই ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার ও তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম সহস্র অশ্ব প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্তপুত্র তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

দশরথতনয় রামচন্দ্রকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা নিয়ত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। জলদাবলি যথাকালে বারি বর্ষণ করাতে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইত, কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না। প্রজাগণ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিত। ঐ সময় সকলেই কৃতকর্ম্মা ছিল। পুরুষদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, কামিনীগণের মধ্যেও কখন কলহ উপস্থিত হইত না। প্রজাগণ সকলেই ধার্ম্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। পাদপ সকল নিয়মিত ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। সকল গাভীরই কলসপরিমিত দুগ্ধ হইত। মহাতপা রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, আজানুলম্বিতবাহু, সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। উনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি জন্য আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

রাজা ভগীরথকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। সেই মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করেন। ঐ কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ সুবর্ণ মাল্য পরিশোভিত এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেষ ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাজা ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই গঙ্গার নাম উর্ব্বশী হইয়াছে। গঙ্গা ঐ রাজারে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া অদ্যাবধি ভাগীরথী নামে অভিহিত হইতেছেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহাত্মা দিলীপকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ মহাত্মার বিচিত্র চরিত্র সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান

পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে সুবর্ণময় সহস্র হস্তী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিপুল কনকময় যূপ নিখাত হইত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত যজ্ঞীয় কার্য্যানুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সপ্ত স্বরানুসারে বীণা বাদন করিতেন। বিশ্বাবসু বীণাবাদন আরম্ভ করিলে সকলেই বিবেচনা করিত যেন গন্ধর্ব্বরাজ আমারই সমক্ষে বীণা বাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই সেই দিলীপের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহারাজের মত্ত মাতঙ্গগণ সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পথমধ্যে শয়ান থাকিত। যাঁহারা সেই সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। ঐ মহাত্মার আবাসে বেদাধ্যয়ন ধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও দীয়তাং এই শব্দটি কদাচ বিলুপ্ত হয় নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই প্রবল প্রতাপসম্পন্ন দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনু ত্যাগ করিছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উঁহারে নিষ্কাসিত করেন। ঐ দেবতুল্য রূপসম্পন্ন বালক পিতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান হইলে দেবগণ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি উহার নাম মান্ধাতা রাখিলাম। সুররাজ এই বলিয়া ঐ বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উহার দেহপুষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই ইন্দ্রের অঙ্গুলিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইলেন। তিনি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিবসেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন। ঐ মহাত্মা নৃপতি অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ অঙ্গারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ শ্রবণে বোধ করিয়াছিলেন যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের উদয়স্থান হইতে অস্তমিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দীর্ঘে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন সুবর্ণময় রোহিত মৎস্য সকল দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে সমস্ত মৎস্য অবশিষ্ট ছিল, অন্যান্য লোক তাহা বিভাগ করিয়া লয়। হে সৃঞ্জয়! সেই রাজা মান্ধাতা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। তিনিও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতিরেও কলে-

বর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বল পূর্ব্বক যুগ-কীলক নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যত দূরে নিপতিত হইত, তিনি স্বীয় অবস্থান স্থান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করাইতেন। ঐ রূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। মহাত্মা যযাতি ঐ রূপে শম্যাপাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ ও এক শত বাযপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তিন সুবর্ণপর্ব্বত দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ মহাত্মা অসুরগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া পরিশেষে যদু, দ্রুহ্যু প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে অংশ ক্রমে সমুদায় পৃথিবী প্রদান এবং পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। হে সঞ্জয়! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহারাজ নাভাগতনয় অম্বরীষকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার প্রজাগণ উহাঁর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। ঐ মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দশ লক্ষ যাজ্ঞিক ভূপতিরে দ্বিজগণের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই অম্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং পরেও কেহ পারিবেন না। যে সকল ভূপতি যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব করিয়াছিলেন, মহাত্মা অম্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর গুণবিহীন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহারাজ শশবিন্দুকেও দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজকুমারগণ সকলেই সুবর্ণ বর্ম্মধারী ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। উহাঁরা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণের প্রত্যেকের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ হেমমালাবিভূষিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বেগবান্ গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেষ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান, ধর্ম্মশীল, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মারও মৃত্যু হইয়াছে, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ?

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র মহারাজ গয়কেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ ভূপাল শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। হুতাশন প্রীত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আমি অনবরত

দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়। ভগবান্ হুতাশন গয় রাজার প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয় সহস্র বৎসর অনবরত দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজগণকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণের, ধন দ্বারা দ্বিজগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের এবং অভীষ্ট সাধন দ্বারা নারীগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম সুবর্ণময় পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গার যত গুলি বালুকা আছে, মহাত্মা গয় বিপ্রদিগকে তত গুলি গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এই রূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। আমার শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপনীত না হয় এবং আমি যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি। ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমারে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন বলিয়া উপাসনা করিত। উহাঁর যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়াতে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ মহানদী তন্নিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মণ্বতী নামে প্রখ্যাত আছে। মহাত্মা রন্তিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক প্রদান করিতেন। সভামধ্যে তোমারে শত নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর এই কথা বলিলে কোন ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিতেন না। পরে তোমারে সহস্র নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকল ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা রন্তিদেবের গৃহে অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ, স্থালী ও পিঠর প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল। অতিথিরা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রিবাস করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকেরা অদ্য সূপভূয়িষ্ঠ অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব্ববৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না বলিয়া চীৎকার করিত। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

ইক্ষ্বাকুবংশীয় অলৌকিক পরাক্রমশালী মহাত্মা সগরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শরৎকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় যেমন চন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সগররাজের গমন কালে ঐ মহাত্মার ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত। তিনি স্বীয় প্রতাপবলে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

তিনি প্রতিনিয়ত পদ্মপলাশাক্ষী রমণী-গণে পরিপূর্ণ, মহার্হ শয্যাসমাকুল, সুবর্ণ-স্তম্ভ সুশোভিত, কাঞ্চনময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ পরাক্রমশালী ভূপতি ক্রোধ-ভরে পৃথিবী খনন পূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাঁর নামানুসারেই সমুদ্র সাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! মহাত্মা সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম-পরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয় বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুরাজারেও কলে-বর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মহর্ষি-গণ একত্র সমবেত হইয়া ঐ মহাত্মারে দণ্ড-কারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় লোক প্রথিত করিবেন বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন। তিনি ক্ষত বা বিনাশ হইতে লোক সকলকে পরিত্রাণ করিতেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রাজপদবী প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্য শাসন কালে ভূমি হল দ্বারা কর্ষিত না হই-য়াও প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিত। প্রতি পত্রেই মধু উৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধে কলস পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যেরা নিরোগ, নির্ভয় ও পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানু-সারে ক্ষেত্র ও গৃহে বাস করিত। পৃথুরাজ সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের জল স্তব্ধ হইয়া থাকিত এবং তিনি নদীতে গমন করিলে নদী সকল সমুচ্ছ্রিত না হইয়া স্থির-ভাব অবলম্বন করিত। কুত্রাপি ঐ মহাত্মার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞা-নুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিন নল উন্নত সুবর্ণময় এক বিংশতি পর্ব্বত প্রদান করি-য়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ পৃথু তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্ব-র্য্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনু ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনু-তাপ করিতেছ? এক্ষণে আর মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তোমার কর্ণগোচর হইল না? আমি যাহা কহিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক্ ফলোপধা-য়ক, সন্দেহ নাই।

তখন মহাত্মা সৃঞ্জয় নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, মহর্ষে! আমি শোকাপনোদনার্থ পুণ্যশীল কীর্ত্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি বিচিত্র চরিত্র সকল শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায় কোন ক্রমেই নিষ্ফল হইবার নহে। অধিক কি কহিব, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি শোকশূন্য হইয়াছি। অমৃত পান করিলে যেমন তৃপ্তি লাভ না হইয়া প্রত্যুত পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্র-শোকে একান্ত কাতর হইয়াছি। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদ্য আমার পুত্র যাহাতে পুনরুজ্জী-বিত হয়, তাহার উপায় করুন। তখন নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তোমার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী মহর্ষি পর্ব্বতের বর প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপা হইয়াছে। এক্ষণে আমি উহারে পুন বিত করিতেছি। অতঃপর তোমার পুত্র সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব! সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত কাঞ্চনষ্ঠীবী হইয়াছিল, পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে মনুষ্যেরা সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিত, তবে সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্ত কৌমারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিল, ঐ পুত্র কি কেবল নামেতেই কাঞ্চনষ্ঠীবী, অথবা যথার্থই কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত এই সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই মহর্ষি মনুষ্যলোকে শাল্যন্ন ও ঘৃত ভোজন করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপোধন নারদ মহাত্মা পর্ব্বতের মাতুল ছিলেন। ঐ তাপসদ্বয় ধরণীতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বেচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহার মনে যাহা উদয় হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন। যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেন, তাঁহারে অবশ্যই পাপভাগী হইতে হইবে।

মহর্ষিদ্বয় পরস্পর এই রূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা তোমার হিতার্থে কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও। মহারাজ সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা নরপতি সৃঞ্জয় পরম প্রীতমনে স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে নারদ ও পর্ব্বতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমার এই একমাত্র পরম রূপবতী কন্যা আছেন, ইনি অতি সুশীলা, অদ্যাবধি ইনিই আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিবেন। নরপতি সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়কে এই কথা বলিয়া স্বীয় দুহিতারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি আজি হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর। তখন সেই ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে মহর্ষিদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তপোধন নারদ রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ানলে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি লজ্জার অনুরোধে ভাগিনেয় পর্ব্বতকে স্বীয় হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদা মহাত্মা পর্ব্বত স্বীয় তপোবল ও নারদের ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহারে কামার্ত্ত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মাতুল! পূর্ব্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন যাহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সুকুমারীর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে? আমি আপনার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন নিবন্ধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আপনারে শাপ প্রদান করিতেছি। এই সুকুমারীর সহিত আপনার বিবাহ কার্য্য সমাধান হইলে ঐ কন্যা

এবং অন্যান্য লোক আপনারে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে। তখন মহর্ষি নারদ পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণে কোপপূর্ণ ও তাঁহারে শাপপ্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্যানিরত, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণান্বিত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তাপসদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সৌহার্দ্দে বিরত হইলেন। মহামতি পর্ব্বত তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সকলের পূজিত হইয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা নারদ ধর্ম্মানুসারে সৃঞ্জয়কুমারী সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সুকুমারী পর্ব্বতের শাপপ্রভাবে নারদের মুখমণ্ডল বানরবদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ভর্ত্তারে এই রূপ কুৎসিত দেখিয়াও তাঁহার অবমাননা করিলেন না, প্রত্যুত পরম প্রীতি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেবতা, যক্ষ বা অন্য কোন মুনির সহিত প্রণয়ের বিষয় এক বার মনেও করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে একদা ভগবান্ পর্ব্বত নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় মহর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে স্বর্গ গমনে অনুমতি করুন। মহাত্মা নারদ পর্ব্বতকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারে কহিলেন, ভাগিনেয়! তুমি প্রথমে আমারে অভিসম্পাত পূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ; আমি পশ্চাৎ তোমারে শাপ প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। তাপসদ্বয় এই রূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজকুমারী সুকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবরূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা পর্ব্বত তদ্দর্শনে রাজকন্যারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! পলায়ন করিও না; ইনি তোমারই ভর্ত্তা। ইনিই সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ নারদ। এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। রাজকুমারী সুকুমারী মহাত্মা পর্ব্বত কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ভর্ত্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহাত্মা পর্ব্বত স্বর্গারোহণ ও মহর্ষি নারদ আপনার আবাসে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সেই ভগবান্ নারদ আপনার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁরে জিজ্ঞাসা করিলে সৃঞ্জয় রাজা ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব ইতি পূর্ব্বে যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয় মহর্ষি পর্ব্বত আমরা উভয়ে মহারাজ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত

হইলাম এবং তৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থান পূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদের গমন সময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষি পর্ব্বত আমারে কহিলেন, মাতুল! আমরা এই ভূপতির আলয়ে পরম সমাদরে এত দিন বাস করিলাম, এক্ষণে ইহাঁর শুভ চিন্তা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর আমি প্রিয়দর্শন পর্ব্বতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! তুমি মনে করিলেই রাজার হিতানুষ্ঠান করিতে পার। অতএব অচিরাৎ উহাঁরে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর মনোরথ সফল কর। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ ভূপতি আমাদিগের তপোবলে সিদ্ধি লাভ করুন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত মহারাজ সৃঞ্জয়কে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমারে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কিন্তু এই রূপ বর প্রার্থনা করিও যেন তদ্দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট না হয়। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনাদিগের প্রসন্নভাতেই আমার মহাফল লাভ হইয়াছে। মহর্ষি পর্ব্বত সৃঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি বহু দিন যাহা সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আমারে বর প্রদান করা যদি আপনার অভিপ্রেতই হইয়া থাকে, তবে আপনাদের প্রসাদে যেন আমার এক মহাবল পরাক্রান্ত দেবরাজ সদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং ঐ পুত্র যেন বহু কাল জীবিত থাকে। তখন পর্ব্বত কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তুমি যে রূপ পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, অবশ্যই সেই রূপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার নিমিত্তই ঐ রূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ; অতএব তোমার সেই আত্মজ কদাচ দীর্ঘায়ু হইবে না। তোমার ঐ পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সতত তাহারে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও। মহারাজ সৃঞ্জয় মহর্ষি পর্ব্বতের এই কথা শ্রবণে পুত্রের বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার তপোবলে যেন আমার সেই পুত্রটী দীর্ঘজীবী হয়। মহাত্মা সৃঞ্জয় এই কথা বলিয়া পর্ব্বতকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত ইন্দ্রের অনুরোধে তৎকালে তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন আমি রাজা সৃঞ্জয়কে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলাম, মহারাজ! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পুত্র অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তুমি আমারে স্মরণ করিও, আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব। হে মহারাজ! আমরা রাজা সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম। সৃঞ্জয়ও আপনার আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র কাল সহকারে সরোবর মধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ পুত্র কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত বলিয়া সৃঞ্জয় তাহার নাম কাঞ্চনষ্ঠীবী রাখিলেন। ক্রমে

ক্রমে সৃঞ্জয়তনয়ের ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, মহর্ষি পর্ব্বতের বরদান প্রভাবে সৃঞ্জয়ের ঐ রূপ পুত্র জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি ঐ বালক দীর্ঘজীবী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে উহার নিকট পরাভূত হইতে হইবে। দেবরাজ মনে মনে ঐ রূপ আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ত্তিমান দিব্যাস্ত্র বজ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বজ্র! সৃঞ্জয়ের পুত্র মহর্ষি পর্ব্বতের বর প্রভাবে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া আমারে পরাভব করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। তখন বজ্র ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সতত সেই রাজকুমারের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

এদিকে মহারাজ সৃঞ্জয় সেই অপূর্ব্ব পুত্র লাভ করিয়া পুলকিত মনে পত্নীগণ সমভিব্যাহারে বনমধ্যে গমন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাহার সেই পুত্রটীও ক্রমে ক্রমে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইয়া উঠিল। একদা সেই নাগেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী বালক সেই বনমধ্যে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ধাত্রী সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র সহসা আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে আক্রমণ করিল। রাজকুমার ব্যাঘ্রের আক্রমণে কম্পিত কলেবর হইয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী বালককে গতাসু দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা সৃঞ্জয় ধাত্রীর আর্ত্তস্বর শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, সুবর্ণষ্ঠিবী প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল পরিচ্যুত নিশাকরের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই শোণিতসিক্ত পুত্রকে উৎসঙ্গে আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও অবিলম্বে শোকাকুলিত চিত্তে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

ঐ সময় রাজা সৃঞ্জয় আমারে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদুপ্রবীর বাসুদেব তোমারে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি সৃঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারে ঐ সকল কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি দেবরাজের অনুমতিক্রমে সেই বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য।

এই রূপে সেই সৃঞ্জয়রাজকুমার পুনরায় জীবন লাভ করিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ঐ রাজকুমার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিল। উহার তুল্য গুণবান আর কেহই ছিল না। ঐ রাজপুত্র প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন এবং বহুপুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাস ও কেশব বাক্যানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই তোমার অতি পবিত্র লোকে গতি লাভ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈ-

পায়ন শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাপালন করাই ভূপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর। বেদে তপস্যা ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তপস্যা করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিষয়নিরত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহারে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি ভৃত্য কি পুত্র কি তপস্বী যে কেহ হউক না কেন, মোহবশত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে, রাজা অবশ্যই তাহারে শাসন বা বিনাশ করিবেন। যে রাজা ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহারে পাপ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্তা। তুমি ধর্ম্মহন্তা কৌরবগণকে সবংশে নিপাতিত করিয়াছ, তন্নিবন্ধন তোমার শোক করিবার আবশ্যক কি? বধার্হদিগের বধ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের রক্ষা ও সৎপাত্রে ধনদানই ত রাজার ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। আপনি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি রাজ্যলোভে অনেক অবধ্য লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ দগ্ধ হইতেছে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে, ঈশ্বর না পুরুষ? আর লোকে যে ফল ভোগ করে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন না অকস্মাৎ সমুপস্থিত হয়? যদি ঈশ্বর সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যকে বৃক্ষচ্ছেদন জনিত পাপগ্রস্ত হইতে হয়; কুঠার কখনই ঐ পাপেলিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপভোগের সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং কুঠার ব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কুঠার নির্ম্মাণকর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনের পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত। কেন না যদি সে কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্ত্তা কখনই বৃক্ষচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কিন্তু শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা স্বকার্য্য সাধনার্থে বৃক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক পাপে লিপ্ত না হইয়া শস্ত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা পাপভাগী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিবে? ঐ ফল ঈশ্বরেরই ভোগ করা উচিত। পক্ষান্তরে যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরুষকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে তুমি অহিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র দুরাত্মা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তার বিষয় কি? আর দেখ, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্ট প্রভাবে কর্ম্ম করিয়া কি নিমিত্ত পাপভাগী হইবে? বিশেষত যদি মৃত্যুকে মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও বধজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্র যুক্তির

অনুসারে লোকের পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা তোমারে শাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও; আর শোক করিও না। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং ক্ষাত্রিয় ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও তোমার উহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে; কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসকে বিনীত বচনে কহিলেন, পিতামহ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত মহীপালগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব। এই পৃথিবী সেই সমস্ত পার্থিববিহীনা হইয়াছে; ইহা বারংবার চিন্তা করাতে আমার হৃদয় অদ্যাপি নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। জ্ঞাতিবধ ও অন্যান্য অসংখ্য মনুষ্যের নিধন স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইয়াছে। হা! যে সমস্ত মহিলারা পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃবিহীন হইয়াছে, আজি তাহাদিগের কি অবস্থা ঘটিবে! তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু স্থির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দীনভাবে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ নিবন্ধন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। সেই বন্ধুবান্ধব বিহীনা কামিনীগণের প্রাণত্যাগ নিবন্ধন আমাদিগকে প্রকারান্তরে স্ত্রীবধপাতকেও লিপ্ত হইতে হইল। হায়! আমরা সুহৃদ্‌গণকে বিনাশ করিয়া যে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ পাপের প্রতিকারের নিমিত্ত আমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি কোন্ আশ্রম অবলম্বন করিলে ঐ পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। দেখ, তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রী লাভের অভিলাষে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অপরাধেই আপনারা নিহত হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব তোমরা কেহই তাঁহাদিগকে বিনাশ কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই প্রাণিগণের প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে। তাহার অনুগ্রহের পাত্র আর কেহই নাই। যুদ্ধাদি ব্যাপার

নিমিত্ত মাত্র; প্রাণিগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে। কাল পুণ্য পাপের সাক্ষী স্বরূপ ও কর্ম্ম সূত্রাত্মক। উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি একবার সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা কর; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে আর তুমি আপনার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শান্তস্বভাব হইয়াও কেবল দৈব প্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তষ্টৃ নির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরিচালকের অধীন, তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মেরই সম্যক্ আয়ত্ত। যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে মহারাজ! এক্ষণে তোমার এই যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রী লাভার্থী হইয়া একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে দেবগণ অসুরগণকে নিহত ও তাহাদিগের শোণিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। আর ত্রিলোক মধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র দেবপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্প প্রভাবে দানবগণকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিলে, সুরগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। অতএব যাহারা অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যদি এক ব্যক্তিরে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টী যথার্থ ধর্ম্ম আর কোনটী যথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তুমি অতি বিচক্ষণ; অতএব এস্থলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দেবগণের পূর্ব্ব প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্যলাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না। অতএব তুমি এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গকে আশ্বাস প্রদান কর। যে দুরাত্মা সতত পাপানুষ্ঠানের চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না; তাহারে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐ রূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে; কিন্তু তুমি পাপশূন্য হৃদয়ে দুর্য্যোধনের দোষে অনিচ্ছা পূর্ব্বক ভূপতিগণের হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ ও শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের সহিত বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। অপ্সরাগণ তাঁহার শুশ্রূষায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিরত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমিও ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় ভুজবলে শত্রুপক্ষ পরাজয় করিয়া এই সসাগরা

ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াছ; অতএব যে সমস্ত মহীপাল সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদান পূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হও। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহাদিগের কন্যাগণকে রাজ্য প্রদান কর। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবত সাতিশয় ভোগাভিলাষ পরতন্ত্র; সুতরাং তাঁহারা রাজ্যপদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই শোক পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ! তুমি এই রূপে সমুদায় রাজ্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া জয়শালী দেবরাজের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান কর। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছ; অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলেই পরলোকে মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হয় এবং কি কি কার্য্য করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্ত যুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠারে বিবাহ করে আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতি হত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, অনেক জীবের প্রাণ সংহার, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নি পরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার, অকারণে পশু ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন লোকে যে সমস্ত বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম আশ্রয়, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্ যোনি বধ, ক্ষমতা সত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণাদান পরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদিগকে ঐ সকল কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এক্ষণে যে যে স্থলে লোকে কুকর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয়, তাহারে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্ম-

ণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ হত্যাকারীর ক্রোধই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশত বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপকার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে সমুদায় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষি উদ্দালক শিষ্য দ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুরে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎ কালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহারে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলত ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণ রক্ষা, গুরুর কার্য্য সাধন, বিবাহ সম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দূষ্য নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন করিতে হয় না; কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদিকার্য্য ভিন্ন পশুহত্যা বা পশুহত্যায় উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধনদান ও সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীরেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে যে স্থলে যে সকল কার্য্য করিলে মানবগণকে পাপ ভোগ করিতে হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মনুষ্য যদি এক বার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্টাঙ্গ ও নর কপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহার, সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন, অসূয়া শূন্য, অধঃশায়ী হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য সংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বা স্বেচ্ছানুসারে শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রে জীবন পরিত্যাগ, অধঃশিরা হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে তিন বার আত্ম নিক্ষেপ, বেদ পাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবন যাপনোপযোগী ধন অথবা পরিচ্ছদ সমবেত গৃহ প্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা সম্পাদন এই সকলের অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত যৎসামান্যরূপ আ-

হার করে, সে ছয় বৎসরে, যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ংকালে আহার, সপ্তাহ অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে, যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, এক মাস সায়ংকালে আহার, এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কাল যাপন করে, সে অল্প দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি অশ্বমেধ সমাধানান্তে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারে আর ব্রহ্মহত্যা পাপ ভোগ করিতে হয় না। সহস্র ধেনু পাত্রসাৎ করিতে পারিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা দান করে এবং যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত হইলে সাধু দরিদ্রদিগকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করে, সে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণগণকে এক শত কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব দান করে, তাহার পাপভয় নিবারণ হয়। যদি কেহ অন্তত এক জনেরও প্রার্থনানুরূপ অর্থ দান করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোক ও পরলোকে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি একবারমাত্র সুরা পান করে, অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিলেই উভয়লোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমি দানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসর শূন্য হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহ ফলক তপ্ত করিয়া তাহাতে শয়ন ও আপনার লিঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া বনে গমন করিবে। শরীর পরিত্যাগ করিলে অশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা আহার বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্ব দান, অথবা গুরুকার্য্য সাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে সমুদায় অশুভ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গাদি দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যা বিহিত ব্রত পালন ও ছয় মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও পরবিত্তাপহরণ করে, সে সম্বৎসর নিয়মানুষ্ঠান করিলে পাপ শূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহারে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রত পালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয়; কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতারে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নীও নির্দ্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না; কেন না ভস্ম দ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ দ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাঁদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু পক্ষী বধ ও বৃক্ষ ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচার পূর্ব্বক তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যাগমন করিলে ছয় মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

হে মহারাজ! কুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র; মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রী জপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনীযোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিন বার ও রজনীতে তিন বার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। হে মহারাজ! সমুদায় প্রাণিগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ অথবা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে তাহার অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সৎকার্য্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধন দান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যে রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে। জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধি পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভের প্রত্যাশা করে, তাহারে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি শিষ্টাচারযুক্ত; বিশেষত প্রাণ ও ধন রক্ষার্থ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছ, অতএব অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যদি তোমার নিতান্তই আপনারে পাপী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। মূঢ়ের ন্যায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদব্যাস কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারে পুনরায় কহিলেন, পিতামহ! কোন্ বস্তু ভক্ষ্য আর কোন্ বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তু দান করিলে লোকে প্রশংসাভাজন হয় এবং কাহারে পাত্র আর কাহারেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে সায়ম্ভুব মনু সিদ্ধগণকে যাহা কহিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ সুখাসীন ভগবান্ মনুর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, প্রজাপতে! অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করুন। তখন ভগবান্ সায়ম্ভুব মনু সেই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্য নিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্ব্বত এবং সুবর্ণ ভক্ষণ, রত্নাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও আজ্য ভোজন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্বপ্রকাশ করিলে, কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেনা। বিজ্ঞলোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্তু পান করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই কয়েকটী ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থল বিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তি নিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তি লাভ করেন, আর কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে।। অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারে। ক্রোধমোহাদি বশত মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজা অপরাধির প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাঁহারে এক রাত্রি ও পুরোহিত দণ্ডবিধানের উপদেশ প্রদান না করিলে তাঁহারে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগাদি শোকে অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিন রাত্রি প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। যাহারা জাতিশ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা; তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। ধর্ম্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশ জন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিন জন ধর্ম্ম পাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক, বিষ, শল্কবর্জ্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডূক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদ্গু, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পাদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা গাভি, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রেতান্ন, সূতিকান্ন ও অনির্দ্দিষ্টান্ন ভোজন এবং অনির্দ্দিষ্ট ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরাস্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে। বৃদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্র স্বরূপ। অগ্নিষোমীয় বসাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগ পরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী, সূত্র-

ধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল, পাতকী, রঙ্গস্ত্রীজীবী, বন্দী ও দ্যূতবেত্তাদিগের অন্ন, বামহস্তে আহৃত পর্য্যুষিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ, শক্তু, ভৃষ্টযব ও দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহ দেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তি সাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ রূপ নিয়মে আপনার স্ত্রী সমভিব্যাহারে গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করিবে না। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক, মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত অশ্রোত্রিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ও ব্রতহীন ব্যক্তিরে দান করা বিধেয় নহে। অসম্যক্ দান ও অসম্যক্ প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদির ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিরে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অসম্যক্ দাতা আপনারে ও প্রতিগৃহীতারে পাপসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্র কাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায় শূন্য দুশ্চরিত্র প্রতিগৃহীতাও তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নর কপালে জল ও কুক্কুর চর্ম্মনির্ম্মিত কোশে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিত্র হয়, ব্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে। নির্ম্মন্ত্র নিব্রত, মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিরেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উঁহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ; দারুময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জলশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক নহে। মূর্খকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয় না। দেবতা ও পিতৃগণের হব্য কব্য বিনাশক অর্থাপহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমগ্র রাজধর্ম্ম ও আপদকাল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিষয় কীর্ত্তন করুন। আর আমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কিরূপে পৃথিবী বশীভূত করিব, তাহাও বলুন। আপনার মুখে উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ ; অতএব এক ব্যক্তি কি রূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।

তখন বেদবিদগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুল পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। সেই সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ করিবেন। যিনি ভগবতি ভাগীরথীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে তেজঃপুঞ্জ কলেবর আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিটক জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ হইতেন, জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে কিছুই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যবেত্তা মহামতি ভীষ্ম তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।

বহুদর্শী ধর্ম্মরাজ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের প্রাণসংহারের কারণ হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই জ্ঞাতিকুল নির্ম্মূল হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবীর পিতামহকে ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব।

তখন যদুকুলতিলক মহামতি বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিতসাধনার্থ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! শোকের একান্ত বশীভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মহর্ষি ব্যাস যেরূপ কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট ভূপালগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইহাঁরা সকলেই আপনার অধীন হইতে বাসনা করিতেছেন। বিশেষত আপনার রাজ্যে চারি বর্ণের সমুদায় লোক সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতানুষ্ঠান, অমিততেজা ব্যাসের আদেশ প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অনুরোধ রক্ষার্থ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভগবান্ ব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক এইরূপ অনুনীত হইয়া মানসিক শোক সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্র পরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্ব নগরে প্রবেশ করিবার মানসে অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ কম্বলাজিন সংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্র দ্বারা অভিপূজিত, লক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দ্দ কর্তৃক আকৃষ্ট শুভ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ ও মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেত ছত্র অর্জ্জুন কর্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নক্ষত্রজালমণ্ডিত

শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সমলঙ্কৃত শ্বেত চামর দ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বীজন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় ধৃতরাষ্ট্রকুমার যুযুৎসু মনোমারুতগামী বেগবান্ অশ্বগণে সমলঙ্কৃত শুভ্র রথে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব সাত্যকির সহিত শৈব্য সুগ্রীব সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্য বাহ্য যানে আরূঢ় হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ নানাবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলের পশ্চাৎ অসংখ্য অলঙ্কৃত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ধাবমান হইল। এই রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া সূতমাগধ বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে ধর্ম্মরাজের নগরযাত্রা অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। নগরবাসী মনুষ্যগণ দ্বারা সমস্ত নগর ও রাজমার্গ সমলঙ্কৃত হইল। পৃথিবী শ্বেতমাল্য ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত, রাজমার্গ ধূপ দ্বারা প্রধূপিত এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য সমূহ দ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল। নগরদ্বার গৌরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণকুম্ভ ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই অসামান্য শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ কালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে সুশোভিত রাজমার্গ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত মহোদধির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রাজপথের সমীপবর্ত্তী সমলঙ্কৃত অট্টালিকা সমুদায় রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। কামিনীগণ লজ্জানম্রমুখে মৃদুস্বরে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে পাঞ্চালি! তুমি ধন্য ; গৌতমী যেমন মহর্ষিগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ এই মহাত্মাদিগকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কর্ম্ম সমুদায় সার্থক। বরবর্ণিনীগণ এই বলিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষসূচক শব্দে সমুদায় পুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রম প্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে পরাজয় ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে শত বৎসর প্রজা পালন করুন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই রূপে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে

করিতে সেই ইন্দ্রালয়তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্য দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার পুরদ্বারে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রমালামণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ধৌম্য গুরু ও জ্যেষ্ঠ তাতের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী বস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ বস্তু দ্বারা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুহৃদ্গণের প্রীতিকর শ্রুতিসুখাবহ পবিত্র পুণ্যাহ নির্ঘোষে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়শব্দমনোহর দুন্দুভি ধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন হইতে আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ধর্ম্মরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্ব্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীক চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্ব্বিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনারে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এই রূপ জ্ঞাতিসংক্ষয় ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কি লাভ হইল। এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়। জীবন ধারণ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জিত ভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীন বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করিব, আপনারা আর আমারে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমরা আপনারে ধিক্কার প্রদান করি নাই; আপনার মঙ্গল হউক। তপোনুষ্ঠান সম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্ব্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটূক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু চার্ব্বাক নামে রাক্ষস। ঐ পাপাত্মা দুর্য্যোধনের হিত কামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমরা কোন কথাই কহি নাই। অতএব আপনার কিছুমাত্র শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত কল্যাণভাজন হউন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎ'সনা করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্ব্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ প্রায় হইয়া অশনিদগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন পূর্ব্বক তথা

হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্বদর্শী জনার্দ্দন ভ্রাতৃগণ সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ আমার সতত অর্চ্চনীয়। উহাঁরা ভূতলস্থিত দেবতা। উহাঁরা ক্রুদ্ধ হইলে উহাঁদের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হয়। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অল্পায়াসসাধ্য। পূর্ব্বে সত্যযুগে চার্ব্বাক নামে এক রাক্ষস বদরী তপোবনে বহু কাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহারে বর গ্রহণার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস কমলযোনিরে বরপ্রদানে সমুদ্যত দেখিয়া কহিল, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমারে এই বর প্রদান করুন যেন কোন প্রাণী হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে চার্ব্বাক! আমি তোমারে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না। ব্রাহ্মণের অপমান করিলেই তোমারে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে।

চার্ব্বাক রাক্ষস এই রূপে ব্রহ্মার প্রসাদে বর লাভ করিয়া স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সুরগণ সেই রাক্ষসের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাহার বধ সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মারে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! যাহাতে অচির কাল মধ্যে ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছি। মনুষ্যগণমধ্যে দুর্য্যোধন নামে এক রাজার সহিত চার্ব্বাকের অতিশয় সখ্যভাব জন্মিবে এবং ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের স্নেহের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিবে। ব্রাহ্মণগণ রাক্ষসকৃত অপমাননায় নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহারে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে এই সেই চার্ব্বাক রাক্ষস ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিবর্গ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকার্য্যানুষ্ঠান, শত্রু সংহার, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করাই আপনার কর্ত্তব্য।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শোকসন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট মনে পূর্ব্বাস্য হইয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও বাসুদেব ধর্ম্মরাজের অভিমুখে সুবর্ণময় উজ্জ্বল পীঠে, মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয় পার্শ্বে, মণিময় আসনে, মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্তময় সিংহাসনে, এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও ধৃতরাষ্ট্র পাবকের ন্যায় সমুজ্জ্বল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যুযুৎসু, সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলদায়ক অক্ষত, স্বস্তিক, শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাবর্গ পুরোহিতের সহিত বিবিধ মঙ্গল বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে দর্শন করিতে

লাগিল। ঐ সময় মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময় রজতময় ও মৃণ্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ, অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব, হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সমাহৃত হইল। তখন পুরোহিত ধৌম্য বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে পূর্ব্বোত্তরে ক্রমশ নিম্ন বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি হুতাশন সন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণারে উপবেশন করাইয়া বিবধ মন্ত্র অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাঞ্চজন্য গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাসুদেবও স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পাঞ্চজন্যের জলে অভিষিক্ত হইয়া যাহার পর নাই সুশোভিত হইলেন। ঐ সময় পণব, আনক ও দুন্দুভির মধুর নিস্বন হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তৎসমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যশালী, সৎস্বভাবান্বিত বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তখন দ্বিজগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুর স্বরে তাঁহার জয় কীর্ত্তন ও প্রশংসা করত কহিলেন, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশত স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে শত্রুবিজয় ও স্বধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, মহাবীর ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মরাজ এই রূপে সাধুদিগের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রগণ! পাণ্ডুনন্দনদিগের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃতই হউক, যখন আপনারা সমবেত হইয়া উহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবগণ ধন্য; তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা সুস্থ চিত্তে আমাদিগকে গুণ সম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা; অতএব যদি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করা আপনাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা সতত উহাঁর শাসনানুবর্ত্তী ও হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হইবেন। প্রতিনিয়ত অধ্যবসায় সহকারে ঐ মহাত্মার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সমস্ত জ্ঞাতি বধ করিয়া কেবল উহাঁর শুশ্রূষা করিবার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষনে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সমুচিত হয়, তাহাহইলে আপনারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনাদিগের ও এই জগতের অধিপতি। সমগ্র পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ উহাঁরই আয়ত্ত। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত কথা কহিলাম, আপনারা বিস্মৃত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদ নিবাসী প্রজাগণকে বিদায় করিয়া ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক ধীমান বিদুরকে

মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য অবধারণ, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান ও আয় ব্যয় চিন্তা, নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য্য পরীক্ষা, মহাবীর অর্জ্জুনকে পর সৈন্যোপরোধ ও দুষ্ট নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে শরীর রক্ষা এবং পুরোহিতপ্রধান মহর্ষি ধৌম্যকে ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য ও দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। এই রূপে মহীপাল যুধিষ্ঠির যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহারে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুরে কহিলেন, তোমরা সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যে রূপ আদেশ করিবেন, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জানপদবর্গের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে উহঁার আজ্ঞা লইয়া তাহা সমাধান করিবে।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরনিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন, রত্ন প্রদান করিলেন। মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্র হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারপরায়ণ সুহৃদ্গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সকল নরপতিদিগের বন্ধু বান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং সুহৃদগণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্ম্মশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে নিহত বীরগণের নিকট অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালনে নিরত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্রবিহীন কৌরবস্ত্রীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া নিষ্কণ্টকে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রম প্রভাবেই এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তোমারে পুনঃপুন নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বাত্মক; এই জগৎ তোমাহইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ। তুমি পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু! তুমি ত্রিনয়ন শম্ভু। তুমি দামোদর, বরাহ, অগ্নি ও সূর্য্য। তুমি ধর্ম্ম, তুমি গরুড়ধ্বজ, তুমি শত্রুসেনাবিমর্দ্দন ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র। তুমি কার্ত্তিকেয়, সত্য, অন্নদ, অচ্যুত ও অরাতিনাশক। তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অণুলোম, বিলোমজাতি। তুমি ঊর্দ্ধ বর্ত্ম ও পর্ব্বত। তুমি ইন্দ্রদর্পহন্তা ও হরিহররূপী। তুমি সিন্ধু, নির্গুণ এবং পূর্ব্ব দিক্ পশ্চিম দিক্ ও

ঈশানকোণ স্বরূপ। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট্, বিরাট্ ও স্বরাট্। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল। তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়। তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক্, পুনর্ব্বসু, বভ্রু ও সুবভ্রু, তুমি সামবেদ, সুষেণ, দুন্দুভি, কাল ও শ্রীপদ্ম। তুমি পুষ্কর, পুষ্করেক্ষণ, ঋতু ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্ম্মল জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে বেদের সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শার্ঙ্গপাণে! তোমারে নমস্কার।

রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বাসুদেবকে এই রূপে স্তব করিলে তিনি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বিনীত বাক্যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে গৃহগমনে অনুমতি করিলে তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। তখন ধর্ম্মনন্দন ভীমপরাক্রম ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহারণে শত্রুদিগের শরজালে ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় অরণ্যবাসক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তোমরা নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশ্রমাপনোদন ও সচ্ছন্দে বিজয়সুখ অনুভব কর। কল্য প্রাতে পুনরায় আমরা পরস্পর মিলিত হইব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদপরিশোভিত নানা রত্নখচিত দাসদাসী সমন্বিত ইন্দ্রালয় তুল্য গৃহ, অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনগৃহের ন্যায় সুদৃশ্য মাল্য সংযুক্ত হেমতোরণ বিভূষিত দাসদাসী ও ধনধান্য পরিপূর্ণ দুঃশাসন ভবন, নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের সুবর্ণমণিমণ্ডিত কুবেরভবন তুল্য প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্ম্মুখের কমলদলাক্ষী কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ এই রূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগ্রহে সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সুস্থ চিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা ও ধৌম্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সাত্যকির সহিত অর্জ্জুনের মন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। এই রূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আবাসে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং চরাচরগুরু ভগবান্ হৃষীকেশই বা ঐ সময় কি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য অধিকার করিয়া চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সমুদায়কে স্ব স্ব কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তিনি সহস্র স্নাতক

ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান এবং পুরোহিত ধৌম্যকে অযুত গো, সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজের আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন, পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লব্ধ রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের উপর রাজ্যের কর্তৃত্বভার সমর্পণ করিলেন।

এই রূপে ধর্ম্মরাজ নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাসুদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, নীলনীরদসপ্রভ, দিব্যাভরণভূষিত, তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, মহাত্মা মধুসূদন পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক হেমমণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চন সমলঙ্কৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি বিরাজিত হওয়াতে উঁহারে উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার উপমা নাই। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সন্নিহিত হইয়া হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ত্রিলোকনাথ! তুমি ত পরম সুখে এই নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি ত সুপ্রসন্ন আছে? আমরা তোমারই অনুগ্রহে রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছি। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের জয়লাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার কৃপাবলেই আমরা ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই রূপে বিবিধ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ধর্ম্মরাজ কেশবকে একান্ত মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে অমিতপরাক্রম! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিস্ময়কর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ? এক্ষণে ত্রিজগতের মঙ্গল ত? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ বা সুষুপ্তি প্রাপ্ত নও; কাষ্ঠ, কুড্য ও পাষাণের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমারে এই রূপ অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার মন নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও মন বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ সমুদায় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার রোম সকল কম্পিত হইতেছে না; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমার এরূপ অবস্থার কারণ কি? যদি উহা শ্রবণ করিতে আমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর। হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ত্তা, তুমিই সংহর্ত্তা, তুমি ক্ষয়, তুমিই অক্ষয়। তোমার আদি বা অন্ত নাই; অতএব তুমিই আদি পুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণত হইয়া ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই ধ্যানের যাথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া আমারে চরিতার্থ কর।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় শরশয্যায়

শয়ন করিয়া আমারে চিন্তা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্রও যাঁহার অশনিনিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই; যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডল পরাজিত করিয়া স্বয়ম্বর স্থল হইতে তিনটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন; মহাবীর পরশুরাম ত্রয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহারে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই; ভগবতী ভাগীরথী যাঁহারে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাঁহার উপদেষ্টা; যিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ সমুদায় অবগত আছেন; যিনি পরশুরামের প্রিয় শিষ্য ও সমস্ত বিদ্যার আধার; ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন সংযত করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর শান্তনুতনয় স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্কশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা বিহীন হইবে; অতএব আপনি সেই ভীষণপরাক্রম ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তাঁহারে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কৌরব ধুরন্ধর ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে জ্ঞান সমুদায়ও এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে। এই নিমিত্তই আপনারে তথায় গমন করিয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, জনার্দ্দন! তুমি ভীষ্মের যেরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের মুখে ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভাবকতার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিলোকের কর্ত্তা, অতএব তোমার বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবার নহে। যাহা হউক, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন কর। ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন; অতএব এ সময় অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আদিদেব ও ব্রহ্ম; অতএব তোমার দর্শন লাভ হইলে শান্তনুতনয় কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান! অবিলম্বে আমার রথযোজনা করিতে আদেশ কর। মহাত্মা সাত্যকি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া দারুককে রথযোজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক সাত্যকির বাক্য শ্রবণমাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণি খচিত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, শৈব্য সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমারুতগামী অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত চক্র বিশিষ্ট, গরুড়ধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ প্রস্তুত হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া কি রূপে তনু ত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা ভীষ্মের কলেবর পরিত্যাগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দিবাকরের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই মহাত্মা ভীষ্ম অবহিত হইয়া দেহত্যাগের অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিচিত কলেবর কিরণজালে পরিশোভিত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। বেদবিৎ ব্যাস, সুরর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত, মৈত্রেয়, অসিত বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গাল্য, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুসম্বর্ত্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্কার, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্ম্মিক সূত ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিগুণোপেত মহর্ষিগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করাতে তিনি গ্রহগণসমাকীর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শান্তনুতনয় শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সবিস্তরে যেসমস্ত কথা কহিব, তদ্দ্বারা তুমি প্রীত ও প্রসন্ন হও। তুমি দোষহীন ও নির্দ্দোষতার আস্পদ, তুমি পরম হংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি তনু ত্যাগ করিয়া যেন তোমারে প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্ম স্বরূপ, দেবতা ও ঋষিগণ তোমারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। কেবল ভগবান্ ধাতাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। সূত্রগ্রথিত মণি সমূহের ন্যায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ সমস্ত বিশ্ব ও ভুত সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমারে সহস্রশিরা, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু ও সহস্র মুকুট সম্পন্ন নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র, মন্ত্রার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণবাক্য, নিষৎ, উপনিষৎ ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সত্যস্বরূপ ও সত্যকর্ম্মা, তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত; তুমি ভক্তদিগের রক্ষিতা। লোকে তোমার পরম গুহ্য দিব্য নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত নিত্য তপোনুষ্ঠান করিলে উহা কদাচ ক্ষয় হয় না। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণিকাষ্ঠ যেমন বহ্নি রক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ভূতলস্থ বেদের রক্ষা বিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার

শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, যুগপ্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয়কালে সঙ্কর্ষণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি পরমারাধ্য, অতএব আমি তোমার উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও বহু অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদক; তোমারই একান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান্ লোকেরা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডার স্বরূপ। জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীর মধ্যে হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের ন্যায় জীবগণ সতত. তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষর ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমারে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ প্রযত মনে প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দুঃখ নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তুমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের অধিপতি। তুমি পরম পদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্য স্বরূপ, তোমারে নমস্কার। যিনি শুক্ল পক্ষে দেবগণকে ও কৃষ্ণ পক্ষে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী, তোমারে নমস্কার। যিনি নিবিড়তর অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাঁহারে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না; সেই জ্ঞেয়াত্মারে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদে যাঁহারে বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অগ্নিসন্নিধানে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহারে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বেদ স্বরূপকে নমস্কার। ঋক্ ও যজুর্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবি ও সপ্ততন্তু বলিয়া অভিহিত হন, সেই যজ্ঞ স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হইয়া থাকেন, সেই হোম স্বরূপকে নমস্কার। যে বেদপুরুষের নাম যজু, ছন্দ সকল যাঁহার গাত্র, ঋক্, যজু ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথন্তর যাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই স্তোত্র স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্র বৎসরসাধ্য যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই হিরণ্ময় পক্ষ সম্পন্ন হংস স্বরূপকে নমস্কার। সুপতিঙন্ত পদ সমুদায় যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি যাঁহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর বাক্য স্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞাঙ্গভূত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকের হিত সাধনার্থ পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্য স্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের সহস্র ফণাবিরচিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রা স্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়বর্গ, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুগণের যোগধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন, সেই সত্য স্বরূপকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মাত্মারে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় কামময়, যিনি সকল প্রাণীরে কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মারে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্র স্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্য স্বরূপ, যিনি ষোড়শ গুণে পরিবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন, সাঙ্খ্যে যাঁহারে সপ্তদশ বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই

ভীষ্মদর্শনার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ইহাঁরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে অরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন গমন কালে পথি মধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাত্মা ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত দেখিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহারে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজ পরিশোভিত বায়ুবেগগামী নগরাকার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মৃত মাতঙ্গগণের পর্ব্বতাকার দেহ, নরকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ম্ম ও শস্ত্র এবং প্রভূত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর উৎকৃষ্ট পান ভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভীষ্মদর্শনার্থী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সেই সমরাঙ্গন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবাহু বাসুদেব যুধিষ্ঠির সমীপে পরশুরামের পরাক্রম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ যে দূরপ্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ। ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়গণের শোণিত দ্বারা ঐ পাঁচ হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ মহাত্মা কর্ম্মত্যাগী হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যদুনন্দন! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের ঐ যুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিহত হওয়াতে ঐ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। তিনি এক বার ক্ষত্রিয়গণকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে পুনরায় কি রূপে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল? আর তিনি কিনিমিত্তই বা পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন? তুমি এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। আমরা তোমার নিকট হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবী যে রূপ নিঃক্ষত্রিয় ও যে রূপ পুনরায় ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের নিকটে ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যে রূপ শ্রবণ করিয়াছি, ঐ মহাবীর যে রূপে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যে রূপে রাজবংশে পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত ও নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলকাশ্ব ও বলকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্রত্বে লাভ করিবার মানসে কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটীরে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্র

লাভের নিমিত্ত দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মাতারে এই প্রথম চরুটী ভোজন করিতে কহিও এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরুটী ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীর পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরুটী ভোজন করিলে এক শান্তস্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক ভার্য্যারে এই কথা কহিয়া তপঃসাধনার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে মহারাজ গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতার দর্শনে নিতান্ত পুলকিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চরুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তখন গাধিমহিষী পরমাহ্লাদে সেই চরুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনার চরু কন্যারে প্রদান ও কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। এই রূপে সত্যবতী ভ্রমক্রমে মাতার চরু ভোজন করাতে তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। মহাত্মা ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের ভীষণাকার দর্শন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার জননী তোমারে তোমার চরু প্রদান না করিয়া তাঁহার চরু ভোজন করাইয়াছেন এবং স্বয়ং তোমার চরু ভক্ষণ করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুত্র অতিক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চরুতে ক্ষাত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ ঋচীক এই কথা কহিলে পতিপরায়ণা সত্যবতী কম্পান্বিত কলেবরে ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। তখন ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি ত তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র হইবে মনে করিয়া চরু প্রস্তুত করি নাই। অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? তুমি কেবল চরুভোজনদোষেই অতিক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ইচ্ছা করিলে পুত্রের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমারে এক শান্তপ্রকৃতি ধীর পুত্র প্রদান করুন। ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে! মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। বিশেষত তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তখন সত্যবতী কহিলেন, নাথ! যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আপনারে অনুগ্রহ করিয়া আমারে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে। মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহা হউক, তুমি যাহা কহিলে, তাহার অন্যথা করিব না। তোমার মনোরথ সফল হউক।

অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপোনুষ্ঠাননিরত শান্তস্বভাব জম-

দগ্নিরে প্রসব [illegible]লেন। কুশিকনন্দন মহারাজ গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে তপোনুষ্ঠান পরায়ণ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিনপরে ঋচীকপুত্র মহাত্মা জমদগ্নির ঔরসে দীপ্ত পাবকতুল্য ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ মহাবীর গন্ধমাদন পর্ব্বতে দেবদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও জ্বলিতানলতুল্য অকুণ্ঠধার পরশু প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে হৈহয়াধিপ মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ করিয়া স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হুতাশন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট দাহ্য বস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহারে বিবিধ গ্রাম নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার বাণাগ্রসম্ভূত হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া শৈল ও পাদপ সমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগ বশত মহর্ষি বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে দুরাত্মন্! তুমি জ্ঞাতসারে আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে, অতএব এই পাপে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সমুদায় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুন মহাবল পরাক্রান্ত শান্তগুণাবলম্বী দাতা, শরণাগত প্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন, সুতরাং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এই রূপ শাপগ্রস্ত হইয়াও তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ নিতান্ত গর্ব্বিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা সেই অভিশাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়াতে পরশুরাম যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহস্র বাহু ছেদন পূর্ব্বক তাহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটী স্বীয় আশ্রমে প্রত্যানীত করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহাত্মা পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে নির্ব্বোধ কার্ত্তবীর্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পরশুরাম সমিৎকুশাদি আহরণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃবধ দর্শনে নিতান্ত কোপান্বিত হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কর্দ্দমময় হইল। এই রূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া করুণার্দ্র*চিত্তে বনপ্রস্থান করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ জামদগ্ন্য সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহারে নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাম! রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন? তুমি পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পরিপূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে

একান্ত ভীত হইয়া এই পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবসুর মুখে এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ও অভ্যুদয় সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অবিলম্বে সংহার করিয়া ফেলিলেন। কিয়দ্দিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয় সন্তানগণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জমদগ্নিতনয় উহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কতগুলি ক্ষত্রিয় পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে পরম যত্ন সহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাবীর জমদগ্নিনন্দন এই রূপে পৃথিবীরে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের রক্ষা বিধানার্থ স্রুক ও প্রগ্রহ সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিক্ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, মহাত্মন্! এক্ষণে তুমি দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন কর। আজি হইতে সমুদায় পৃথিবী আমার অধিকৃত হইল। অতএব আর ইহাতে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। জমদগ্নিতনয় কশ্যপ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্পাকর নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জমদগ্নিতনয় সেই সমুদ্রদত্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহর্ষি কশ্যপও বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিলেন।

এই রূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য ও অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিল। বলবানেরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনে আর কাহারই অধিকার রহিল না। পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীরে ভীত মনে রসাতলে ধাবমান দেখিয়া উরু দ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতেই পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর অবনী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষা বিধানার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি হৈহয়বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান সমুদায় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমারে রক্ষা করুন। পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদুরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর অনুকম্পা পরবশ হইয়া সৌদাস পুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন ঐ বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন। তিনি গোষ্ঠে বৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গো সমুদায়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। উহাঁর নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্র মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভুত সম্পদশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গূল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন।

আর মহাসাগর মরুত্তবংশীয় দেবরাজ সদৃশ বল বিক্রম সম্পন্ন বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার এক্ষণে স্থপতি ও সুবর্ণকারজাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইঁহারা আমার রক্ষাভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া থাকিব। ইহাঁদিগের পিতৃপিতামহগণ আমারই নিমিত্ত রণস্থলে পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষত অধার্ম্মিক রাজাআমারে যে শাসন করিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে যাহাতে আমার রক্ষা হয়, আপনি তাহার উপায় করুন।

তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয় কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিরে আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমারে ইতিপূর্ব্বে যে পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুপ্রবীর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে দিবাকরের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসামান্য কার্য্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাত্মা পরশুরাম ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ মহাবীর রোষপরবশ হইয়া সমুদায় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়গণ উঁহার ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয় পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। যখন এক জন ব্রাহ্মণে এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন অবশ্যই এই মর্ত্ত্য লোককে ধন্য ও মানবগণকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর শান্তনুতনয় সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওঘবতী নদীর সমীপে ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক অচিরাৎ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহামতি বাসুদেবপ্রশান্ত পাবক সদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া দীনমনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শান্তনুতনয়! আপনার জ্ঞান সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত? আপনার বুদ্ধি ত পর্য্যাকুল হয় নাই এবং শরাঘাত নিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান। আপনার পিতা ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনু রাজার বরপ্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার

ইচ্ছামৃত্যুর কারণ নহি। একটী সূক্ষ্ম শল্য শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যাহার পর নাই ক্লেশ উপস্থিত হয়, কিন্তু আপনি শর সমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শর দ্বারা শরীরভেদ নিবন্ধন আপনার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহা হউক, আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু বিষয় কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মময়। আপনি পূর্ব্বে যে বিশাল রাজ্যে সুস্থ শরীরে সহস্র সহস্র মহিলাগণে পরিবৃত থাকিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক রহিয়াছে। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনি বসুগণের শ্রেষ্ঠ, আমি আপনারে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীর্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে আপনার সদৃশ গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রামপ্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণপ্রভাবে যে উত্তম লোক সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয় নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি উহাঁর শোকাপনোদন করুন। চাতুর্ব্বিদ্য, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যযোগে যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় এবং চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম সকল আপনার অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্করদিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্মলক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার প্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহ লোকে কোন বিষয় বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জনকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়শোষক শোকাবেগ নিবারণ করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা। কেহই তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্যনির্মুক্ত ও মোক্ষ স্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিলোকমধ্যে ত্রিকালে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমারে যে কথা কহিলে, সেই বাক্যপ্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাব সমুদায় এবং তোমার

অবিনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, চরণযুগল দ্বারা বসুন্ধরা ব্যপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক্ সকল তোমার বাহু, সূর্য্য চক্ষু এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ; তোমার অতসীপুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবস্ত্র সমাবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দাম রঞ্জিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার পরম ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আপনারে স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিল স্বভাব সম্পন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্তপ্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে কদাচ দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরম ভক্ত; অতি সরলস্বভাব, সতত তপোনিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য, এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিত্ত যে সমুদায় শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে আপনি আর ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন। প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ বসু প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অভীষ্ট লোক লাভ করিবেন।

আপনার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এই নিমিত্তই আমরা সকলেই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অতএব আপনি ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা কীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে ইহাঁর শোকাপনোদন করুন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, লোকনাথ! আজি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আমি তোমার নিকট কি কীর্ত্তন করিব। সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য। মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদায়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবরাজ সমীপে সমুদায় দেবলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এক্ষণে শরাঘাত নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। আমি বিষাগ্নি সদৃশ শরজালে নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তি বিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে কি রূপে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর। সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে অবসন্ন হন। আমি কি রূপে উহা কীর্ত্তন করিব। বিশেষত এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও

দিক সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি। অতএব তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সমুদায় শাস্ত্রের আকর, লোককর্ত্তা ও নিত্য পদার্থ। তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র লোক কি রূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবে। গুরু বিদ্যমান থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে ?

বাসুদেব কহিলেন, গাঙ্গেয়! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবীর ও কৌরবগণের ধুরন্ধর; সুতরাং আপনি এরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপনি শরনিপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমি প্রীত হইয়া আপনারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাত নিবন্ধন গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার ক্লেশ থাকিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহার পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘনির্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্ম্মল জলমধ্যে সমুদায় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবেই এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন

হে মহারাজ! মধুসূদন এই কথা কহিলে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্ব্বকালসম্ভূত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি সহকারে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। কোন প্রকার অহিতসূচক দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইল না। সুগন্ধি শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, দিক্ সমুদায় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদায় কানন দগ্ধ করিয়াই যেন অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার মানসে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনিরত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পূজিত হইয়া কল্য পুনরায় সকলে এই স্থানে মিলিত হইব বলিয়া সত্বরে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন। তখন কাঞ্চন কূবরযুক্ত ভূধর তুল্য রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ অশ্ব ও শর শরাসনধারী পদাতিগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। মহানদী নর্ম্মদা যেমন ঋক্ষবান্ গিরির অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবাহিত হইতেছে, তদ্রূপ সেই বিপুলসেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ নিশাকর সমুদিত হইয়া সেই সৈন্যগণকে পুলকিত ও মার্ত্তণ্ডের প্রখর করজালে শুষ্ক প্রায় ঔষধি সমুদায়কে পুনরায় রসসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ, পরিশ্রান্ত সিংহগণ যেমন গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সুরপুর তুল্য ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব

সুখে প্রসুপ্ত ও যামিনী অর্দ্ধপ্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সমুদায় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতিবাদকুশল মধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকেরা তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান ও পাণিস্বনিকগণ করতালি দ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের অট্টহাস্যের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্তুতিবাদ ও গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাসুদেব শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন। তৎপরে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্ম্মল আদর্শে আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আবাসে গমন করিয়া, তিনি ভীষ্মদর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানিয়া আইস। তখন মহাত্মা সাত্যকি বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিবেন, তাঁহার রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি কেবল আপনারই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে আমার রথ যোজন কর। আমাদিগের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার আবশ্যক নাই। অদ্য কেবল আমরা কএক জনমাত্র ভীষ্মদর্শনার্থ যাত্রা করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে কষ্ট প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোক সমুদায় যেন তথায় গমন না করে। আজি অবধি মহাত্মা ভীষ্ম আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন; অতএব সামান্য লোকের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই রূপ আদেশ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে রথ যোজন পূর্ব্বক তাঁহারে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে রথারোহণ পূর্ব্বক পঞ্চভূতের ন্যায় কৃষ্ণের আবাসে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশয়ন সম্বাদ জিজ্ঞাসা করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় মহাবেগে ও মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে গমন করিতে লাগিল। শব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় দারুকের প্রযত্নে মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্র দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করত মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া যেস্থানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া মহর্ষিগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নক্ষত্র পরিবৃত শশধরের

ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ বাসুদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারে নভোমণ্ডলপরিভ্রষ্ট সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া ভীত চিত্তে দাণ্ডয়মান রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, শরসমাচিত কলেবর, মহাবল পরাক্রান্ত, শান্তনুতনয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই বীরসমাগম স্থলে কি রূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট ভূপাল সমুদায় এবং ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুরন্ধর শরশয্যায় শয়ান, ভরতপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপতিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদর্শনসম্পন্ন মহর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট নরপতিদিগকে কহিলেন, মহামতি ভীষ্ম দিবাকরের ন্যায় অস্তগমনে উন্মুখ হইয়াছেন। এই মহাত্মা চারি বর্ণের বিবিধ ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব ইনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ না করিতে করিতে তোমারা ইহাঁরে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর।

মহর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভূপালগণ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! তুমি ভিন্ন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আর কেহই নাই। অতএব তুমিই উহাঁরে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর; আমাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন? আপনার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়তা ত দূরীভূত হইয়াছে? আপনার শরীরের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা ত উপস্থিত হয় নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার বরপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি। বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার প্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যে স্থলে যাহা কীর্ত্তন করিতে হয়, আমি তৎসমুদায়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি নির্ম্মল ও চিত্তস্থ হইয়াছে। আমি তোমারে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমুদায় কীর্ত্তন করিতে পারিব; কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, কুরুপিতামহ! আপনি আমারে কীর্ত্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন। আমা হইতেই হিতাহিত কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রকে শীতাংশু বলিলে যেমন কেহই বিস্ময়াবিষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমি

যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। আমি তন্নিমিত্ত এক্ষণে আপনারে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদায় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যতদিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, লোকে তৎদিন পর্য্যন্ত আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাকিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে পরলোকে সমুদায় পুণ্যের ফলভোগ করিবে। হে ভীষ্ম! এই সকল কারণ বশতই আমি আপনারে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। আপনার যশ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। যশই লোকের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ। এক্ষণে যে সকল হতাবশিষ্ট নরপতি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দ্দিকে আসীন রহিয়াছেন, আপনি ইহাঁদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধাচার সম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনারে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন; অতএব আপনারে অবশ্যই বিশেষ রূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনারে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উহাঁদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে মহাবীর ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার প্রসাদে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয় কুটুম্ব অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, শান্তি, দক্ষতা ও নির্ভীকতা যাঁহাতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। লোকে যাঁহারে সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী, ক্ষমাবান্ ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া অবগত আছে এবং যিনি সদ্ব্যয়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ও শান্তস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন। তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইয়া সমুদায় ধর্ম্মকীর্ত্তন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, কৌরবনাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম পূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সমর্থ

হইতেছেন না। ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে শত্রু সংহার করাও তদ্রূপ। যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপরায়ণ লুব্ধস্বভাব গুরুর এবং লোভপরতন্ত্র ধর্ম্মত্যাগী পামরগণের প্রাণ সংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীরে শোণিতরূপ জল, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাদপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে চরণ বন্দনা করিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্মদেবও আনন্দিত মনে ধর্ম্মরাজের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহারে উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্রব্ধ চিত্তে আমারে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বাসুদেবকে নমস্কার ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মবিৎ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, রাজাদিগের পক্ষে রাজধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঐ ধর্ম্মের ভার বহনঙ্করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব আপনি সবিস্তরে সেই রাজধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ ধর্ম্মই এই জীব লোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মার্থ কামের সহিত উহার বিলক্ষণ সংশ্রব আছে এবং উহাতে মোক্ষধর্ম্মও সুস্পষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। রশ্মি যেমন অশ্বকে ও অঙ্কুশ যেমন কুঞ্জরকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম সমুদায় লোককেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে লোক সকল কখনই সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে না। দিবাকর যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নরকভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমারে সেই রাজধর্ম্মে উপদেশ প্রদান করুন। আপনা হইতেই আমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আর মহাত্মা বাসুদেবও আপনারে বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা এবং অন্য যা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে, তৎসমুদায় শ্রবণ কর। রাজার সর্ব্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত বিধানানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে রাজা ধর্ম্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরভাজন হইয়া থাকেন। পুরুষকার দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে প্রযত্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌরুষ বিরহিত দৈবকার্য্য ভূপালগণের কোন ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ, আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ

ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না, প্রত্যুত যাহাতে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতিদিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ব্যতিরেকে ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। সত্য মহর্ষিগণেরও পরম ধন। সত্য অপেক্ষা রাজার বিশ্বাসের কারণ আর কিছুই নাই। গুণবান, সচ্চরিত্র, অতিবদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। সমস্ত কার্য্যে সরলভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবে। স্বছিদ্র গোপন ও পরছিদ্রান্বেষণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। রাজা অতিশয় মৃদু স্বভাব হইলে লোকে তাঁহারে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্র স্বভাব হইলে, তাঁহারে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়; অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাবে অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণের কদাচ দণ্ড বিধান করিবে না। ব্রাহ্মণ এই জীবলোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে মনু যে রূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা অতি কর্ত্তব্য। মনুর মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে যুধিষ্ঠির!' ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের নমস্য; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে রূপ কহিয়াছেন, তাহা একাগ্র মনে শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে রণস্থলে শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে, স্বধর্ম্মানুসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; সুতরাং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্মদোষে দূষিত হইতে হয় না; কেন না, ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ভ্রূণহত্যা অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত করাই কর্ত্তব্য। কষাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। লোক সংগ্রহ অপেক্ষা রাজাদিগের পরম ধন আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা ছয় প্রকার দুর্গমধ্যে নরদুর্গকেই নিতান্ত দুস্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন; অতএব বিজ্ঞলোকে সকলেরই প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল রাজা হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া

পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তি ক্ষমাশীল নরপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনতি মৃদু ও অনতি তেজস্বী হইয়া থাকাই বিধেয়। সতত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শাস্ত্র দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত।

রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হন এবং নিতান্ত বিদ্বেষী হইলে প্রজাদিগকে উদ্বেজিত করেন। গর্ভবতী স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়া গর্ভেরই হিতসাধন করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাদিগের হিতসাধন করাই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ বলসমাযুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে; আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না; কোন কার্য্য সম্পাদনে আদেশ করিলে উহা যথার্থ করিতে হইবে কি না, মনে করিয়া সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জানিবার চেষ্টা করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করে; অনেক সময় স্বামীর প্রতি ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ গ্রহণ ও বঞ্চনা দ্বারা কার্য্য হানি করিতে ত্রুটি করে না; কৃত্রিম পত্র প্রেরণ দ্বারা রাজ্য বিনষ্ট করে; অন্তঃপুর রক্ষকগণের সহিত সমান বেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশে উৎসুক হয়। প্রভুর সমক্ষে বায়ু নিঃসারণ ও নিষ্ঠীবনে লজ্জিত হয় না; সতত প্রভুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করে এবং তাঁহারে অনাদর করিয়া তাঁহার অশ্ব, হস্তী ও অভিমত রথারোহণে প্রবৃত্ত হয়; সুহৃদ্ ব্যক্তির ন্যায় সভাস্থ হইয়া, "মহারাজ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, ইহা তোমার অতিকুকর্ম্ম বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে।" স্বামীরে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পরিহাস করে; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আহ্লাদিত হয় না; সতত কেবল হাস্য পরিহাস করিয়াই কালক্ষেপ করে; রাজার মন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্ম সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভয়ে অবজ্ঞা সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য বা স্নানীয় অনুলেপন আহরণ করিতে কহিলে নির্ভয়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগের কার্য্যের নিন্দা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতন লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার রাজকর অপহরণ করে; সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোকসমাজে রাজা আমাদিগের বাধ্য বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। নরপতি আমোদপরায়ণ ও মৃদু স্বভাব হইলে এইরূপ না[illegible]প্রকার দোষ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উদ্‌যোগ বিহীন রাজা কদাচ প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়া গিয়াছেন যে, সর্প গর্ত্তস্থ মূষিকদিগের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। শুক্রাচার্য্যের এই কথা তোমার সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধার্হদিগের সহিত বি-

রোধ করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই রাজ্যসম্পর্কীয় সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহারে বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মরুত্তরাজা বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, গর্ব্বিত, ও কুমার্গগামী হন, তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসীদিগের হিতকামনায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযূজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহারে তিরস্কার পূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। মহর্ষি উদ্দালকও মহাতপা প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুরে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। লোকরঞ্জন, সত্য প্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই নরপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পরধন হরণ না করা ও যথাসময়ে দেয় বস্তু প্রদান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাক্রমশালী, সত্যবাদী ও ক্ষমাবান্ রাজা কদাপি সৎপথ হইতে বিচলিত হন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্ব্বর্গে অনুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজারক্ষণে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা ভূপতিদিগের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। চারি বর্ণের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মান রক্ষা করা রাজার নিতান্ত উচিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয়গণকেও বিশ্বাস করা নরপতিদিগের কর্ত্তব্য নহে। উহাঁরা বুদ্ধি দ্বারা সতত নীতির গুণ দোষ নির্ণয় করিবেন। যে রাজা ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ হইয়া শত্রুরা[illegible]র ছিদ্রান্বেষণ ও উৎকোচাদি দ্বারা [illegible]ক পক্ষীয়দিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সঞ্জাত গুণ দোষের নির্ণয়, অনাথদিগের প্রতিপালন, প্রসন্ন বদনে হাস্যমুখে বাক্য প্রয়োগ, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভ পরাজয়, দুশ্চরিত্রদিগের দণ্ডবিধান, সৎপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয় পরাজয় এবং উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সচ্চরিত্র ভূপতিদিগের সমুচিত নহে। তাঁহারা অসৎলোকদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সাধুদিগকে বিতরণ করিবেন। যাহারা সৎকুলসম্ভূত, দুর্দ্ধর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্যাবিশারদ, লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধু ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাহারা পরকালের ভয় করে ও কদাচ অন্যের অপমান করে না, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র ও আজ্ঞা ব্যতীত আর সকল বস্তুতেই আপনার ন্যায় তাহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐ রূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারে কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যে রাজা অতিশয় সন্দিগ্ধ, লোকের সর্ব্বস্বাপহারী, লুব্ধপ্রকৃতি ও কুটিল স্বভাব, তাঁহার স্বজনবর্গই তাঁহারে অচিরাৎ বিনাশ করে; আর যে রাজা বিশুদ্ধসত্ত্ব পরচিত্ত গ্রহণ সুপটু তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হন না এবং একবার হীনদশাগ্রস্ত হইলেও পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা শান্তস্বভাব, ব্যসনশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিরে অল্পদণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হন। যে রাজা প্রাজ্ঞ, বদান্য, পরছিদ্রা-

ন্বেষণ তৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধহীন, সতত সুপ্রসন্ন, ক্রিয়াবান্ ও নিরহঙ্কার; যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্ রূপে নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকে, আপনার শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে আদর প্রদর্শন করে, ভূপতির প্রযত্নে সুপ্রণালী ক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই একান্ত বশীভূত হয়; পরপরাভবের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দান বিষয়ে সতত প্রবৃত্ত থাকে, তিনিই যাথার্থ রাজা। যাহার অধিকারে কপট, মায়া ও মাৎসর্য্যের প্রাচুর্ভাব নাই, সেই রাজাই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা পণ্ডিতগণের আদর করেন, যিনি অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হন, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ও ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাঁহার চর, মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্য সমুদায় বিপক্ষগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্য লাভের উপযুক্ত। রামচরিতমধ্যে মহাত্মা ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই রূপ কহিয়াছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎপরে দারপরিগ্রহ ও ধন সঞ্চয় করিবে, কারণ রাজা না থাকিলে ভার্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন। যাঁহারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, লোকরক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ভূপালকৃত রক্ষাই লোক সকলকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন কালে কহিয়াগিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়ন পরাঙ্মুখ ঋত্বিক্, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণবমধ্যে ভগ্ননৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! রক্ষাই রাজধর্ম্মের সারাংশ। ভগবান্ বৃহস্পতি রক্ষার ন্যায় অন্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন নাই। রাজধর্ম্ম প্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্রাচার্য্য, সহস্র লোচন ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনি সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষাধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুপ্তচর ও ভৃত্যবর্গকে বিরক্ত না করিয়া যথাকালে বেতন দান, অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্ত্যনুসারে প্রজাগণের কর গ্রহণ, সাধু ব্যক্তিদিগের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ, সত্য ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক, শত্রুপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার, সময়ানুসারে দ্বিবিধ দণ্ড প্রয়োগ, সাধু ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শস্যাদি সংগ্রহ, সতত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস, নিয়ত সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন, প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্য্যসাধনে তৎপরতা, কোষ পরিবর্দ্ধন, নগর রক্ষা, পরপক্ষ কর্ত্তৃক ভেদের আশঙ্কা, শত্রুমধ্যস্থিত প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণ, ভৃত্যগণের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ, আত্মপুর রক্ষা, শত্রুরে আশ্বাস প্রদান, নিরন্তর নীতিধর্ম্মের অনুসরণ, সতত উদ্যোগ ও অসৎলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা এবং শত্রুগণের উপেক্ষা প্রদান না করাই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায়।

অতঃপর পুরুষকারের বিষয় কীর্ত্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহস্পতি পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষকার প্রভাবেই অমৃত লাভ, অসুর সংহার ও দেবলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করিয়াছেন। পুরুষকার শূন্য বীরপুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতেরা উদ্‌যোগী ব্যক্তিরে প্রীতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উপাসনা করেন। যে রাজা পুরুষকারে হীন তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় শত্রুগণের পরাভবের আস্পদ হইয়া উঠেন। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহারে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও সমুদায় দগ্ধ এবং বিষ অণুমাত্র হইলেও লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। শত্রু একাঙ্গমাত্র সেনা সমভিব্যাহারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন ভূপালের দেশ উৎসন্ন করিতে পারে। রাজার গোপনীয় বাক্য, লোক সংগ্রহের বিষয়, জয়াদি লাভার্থ হৃদয়স্থ কুটিলভাব এবং হীন কার্য্য সমুদায় সরলতা সহকারে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। লোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের ান করাই শ্রেয়স্কর। একান্ত ক্রূর এবং নিতান্ত মৃদু স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যভার বহন করিতে কদাচ সমর্থ হন না। অতএব ক্রূরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত যদি রাজার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মস্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে ভূপালগণের যে সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিলাম, ঐ রূপ গুণসম্পন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তুমি আমার মুখে রাজধর্ম্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অবিলম্বে তাহার উল্লেখ কর।

মহাত্মা পাণ্ডুতনয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্মা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার নিকট রাজধর্ম্ম শ্রবণে যাহার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও দীনভাবে ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! এক্ষণে দিবাকর পার্থিব রস আকর্ষণ পূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব কল্য আপনারে সংশয় সমুদায় জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রফুল্ল মনে রথারূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ স্রোতস্বতী দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নিক কৃত্য সমাধান করিয়া নগরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং অচিরাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিষ্পাপ ভীষ্মদেবকে রাত্রির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণ বন্দন পূর্ব্বক আনন্দিত মনে শান্তনুতনয়ের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতামহ! রাজা এই শব্দটী কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কি রূপে

একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন ও তাঁহার বিপদে সকলেই বিপদগ্রস্ত হয়, আমি এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এই রূপে কিছুদিন কাল যাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশত ক্রমশ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য বিবেক শূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এই রূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! লোভমোহাদি নীচবৃত্তি সমুদায় নরলোকস্থ সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা ঊর্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন

তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরাৎ উহার উপায় চিন্তা করিতেছি। প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ব রজঃ ও তম নামে তিনবর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায়াখ্য নীতিজ ষড়বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, এই চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয় অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদি জনিত সমগ্র গুণ, ভূমি-

গুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথ সজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারণ, চৌর, উগ্রস্বভাব অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা বিষপ্রযোক্তা প্রতিরূপকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ বৃক্ষছেদন মন্ত্র তন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তিদিগের বলহ্রাস শঙ্কা-উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্মব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাশক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি; অনুগতদিগের ব্যবহার সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী সম্ভোগ, এই চারি প্রকার কামজ আর বাক্‌পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ছয় প্রকার ক্রোধজ সমুদায়ে দশ প্রকার ব্যসন, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিহ্ন বিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী, দ্রব্যোপার্জ্জন, ছয় প্রকার দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বানব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীর সংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ, সত্য মধুরবাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহরের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ডনীয়তা, যুক্ত্যনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ, উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সার স্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক রক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ড প্রভাবে পুরুষার্থ ফললাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল। এই নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কমলযোনি ঐ রূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতি শাস্ত্র প্রণীত করিলে বহু রূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন

এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যাসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন। পরিশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচায্য ঐ শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মারা এই রূপে মর্ত্ত্যদিগের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া লোকানুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে দেবগণ ভগবান্ নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মনুষ্যদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে? তখন ভগবান্ বিষ্ণু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামে এক বিষয় বাসনা পরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের কর্দ্দম নামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে। প্রজাপতি কর্দ্দম অনঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতি বিশারদ ছিলেন, তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়াছিলেন। উহাঁর ঔরসে মৃত্যুর সুনীথা নামে মানসী কন্যার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধনানন্তর রাজ্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহারে ক্রোধদ্বেষ পরিপূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তাম্রলোচন ও দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ উহারে এই স্থানে নিষণ্ণ হও বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গ কবচধারী শর শরাসন সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গ বেত্তা দণ্ডনীতিকুশল ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। উহাঁর নাম পৃথু, পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধি প্রভাবে এক্ষণে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমারে উহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনারা আমারে যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত মনে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মান অতিদূরে পরিহার, কেহ ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ড বিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থ বেদনি-

র্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং অশঙ্কিতচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না, এবং লোক-সঙ্কর নিবারণের সম্যক্ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। আর স্বেচ্ছানুসারে কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সততই আমার নমস্য হউন। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই তোমার নমস্য হইবেন। অনন্তর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বালখিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী, মহর্ষি গর্গ তাঁহার জ্যোতিষিক হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা পৃথুরে অষ্টম সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ সময় সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্তুতি পাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে স্তুতিপাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তখন মহারাজ পৃথু প্রীতমনে সূতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে মন্বন্তর-প্রভাবে পৃথিবী অতিশয় উন্নতানত হইয়াছিল; মহাত্মা পৃথু ধনুঃকোটি দ্বারা শিলাজাল উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করিলেন। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভিলাষে যে সমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ ধন রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাসাগর, হিমাচল ও ত্রিদশরাজ ইন্দ্র তাঁহারে অক্ষয় ধন, সুমেরু পর্ব্বত রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষ রাক্ষসগণের অধিপতি কুবের তাঁহারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করিবামাত্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তাঁহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাঁহার শাসন প্রভাবে তস্কর ও সরীসৃপগণ হইতে লোকের কিছুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সমুদ্র যাত্রা করিলে সাগরের সলিলরাশি স্তব্ধ হইয়া থাকিত; পর্ব্বত সমুদায় তাঁহারে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহারার্থ পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার সশ্য সমুৎপন্ন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালী ক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই রূপে এই বহুলোকপূর্ণা পৃথিবী পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু তোমারে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া স্বয়ং পৃথুরে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু তপঃ প্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের যাবতীয় লোক তাঁহারে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। হে মহারাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্য পালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নরপতি স্থিরচিত্ত হইয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারেন। দৈবগুণ প্রভাবেই প্রজারা রাজার বশীভূত হয়। পৃথুর রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হন।

ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই ভূপতিগণ বুদ্ধিমান্ ও মাহাত্ম্য বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিরে রাজ্যপদ প্রদান করেন ধলিয়া কেহই তাঁহারে অতিক্রম* করিতে পারে না, প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়। রাজার পূর্ব্বকৃত সুকৃত নিবন্ধনই অন্যান্য মানবগণ তাঁহার তুল্য হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজারে প্রসন্নবদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান্ ধনশালী ও রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাহার বশবর্ত্তী সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ড প্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণশাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র সমুদায়, চারি আশ্রম, চারি হোম, চারি বর্ণ, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শৌচ, পুরুষকার, সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অনুসারেই বুধগণ নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রাজার বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কি? রাজধর্ম্ম কি? কোন্ বর্ণের লোক কোন্ আশ্রম গ্রহণে অধিকারী? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়? কিরূপ কোশ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋত্বিক্ পুরোহিত ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য? বিপদ্ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আমি ধর্ম্ম, কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাস্বত ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্য বাক্য প্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয় দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্ত স্বভাব জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ যদি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচার সম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হন।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাজ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত

হওয়া ও সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল নরপতি যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ও সমরবিজয়ী হন, তাঁহারাই লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই রাজাদিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থাপন পূর্ব্বক তাহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে পশু পালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্য রক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। বৈশ্যের কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটির দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটি গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর বৈশ্য পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

অতঃপর শূদ্রের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখ লাভ হয়। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহারে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থ সঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ; কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থ সঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। এক্ষণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রকে ভরণ পোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎ যুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায় দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। ধার্ম্মিকেরা কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাঁহারে উহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণ পোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপৎকালে প্রভুরে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবার বর্গের ভরণ পোষণাতিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহারে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে

প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যে সমস্ত যজ্ঞ কীর্ত্তন করিয়াছি সেই সমুদায় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাকার, বষট্‌কার ও মন্ত্রে উহার অধিকার নাই। অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্যদেব ও গ্রহ শান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে, পৈজবন নামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐন্দ্রাগ্নবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল।

সমুদায় যজ্ঞমধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতা স্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পরম দেবতা স্বরূপ। তাঁহারা বিবিধ মনোরথ সফল করিবার মানসে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতই সমুদায় যজ্ঞে অধিকার আছে। ঋক্, যজু ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলেরই পূজ্য। আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন তিনি ব্রহ্মার উপদ্রব স্বরূপ। মানস যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই উহার অংশ গ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাকেন; অতএব চারি বর্ণ মধ্যে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অতি কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়েরই যজ্ঞসাধন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্যসংসর্গী হইলেও তাঁহার বর্ণত্রয়ের যজ্ঞ সাধন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ। আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি স্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্ যজু ও সাম বেদের প্রচার নিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মহর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ হইলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের পূর্ব্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন। শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ। যজ্ঞ নানা প্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে তৎসমুদায় বিদিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহারে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষিগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, সকল বর্ণই সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিলোক মধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব মনুষ্য অসূয়াশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সাধ্যানুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর চারি আশ্রম ও তৎসমুদায়ের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটী আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, অগ্ন্যাধানাদি কার্য্য সমাধান, বেদাধ্যয়ন

ও তৎপরে গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল স্ত্রী সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন, ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। দ্বিজত্বলাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে ঊর্দ্ধরেতা হইতে সমর্থ হন; অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি সুখ দুঃখ রহিত, নিকেতন বিহীন, যদৃচ্ছালব্ধ জীবী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, ভোগ কামনা শূন্য, নির্ব্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নীনিরত, অকুটিল হৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যবাদী, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া বেদাধ্যয়ন, পত্নীর ঋতুরক্ষা, সন্তানোৎপাদন, অপ্রমত্ত চিত্তে হব্য কব্য সম্পাদন, সতত দ্বিজগণকে অন্নদান, আশ্রমে ধনদান ও অন্যান্য বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গার্হস্থ ধর্ম্ম পতিপালন করা হয়। মহানুভাব মহর্ষিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্য বাক্য প্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি সৎকার, ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয় লোকে সুখভোগ করিতে পারে। মহর্ষিগণ কহেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্র কলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ এই রূপ যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ফল ভোগের অধিকারী হন এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যজাত অক্ষয় ও বশীভূত হয়। যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত, জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাত নিরপেক্ষ হইয়া দেবগণের স্মরণ, মন্ত্রজপ, এক আচার্য্যের শুশ্রূষা, গুরুরে নমস্কার, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্য সম্পাদন, সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সংসর্গ পরিহার করেন, তিনি যথার্থ ব্রহ্মচারী।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ জনগণের সুখাবহ, হিংসাবিবর্জ্জিত, সাধুসম্মত, মঙ্গলজনক ধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল স্বর্গলাভ জনক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, সমুদায়ই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারে ইহলোকে নিন্দিত, পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহারে দাস, কুক্কুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে। যে ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যে নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোনুষ্ঠান নিরত ও অতি বদান্য হন, তিনি অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাভ্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে

নিরত হয়। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর ; কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে, যাহা হউক, মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিলেই উভয় লোকে সুখ লাভ করিতে পারে।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্য্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, ও ধনোপার্জ্জ-ণের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্ম-ণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্কা-র্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্মে কৃত-কার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্প-ট্য ও কুসীদ গ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্ম-ণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও বেদ কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর হিংস্র স্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকু-ব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব সমুদায় আশ্র-মেই উঁহাদের অধিকার আছে। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াবান্ সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কদাচ বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারিবর্ণের ধর্ম্ম, বেদ, যাগয-জ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রম ধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

এক্ষণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সমুচিত আশ্র-মধর্ম্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র আপনার শরীর সামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল তিন বর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিন বর্ণের সমতা লাভ ও পুরাণ-শ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে সে রাজার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সমুদায় আশ্রম আশ্রয় করিতে পা-রে ; অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়া বৈশ্যও রাজার অনু-মতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎ-পাদন, সোমরস পান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদপাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণা দান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্বীয় পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্ন পুর্ব্বক যজ্ঞ দ্বারা দেব-গণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদা-ধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেষাব স্থায় আশ্রমান্তর গমনে অভিলাষ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। রাজা গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কাম্য-ধর্ম্ম ; নিত্যধর্ম্ম নহে।

মানব মণ্ডলীমধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠ-তর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে

কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত যেমন সমুদায় প্রাণীর পাদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলত রাজধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের সারভূত। রাজধর্ম্ম প্রভাবেই সমুদায় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদায় ধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদায় রাজধর্ম্মেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে কেহই আর আপনার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা করে না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, লোকাচার প্রথা ও কার্য্য সমুদায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবে জনসমাজে প্রতি রহিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব থাকাতেই প্রজাগণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে। আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও নানা বিধ। কতকগুলি লোক বিরুদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা সেই শাশ্বত ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মও বিপরীত করিয়া তুলেন, আর অনেকে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ে একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সুখভূয়িষ্ঠ, কপট রহিত ও সমুদায় লোকের হিতকর। গৃহস্থ ধর্ম্মের ন্যায় রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসাধনের মূল। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বহুতর মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি রাজধর্ম্ম প্রধান কি আশ্রমধর্ম্ম প্রধান ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত ভূতপতি নারায়ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছেন

মহারাজ! পূর্ব্বকালে দানবগণের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সমুদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা মান্ধাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত পরম পিতা নারায়ণের দর্শনমানসে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থলে মান্ধাতারে দর্শন প্রদান করিলেন। মান্ধাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে অন্যান্য পার্থিবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা মান্ধাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি কেন বৃথা সেই অপ্রমেয় অমিত পরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিবার অভিলাষ করিতেছ? আমি এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহারে দেখিতে পান নাই। তুমি ভূলোকের অধিপতি, অতএব তোমার আর যে কোন অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর আমি অবিলম্বে তাহা সফল করিব। তুমি শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত, দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি সম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই নিমিত্ত আমি তোমারে বিষ্ণুদর্শন ভিন্ন অভীষ্ট বর প্রদানে প্রস্তুত আছি।

মান্ধাতা কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, সেই আদিদেবের দর্শন-

লাভ ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষই নাই। অতঃপর আমি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবিলম্বেই অরণ্যে প্রস্থান করিব। অরণ্যই সাধুজনসেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে দিব্য লোক সমুদায় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি; কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অবলীলাক্রমে সমগ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম নানা প্রকার এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর। যাহা হউক, সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আয়ত্ত; এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে শত্রু নাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই অপ্রমেয় পুরুষ শত্রুবর্গকে বিনাশ না করিতেন তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মা কি আদিধর্ম্ম কি অন্যান্য ধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। যদি সেই দেবাদিদেব পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয় ও চারি আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্ম সমুদায় উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শাশ্বত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই তৎসমুদায় পুনরায় সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রতিযুগেই আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়। সমরমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান, লোকপালন, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ এই সমস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপ্রভাবেই জনসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্য্যাদাশূন্য, স্বেচ্ছাচার পরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরা রাজভয়ে অভিভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠানে বিরত হয় এবং সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজার শাসন প্রভাবেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। লোক সকল ভূপালগণ কর্ত্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমুদায়ই সুসৃঙ্খল হইতে পারে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র উদার স্বভাব ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হন। ঐ ধর্ম্ম অধার্ম্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে লোকক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরত্ব সম্পাদন, রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে অনাদর প্রদর্শন, প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরম দয়ালু রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। ভূপতিগণ সমরক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশুশ্রূষা ও পরস্পরের বিনাশ সাধন দ্বারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মলাভার্থী হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্য্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং উৎকৃষ্ট উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক অতিযত্নসহকারে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট। যে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে,

তাহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য হয়। উচ্ছৃঙ্খল অর্থ লুব্ধ ও পশুতুল্য মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রভাবেই নীতি শিক্ষা করে ব্রাহ্মণগণের যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যিনি উহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারে শত্রুর ন্যায় শস্ত্র দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রম ধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, অন্যজাতির উহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্য দ্বারাই ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে সম্মান ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায়ের মধ্যে রাজধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবরাজ! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্দ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত বৈশ্য ও শূদ্রগণ কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে আর আমরাই বা সেই দস্যুগণকে কিরূপে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব উহা কীর্ত্তন করুন। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ যাহাতে পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথা সময়ে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান, কূপাদি খনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয় প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান, হিংসা ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, দ্রোহ পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতি লাভের বাসনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বযজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশে ধনদান করে, ভূপতির তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগেরও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবেন্দ্র! দস্যুগণ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রাণিগণ রাজার দৌরাত্ম্য নিবন্ধন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। সত্য যুগ অতীত হইলে অসংখ্য লোক ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষুক হইবে এবং কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম বাক্যশ্রবণ পরিহার পূর্ব্বক কুপথে গমন করিবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতি প্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকগুরু রাজার অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না। দেবতারাও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অপমান করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের উপর ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা বুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারেন; অতএব উহাঁরা আমার মান্য ও পূজ্য।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অপমান করা কাহার সাধ্য। যে ব্যক্তি ক্ষত্রধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারে পথিমধ্যস্থ অন্ধের ন্যায় অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি অগ্রে চারি আশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্ম সমুদায় অবগত হইয়াছ, এক্ষণে রাজা যেরূপ আচারনিষ্ঠ হইলে যে আশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মনুষ্যেরা চারি আশ্রম আশ্রয় করিয়া বিধিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যে সমস্ত ফল লাভ করে, রাজা রাজধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যে মহীপাল স্বেচ্ছাচার শূন্য, বিদ্বেষ বুদ্ধি বিহীন ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য দ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজনীয় ব্যক্তির অর্চ্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞানী, ত্যাগশীল, নিগ্রহানুগ্রহ পরায়ণ, সদাচার সম্পন্ন ও ধীর প্রকৃতি তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসীপ্রভৃতি ধার্ম্মিকদিগকে বারংবার সৎকার, আহ্নিক কার্য্য, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মানুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধন দ্বারা অতিথির সৎকারসাধন এবং লোক রক্ষার্থ বনৌষধি আহরণ করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা স্বরাষ্ট্র প্রতিপালন, সমস্ত প্রাণির রক্ষাবিধান ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যাশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি ধর্ম্মানুসারে আহ্নিক, জপ ও দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা প্রাণরক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া সতত বেদাধ্যয়ন, ক্ষমাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চ্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্রহ্মাশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং অনৃশংস ব্যবহার করেন, তাঁহার সকল পুণ্যের ফল লাভ হয়। যে রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় প্রদান, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিরে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপ্তৃগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনই রাজার গৃহস্থ ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে রাজা সচ্চরিত্র অর্চ্চনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও আপনার আলয়ে আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থত অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র আশ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি গুণগ্রাম বিহীন না হন তাঁহারেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি সম্যক্ রূপে স্থান, কুল ও বয়সের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন তিনি সমস্ত আশ্রম বাসের যথার্থ উপযুক্ত। রাজা দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাশ্রমের ফলভাগী হন। যিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে যথাকালে ঐশ্বর্য্য ও উপহার প্রদান এবং দশ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের সম্যক্ উপযুক্ত। প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, রাজা তাহার অংশভাগী হন; আর তাহারা সুশৃঙ্খলে প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে তাহা-

তেও রাজারে লিপ্ত হইতে হয়। যে সকল লোক ভূপতির সহায়, তাহারাও প্রজাবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে রাজা সকল প্রাণিকে আপনার ন্যায় জ্ঞান এবং ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ড বিধান করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন। রাজধর্ম্ম রূপ নৌকা ত্যাগ রূপ বায়ু ও সত্ত্বরূপ কর্ণধার দ্বারা চালিত এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপ রজ্জুদ্বারা সংযত হইয়া ধার্ম্মিক রাজারে উদ্ধার করে। যখন রাজা সমস্ত বিষয়বাসনা শূন্য হন, তখন তিনি বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সুপ্রসন্ন মনে লোভাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রজাপালনে নিরত হও; তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়নরত, সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা প্রজাপালন নিরত হইলে তাহার শতগুণ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি ঐ সমুদায় পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাপ্রচলিত নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেই তোমার চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মলাভ হইবে।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্ব প্রথমে রাজ্য মধ্যে রাজারে অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরস্পর পরস্পরের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব উদয়োন্মুখ হইবার বাসনা করিলে নরপতিরে ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। অরাজক রাজ্য মধ্যে অগ্নি হবি গ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেননা ঐ বলবান ব্যক্তি প্রজাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে। আর যদি প্রজারা উহারে সম্মান না করে, তাহা হইলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতএব ঐরূপ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীরে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশ ভোগ করে, আর যাহারে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করে না। যে দ্রব্য স্বয়ং প্রণত হয়, তাহারে তাপিত এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহারে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবান্ ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত। বলীয়ান্ ব্যক্তিরে প্রণাম করিলে ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক জনকে নরপতিপদে অভিষেক করা

অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধন উপভোগ করিতে পারে না। ঐ সময় পাপাত্মারা অন্যের ধন অপহরণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হয়; কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার ধন হরণ করে তখন সে রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, অতএব অরাজক পাপাত্মাদিগেরও সুখজনক নহে। ঐ সময় দুই জন পাপাত্মা একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সকল দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্তই দেবতারা রাজ্য মধ্যে নরপতির আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবী মধ্যে রাজা দণ্ডধারণ না করেন তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎমৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্রমৎস্য সমুদায়কে ভক্ষণ করে সেইরূপ বলবান ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে প্রজা সকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময় কতগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিতান্ত অসুখিত চিত্তে লোক পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, ভগবন্! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি আমাদিগকে এক জন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহারে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুরে তাহাদের প্রতিপালনে আদেশ করিলে মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাপানুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন বিশেষত মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যগণকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার। তখন প্রজাগণ মনুরে কহিল, প্রভো! ভীত হইবেন না, পাপ আপনারে স্পর্শ করিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনের নিমিত্ত পশু ও সুবর্ণের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং ধান্যের দশম ভাগ প্রদান করিব। বিবাদ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আপনি অতি মনোহররূপা কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণে প্রধান হইবে, তাহারা দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি মহাবল পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় পরম সুখে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশ ভাগী হইবেন। অতএব মহারাজ! আপনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন; সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে প্রতাপিত করিয়া জয় লাভার্থ নির্গত হউন; আপনার প্রভাবে শত্রুগণের দর্পচূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রজাগণ এই কথা কহিলে সেই সৎকুলোদ্ভব মহাতেজস্বী মনু অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে প্রজাপালনার্থ নির্গত হইলেন। প্রজাগণ

দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ত্ব দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত হইল। এই রূপে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শান্তি বিধান পূর্ব্বক প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযোজিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে ও শিষ্যগণ যেমন গুরুরে সর্ব্বদা প্রণাম করে, তদ্রূপ রাজারে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে যে ব্যক্তি আত্মীয় জন কর্ত্তৃক সংকৃত হয়, সে শত্রুপক্ষেরও সমাদর ভাজন হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি আত্মীয় লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়, শত্রুগণ তাহারে অনায়াসে পরাভব করে। শত্রুগণ রাজারে পরাভব করিলে প্রজারা সকলেই অসুখী হয়; অতএব নরপতিরে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাজা শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন; সর্ব্বদা সকলকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিরে দেবতুল্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ বসুমনা বৃহস্পতিরে যাহা জিজ্ঞাসা এবং সুরগুরু উহাঁরে যে রূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সর্ব্বলোকহিতৈষী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কোশলরাজ বসুমনা যথোচিত বিনয় সহকারে কৃতপ্রজ্ঞ মহাত্মা বৃহস্পতিরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রাণিগণ কি কর্ম্ম করিলে বর্দ্ধিত আর কি নিমিত্তই বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রাজ্ঞলোকেরা কাহার পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভে সমর্থ হন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ বৃহস্পতি অমিততেজা কোশল রাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মহীন ও পরদার নিরত হইলে ভূপতি তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের পাপ মোচন করেন। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণিগণ যেমন বস্তু দর্শনে অসমর্থ ও ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়, যেমন অল্পোদক প্রদেশে মৎস্যগণ ও হিংস্রভয় বিহীন স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে দুর্ব্বল পুরুষের গৃহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয় কেহই আর পুত্রকলত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না। সংসার বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্যের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হইতে থাকে। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। অধমেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিগণকে কষ্ট প্রদান

ও তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করে। ধনবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বধ ও বন্ধন জনিত বিষম ক্লেশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকেনা। অকালে সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমুদায় স্থানই দস্যুগণে পরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি বাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বিত বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রেতনিঃসারণে পরাঙ্মুখ, আভীরপল্লী উৎসন্ন ও দধিমন্থন কার্য্য বিলুপ্ত হয়। সমুদায় প্রাণী উদ্বিগ্নহৃদয়, বিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপি দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে বিধি পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হয় না। ব্রতস্নাত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে বিরত হন। লোকে বিবিধ প্রতিবন্ধক বশত কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থ চিত্তে কালযাপন করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের করস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব্ব স্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।

আর ভূপতি যাথানিয়মে রাজ্য পালন করিলে প্রজাগণ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রমণীগণ রক্ষকবিহীন হইয়াও অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাবিহীন হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনায়াসে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোক সমুদায়ের জীবিকাভূত বার্ত্তাশাস্ত্র ও লোকপালক বেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রসন্ন পরম সুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহারা বিনষ্ট হয়। অতএব ভূপতিরে অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বলোক হিতার্থ তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহারে নিঃসন্দেহ ইহলোকে কষ্টভোগ ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। নরপতি নররূপধারী দেবতা স্বরূপ; অতএব উহাঁরে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কদাপি বিধেয় নহে। রাজা সময়ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে সন্নিহিত মিথ্যাবাদীরে দগ্ধ করেন, তখন তাহার হুতাশন মূর্ত্তি, যখন চর দ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্করমূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র পৌত্র ও বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি, যখন সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন ধন দ্বারা উপকারীদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারীদিগের ধন রত্ন অপহরণ করেন, তখন তাঁহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাংক্ষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্য কখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র ভ্রাতা ও বয়স্য প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, রাজার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয় না। দাহ্য বস্তু বায়ুসমীরিত হুতাশনে

দগ্ধ হইলে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোপানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যে সমস্ত বস্তু অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে মৃত্যু হইতে যেরূপ ভীত হয়, রাজস্ব অপহরণেও সেই রূপ ভীত হইবে। মৃগ যেমন মারণ যন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের রাজস্ব স্পর্শ মাত্রই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি আপনার ধনের ন্যায় অতি যত্নসহকারে রাজস্ব রক্ষা করিবে। যাহারা রাজস্বাপহারী তাহারা চিরকালের নিমিত্ত ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা মহারাজ প্রজারঞ্জক, সুখপ্রবর্ত্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? অতএব উন্নতিলাভেচ্ছু, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী ব্যক্তির মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রী, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদার প্রকৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপর হইলে রাজার সমাদর ভাজন হন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সদাশয় মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, মহীপাল সেই রূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে প্রগল্‌ভ করে এবং ভূপাল মনুষ্যকে ক্ষীণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয়, সে সতত অসুখে আর যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরম সুখে কালযাপন করে। রাজা প্রজাদিগের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখ স্বরূপ; প্রজারা তাঁহারে আশ্রয় করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। রাজা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও সৌহার্দ্য সহকারে রাজ্য শাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ করিতে পারেন। কোশলাধিপতি বসুমনা মহাত্মা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অতি যত্নসহকারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কার্য্য রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কি রূপে রাজ্য রক্ষা, শত্রুপরাজয়, চরপ্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও চারিবর্ণের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রথমত রাজা বা রাজপ্রতিনিধির যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথম আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে অরিবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্ত পরাজয় না হইলে অরিপরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্ত পরাজয় করা হয়। দুর্গ, রাজ্যের শেষসীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশনস্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতি সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকার সম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা পরিশ্রম সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গূঢ়চর সমুদায় সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত ভূপতি, এবং নগর ও জনপদবাসী লোকদিগের আচার ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে চর প্রেরণ করিয়াছে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধ স্থান, মহাজনসমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা, বহির্ব্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সমাগম স্থান,

চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাস স্থানে অন্বেষণ করা আবশ্যক। শত্রুপক্ষীয় গূঢ়চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। নরপতি যখন আপনারে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিম্বা সন্ধীৎসু, গুণবান্, উৎসাহ সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্য রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা আপনার উচ্ছেদ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বাপকারী ও লোকবিদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ এবং যে নরপতি উপকার বা অপকার করণে অসমর্থ তাহারে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বল, মিত্রবিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা রাজার কর্ত্তব্য। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে নগরের রক্ষাবিধান নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বলবিহীন রাজার কদাপি বিধেয় নহে। হীনবল ভূপতি ভৃত্যাদি দ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগ দ্বারা উহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ মধ্যে বিবাদোৎপাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যলাভার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্ব্বোক্ত উপায় ত্রয় দ্বারা যে অর্থ লাভ হয় পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষড়্ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুরূপ অর্থ দণ্ড করিয়া প্রজাবর্গের উপদ্রব নিরাকরণে প্রবৃত্ত হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরবাসীদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা রাজার উচিত বটে কিন্তু বিচারকাল উপস্থিত হইলে কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বাক্য শ্রবণার্থ বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ রূপ ব্যবহার করিলে ভূপতির রাজ্য চিরস্থায়ী হয়। রাজা সুবর্ণ ও লবণাদির আকর, ধান্যাদি বিক্রয় স্থান, নদীসন্তরণ স্থান ও নাগবলে অমত্য বা বিশ্বাসী পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যে মহীপাল ন্যায়ানুসারে প্রতিনিয়ত দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়। দণ্ডবিধানই রাজার যথার্থ ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয়। বেদবেদাঙ্গবেত্তা, প্রাজ্ঞ, তপঃ পরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার নিতান্ত আবশ্যক। সুবিচার করিতে না পারিলে তাঁহার স্বর্গ বা যশোলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহীপাল বলবান লোকের বলবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক মিত্রগণকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের চেষ্টায় তৎপর হইবেন। ঐ সময় তিনি বনবাসীদিগকে রাজপথে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগর মধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুরক্ষিত দুর্গ সমুদায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের সমুদায় শস্য দুর্গ মধ্যে সংস্থাপন করিবেন এবং যদি শস্য আনয়নে নিতান্ত অসক্ত হন, তবে অগ্নি দ্বারা তৎ-

সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। শস্য সমুদায় যদি ক্ষেত্রমধ্যে থাকে তাহা হইলে শত্রুসৈন্যগণকে প্রলোভন পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা তৎসমুদায় আহরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে স্বীয় সৈন্য দ্বারা সমস্ত শস্য বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতু সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিবেন। সমুদায় প্রণালী জল এককালে নির্গত করাইবেন। কূপাদির সলিলে বিষসংযোগ করিবেন। মিত্রগণের রক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রবল বিপক্ষ অনন্তর দেশবাসী মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও বিশাল বৃক্ষ সমুদায়ের প্রবৃদ্ধ শাখা সকল ছেদন করিবেন। চৈত্যের একটী পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। পরিখা সকল সলিলপূর্ণ এবং শূল ও নক্র মকরাদি দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ু সঞ্চারার্থ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সমুদায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসমুদায়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতঘ্নী সমুদায় সংস্থাপন করিবেন। ঐ সমুদায় দ্বার দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে দিবেন। কাষ্ঠ আহরণ, কূপ খনন ও পূর্ব্বকৃত কূপের সংস্কার সাধন করিবেন। যে সমস্ত গৃহ তৃণ সমাচ্ছন্ন তাহাতে পঙ্ক লেপন করিয়া দিবেন। রাত্রিকালে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে দিবাভাগে কদাচ অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন না। কর্ম্মারগৃহ ও সূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ঐ সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্য মধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন ভিক্ষুক, শকট চালক, ক্লীব ও কুশীলবদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। উহারা ঐ সময় নগর মধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের আলয়ে চর নিয়োগ ভূপালের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজপথ, বিপণী, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ, পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদায় গোপনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরবল পীড়িত মহীপাল অর্থ, তৈল্য, বসা, মধু, ঘৃত, সমস্ত ঔষধ, অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জা, পত্র, শর, লেখক, বালতৃণ, বিষাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ, ফলমূল চতুর্ব্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভা পরিবর্দ্ধক ও আমোদ জনক নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবীদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী পুরবাসী বা অন্য কোন ভূপাল যাহা হইতে রাজার ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অচিরাৎ তাহারে আপনার অধীন করিবেন। কোন ব্যক্তি উপকার করিলে রাশি রাশি অর্থ প্রদান বা বিবিধ সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ করিলে অঋণী হন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র সমুদায়, জনপদ ও পুর এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপাল ষাড়্গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তিনি রাজ্য ভোগ করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। এক্ষণে ষাড়্গুণ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া অবস্থান

যুদ্ধ গমন, বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক অবস্থান, যুদ্ধের আয়োজন করিয়া শত্রুর ভয়প্রদর্শনার্থ অবস্থান, সন্ধিস্থাপন, ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয়টী ষাড়্‌গুণ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটী বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত হয়। আর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীও ত্রিবর্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা ধর্ম্মাবলম্বী হইলে চিরকাল পৃথিবী প্রতিপালন করিতে পারেন। সুরগুরু বৃহস্পতি এই বিষয়ে যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন শ্রবণ কর। মহীপাল রাজ্য পালন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতি পবিত্র সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাপালন করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পরস্পরের ও প্রজাগণের কি রূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাগণের যে রূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপতি কর্ত্তৃক যথা নিয়মে প্রযুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে নিয়মাবলম্বী, নিঃশঙ্ক, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যত্ন সহকারে বিধি পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকে না।

কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ; এবিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ! রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারু রূপে রাজ্য পালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্ম সঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্ম সমুদায় দোষ শূন্য হয়। ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধি সমুদায় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করে। ওষধি, ত্বক্ পত্র ও ফলমূল সমুদায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এককালে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এই রূপে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

যখন রাজা চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিনপাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ কহে। পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ কহে। দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের দুইপাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে, যে সময় নরপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন সেই কালকে কলিযুগ কহে।

কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সমুদায় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্য সকল অপরিশুদ্ধ এবং ঋতু সমুদায় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানা প্রকার ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদায় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতএব রাজারেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গ সুখ অনুভব করেন। যাহা হইতে ত্রেতাযুগ হয় তিনি ত্রিপাদ স্বর্গ সুখভোগে অধিকারী হন। যাহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয় তিনি দ্বিপাদ স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হন, তাঁহারে সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে প্রজাদিগের সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন ও মাতা পিতার ন্যায় মঙ্গল বিধান করে। উহার প্রভাবেই প্রাণিগণ জীবিত থাকে। দণ্ডনীতির অনুসারে কার্য্য করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম ; অতএব এক্ষণে তুমি নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন কর, তাহা হইলে দুর্জ্জয় স্বর্গলোক জয় করিতে পারিবে।

সপ্তুতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি রূপ ব্যবহার অবলম্বন করিলে ইহলোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখসম্ভোগে সমর্থ হইতে পারা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষ, হীনতাদি ষট্‌ত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদায় গুণ সম্পন্ন হইলে গুণবাণ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ঐ সমুদায় গুণ উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে ভূপতি রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদি শূন্য হইয়া লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, ঔদ্ধত্য পরিহার পূর্ব্বক কামনা সিদ্ধি, অদীনভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘা বিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎলোকের সহিত সন্ধি সংস্থাপন, বন্ধু বান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিরে চর কার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সাধন, অসৎব্যক্তির নিকট কার্য্য প্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণ কীর্ত্তন, সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ, অসৎব্যক্তির সহায়তা অবলম্বন, সবিশেষে পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, লোভাক্রুষ্ট ব্যক্তিরে অর্থ দান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নিরন্তর স্ত্রী সম্ভোগ এবং অহিতকর সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। ঘৃণা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার স্ত্রীর রক্ষণা-

বেক্ষণ, অকপট চিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানার্হ ব্যক্তির সম্মান রক্ষা, দেবগণের অর্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তি লাভের কামনা করিবেন। অকালে দক্ষতা প্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিরে প্রহার, শত্রু বিনাশ করিয়া অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধ প্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বীয় রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ রূপ আচরণ কর। উহার অন্যথাচরণ করিলে ভূপতিরে নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তোমার সমক্ষে যে সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, যদি কেহ ঐ সমুদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উভয় লোকেই যাহার পর নাই সুখসম্ভোগ ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কি রূপে প্রজাপালন করিলে মনস্তাপ শূন্য ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধ বিহীন হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় শাশ্বত ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া কোন কালেই শেষ করা যায় না; অতএব উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণ বন্দন ও অর্চ্চনা করিয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। মঙ্গলানুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণ মুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয় আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবে এবং সরল প্রকৃতি হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধি বলে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কাম ক্রোধ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। যে নরপতি কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে সে মূর্খ কদাপি ধর্ম্ম বা অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তুমি লুব্ধ ও মূর্খদিগকে কদাপি কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। লোভবিহীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যনৈপুণ্য বিহীন কামক্রোধপরায়ণ মূর্খ রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাগণকে যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধিদিগের দণ্ডবিধান এবং প্রজাদিগের শস্যাদির ষষ্ঠাংশ, শুল্ক ও সুরক্ষিত বণিকদিগের প্রদত্ত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবেন। রাজনীতির অনুসারে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত, প্রজা রক্ষণে যত্নবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বদান্য হইলে মানবগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়। তুমি কদাচ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিও না। যে রাজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থলাভে সমর্থ হন না। তাঁহার সমুদায় সঞ্চিত অর্থ বৃথা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা ধনলোভে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপরিমিত কর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বয়ং আপনার হিংসা করেন। দুগ্ধলাভার্থী ব্যক্তি ধেনুর আপীন ছেদন করিলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিলে কখনই সম্পত্তিশালী হইতে পারেন না। সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীরে দোহন করিলে যেমন প্রচুর

দুগ্ধলাভ করা যায় তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যভোগ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। রাজ্য সদ্ধ-পদ্মি দ্বারা সুরক্ষিত হইলে কোষবৃদ্ধি হই-বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যেমন পরি-তৃপ্ত হইয়া সন্তানগণকে স্তন্য প্রদান করেন তদ্রূপ পৃথিবী রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুরপরিমাণে ধান্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অঙ্গারকের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর। তাহা হইলেই দীর্ঘকাল প্রজাপালন ও রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজ্য আক্রমণ করিলে তোমার বিপুল ধন ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনা সহকারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। তুমি যদি নিতান্ত ধনহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণগণকে ধনবান্ দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না। উঁহাদিগকে যথা-শক্তি ধন দান, সান্ত্বনা ও তাঁহাদের রক্ষণা-বেক্ষণে তৎপর হইলেই তুমি স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি উক্তরূপ ধর্ম্মা-নুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভুত যশ ও অতুল কীর্ত্তিলাভ হইবে এবং মনঃপীড়া শূন্য হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। প্রজা রক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা দয়াবান্ প্রজাপালননিরত নরপতিরে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। রাজা ভয়প্রযুক্ত এক দিন প্রজা রক্ষা না করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করেন, তাঁহারে পরলোকে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। আর তিনি এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, পরলোকে দশ সহস্র বৎসর তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বাণপ্রস্থাশ্রমবাসী ব্যক্তিরা সুচারুরূপে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যে সমস্ত লোক জয় করেন, রাজা ক্ষণকাল ধর্ম্মানু-সারে প্রজাপালন করিয়া অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হন; অতএব তুমি উক্ত রূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হই-লেই পুণ্যফল লাভ, মনঃপীড়া নিবারণ ও স্বর্গে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পা-রিবে। ভূপতি ভিন্ন অন্য ক্লেহই পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না এবং তুমি ধৈর্য্যশালী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন পূর্ব্বক সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের ও অভিলষিত বস্তু দ্বারা সুহৃদ্গণের তৃপ্তিসাধন কর।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি সাধু-ব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও অসাধুদিগের শাসন করিতে পারেন, তাঁহারেই পুরোহিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও এলের পুত্র পুরুরবার কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা পুরুরবা বায়ুরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পবন! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণত্রয় কোথা হইতে সম্ভূত হইল এবং ব্রাহ্মণই বা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন তাহা কীর্ত্তন কর।

বায়ু কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ ব্র-হ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু যুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উঁহার পাদদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। এই রূপে বর্ণচতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের

শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

পুরূরবা কহিলেন, সমীরণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে?

বায়ু কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বর্ণের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব জগতীস্থ সমুদায় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও যাহা দান করিয়া থাকেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সমুদায় বর্ণের গুরু এবংসর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, তৎসমুদায়ই শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, স্বধর্ম্মাবলম্বী ধনতৃষ্ণাশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীত স্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে বিবিধ উপদেশ দ্বারা নরপতির মঙ্গল বিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার যশঃশশধর চিরকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হন। প্রজাবর্গ নরপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভীক চিত্তে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞ দ্বারাই পরিতৃপ্ত হন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার নরপতিরই আয়ত্ত। অরাজক রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়া দ্বারা এবং শীতকালে অগ্নি, আতপ ও বসন দ্বারা সুখলাভ করে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ সতত ভীত থাকিলে কেহই কোন প্রকার সুখলাভে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি জীবদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণ দান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভের পাত্র, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? রাজা ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্ম স্বরূপ হইয়া সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি সত্বরে এক জন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা সমুদায়কে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সদ্ভাব থাকিলে প্রজারা সুখী হয় এবং ঐ উভয়ের পরস্পর অসদ্ভাব হইলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও

ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূল স্বরূপ। এই স্থলে ঐলকশ্যপ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ঐলতনয় মহারাজ পুরূরবা কশ্যপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উহঁাদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায় এবং প্রজারাই বা কোন্ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া থাকে? কশ্যপ কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা যাহারে ইচ্ছা হয়, তাহারেই রাজা বলিয়া অঙ্গীকার করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করে, তাঁহাদিগের বেদজ্ঞান লাভ, পুত্রোৎপত্তি, দধিমন্থন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়েরও পুত্র পৌত্রেরা বেদাধ্যয়নবিমুখ হইয়া উঠে ও তাহার গৃহে অর্থ কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তাহার বংশীয় লোকেরা সঙ্কর সমুৎপন্ন ও দস্যুভাবাপন্ন হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাদুর্ভাবের হেতুভুত। যদি উহাঁরা পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন হন, তাহা হইলে উহঁাদের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়, আর যদি উহাঁদিগের সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে সকলেই মোহে একান্ত অভিভুত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অগাধ সাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় কেহই আর এই সংসার সাগর পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রজাবর্গ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত হইলে সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে; আর অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দস্যু প্রভৃতির প্রভাবে বেদবিবর্জ্জিত হইয়া বেদ দ্বারা পরিত্রাণ বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না এবং নিরন্তর মৃত্যুভয় ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সময় পাপাত্মারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং নরপতিগোচরে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না, সেই সময় রাজার মহা ভয় উপস্থিত হয়। দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন রুদ্রদেব সম্ভূত হইয়া এক কালে সৎ ও অসৎ সকলকেই নিপাতিত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! জীবগণকেই জীবের বধসাধন করিতে দেখা যায়। রুদ্রদেব ত কাহার নেত্রগোচর হন না। উনি কে? কিরূপ আকার সম্পন্ন এবং কোথা হইতেই বা জন্ম পরিগ্রহ করেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

কশ্যপ কহিলেন, যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার ও অন্যের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব। উহাঁর আকার উৎপাত বায়ু ও মেঘের ন্যায়।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! বায়ু চতুর্দ্দিক্ আক্রমণ ও মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া ত প্রায়ই মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে না। মনুষ্যগণকে কামদ্বেষের বশীভূত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

কশ্যপ কহিলেন, মহারাজ! হুতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন হইয়া সমুদায় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদ্বেষের বশীভূত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মাদিগের পাপাচরণ নিবন্ধন যদি পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত লোকে দুষ্কর্ম্মের পরিহার ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

কশ্যপ কহিলেন, যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপপরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রব নিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে; অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! বসুন্ধরা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য সকলকেই তাপ প্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতা সাধন এবং সমীরণ সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন। ইহাঁদিগের নিকট সাধু ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, নৃপনন্দন! ইহলোকে ঐরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যানুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতর বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোক সমুদায় দুঃখের আকর ও অমৃতের নাভি স্বরূপ, উহার জ্যোতি হিরণ্যবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন পূর্ব্বক অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপলোক নরকের আবাস। উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা ঐ লোকে বহু কাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে প্রজারা দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অগ্রে পুরোহিত বরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া ভূপতির উচিত। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মান ভাজন ও পূজনীয়। বলবান্ হইলেও সমুদায় উৎকৃষ্ট বস্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজা ও রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজ দ্বারা প্রজাগণের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিরাকৃত হয়, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহারাজ মুচুকুন্দ ও কুবেরের কথোপকথন এই বিষয়ের একটী উদাহরণ স্বরূপ। আমি এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহীপাল মুচুকুন্দ সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। যক্ষরাজ তদ্দর্শনে মুচুকুন্দের সৈন্য সংহারার্থ অচিরাৎ অসংখ্য রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। নিশাচরগণ মহারাজ মুচুকুন্দের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয় বিদ্বান্ স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার নিন্দা শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ধনাধিপতি মহারাজ মুচুকুন্দের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিতসাহায্য সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমারে যে রূপ আক্রমণ করিয়াছ এরূপ আর কেহই করেন নাই। সেই পূর্ব্বতন ভূপতিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলশালী হইয়াও আমারে সুখ দুঃখের

অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা করিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর। ব্রাহ্মণবল আশ্রয় করিয়া কি নিমিত্ত বৃথা বলবত্ত্ব প্রকাশ করিতেছ?

তখন মহারাজ মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনেশ্বরকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা উহঁাদিগের সৃষ্টি করিয়া লোক পালনার্থ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক্ পৃথক্ হইলে প্রজাগণ কখন সুরক্ষিত হইতে পারে না; অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজা পালন করাই বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য। আমি সেই অনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি, তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছেন?

তখন যক্ষরাজ রাজা মুচুকুন্দকে কহিলেন, মহারাজ! আমি কদাচ এক জনের রাজ্য অন্যকে প্রদান বা অপহরণ করি নাই। এক্ষণে তোমারে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলাম; তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে উহা শাসন কর।

মহারাজ মুচুকুন্দ ধনেশ্বর কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে সমুদায় ধরিত্রী জয় করিয়া ভোগ করিব, এই আমার বাসনা।

তখন ধনাধিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দকে অসম্ভ্রান্ত, ক্ষত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ মুচুকুন্দ কুবেরের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে স্ববাহুবল নির্জ্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ঐ রূপে ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদায় পৃথিবী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন উদকক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবগণের উন্নতি সাধন এবং পুণ্যলোক সমুদায় পরাজয় করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাত্রোত্থান ও ধন প্রদান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগের তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অন্তকের ন্যায় নিরন্তর অরাতিগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড সমুদ্যত ও দস্যুগণকে সমূলে উন্মূলিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুরাগ নিবন্ধন কাহারেও ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থ দান, হোম ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হন। আর প্রজারা উত্তম রূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যে সকল পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, নরপতিরে তাহারও চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক

যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহারে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে তৎসমুদায়ই ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে নরপতি যাহাতে ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তস্করেরা কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে স্বীয় ধনাগার হইতে বা বণিকদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই উচিত। ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষী সমুদায় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্ব্বার্থসাধক নরপতিরে আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করে। কামাত্মা নৃশংস ও ধনলুব্ধ নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সুখলাভার্থ ক্ষণকালও রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনি পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিলেন, ধর্ম্মলাভার্থে রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, রাজ্যপালন দ্বারা অধিক ধর্ম্ম লাভ করা অতি সুকঠিন; উহাতে সমধিক পাপ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব অতঃপর আমি পরম পবিত্র অরণ্য মধ্যে গমন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, ফলমূলাহারী, তপস্বী হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংসতা শূন্য তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি; কিন্তু কেবল অনৃশংসতা অবলম্বন করিলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না। তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদু, কৃপালু ও উৎসাহশূন্য বলিয়া লোকে তোমারে গৌরব করে না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচরিত ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। তুমি যেরূপে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ, ভূপালগণের সেরূপ করা বিধেয় নহে। তুমি কদাপি মৃদুত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক নিষ্ঠুরতায় এককালে পরাঙ্মুখ হইও না। প্রজাপালন করিলেই তোমার অনায়াসে ধর্ম্মফল লাভ হইবে। তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা ও ধীশক্তি প্রভাবে যেরূপ আচারপরায়ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ, পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীদেবী তুমি ওরূপ হইবে বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার শৌর্য্য, বল, সত্য, মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য প্রার্থনা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মনুষ্যের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধতর্পণাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজা প্রতিপালন ধর্ম্মাই হউক, আর অধর্ম্মাই হউক, তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহারা যথাকালে উপযুক্ত ভার বহনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অশ্বও সম্যক্ রূপে শিক্ষিত হইলে অনায়াসে ভার বহন করিতে পারে। কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দ্দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প সে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই

নাই। সৎকুল সম্ভূত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে রাজার রাজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন। সৎকুল সম্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বৃত্তিলোপ ভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তাঁহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক আর কেহই নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি আপনি বিশেষ জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে লোকে কোন্ কার্য্য দ্বারা স্বর্গ, উৎকৃষ্ট প্রীতি ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করে, আমার মতে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক্ অধিকারী হয়; অতএব তুমি আহ্লাদিত চিত্তে কৌরব কুলের অধীশ্বর হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগের পরাজয় করিয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হও। জীবগণ যেমন জলধরের এবং পক্ষিগণ যেমন বৃহৎ পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সুহৃদ্গণ সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমারে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্ভ, শূর, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসভ্যের প্রতি দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাঁহারেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

ষটসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম্মনিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বিদ্বান্, সুলক্ষণ সম্পন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য; ঋক্, যজু ও সামবেদে দীক্ষিত, স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য আর স্বকর্ম্মবিহীন কদর্য্য ব্রাহ্মণগণ শূদ্র তুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদিগের অগ্নি সঞ্চিত নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনাবেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী, দেবল, নক্ষত্রযাজক, গ্রামযাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য। ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় তুল্য। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই কর গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণের ন্যায় স্বকার্য্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও রাজার অধিকার আছে। নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্মচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন। যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, সেই রাজারেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায়। বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিদ্ স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধান পূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারে সপরিবারে নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্

কোন ব্যক্তির ধনে রাজার অধিকার আছে এবং ভূপতি কি রূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বেদ প্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণভিন্ন জাতিদিগের এবং ব্রাহ্মণ মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত তাঁহাদিগের অর্থে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সাধুলোকেরা কহেন যে, ক্রিয়া বিহীন ব্রাহ্মণগণের ধন গ্রহণে ভূপতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে রাজারই সম্পূর্ণ অপরাধ। বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন না করিলে রাজারে জনসমাজে নিন্দিত হইতে হয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা প্রযত্ন সহকারে প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন।

পূর্ব্বে অরণ্য মধ্যে এক রাক্ষস স্বাধ্যায় সম্পন্ন কেকয়াধিপতিরে আক্রমণ পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি যে রূপ কহিয়া ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেয়করাজ রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারে কহিলেন, নিশাচর! আমার রাজ্য মধ্যে চৌর্য্যের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই; কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ মধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞ শূন্য নহেন; সকলেই যথাকালে অগ্নিসঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উঁহারা সকলেই মৃদু স্বভাব সম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সকলের সম্মান ভাজন। ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্বকর্ম্ম নিরত, ব্রাহ্মণ রক্ষক ও সমরে অপরাঙ্মুখ। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অর্থ দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। বৈশ্যেরা সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান, ব্রতপরায়ণ ও সত্যবাদী। তাহারা সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শূদ্রেরা অসূয়াশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমি স্বয়ং যথানিয়মে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও স্ত্রী লোকদিগকে অর্থ দান করি। কদাপি ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্ত্রী হরণ বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না। আমার জনপদ মধ্যে তপস্বিগণ সৎকৃত ও সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। যিনি ভিক্ষুক তিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হন না এবং যিনি অযাজ্ঞিক তিনি কোনক্রমে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না। রাজ্যস্থ সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে, আমি একাকী জাগরিত থাকি। বিদ্বান্ বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে কখন অবজ্ঞা করি না এবং অর্থদান দ্বারা বিদ্যা, সত্য দ্বারা লোক সমুদায় ও শুশ্রূষা দ্বারা গুরুরে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ করি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, তপঃপরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান ও সমুদায় রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতা। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ সকল সতত সুরক্ষিত হইতেছেন। তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত্ত, ও অযাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার নাম গন্ধও নাই। আমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আমার গাত্রে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ স্থানও অক্ষত লক্ষিত হয় না। আর আ-

মার প্রজাবর্গ গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত সতত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষস হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি কি নিমিত্ত আমার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে?

তখন রাক্ষস কহিল, মহারাজ! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নবান হইয়াছ। অতএব আমি তোমারে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার আলয়ে গমন কর। যে সমস্ত মহীপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন, পাপাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না। বিপ্রগণ যাহাঁদিগের পুরোবর্ত্তী, ব্রহ্ম বলই যাঁহাদের প্রধান বল এবং যাহাঁদিগের প্রজারা অতিথিপ্রিয় সেই সমস্ত মহীপাল অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। রাক্ষস এই বলিয়া ভূপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধান ও স্বকর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের শাসনে যত্ন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ সুরক্ষিত হইলে সতত রাজারে রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে রাজা নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ অনুভব ও চরমে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ রাজধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহে অসক্ত হইলে বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বৈশ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গোমহিষাদি পশু, মধু, মাংস ও পক্কান্ন বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহারে নরকগামী হইতে হয়। অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয়; অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনের নিমিত্ত পক্ক দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক আম বস্তু গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ; আম বস্তু প্রদান পূর্ব্বক পক্কদ্রব্য গ্রহণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। আমি আপনার পক্ক বস্তু ভোজন করিব, আপনি আমারে উহা প্রদান করিয়া স্বয়ং আমার এই অপক্ক বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক পাক করিয়া লউন, এই বলিয়া কোন ব্যক্তিরে অপক্ক বস্তু প্রদান পূর্ব্বক পক্ক বস্তু গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন ব্যক্তিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমারে এই বস্তু প্রদান করিতেছি তুমি এই বস্তু প্রদান কর এই বলিয়া এক ব্যক্তিরে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম হানি হয় না। বল পূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐ রূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা অতিশয় উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন প্রজাগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার বিপক্ষে শস্ত্র গ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বলক্ষয় হয়; অতএব ঐ সময় তিনি কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণ দ্বারা আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন এবং উহাঁদের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ তাঁহারা স্ব স্ব ব্রহ্মবল প্রকাশ পূর্ব্বক দেবগণ যেমন দেবরাজের বলবৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ রাজার বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়াই উন্নতি লাভের বাসনা করেন। যখন রাজা জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট হন, তখন সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। যখন রাজ্য দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিয়ম বিহীন হয়, তখন সকল বর্ণেই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে ও তাঁহাদিগের বেদ রক্ষা করিবে? আর তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই বা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আত্ম রক্ষা করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ হইলে বেদই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যা, অস্ত্র, বল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগের তেজ সর্ব্বত্রগামী; কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় আকরে নিপতিত হইলে এক কালে প্রশান্ত হয়। লৌহ পাষাণ ভেদ, অগ্নি জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে উহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজ যত প্রবল হউক না কেন ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মবীর্য্য ও ক্ষত্রিয় তেজ নিতান্ত দুর্ব্বল এবং পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক লাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ সকল বর্ণেরই শস্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণার্থে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, অধ্যয়ন সম্পন্ন, তপোনিরত ও অনশনে অগ্নি প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। তিন বর্ণের পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার্থ সংগ্রামে শরীর ত্যাগই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টাদিগের নিবারণার্থ জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন চরমে তাঁহাদের সালোক্য লাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সকল লোককে ব্রহ্মলোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেরূপ পবিত্র হয়, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেও সেই রূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও কারণ ভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্ম রূপে পরিণত হয়। উতঙ্ক ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্পযজ্ঞ, রাক্ষস যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররাজ্য আক্রমণ

প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সদ্গতি লাভ করিতেছেন; অতএব ব্রাহ্মণ আত্মত্রাণ, বর্ণদোষ নিবারণ ও দুর্দ্দম্য দমনার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজ্য দস্যুদলাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষায় অক্ষম এবং লোক সমুদায় অজ্ঞানাবৃত ও পরদার-নিরত হইলে যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র ধর্ম্মানুসারে দণ্ডধারণ পূর্ব্বক দস্যুগণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারে তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যিনি প্লব স্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদ্‌সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহারে অবশ্যই সম্মান করিতে হইবে। দস্যুপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহারে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতি পূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভয়দাতা সম্মান লাভের যথার্থ পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ নরপতি ও বৃষ্টিহীন মেঘ দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, নপুংসক পুরুষ ও উষরক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঋত্বিক্‌গণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত এবং উহাঁদের কর্ত্তব্যই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র অবগত হইয়া মৈত্রাদি দ্বারা চিত্ত প্রসাদন ও অতিশয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাত নিরপেক্ষ অনৃংশস ও সত্যপরায়ণ হইবেন। কুশীদ দ্বারা কদাচ জিবীকা নির্ব্বাহ করিবেন না। যে ঋত্বিক্ অভিমানশূন্য, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, শান্ত প্রকৃতি, অহিংস্রক, কামদ্বেষ বিরহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎবংশ প্রসূত, সচ্চরিত্র এবং লজ্জা ক্ষমা ও ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে পরিমাণে দক্ষিণাদান করিবার বিধি আছে। প্রায় কেহই ত তাহার অনুবর্ত্তী হয় না? শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থ সাপেক্ষ নহে। আর বেদে ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মিথ্যাচার পরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! লোকে যে বেদ বিধি লঙ্ঘন, শঠতাবলম্বন ও মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক মহত্ত্বলাভে অধিকারী হয়, ইহা কদাপি বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ ও বেদের গৌরব বৃদ্ধিকর। দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ নহে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্র দান কি অন্যান্য দক্ষিণা দানের তুল্য নহে? বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের ভূপতি স্বরূপ; অতএব জীবিকা নির্ব্বাহার্থ সোমরস বিক্রয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে ধনলাভ হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা নিন্দনীয় হয় না। পুরুষের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস

প্রস্তুত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ ন্যায়পর না হইলে কি আপনার কি পরের কাহারই হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শুভজনক নহে। বেদবিধানানুসারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা ; কেবল শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের নিদান, সন্দেহ নাই। যে মহাত্মারা তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের যোগই শ্রুক, চিত্তই আজ্য এবং উত্তম জ্ঞানই পবিত্র স্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুলাভের ও সরলতা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির প্রধান কারণ।

অশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজশাসনের কথা দূরে থাক, সামান্য কার্য্যও একাকী সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন ; অতএব রাজকার্য্য করিতে হইলে ঋত্বিক্ ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আপনি রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ আচার সম্পন্ন হইবেন এবং রাজা কিরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কিরূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নরপতিদিগের মিত্র চারি প্রকার। এককার্য্যসাধন সমুদ্যত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে তিনি কদাপি তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন না। পক্ষপাত শূন্য অকপট ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিজিগীষু নরপতিদিগের কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না ; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তির যাহা অভিমত নহে ভূপতি কদাচ তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুই প্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠান সময়ে সর্ব্ব প্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপতি প্রমাদ যুক্ত হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে। অতএব কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য সমুদায় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হয় ; আর একেবারে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকাল মৃত্যুর স্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যে যাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে ; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি অনিষ্টা শঙ্কা করা উচিত। পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীরে অমিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগ সমীপস্থ স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদ পূর্ব্বক জল আনয়ন করিলে

যেমন তাহার ও তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, তদ্রূপ রাজ্যের শেষ সীমা রক্ষক প্রবল অরাতিদিগের সমীপে থাকিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার দোষে সমুদায় রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ; অতএব শেষসীমা রক্ষককে মিত্রবোধে বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে।

যাহার উন্নতি দর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উন্নতিসাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ্ চিন্তা করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ্ কামনা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদে অনুতাপ করে না তাহারে আত্মতুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। রূপবান্, স্বরবান্, ক্ষমাবান্, পরদ্বেষ শূন্য ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

হে ধর্ম্মরাজ ! তোমার ঋত্বিক্, আচার্য্য বা সখা যদি সরল স্বভাব, মেধাবী ও কার্য্যদক্ষ হন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন যদি কদাচ তোমার প্রতি দোষারোপ না করেন এবং অমাত্য পদবী গ্রহণ করিয়া তোমার ভবনে বাস করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরম সমাদর ও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট গূঢ় মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় প্রকাশ করিলে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। এক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত ; অনেক ব্যক্তির উপর এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে মতভেদ বশত কার্য্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি কীর্ত্তিমান্, কার্য্যদক্ষ, মিতভাষী ও নীতিমর্য্যাদা সম্পন্ন ; যিনি অনিষ্ট চিন্তা ও সমর্থদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশে নিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাঁহারেই প্রধান পদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীল সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, বলশালী, মান্য, বিদ্বান্, অহঙ্কারবিহীন ও কার্য্যাকার্য্য বিবেক কুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান ও পরস্পর যুক্তি সহকারে অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন ; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করিলে তোমার আয়ব্যয় ও শত্রুজয়াদি সমুদায় কার্য্যেই মঙ্গল লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজা যেমন রাজার সম্পদ্ দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তি বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতি বিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিরে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়,

অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এই রূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার শত্রুগণও সুপ্রসন্ন ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব ঐ উভয় পক্ষকে কিরূপে বশীভূত করা যাইবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তোমার সংশয় দূর হইবে। একদা মহাত্মা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, নারদ! মূর্খ মিত্র ও চপল চিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও সুতীক্ষ্ণ; অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণীকাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্য প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল পরাক্রান্ত, উৎসাহ সম্পন্ন ও অভ্যুদয়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কাল যাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রুর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দ বশত উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও অতি সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদর দ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এই রূপ কষ্ট পাইতেছি। অতঃপর আমার ও আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! আপদ্ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক, মনুষ্য আপনার বা অন্যের দোষেই ঐ দুই প্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার কর্ম্ম দোষেই অক্রুর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদ্ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উহাঁরা অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে অথবা অন্যের তিরস্কার বশত তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষত তুমি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া

আপনিই আপনার বিপদের কারণ হইয়াছ। এক্ষণে উদ্বান্ত অন্নের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমিও বভ্রু ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদ ভয়ে কোন ক্রমেই তাহা লইতে পারিবে না। যদিও বহুকষ্টে অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় বিপুল ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহ নির্ম্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন কর।

বাসুদেব কহিলেন, দেবর্ষে! যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, কেশব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই অলৌহনির্ম্মিত অস্ত্রকহে। জ্ঞাতিগণ কটু বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলে তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমূহের শান্তি বিধান করিবে। প্রশান্তচিত্ত, সহায় সম্পন্ন মহাপুরুষ ভিন্ন কেহই কখন গুরুতর ভার বহনে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ঐ সকল গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবলপরাক্রান্ত বলীবর্দ্দই দুর্গম প্রদেশে দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এক কালে সকলের বিনাশ হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়দিগের অধিপতি; অতএব তুমি উপস্থিত থাকিতে যাহাতে তোমার জ্ঞাতিবর্গ ভেদ নিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ সকল না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। সর্ব্বদা স্বপক্ষের উন্নতি সাধন করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। নীতি বিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও অন্যান্য নরপতিগণ তোমারই একান্ত অনুরক্ত; ঋষিগণও সতত তোমার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুমি সকল জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত নাই। যাদবগণ তোমারে আশ্রয় করিয়া পরম সুখ সম্ভোগ করিতেছে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌন্তেয়! প্রথমত যে উপায় কীর্ত্তন করিলাম, শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তাহারে রক্ষা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতিগোচরে আবেদন করে, তাহা হইলে নরপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও অমাত্যের হস্ত হইতে তাহারে রক্ষা করিবেন। হিতার্থী ব্যক্তি রাজার নিকটে অমাত্যদিগের রাজকোষ হরণবৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিলে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তির বিনাশে যত্নবান হয়। ঐ সময় যদি রাজা তাহারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মাদিগের প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করে। কালকবৃক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীরে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই বিষয়ের প্রমান স্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কালকবৃক্ষীয় নামে মহর্ষি

কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলরাজের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারে অমাত্যগণের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত করিবার মানসে পিঞ্জর মধ্যে এক কাক নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিরে সম্বোধন পূর্ব্বক, "তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সেরা ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে,, এই বলিয়া রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করত অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কিয়দ্দিন ঐ রূপে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অমাত্যদিগের কুকর্ম্ম ও রাজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই কাক সমভিব্যাহারে নরপতি গোচরে আগমন করিলেন এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব তুমি এবিষয় সত্য কি মিথ্যা শীঘ্র তাহা সপ্রমান কর। ঐ মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় অমাত্যকে এই রূপ কহিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ কীর্ত্তন করিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হইলে তাঁহার একটী কথাও মিথ্যা হইল না।

রাজকর্ম্মচারীরা এই রূপে সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া রজনীযোগে তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার কাককে বাণবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বায়সকে শরনির্ভিন্ন কলেবর অবলোকন করিয়া ক্ষেমদর্শীরে কহিলেন, রাজন! আপনি রক্ষাকর্ত্তা; অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আপনার হিতকথা কহিতে পারি। আমি আপনার হিতার্থই এস্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি উত্তম অশ্বকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তদ্রূপ হিতকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক "এই তোমার অর্থ নষ্ট হইতেছে,, বলিয়া রাজারে সতর্ক করে সে তাঁহার পরম মিত্র। ভূপতি উন্নতি লাভের ইচ্ছা করিলে তাদৃশ মিত্রকে অবশ্যই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন। তখন নরপতি মহর্ষিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার মঙ্গল লাভের নিমিত্ত আপনি আমারে যাহা কহিবেন আমি কিনিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি আপনি স্বেচ্ছানুসারে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষ গুণ ও তাহাদের হইতে আপনার ভয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিবার জন্য আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবিদিগের নানাপ্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলত রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও ক্লেশকর। রাজ সমীপে অবস্থান করা সর্প সহবাসের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। নরপতিদিগের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে। ঐ সমুদায় লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবিগণের সতত ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যগণ সতত সাবধান হইয়া নরপতির কার্য্য সম্পাদন করে। ফলত যে ভৃত্য আপনার উন্নতি কামনা করে, তাহার অনবহিত হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যের প্রমাদ নিবন্ধন রাজা তাহার প্রতি কুপিত হন। নরপতি কুপিত হইলে ভৃত্যের জীবনাশা এককালে তিরোহিত হয় এবং সে প্রদীপ্তপাবকের ন্যায় ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হইয়া অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে;

অতএব মানবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নসহকারে সর্পের ন্যায় ভূপতির সেবা করিবে। রাজার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গী চেষ্টা দর্শনে ভৃত্যগণকে যাহার পর নাই শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে নরপতি প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমুদায় হিত কার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে হুতাশনের ন্যায় সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়াফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যাবহার করিয়া আপনার হিত কার্য্য সম্পাদন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ আপদ উপস্থিত হইলে বুদ্ধি সাহায্য প্রদান করিয়াথাকে। কিন্তু এই কাক যেমন আপনার হিতসাধননিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্রূপ আমারেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; এই নিমিত্ত আমি নিতান্ত ভীত হইতেছি। যাহাহউক, এবিষয়ে আপনারে নিন্দাকরা বিধেয় নহে। কারণ যাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছে আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা করুন, অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন না। আপনার ভবনে যে সকল অমাত্য বাস করিতেছে উহারা সকলে স্বার্থসাধনে যত্নবান্; কেহই প্রজার কল্যাণ কামনা করেনা। উহাদিগের সহিত আমার বৈরভাব জন্মিয়াছে। উহারা পাচকাদির সহিত সন্ধি করিয়া বিষান্ন প্রয়োগ দ্বারা আপনার বিনাশসাধন পূর্ব্বক রাজ্যকামনা করিতেছে, কিন্তু নানাবিধ ব্যাঘাত বশত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হইয়াছি যে, ঐ দুরাত্মারাই আমার বায়সের শরীরে শরনিক্ষেপ করিয়া উহারে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যগণের কপটতা নিবন্ধন মীননক্রাদি সমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং স্থাণু, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহ ব্যাঘ্র সঙ্কুল হিমালয়ের গুহার ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ ছিল, আমি কেবল ঐ বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা কহেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ প্রদীপ দ্বারা এবং নদী দুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজদুর্গ অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতা পরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাক, আপনারও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই রাজ্যে সৎ ও অসৎ সমস্তই একাকার; অতএব এস্থলে বাস করা শুভাবহ হইতেছে না। ন্যায়ানুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যাত্মার নিরাপদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কিন্তু এরাজ্যে পুণ্যাত্মাদিগেরই বিনাশ এবং পাপাত্মাদিগের নিরাপদে অবস্থান হইয়া থাকে। এখানে সুস্থির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতগণের এরূপ স্থান হইতে অচিরাৎ প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। সীতানদীতে নৌকাদি যেমন নিমগ্ন হয় আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তিরা তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া যান। সতত অভদ্র সংসর্গ হওয়াতে আপনার রীতি নীতি সমস্তই অসতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনারে বিষময় পাত্রস্থ মধুর ন্যায়, আশীবিষ সমাকীর্ণ কূপেরন্যায়, মধুর সলিলসম্পন্ন দুরবতার্য্য বেত্রকণ্টক সমাকীর্ণ উন্নততট তটিনীর ন্যায় এবং গৃধ্র গোমায়ু ও কুক্কুর পরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছে। কক্ষ যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে দাবাগ্নি সহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনারই বধসাধনে উদ্যত

হইয়াছে; অতএব আপনি অচিরাৎ উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করুন। আপনি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার প্রিয়বস্তু বিনাশে যত্নবান্ হইতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যগণের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যগণের সহিত আপনার হৃদ্যতা এবং প্রজাদিগের প্রতি আপনার অনুরাগের বিষয় জানিবার জন্য শঙ্কিত চিত্তে সসর্প গৃহের ন্যায় আপনার আবাসে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরাগ এবং তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার উপকারক এই নিমিত্তই অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, কেবল তাহাদের দোষ দর্শনেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, দণ্ডঘর্ষিত ভগ্নপৃষ্ঠ উরগের ন্যায় অরাতি হইতে ভয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তখন ভূপাল কহিলেন, মহর্ষে! আপনি চিরকাল আমার গৃহে বাস করুন। আমি আপনার যথোচিৎ সৎকার ও পূজা করিব। যাহারা আপনার দ্বেষ করিবে, আমি তাহাদিগকে আবাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমারে সুনিয়মে দণ্ডবিধান ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! প্রথমত অমাত্যগণকে কাকবধনিবন্ধন অপরাধী না করিয়া উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীন বল করুন। পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমস্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে বিনাশ করিবেন। সকলের প্রতি একবারে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ় বস্তুও ভগ্ন করিতে পারে, এই নিমিত্ত আপনারে ঐ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই মৃদু ও দয়াশীল। আমরা আপনার আত্মার ন্যায় সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। বিশেষত আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়, আপনার পিতার রাজ্য সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আমি সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি স্নেহপরবশ হইয়াই আপনারে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি পুনরায় অবিশ্বস্তের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সুখ দুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইতেছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে কোশলরাজ তাঁহারে প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে নান্দী পাঠ হইতে লাগিল। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই যশস্বী কোশলরাজকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কোশলরাজ মহর্ষির হিতবাক্যে আস্থা করিয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সভাসদ্,

সহায়, সুহৃদ্, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাঁহারা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরলতা সম্পন্ন ও দমগুণান্বিত এবং যাঁহারা সুচারুরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, তুমি তাঁহাদিগকেই সভাসদ্ পদে নিযুক্ত করিবে। আপদ্‌কালে বলবীর্য্য সম্পন্ন অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত উৎসাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত সম্মানিত হইলে কখনই আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং রাজা প্রসন্ন অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন, কদাপি তাঁহারে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না; অতএব ঐ সমুদায় ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করা উচিত। তুমি স্বদেশজাত, কুলীন, প্রাজ্ঞ, রূপবান্, বিদ্বান্ প্রগল্‌ভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে সৈনাপত্য প্রভৃতি পদ প্রদান করিবে। দুষ্কুলজাত লোভপরায়ণ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা যতক্ষণ অর্থ লাভ করিতে পারে, ততক্ষণই ভূপতির সেবা করে। কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্যবস্ত্রাদি বিবিধ ভোগদ্বারা বিদ্বান, সুশীল, সচ্চরিত্র সত্যবাদী মহানুভব ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিতান্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তিরা তোমার সুখের সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদ্‌কালে কদাপি তোমারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে সমুদায় অনার্য্য, মন্দবুদ্ধি মানব সতত নিয়ম লঙ্ঘনে যত্নবান্ হয়, তাহাদিগকে নিয়ম পালনে নিরত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণ সম্পন্ন হয়, তবে তাঁহারে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সতত বলবানদিগের উপাসনা করেন, যাঁহারা স্পর্দ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত কদাচ স্পর্দ্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীল সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, কার্য্যদক্ষ, সৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ রূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রুভাব পরিত্যাগ করে। অমাত্যগণের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ পরীক্ষা করা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা সম্পদ্ লাভের বাসনা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সৎকুলসম্ভূত, উৎকোচ গ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষ বিহীন, সুবিশ্বস্ত, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত, বিনয়বুদ্ধি সম্পন্ন, সৎস্বভাবান্বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান্, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশারদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ, মহানুভব দিগকে পদ প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত ব্যক্তিরে মন্ত্রী করিলে সমুদায় কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্পজ্ঞান সম্পন্ন অমাত্য সৎকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থ কামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইলেও নায়ক বিহীন অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্য দর্শনে অসমর্থ হয়। অস্থির সঙ্কল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান ও উপায়জ্ঞ

হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। দুর্ম্মতি মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন কার্য্যের কি বিশেষ ফল তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কথনই বিশ্বাসের পাত্র নহে; অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ অগ্নি যেমন সমীরণ সহযোগে মহাপাদপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অননুরক্ত মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া রাজারে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অনুরক্ত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রীগণও অনেক সময় ভূপতির উপর যাহার পরনাই কোপান্বিত হয়, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহারেই সমদুঃখ সুখ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বিবিধ গুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসিদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অসুহৃদ্, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত নহে। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হন; পূর্ব্বে যাহার পিতারে অন্যায় সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতার পদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সৎকৃত হয় এবং কোন কারণ বশত যে ব্যক্তিরে একবার নির্দ্ধন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজ্ঞাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধ স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য প্রিয়সুহৃৎ, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী, প্রগল্ভ, সন্তোষ পরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী, শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ; যিনি সান্ত্ববাদ দ্বারা লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন; পুরগ্রামবাসী ধার্ম্মিক লোকেরা যাঁহারে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুদিগের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাঁহার বিলক্ষণ বিদিত থাকে তিনিই মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐ রূপ গুণসম্পন্ন ও সৎকৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গল বিধানে যত্নবান্ হন।

স্বীয় প্রভুর, প্রজাগণের ও শত্রুপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রিগণ অরাতির ছিদ্র দর্শন করিবামাত্র তাহারে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শত্রুপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রী রন্ধ্র ও মন্ত্রণা সমুদায় গোপন করিয়া রাখিবেন। রাজা মন্ত্রণারে বর্ম্মের ন্যায় এবং অন্যান্য লোকেরা উহারে অঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্য রক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রী সকল বৃত্তিলাভার্থ রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিলে উভয়েই সুখী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত সতত মন্ত্রণা করিবেন। অন্তত তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি ঐ তিন জনের মত গ্রহণ

এবং উহা সবিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ-কামজ্ঞ গুরুর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারিজনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুসারী হয়, তবে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির কর্ত্তব্য। মন্ত্রনির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এই রূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তম রূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যক্ যোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশ বিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাসংগ্রহ বিষয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতি সম্বাদ নামক এক পুরাবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র বৃহস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মণ্! কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোক মধ্যে যশস্বী গুণবান বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে?

বৃহস্পতি কহিলেন, পুরন্দর! মনুষ্য সর্ব্বসুখাস্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকসমাজে যশস্বী, গুণবান বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটীজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটীও বাঙ্নিষ্পত্তি হয় না সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়। আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। শান্তভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের অপ্রীতিকর হয় না। আর মধুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলত সান্ত্ববাদ দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়! অতএব দণ্ডবিধান কালেও নরপতির সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সান্ত্ববাদ দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁহার বাক্যানুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও সেই রূপ আচরণ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে পরম প্রীতি ও অক্ষয়কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! নরপতি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া বিশুদ্ধ ব্যবহার করিলে উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি ইতি পূর্ব্বে অমাত্যদিগের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয় একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সত্য কহিয়াছ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি

যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্যপদবী প্রদান করিবে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি জন সুপবিত্র বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতিপবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্ট গুণ সম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ দোষ বিবর্জ্জিত হন। ঐ সমুদায় অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন সূত এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং মন্ত্রণা করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে, তৎপরে ঐ নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে। এই রূপে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক দ্রব্যে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত করিয়া তাহা গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে অধর্ম্ম নিবন্ধন নিশ্চয়ই তোমারে ও তোমার প্রজাগণকে পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ যাবতীয় লোক শ্যেনদর্শনভীত পক্ষিকুলের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। রাজা, রাজমন্ত্রী অথবা রাজকুমার ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার ও স্বর্গ গমনের পথ রোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্‌রূপে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরপতির সহিত ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানদিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলে রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিচার দ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধন দণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধন দণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৈহিক দণ্ড দ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি রাজার বিনাশ কামনা করে, তাহারে বিবিধ মন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচারদোষ দূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধ দণ্ড বিধান করিলে নরপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকের কিছুমাত্র অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ নরপতি স্বকার্য্য সাধনার্থ অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক লোকের প্রতি দণ্ড বিধান করিলে ইহলোকে অপযশ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করেন। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধীদিগকে বদ্ধ বা মুক্ত করা বিধেয়। দূতগণ এক জনের নিকট অন্যের বাক্য কীর্ত্তন করে, অতএব যেরূপ আপদ উপস্থিত হউক না কেন দূতদিগকে বিনাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূতহন্তা নরপতি স্বয়ং সচিবগণের সহিত নিরয়গামী হন এবং পিতৃলোকদিগকে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত করেন।

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গনগরাদিরক্ষকদিগের কৌলীন্য, আভিজাত্য, প্রিয়ভাষিতা, বক্তৃতা, কার্য্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা ও স্মারকতা এই সাত গুণে ভূষিত

হওয়া নিতান্ত উচিত। অমাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন ও সত্ত্বসম্পন্ন হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। সেনাপতিদিগেরও পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায় এবং যন্ত্র, আয়ুধ ও ব্যূহরচনা বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীত গ্রীষ্মাদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররন্ধ্রান্বেষণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ভুপতিগণ শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, কিন্তু স্বয়ং কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতিও বিশ্বাস করা তাঁহাদের বিধেয় নহে। হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রের যাহা যথার্থ মর্ম্ম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলত অবিশ্বাসই ভুপালগণের প্রধান কার্য্য।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার কিরূপ পুরমধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য? আর তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যথায় জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষা বিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। দুর্গ ছয় প্রকার, ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ; সর্ব্বাগ্রে এই ছয় প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধি সম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর উক্ত প্রকার দুর্গ, আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেকানেক বিদ্বান্, শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া থাকেন, যথায় অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ থাকে। যেখানে কিছু মাত্র শঙ্কা নাই; যে স্থানের লোকেরা অতিশয় অতিথিপ্রিয়, বীর, ধনী, বিশুদ্ধ ব্যবহার সম্পন্ন; যথায় নিরন্তর বেদধ্বনি, দেবপূজা ও উৎসব হইয়া থাকে, রাজা সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যগণকে বশীভূত করিয়া সেই নগরে বাস করিবেন। তিনি তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন ও বিচারালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সতত অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জা ও বল্লজ সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বৎসরিক, চিকিৎসক এবং প্রজ্ঞাবান্, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎকুল সম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বকার্য্য বিশারদ ব্যক্তিদিগকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধার্ম্মিকের সৎকার ও অধার্ম্মিককে নিগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিযোজিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর প্রয়োগ পূর্ব্বক সতত পুর ও গ্রামবাসী প্রকৃতিবর্গের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষরক্ষা ও দণ্ডবিধানে সবিশেষ মনোযোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায়ই রাজ্য রক্ষার মূল কারণ। রাজা

গ্রাম ও নগরে চর প্রয়োগ করিয়া উদাসীন শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং সতত মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন। নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান ও দরিদ্রকে বিভবানুরূপ অর্থদান ও প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, রাজা কদাচ একপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থ তপস্বীদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত সময়ে অন্ন, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ বার্ত্তা ও রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় সুখদুঃখ সমুদায় নিবেদন করিয়া সতত নম্র ভাবে থাকিবেন। যিনি সৎকুল সম্ভূত, সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহারে শয্যা, আসন ও অন্ন দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ রূপ ব্যক্তিরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুরাও তপস্বিগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগের নিকট নিধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সতত তাঁহাদিগের সেবা ও সৎকার করা বিধেয় নহে। কারণ দস্যুগণ ঐ বিষয় অবগত হইলে হয়ত তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিতে পারে। রাজা স্বরাষ্ট্রমধ্যে এক জন, পররাষ্ট্র মধ্যে এক জন, অরণ্যমধ্যে এক জন ও সামন্ত রাজ্যে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সৎকার ও অন্ন প্রদান করিবেন। রাজা বিপৎকালে শরণাপন্ন হইলে তপস্বীরা তাঁহার অভিলাষ সফল করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে রূপ নগরে রাজার বাস করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে রাজ্যপালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কাহারে এক গ্রামের, কাহারে দশ গ্রামের কাহারে বিংশতি গ্রামের, কাহারে শত গ্রামের ও কাহারে সহস্র গ্রামের, আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্ত্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষণে যাহার পর নাই যত্নবান্ হইবেন এবং এক গ্রামের অধিপতি দশ গ্রামাধিপতির নিকট, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি শত গ্রামাধিপতির নিকট আপন আপন অধিকারস্থ মানবগণের দোষ নির্দ্দেশ করিবেন। এই রূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামরক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহু জন পরিপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদায় দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শতগ্রামাধিপতির ভোগ্যগ্রাম বহুগ্রামাধিপতির আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সহস্র গ্রামের অধিপতি ধনধান্য পরিপূর্ণ শাখানগর ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রাম সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য পর্যবেক্ষণ

করিবার নিমিত্ত এক জন আলস্যবিহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীরে এবং প্রতি নগরের কার্য্য দর্শনার্থ এক এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রগণের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, তদ্রূপ সর্ব্বাধ্যক্ষগণ সমুদায় সভাসদের উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া চর দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন। অধিকারস্থ হিংসাপরায়ণ পরধনাপহারী শঠদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষা এবং বণিক্‌গণের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্পজীবীদিগের উৎপত্তি দান বৃদ্ধি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা নানাপ্রকারে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাহাতে তাহারা অবসন্ন হয় কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেন না। ফল ও কার্য্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সংস্থাপন করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। কেহই কারণ ব্যতীত কার্য্যানুষ্ঠান বা ফল লাভ করে না যখন যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই কার্য্যের ফল ভোগ হয় এই রূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। ধনলালসায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষি বাণিজ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। রাজা অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে সকলেরই দ্বেষভাজন হন। সুতরাং তাঁহার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারে না। বৎস যেমন দুগ্ধপান দ্বারা বলবান্ হইলে বিপুল ভার বহন করিতে পারে আর স্তন্যপানের ব্যাঘাত নিবন্ধন ক্ষীণ হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ প্রজাগণ রাজার পরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন বিভবশালী হইলে অনায়াসে অসংখ্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, আর অপরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন হৃতসর্ব্বস্ব হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব অপরিমিত কর গ্রহণ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা স্বয়ং যত্নবান্ হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তাঁহার নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রজারা সকলেই তাঁহার আপদ নিবারণার্থ ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের ন্যায় ও কোষ শয়নগৃহের ন্যায় হইয়া উঠে। পুর ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য দস্যুগণকে নিপীড়িত করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহারসুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রতি কুপিত হয় না। রাজা প্রথমে মনে মনে ধনলাভের বাসনা করিয়া প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু ইহা ফলিত বংশের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব। আর শত্রুগণ যদি বল পূর্ব্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর

কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়। আমি তোমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপদ্‌কালে রাজ্য রক্ষার্থ তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদ্‌কালে ধনকে প্রিয়বোধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

কালজ্ঞ মহীপাল এই রূপে কর গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক পদাতি প্রেরণ করিয়া সাদর ও সুমধুর বাক্যে প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। প্রাকার নির্ম্মাণ, ভৃত্যদিগের প্রতিপালন প্রভৃতি নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া বৈশ্যদিগের নিকট কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে উহারা বনে গমন করিয়া বাস করে; অতএব ভূপতি উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করিবেন। উহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন, সান্ত্বনা, রক্ষাবিধান ও উহাদিগকে অর্থদান পূর্ব্বক উহাদিগের প্রযত্ন সমুৎপন্ন ফল ভোগ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা রাজ্য, ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়ালু অপ্রমত্ত রাজা তাহাদেরপ্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদের নিকট পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন। বৈশ্যদিগের মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন নরপতি প্রচুরধনশালী হইয়াও সমধিক ধনলাভের প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কি রূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মার্থী নরপতি সতত প্রজার হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বীর্য্য অনুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং তাহাদের ও আপনার মঙ্গল জনক কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। ভ্রমর যেমন বৃক্ষে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধুসংগ্রহ করে, লোকে যেমন গাভীর স্তন ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলৌকা যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, ব্যাঘ্রী যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিত ভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনাকাঙ্ক্ষী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উন্মূলিত বা নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোপাল যেমন বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক কর গ্রহণ করিবেন। এককালে লোকের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিলে তাহারে যাহার পর নাই নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয়। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর লোকদিগকে দমন করা উচিত। এই রূপ ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখ লাভ হয়। অকালে বা অযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার নিকট একক্ষণে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলাম তৎসমুদায় রাজ্যপালনের উপায়; মায়া নহে। উপায় অবলম্বন না করিয়া শাসন করিলে প্রজা-

গণ অশ্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। মদ্যবিক্রয়ী, বারবনিতা, কুট্টনী, বিট ও দ্যূত ব্যবসায়ী প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্ট সাধকগণকে সতত শাসন করা কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে উহাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভদ্রলোকদিগের অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনু পূর্ব্বেই এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, যে যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হউক না কেন লোকে কদাচ অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই ঐ নিয়মের অনুসরণ করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিনে এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শ্রুতি অনুসারে প্রজাদিগের শাসনে নরপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা প্রজাশাসনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। পাপাত্মাদিগের প্রতি সতত দণ্ডবিধান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করেন তাঁহারে নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য হানি হইয়া থাকে। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাদিগের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস ভক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণ ও পরধন হরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। যাহারা কদাচ পরিগ্রহ করে না তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের প্রসঙ্গও না থাকে। দস্যুরাই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে ধনদান করে। যাহারা প্রজাবর্গের উপকারক ও উন্নতি সাধক তাহাদিগকেই রাজ্য মধ্যে স্থান দান করা আবশ্যক। প্রজাপীড়কদিগকে রাজ্য মধ্যে রাখা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধন গ্রহণ তৎপর অসাধু ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। কৃষি, বাণিজ্য ও গো রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় একের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সাধন করাই বিধেয়। কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজা বা তস্কর হইতে ভীত হইলে ভূপতিরে অতিশয় নিন্দা ভাজন হইতে হয়। রাজা গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, তোমরা আমার ও প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ধনবান প্রাজ্ঞ, শূর, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রজাদিগের রক্ষা হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা বৃক্ষের ফলকে ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব ফলবান্ বৃক্ষ ছেদন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তদ্দ্বারা অন্যলোককে প্রতিপালন করা রাজার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যদি ধনহীন হইয়া আত্ম রক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নরপতি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে রাজা ব্রাহ্মণ সমাজে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিবেন, মহাশয়! আপনি এস্থান হইতে গমন করিলে আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহারে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ

করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ব্রাহ্মণ ভোগার্থী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে নরপতি তাঁহারে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমার এবিষয়ে মত নাই। কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি দ্বারা লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদত্রয় মানবগণকে নির্ব্বিকার জগদীশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাহারা দস্যু। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দস্যুগণের বিনাশার্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুক্ষয়, প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরম যত্নসহকারে প্রজাপালন করেন, তাঁহারাই ভূপতিগণের অগ্রগণ্য আর যাঁহারা প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদের জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তিনি সতত জনসমাজে চর প্রয়োগ করিবেন। আত্মীয়গণকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে আত্মীয় হইতে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষায় বিশেষ রূপে অনুরক্ত থাকিয়া পৃথিবী শাসন করা উচিত। পণ্ডিতেরা আত্মারেই সমুদায় সুখের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বদা আপনার ছিদ্র, ব্যসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ গতবাসরীয় কার্য্যের প্রশংসা করে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত নরপতি রাজ্য মধ্যে সতত চর প্রয়োগ করিবেন। যাঁহারা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতিমান নরপতির রাজ্যে বাস না করে, যাহারা রাজা অমাত্য বা অন্য কাহারে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে এবং যাহারা তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারেও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসাভাজন হয় না। সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও তুল্যগুণ সম্পন্ন সুতরাং তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কি রূপে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজা প্রজাগণের তুল্যবল হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সতত আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধন্য লাভ করেন। মহাবিষ আসীবিষ যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সর্পকে অস্থাবর স্থাবরকে ও বিষালদশন সম্পন্ন জন্তু যেমন দন্তহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ বলবান ব্যক্তি সতত দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। শত্রু রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেই গৃধের ন্যায় রাজ্য মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। বণিকেরা যেন রাজকরে নিপীড়িত না হইয়া অল্পমূল্যে ধন্তুবস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে? যাহারা রাজার কার্য্য ভার বহন করিয়া থাকে তাহারা যেন প্রজাবর্গের দুঃখ নিরাকরণে সম্যক প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে যেন প্রজারা অকারণ কষ্ট স্বীকার না করে। রাজা ইহলোকে যে সমস্ত বস্তু দান করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশুপক্ষিগণ সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে পুনর্ব্বার

এই বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতারে প্রফুল্লমনে যে রূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা ধর্ম্ম রক্ষার্থই উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোক রক্ষক; রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রভাবেই প্রাণিগণ অবস্থান করিতেছে এবং ধর্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে দেবগণ রাজারে ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয় সঞ্চারিত হইতে থাকে; কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না; ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি সকল সমুচিত সৎকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হন; এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্ষিগণ উভয় লোক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যে রাজাতে ধর্ম্ম বিরাজমান থাকে তিনিই যথার্থ রাজা আর যাঁহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যায় তিনি বৃষল স্বরূপ। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ, যিনি সেই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন তাঁহারে বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তি বহির্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করাই রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম্মলোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কার্য্য সমুদায় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তি বিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনিই রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান; অতএব নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা মৎসর শূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণ মনোরথ না হইলে রাজার নানাপ্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়।

বিরোচন তনয় বলি বালস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দানবরাজ যাহার পর নাই অনুতাপিত হইয়াছিল। অসূয়া ও অভিমানের ঐরূপই ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও; তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে

এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণমধ্যে অনেকেই উহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, আর যিনি উহার বশীভূত হন, তাঁহারে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীত অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহবাস পরিহার কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিও না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও ক্লীবা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে বর্ণসঙ্কর প্রভাবে সংবংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। অতএব প্রজার হিত সাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজাসঙ্কর কারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ঘোরদর্শন ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাত সমুদায় সতত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মরক্ষা ও প্রজা পালনে নিতান্ত অমনোযোগী, তাঁহারে অচিরাৎ প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্য লোক দুই ব্যক্তির ধন বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে। কন্যাদিগের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মান্ধাত! জলধর যথা সময়ে সলিল বর্ষণ ও রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজা পালন করিলে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরম সুখে প্রজাবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্র পরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোনুষ্ঠান, মন্ত্র পাঠ ও সত্য প্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতা স্বরূপ। রাজাদিগের ব্যবহার নিবন্ধনই সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই রাজা যুগ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধার্ম্মিক হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজা পাপাচরণপরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে; দুর্ব্বলের

এই বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর

নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতারে প্রফুল্লমনে যে রূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা ধর্ম্ম রক্ষার্থই উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোক রক্ষক; রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রভাবেই প্রাণিগণ অবস্থান করিতেছে এবং ধর্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে দেবগণ রাজারে ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয় সঞ্চারিত হইতে থাকে; কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না; ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি সকল সমুচিত সৎকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হন; এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্ষিগণ উভয় লোক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যে রাজাতে ধর্ম্ম বিরাজমান থাকে তিনিই যথার্থ রাজা আর যাঁহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যায় তিনি বৃষল স্বরূপ। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ, যিনি সেই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন তাঁহারে বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তি বহির্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করাই রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম্ম লোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কার্য্য সমুদায় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তি বিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনিই রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান; অতএব নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা মৎসর শূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণ মনোরথ না হইলে রাজার নানাপ্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়।

বিরোচন তনয় বলি বালস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দানবরাজ যাহার পর নাই অনুতাপিত হইয়াছিল। অসূয়া ও অভিমানের ঐরূপই ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও; তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে

এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণমধ্যে অনেকেই উহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, আর যিনি উহার বশীভূত হন, তাঁহারে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীত অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহবাস পরিহার কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিও না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও ক্লীবা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে বর্ণসঙ্কর প্রভাবে সংবংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। অতএব প্রজার হিত সাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজাসঙ্কর কারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ঘোরদর্শন ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাত সমুদায় সতত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মরক্ষা ও প্রজাপালনে নিতান্ত অমনোযোগী, তাঁহারে অচিরাৎ প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্য লোক দুই ব্যক্তির ধন বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে। কন্যাদিগের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মান্ধাত! জলধর যথা সময়ে সলিল বর্ষণ ও রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজা পালন করিলে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরম সুখে প্রজাবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্র পরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোনুষ্ঠান, মন্ত্র পাঠ ও সত্য প্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতা স্বরূপ। রাজাদিগের ব্যবহার নিবন্ধনই সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই রাজা যুগ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধার্ম্মিক হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজা পাপাচরণপরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের

নিমিত্তই নরপতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালন করিলে রাজার সমধিক পুণ্য লাভ ও তাহাদের প্রতিপালন পরাঙ্মুখ হইলে যাহার পর নাই পাপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ যাঁহার পরিবার স্বরূপ এবং তাহারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে কাল যাপন করে, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইলে সকলকেই পরিতাপিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা নিয়ত অপমানিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিও না। প্রতিনিয়ত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তি, মুনি ও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদের দৃষ্টিদহনে দগ্ধ হইও না। রাজা দুর্ব্বলদিগের সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহার বংশ উহাদের কোপানলে সমূলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিই প্রধান। রাজা যদি অবমানিত, আহত ও আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহারে দৈবদণ্ডে নিহত হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কদাপি দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট অর্থ গ্রহণ করিও না। প্রজাগণ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রুপাত করিলে নিশ্চয়ই রাজার পুত্রবিয়োগ ও পশুনাশ হয়। অনেক স্থানে পাপকর্ম্ম করিলে অচিরাৎ তাহার ফল ভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই উহার ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনপদবাসী যাবতীয় প্রজা একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ নরপতিরে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র সমবেত হইয়া নীতিমার্গ অতিক্রম ও যুক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজাগণের নিকট ধন গ্রহণ করিলে রাজার ঘোরতর পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। রাজার বিপদে রাজপুরুষদিগেরও যাহার পর নাই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবগণ উহারে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। লোকে রাজ্যমধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। দুরাত্মারা রাজ্যমধ্যে জ্ঞান পূর্ব্বক সাধুদিগের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজারেই তাহার পাপভাগী হইতে হয়। যে রাজা দুর্দ্দান্তদিগকে দমন এবং অমাত্যগণের সম্মান পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া সুদীর্ঘ কাল নিরাপদে বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন। যিনি সুহৃদের সৎকর্ম্ম ও হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। সকলকে অংশ প্রদান করিয়া ভোজন, অমাত্যগণের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন ও বলমদমত্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দস্যুদল দমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বলবর্দ্ধন ও প্রজা প্রতিপালন করিবেন। যে ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের জল্পনা করে, সে অতিশয় প্রিয় পাত্র হইলেও তাহারে

কদাচ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং প্রধান প্রধান বণিকদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে কাম ও লোকবিদ্বেষে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন, দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের দুঃখাশ্রু মোচন পূর্ব্বক সুখ বৃদ্ধি করিবেন। মিত্রসংখ্যা বর্দ্ধন ও শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে সতত যত্নবান্ হওয়া এবং সাধুগণের পূজা, সত্যপালন, প্রীতিসহকারে ভূমি দান, অতিথিসৎকার ও ভৃত্যবর্গের সমুচিত সম্মান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল ভোগ করেন। ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জিতেন্দ্রিয় হইলে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে নরকে নিপতিত হন। ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে সৎকার ও সমাদর করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যম যেমন প্রাণিগণের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করেন, তদ্রূপ রাজা প্রজাদিগকে নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিবেন। লোকে মহীপতিরে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা সতত সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন, ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য্যাবলম্বন, প্রাণিগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদসৎ বিবেচনা করিবেন। প্রাণি সংগ্রহ, অর্থ দান, মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং পুর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অপটু রাজা প্রজা রক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রাজা প্রজ্ঞাবান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই কেবল রাজ্যভার বহন করিতে পারেন। আর যিনি নিতান্ত হীনবীর্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন না। রাজা সৎকুলসম্ভূত, একান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যগণ সমভিব্যাবহারে আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন। এক্ষণে তুমি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম অবগত হইলে। তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মনুষ্যকে মধুর বাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্রকলত্র ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোক সংগ্রহ, দান, মধুর বাক্য প্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়েকটী ভূপতির অতিশয় শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি এই কয়টী বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। রাজা সতত শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাহারে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ছিদ্র সন্দর্শনে সমর্থ না হয়। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণও ঐ রূপ ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষি উতঙ্ক কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অশঙ্কিত মনে তদনুসারে

কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক অচিরাৎ পৃথিবী আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অতএব তুমি রাজা মান্ধাতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই দেবলোকে স্থানলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইতে মানস করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা শুদ্ধাচারী কোশলরাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমারে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন। তখন মহর্ষি বামদেব নহুষনন্দন যযাতিতুল্য প্রভাবশালী কোশলরাজকে কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মেরপর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধু লোকের উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। আর যে অধার্ম্মিক রাজা বল প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য; তাঁহারে অচিরাৎ সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হয়। গর্ব্বিত, কার্য্যানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ রাজা সাগরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমুদায় অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনারে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! নরপতি এই সমুদায় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্মার্থদর্শী মহীপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপায়ের চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। স্নেহশূন্য অদাতা ভূপতি প্রজাগণের প্রতি নিরন্তর দণ্ড বিধান করিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। বুদ্ধিহীন রাজা প্রায়ই আপনার পাপকার্য্য বুঝিতে পারেন না; সুতরা তাঁহারে ইহলোকে অকীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়। রাজা সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে মানবগণ তাঁহার বিপদ্ আপনাদিগের বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে উহার নিবারণে যত্নবান্ হয়। যে রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বিদ্যমান নাই এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থ সংগ্রহে বাসনা করেন, তিনি কোন ক্রমেই চিরকাল সুখভোগ করিতে পারেন না। আর যিনি উপদেশকের বশীভূত হইয়া স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্মানুসারে অর্থ লাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখ ভোগে সমর্থ হন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্ব্বলের উপর অধর্ম্মাচরণ করিলে তাঁহার বংশীয় অন্যান্য

ব্যক্তিরাও সেই পাপপ্রবর্ত্তক দুর্ব্বিনীতের কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মানবগণ স্বধর্ম্মনিরত ভূপতির ব্যবহারের অনুগমন করিলে উন্মার্গগামী নরপতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার আত্মীয়গণও তাহা সহ্য করিতে পারে না। অশাস্ত্রদর্শী রাজা ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথার অনুবর্ত্তী নহেন এবং যিনি সমরাঙ্গনে পূর্ব্বোপকারী শক্রকে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। সতত সামর্থ্য প্রকাশ, প্রফুল্ল মুখে অবস্থান ও বিপদ্‌কালে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল প্রিয় ও সম্পত্তিশালী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। রাজা কোন কারণ বশত এক বার যাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তাহার সহিত সতত প্রিয় ব্যবহার করা তাঁহার আবশ্যক। প্রিয় ব্যবহার করিলে শক্রগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যা বাক্যের পরিহার ও লোককে প্রার্থনা না করিতে তাহার হিত চেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ বা বিদ্বেষ নিবন্ধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ভূপতি প্রশ্নকালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ অথবা লজ্জা, ত্বরা বা অসূয়া প্রকাশ,করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সতত প্রজাদিগের হিত সাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। যে নরপতি নিয়ত প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন ও সম্পত্তি চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণ পরাঙ্মুখ, হিতকারী ভক্ত জনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্য্যকুশল, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরে অর্থাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরবশ, অর্থলোলুপ অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মদ্য, দ্যূত, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্ভোগে নিরত ব্যক্তির উপর গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিলে নরপতিরে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। যে রাজা জিতেন্দ্রিয় ও লোক রক্ষায় নিরত হন, তাঁহার প্রজা বৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখানুভব হইয়া থাকে। যে রাজা সুবিশ্বস্ত আত্মীয় চর দ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণের আচার ব্যবহার অবগত হন, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলবান্ ভূমিপতির অপকার সাধন পূর্ব্বক "আমি উহা হইতে অতিদূরে অবস্থান করিতেছি,, মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার কদাপি বিধেয় নহে ; কারণ বলবান্ নরপতি অপকৃত হইলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা দুর্ব্বলের রাজ্যে উপস্থিত হয়। নরপতি আপনার বাহুবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন ; বলবান্ ব্যক্তিরে আক্রমণ করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন ও সমরাঙ্গনে শক্রর বধ সাধন করিবেন। ইহলোকে সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজা পালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্গাদি রক্ষা বিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাগণের সুখ সাধন এই পাঁচ উপায় দ্বারা রাজার অধিকার পরিবর্দ্ধিত হয়। যিনি এই পাঁচ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য চিরকাল অক্ষত থাকে। কিন্তু নিরন্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে স্বয়ং ব্যাপৃত থাকা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব রাজা সুবিশ্বস্ত

অধিকৃত পুরুষদিগের উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। যিনি দাতা, বিভাগকর্ত্তা, মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করেন না, মানবগণ তাঁহারেই নরপতিপদে অভিষেক করে। যে রাজা অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, মানবগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকে। যিনি বিদ্বেষ বশত হিতপরায়ণ বন্ধুর বাক্যে অনাদর করিয়া অহিতকারীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধুসমাদৃত ব্যবহারপরাঙ্মুখ হন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত, ভীষণ দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং কামিনীগণের সহিত সতত সংশ্রব রাখিয়া আত্মরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা রোষপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিকৃষ্টদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং যিনি বিদ্বেষ বশত কল্যাণকর জ্ঞাতিগণের উপকারে বিরত হন, তাঁহারে অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসাধারণ গুন সম্পন্ন অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকেও প্রিয় বাক্য দ্বারা বশীভূত করেন, তাঁহার যশঃশশধর অনন্তকাল অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। অকালে কর গ্রহণ ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও প্রিয় ব্যক্তিরে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ রাজা যথার্থ অনুরক্ত, কাহারা ভয় প্রযুক্ত শরণাগত এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা প্রতিনিয়ত চিন্তা করা আবশ্যক। আপনারে বলবান্ জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে দুর্ব্বলেরা গৃধ্রকুলের ন্যায় তাঁহারে আক্রমণ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে; অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। নহুষপুত্র যযাতি রাজরহস্য কীর্ত্তনস্থলে কহিয়া গিয়াছেন যে, নরপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের বিনাশেও অনাস্থা করিবেন না।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! যুদ্ধ না করিয়া অরাতি পরাজয় করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয় লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। নরপতি দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মূল দৃঢ় না হইলে তাঁহার কদাচ কোন বস্তু লাভের সম্ভাবনা নাই। যে রাজার অসংখ্য মন্ত্রী থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তি সম্পন্ন হয় এবং প্রজাগণ সতত সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সকল লোকের উপর দয়া প্রকাশ করে, তাহারেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজার যোধগণ সন্তোষশালী ও শত্রুগণের প্রবঞ্চনায় পটু হয়, তিনি অল্পসৈন্য লইয়াও সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারেন। মহীপতি যখন আপনারে সমধিক প্রতাপান্বিত বোধ করিবেন, সেই সময়েই স্বীয় বুদ্ধিবলে শত্রুর ভূমি ও ধন হরণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়শালী মহীপাল প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আত্মরক্ষায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে নরপতি আত্মীয়গণের সহিত সতত সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যবহার করেন,

তাঁহারে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা নিয়ত শত্রু পীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, কেহই তাঁহার সহিত বিপক্ষাচরণ করে না। পণ্ডিত ভূপতি সজ্জনবিদ্বিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও সতত মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যে রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব করেন, তাঁহারে কদাপি অনুতাপিত বা জনসমাজে অবজ্ঞাত হইতে হয় না। হে মহারাজ! নরপতি এই রূপ ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয় লাভ করিতে পারেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমনা বামদেব কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেই রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে নিঃসন্দেহই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বল ভূপতিরে পরাজয় করিবার বাসনা করিলে তাঁহারে কি রূপে উহা সম্পাদন করিতে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ ভূপতি অন্যের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে কহিবেন, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে উত্তম রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তোমরা আমারে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। বলবান্ আগন্তুক ভূপতি এই কথা বলিলে প্রজাগণ যদি তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের উপর রাজত্ব করিবেন। আর যদি তাহারা তাঁহার বাক্যে সম্মত না হয়, তবে বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি যদি তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হীন ব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়কে দুর্ব্বল, আত্মত্রাণে অসমর্থ ও অরাতির নিকট ভীত দেখিলে শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারে পরাজয় করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কি রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও একাকী হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি সমরে অক্ষম হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নরপতিরে বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাঁহারে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি শঠতা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতি কপটতা আশ্রয় করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর যদি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতিও ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবেন না; রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখীন হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি শস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিলবাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। অসাধুগণই ঐ রূপ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। নরপতি জিঘাংসাপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, অপত্যবিহীন, শস্ত্রহীন, বিপন্ন, ছিন্নকার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ

করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি সাধু ব্যক্তি সমরাঙ্গনে শরনির্ভিন্ন ও বিপদ্‌গ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপতি হয় তাঁহারে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয় আপনার আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য বিধান করিবেন। সায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, উহা বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। পাপাত্মারা অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করিয়াই অসাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়। অনেক স্থলে অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিককে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমত পাপকার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুলকিত চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাস বাক্য প্রয়োগ এবং বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনারে অমর বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু ঐ দুরাত্মারে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নদীকূলস্থ পাদপের ন্যায় সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। তখন সকল লোকেই তাহারে প্রস্তরে নিপতিত কুম্ভের ন্যায় বিনষ্ট দেখিয়া তাহার ও তাহার কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভূপতি অধর্ম্ম দ্বারা জয় লাভ করিয়া কখনই সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন না। অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর। উহা রাজ্যের সহিত নরপতিরে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বর্ম্মহীন, কৃতাঞ্জলি, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিরে বিনাশ করা ভূপতির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তিনি তাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আবাসে আনয়ন করিয়া এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ দিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহারে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। ভূপতি যদি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুর কন্যারে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহারে আপনার আলয়ে স্থান দান করিবেন না। এই রূপে রাজা দাস দাসী প্রভৃতি যে কিছু বল পূর্ব্বক আহরণ করিবেন, তৎসমুদায় এক বৎসরের মধ্যে আপনার আয়ত্ত না হইলে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভূপতি চৌরাদির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সঞ্চিত করিবেন না, অচিরাৎ উহা ব্যয় করিবেন। জয়লব্ধ গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভ সমুদায়কে ভূমিকর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিরে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিরই রাজার অভিমুখে অস্ত্র নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। উভয় পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন ব্রাহ্মণ

তাঁহাদের শান্তিস্থাপন অভিলাষে মধ্য স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষে নিবৃত্ত হইবেন; কদাচ যুদ্ধ করিবেন না। যে এই শাশ্বত নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করে, সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, তাহারে ক্ষত্রিয়মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে। সমাজ হইতে বহিস্কৃত করাই বিধেয়। যে রাজা জয় লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা তাহার নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্মত জয় লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কি আছে? যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা সহকারে ভোগ প্রদান করিয়া অচিরাৎ প্রসন্ন করাই ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া ভোগ প্রদান করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক রন্ধ্রান্বেষী অমিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে শত্রুগণের সাহায্য করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হয়। কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অমিত্রকে বঞ্চনা বা দৃঢ়তর প্রহার করা ধর্ম্মাত্মা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর প্রহার নিবন্ধন লোকে প্রায়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে নরপতি অতি অল্পে সন্তুষ্ট হন, তিনি বিশুদ্ধ জীবনেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাগণ অনুরক্ত ও ধনাঢ্য এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত, সেই রাজাই দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হন। যিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য শ্রুতসম্পন্ন পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ; দেবরাজ ঐ রূপ ব্যবহার দ্বারাই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ভূপালগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাসনা করেন। রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধবিজয়ী হইয়া শত্রুর ভূমি ভিন্ন অন্যান্য ধন সম্পত্তি এবং অন্ন ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শত্রুরে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবি ও সিদ্ধান্ন আহরণ পূর্ব্বক পুনরায় শত্রু কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রোত্রিয় ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন রাজ্যস্থ সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন নরপতি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ভূপালগণের বিজয়বাসনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করিবেন, তিনি মায়া বা দর্প সহকারে জয় লাভের চেষ্টা করিবেন না।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। নরপতি যুদ্ধকালে সৈন্যমধ্যস্থিত বৈশ্যাদিকেও নিপাতিত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভূপতি কিরূপ কর্ম্ম করিলে পুণ্য লোকে গমন করিতে পারেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপালগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণিগণকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয় লাভ করিয়া পুনরায় তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হন। দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ ধ্বংস এবং প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষক যেমন ক্ষেত্র সংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য বিনষ্ট না করিয়া তৃণ সমুদায় উন্মূলিত করে, তদ্রূপ শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা শস্ত্র নিক্ষেপ পূ-

র্ব্বক কেবল বধার্হদিগেরই প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। প্রজা রক্ষণ দ্বারাই ভূপতির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা প্রজাগণকে বধ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যুভয়াদি নিবারণে প্রবৃত্ত হন, সকল লোকেই তাঁহারে ধনদাতা, সুখদাতা ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্মাত্মা ভূপতি প্রজাগণকে অভয় দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে মঙ্গল লাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে রাজা ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তাঁহার অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে নরপতি অকুতোভয়ে শত্রুদিগের উপর শর বর্ষণ করেন, দেবগণ পৃথিবীমধ্যে তাঁহারেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন। ভূপতির যাবৎ সংখ্যক অস্ত্র অরাতিগণের চর্ম্ম ভেদ করে, তিনি তাবৎসংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভে অধিকারী হন। সংগ্রাম সময়ে রাজার গাত্র হইতে যে রুধির নিঃসৃত হয়; তিনি সেই শোণিতের সহিত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সমরক্লেশ সহ্য করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান তপস্যা। ভীরুস্বভাব পুরুষেরাই মেঘ হইতে জল লাভের ন্যায় শূরগণের শরণ লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে। বীর পুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাহাদিগের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি বীরগণের বাহুবল প্রভাবে বিপদ হইতে মুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহারে প্রাণদাতা বলিয়া প্রতিনিয়ত নমস্কার করে, তাহা হইলেই তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, কেহ কেহ সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে অরাতিকুলের অভিমুখীন হয়, আর কেহ কেহ ঐ সময় সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। যাঁহারা প্রাণসঙ্কট সংগ্রামে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা মহাবীর, আর যাঁহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন, তাঁহারা কাপুরুষ। আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষত গাত্রে গৃহে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐ রূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রাণ রক্ষার্থ সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ঐ রূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট দ্বারা বিনষ্ট, কীটবদ্ধ করিয়া দগ্ধ অথবা পশুবৎ নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্লেষ্ম মূত্র পরিত্যাগ ও করুণ বিলাপ করিতে করিতে অক্ষত শরীরে প্রাণ ত্যাগ করে, পণ্ডিতেরা কখনই তাহার প্রশংসা করেন না। ক্ষত্রিয়গণের গৃহমৃত্যু প্রশংসনীয় নহে। উহারা স্বভাবত শূর, অভিমানী; সুতরাং উহারা সংগ্রামে শৌর্য্য প্রকাশ না করিলে লোকে উহাদিগকে কৃপণ ও অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামপরাঙ্মুখ মানবগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ক্লেশসূচক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রগণকে শোকাকুলিত করিয়া আরোগ্য লাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করে। অভিমানী বীর পুরুষদিগের কদাচ এরূপ মরণে অভিলাষ হয় না। জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামে শর বর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ-

ত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম। বীর পুরুষ কামক্রোধ প্রভাবে অরাতিকুলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করত তাহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনারে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাবীর সমরক্ষেত্রে অরাতিকুলে পরিবৃত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ রণনিহত হইয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অম্বরীষসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। নাভাগপুত্র মহাত্মা অম্বরীষ দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব ইন্দ্রের সহিত তেজোময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছে। নাভাগনন্দন সেনাপতির সমৃদ্ধি দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি সসাগরা পৃথিবী বশবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে চারি বর্ণ প্রতিপালন,সমরাঙ্গনে সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজন সেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্ন দান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষি ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছি। এই সুদেব পূর্ব্বে আমার সেনাপতি ছিলেন। উনি কোন্ পুণ্যের ফলে এক্ষণে আমারে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন?

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। যোধগণ কবচ ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধযজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকেন।

অম্বরীষ কহিলেন, দেবরাজ! যুদ্ধযজ্ঞের হবি, আজ্য ও দক্ষিণা কি এবং উহার ঋত্বিকই বা কে? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! কুঞ্জরগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক্, অশ্বগণ অধ্বর্য্যু, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক এবং শক্রশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। হস্তিচর্ম্মাবৃত, গজদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ উহার স্ফিক্। লৌহময় সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণমধ্যে ছিন্দি, ভিন্দি প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে,উহা উহার সামগান স্বরূপ। শক্রপক্ষীয়দিগের সেনামুখে উহার আজ্যস্থালী। হস্তী,অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্য সমুদায় উহার শ্যেনচিত বহ্নি। এক সহস্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণ বিশিষ্ট খাদির যূপ আর তলনাদ উহার বষট্কার এবং দুন্দুভি উহার উদ্গাতা স্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্ব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক

প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে বীর প্রভুর হিতার্থ প্রবৃত্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত উহা হইতে বিরত না হন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায় নিরপেক্ষ হইয়া একান্ত মনে সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হন, তিনি আমার সার বাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

যে মহাবীর ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য। সমুদায় স্বরূপ মণ্ডূক ও কচ্ছপ, বীরগণের অস্থি স্বরূপ কর্কর, মাংস ও শোণিত স্বরূপ কর্দ্দম, খড়্গচর্ম্ম গৃধ্র কঙ্ক ও বায়স স্বরূপ ভেলা, কেশকলাপ স্বরূপ শৈবাল ও শাদ্বল, অশ্ব ও হস্তী স্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজ স্বরূপ বেতসলতা, নিহত কুঞ্জর স্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গ স্বরূপ নৌকা সমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীরুজন ভয়াবহ ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের উপযুক্ত পাত্র। শত্রুগণের সেনামুখ যাঁহার পত্নীশালা, যোধগণ যাঁহার দক্ষিণ সদস্য, উত্তর দিক্ যজ্ঞকুণ্ড, শত্রুসেনা যাঁহার কলত্র ও উভয় ব্যূহমধ্যস্থান যাঁহার যজ্ঞবেদী স্বরূপ হয় এবং বিপক্ষগণের মস্তক এবং হস্তী অশ্ব দ্বারা ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য লাভ করিতে পারেন। যে যোদ্ধা ভীত চিত্তে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষশরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। যে মহাবীরের শোণিতধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থিসমূহ দ্বারা সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিরে বিনষ্ট করিয়া তাহার যানে আরোহণ করেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্ হন। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাহার পুত্র অথবা যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরে বিনষ্ট না করিয়া আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্য লাভের উপযুক্ত পাত্র। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরনিহত বীর পুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের নিমিত্ত অন্ন জল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বীর পুরুষ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামনিহত হইলে অপ্সরা সকল তাহারে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার তপস্যা, শাশ্বত ধর্ম্ম এবং চারি আশ্রমের ফল লাভ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণ মুখে লইয়া শরণাপন্ন হয়, তাহারে বিনাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমি জম্ব, বৃত্র, বল, পাক, বিরোচন, দুর্ণিবার নমুচি, মায়াবী শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি।

একোনশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বীর জনের উৎসাহ প্রদান বিষয়ে প্রতর্দ্দন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। মহাত্মা জনক রাজা যজ্ঞোপবীতি সংগ্রামে যোধগণের যেরূপ আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনক ঐ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! যাহারা সমরে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যা পরিপূর্ণ সর্ব্বফলপ্রদ ভাস্বর স্বর্গলোক লাভ কর। আর যাহারা প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন

করে, তাহারা অনন্তকাল এই অকীর্ত্তিকর নরকে নিপতিত হয়। অতএব তোমরা প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় কর; অতি কুৎসিত নরকের বশবর্ত্তী হইও না। সংগ্রামস্থলে শরীর ত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বার স্বরূপ।

জনকরাজ সংগ্রামস্থলে এই কথা কহিলে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল; অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের রণস্থলে অবস্থান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের মধ্য স্থলে রথীদিগকে, রথিগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ম্মধারী পদাতিগণকে সংস্থাপন করা উচিত। যে রাজা এই রূপ ব্যূহ রচনা করেন, তিনি সতত জয় লাভে সমর্থ হন। অতএব সকল যুদ্ধেই ঐ রূপ ব্যূহ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধানুরাগী মনুষ্যেরা ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ মকরেরা যেমন সাগরকে বিক্ষোভিত করে, তদ্রূপ সংগ্রামস্থল বিক্ষোভিত করিয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিচলিত ও বিষণ্ণ ব্যক্তিদিগকে হর্ষিত করিবেন। যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, সতত যত্ন সহকারে তাহার রক্ষা বিধান করিবেন। যে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না। যে সমস্ত সৈন্য একবার পলায়ন পূর্ব্বক পুনরায় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ অতি দুঃসহ; অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে, বীর পুরুষ তাহারে কদাচ প্রহার করিবেন না। স্থাবর সকল জঙ্গমের ভক্ষ্য, দশনহীন দন্তবানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিরা বীরগণের ভক্ষ্য। ভীরু ব্যক্তিরা শূরগণের ন্যায় হস্তপদাদি সম্পন্ন হইয়াও ভয় প্রযুক্ত তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভীরুদিগকে বীরগণের আশ্রয় গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে জগতীতলস্থ সমস্ত লোক লম্বিত রহিয়াছে; অতএব বীরগণ সকল অবস্থাতেই সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে শৌর্য্য অপেক্ষা প্রধান আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজয়ার্থী ব্যক্তি যেরূপ অল্পমাত্র অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীরু সৈন্যগণকে সমরে অভিমুখীন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্য, জীবিত নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কৌশলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা অবগত হইলে অনায়াসেই ধর্ম্মার্থবিঘাতক দস্যুগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে। সকলেরই সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা অন্যের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্ সমুদায় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধি সম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থ সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সংগ্রামার্থী ভূপতিগণ গজচর্ম্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি ও কণ্টক, চামর, শাণিত শস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম্ম, নানা বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয়

যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থে সেনা সংযোগ করাই উচিত। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ ও শস্যশালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুই মাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা মনুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অতএব জয়ার্থী ভূপতিগণ সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্ত্তব্য। স্বীয় দুর্গ এক দ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নানাগুণে সমলঙ্কৃত ব্যক্তিগণ শূন্য প্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্য সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণ পূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির চিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রুগণকে পরজিত করা যায় ও শুক্র যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শুক্র অপেক্ষা সূর্য্যের ও সূর্য্য অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দম বিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদিশূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদকবিহীন কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও মহাকক্ষসঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্র সমাকুল বহুদুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্যমধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়। নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে সংগ্রাম করিতে হইলে সৈন্য মধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়মের অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার সতত জয়লাভ হইয়া থাকে। প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যানিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহারা পরকীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও স্বপক্ষীয় পলায়মান সেনাগণকে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন প্রদান এবং উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দশ সৈন্যের অধিপতি, তাহারে একশত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শত সৈন্যর অধিপতি, তাহারে সহস্র সৈন্যের আধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় যোদ্ধারে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া কহিবেন, যে এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহারে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভীরুস্বভাব আছেন অথবা যাঁহারা নিষ্ঠুরকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া

আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই ক্ষান্ত হউন। উহাঁরা যেন সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক আত্মীয়ের বিনাশ বা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন না করেন। বীর পুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। আমাদিগের শত্রুপক্ষীয়েরাই যেন আমাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্ন দন্তোষ্ঠ হইয়া ঐ সমস্ত বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা সমরে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ কেবল মনুষ্যের সংখ্যাবর্দ্ধক মাত্র। উহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। জয়শীল অমিত্রগণ সানন্দ চিত্তে মণ্ডলাকারে, পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণ করে। বিপক্ষগণ সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক যাহার যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার দুঃখ মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য। জয় লাভ ধর্ম্ম ও সুখের মূল স্বরূপ; ভীরুব্যক্তি বিপক্ষ কর্ত্তৃক সমাহত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইতে ভীত হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক হয় জয় লাভ না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতিলাভ করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! নির্ভীকচিত্তে বীরপুরুষ এই রূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অরাতিসৈন্যে অবগাহন করিবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, শকটারোহী সেনাগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণের রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনস্বী ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাহাদের রক্ষা বিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যত্ন সহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্প সংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সংখ্যক সৈন্যের সহিত অল্প সংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে বলিয়া সৈন্যগণের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক চীৎকার করিবেন। আর মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ "আমাদিগের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভীক চিত্তে প্রহার কর,, বলিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কি রূপ আচারপরায়ণ, কীদৃশ আকার সম্পন্ন এবং কি প্রকার বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রধারী হইলে যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীর পুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নির্ভীকচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীরগণ নখর ও প্রাস দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ বলবীর্য্যশালী কূটযুদ্ধপরায়ণ প্রাচ্যগণ হস্তী আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাম্বোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণের বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যদিগের অসি যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

সকল দেশেই বীর পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমস্ত লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে পারে। যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায়, এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায় তাহারা অনবহিত মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং অনায়াসে বহু দূরে গমন করিতে পারে; যাহাদিগের নাশাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল; কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশকলাপ অতিবিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল তাহারাই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুভাব সম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে তাহারা অনায়াসে সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হয়। যাহারা অতিশয় দৃঢ়কলেবর; যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল; যাহারা বাদিত্রশব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল গাম্ভীর্য্যসূচক বহির্নির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী কুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরক্ষেপ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত; হনুদেশ মাংস শূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; শরীর কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটিল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর; যাহারা গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোষপরবশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ গর্ব্বিত ও ঘোর দর্শন তাহারা অনায়াসে জীবিত নিরপেক্ষ ও সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচ জাতি সমুৎপন্ন। এই রূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহস সহকারে বিপক্ষ সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপনারাও প্রাণ পরিত্যাগে ভীত হয় না। উহাদের প্রতি সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা পরাভব বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সতত রাজার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যগণের জয় সূচনা করিয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণের জয় প্রত্যাশা করা যায় তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দৈব প্রতিকূলতা বশত মানবগণ কালকবলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দৈব দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যের মধ্যে যোধগণ ও বাহন সকল হৃষ্টচিত্ত থাকে, সেই সৈন্যের নিঃসন্দেহ জয় লাভ হয়। সৈন্যগণের যাত্রাকালে বায়ু মন্দমন্দ প্রবাহিত, ইন্দ্রধনু উদিত, মেঘ ও সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, কাক ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমশূন্য

হুতাশনের রশ্মি ঊর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, যজ্ঞের পবিত্র গন্ধ অনুভূত, শঙ্খ ও ভেরী সমুদায় গম্ভীর শব্দে নিনাদিত এবং যোধগণ প্রসন্নচিত্ত হইলে জয় লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। মৃগগণ সৈন্য সমুদায়ের সমরযাত্রাকালে বামভাগ বা পশ্চাদ্ভাগে এবং তাহাদের অরাতিনিধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় দক্ষিণ ভাগে অবস্থান করিলে শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যগণের অগ্রসর হইলে কোন মতেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও ভাস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিলে এবং যোধগণ পুলকিত চিত্ত হইলে ভাবী জয় লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণ প্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারে। যাহাদিগের যোধগণ শুচি, শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অনভিমানী ও পরস্পর সৌহার্দ্দসম্পন্ন, তাহাদিগের জয় লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সকল সুখজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে জয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সমর প্রবেশোদ্যত ব্যক্তির বাম পার্শ্বস্থ ও সমরপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বায়ু অনুকূল হইয়া থাকে। বায়ু পশ্চাদ্গত হইলে শুভসূচক ও সম্মুখস্থ হইলে অশুভ জ্ঞাপক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্ববাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুরে পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে জলের বিষম বেগের ন্যায় ও ভীতচিত্তে পলায়মান মৃগযূথের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। সৈনিক পুরুষেরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে তন্মধ্যস্থ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সমর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। আবার পঞ্চাশৎ জন মাত্র মহাবীর পরস্পর মিলিত, জীবিত নিরপেক্ষ ও যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য অরাতিসৈন্য নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ ছয় বা সাত জন মাত্র সৎকুলোদ্ভব বীর পুরুষকে প্রভূত অরাতি পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

অরাতিগণের রাজ্যমধ্যে যুদ্ধার্থে সৈন্য সমুদায় প্রেরণ করিলেই ভীরুগণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয় বাসনায় সেই সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগেরও গাত্র হইতে অনবরত স্বেদধারা নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় বিপক্ষগণের সমুদায় রাজ্য ব্যথিত ও অস্ত্র প্রতাপে বীরগণের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে; অতএব রাজা শত্রুর প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও তাহারে ভয় প্রদর্শনার্থ তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐ রূপ কৌশল করিলে অরাতির সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অরাতির আত্মীয়ভেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চর প্রয়োগ ও তাহার শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুর বিপক্ষগণের সহিত মিলিত ও তাহারে নিপীড়িত করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সাধুদিগকেই সতত আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা

সর্ব্বদা অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমার ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন বিদিত হওয়া আবশ্যক। অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে রাজার যশ বৃদ্ধি হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অতিশয় অপরাধী হইলেও শত্রুগণ তাঁহারে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্বর কহিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যেমন অগ্নির উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা তৎক্ষণাৎ পুনরায় পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শত্রুরে নিপীড়িত না করিয়া ক্ষমা করিলে সে অচিরাৎ বৈরাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব শত্রুগণকে বিশেষ রূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। সৎস্বভাব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শম্বরাসুরের ঐ মতের প্রশংসা করেন না। পুত্রের ন্যায় শত্রুরে বিনাশ না করিয়া বশীভূত করাই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাগণের দ্বেষভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকেন; অতএব ভূপতিরে মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। লোককে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার করিবার সময় তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অনুতাপ সহকারে তাহারে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপতির কর্ত্তব্য। রাজা সমরে অরাতিপক্ষীয় বীরগণকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিবেন; আহা! আমার সৈন্যগণ সংগ্রামে ঐ সকল ব্যক্তিরে বিনষ্ট করিয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যগণকে উহাদের প্রাণ সংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ যে মহাবীর নিহত হইয়াছেন, উনি অদ্বিতীয় সমরবিশারদ; উনি কখন সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই। উঁহার ন্যায় বীর পুরুষ অতি দুর্লভ। উঁহার নিধনে আমি নিতান্ত অপ্রীত হইয়াছি। ভূপতি এই প্রকারে শত্রুগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত হত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। রাজা এই রূপে সকল অবস্থাতেই সাত্ত্বগুণ অবলম্বন করিলে ভয়বিহীন এবং প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা বিশ্বাসভাজন হইলে তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যে নরপতি সুস্থ চিত্তে পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা শত্রুহন্তা সুররাজ পুরন্দর দেবগুরু বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কি রূপে সতত সাবধান হইয়া শত্রুগণের সহিত ব্যবহার করিব এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন না করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিব? আমি অরাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ও আমার আমাদের উভয়েরই জয় লাভের সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুরে জয় লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়ী হইতে পারিব?

তখন অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ত্রিবর্গ-বেত্তা রাজধর্ম্মজ্ঞ বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর! কলহ দ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয় নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমাপরবশ হইয়া থাকে। শত্রুর বধ কামনা করিয়া উহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুর নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণ সকল গোপন করিয়া রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার, বৃথা বৈরাচরণ বা মুখরতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীদিগের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে, নরপতিও তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। অরাতিরে পরাভব করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল বহ্নির ন্যায় নিয়ত জাগরিত থাকে। সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয় লাভের সম্ভাবনা; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। শত্রুরে বশীভূত করিয়া পুনরায় তাহারে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা করিলে সে প্রতিপক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যগণকে আপনার বশে আনয়ন ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুরে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এককালে অনেক শত্রুরে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুরে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কার্য্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে উহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অনুপযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক নিয়ত শত্রুগণের রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী নরপতিরে স্বীয় আলস্য, মৃদুতা, অধিক দণ্ড-বিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়া প্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে রাজা আলস্য প্রভৃতি দোষ সমুদায় পরিত্যাগ ও অরাতির মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে শত্রু পক্ষের বিনাশ সাধনে সমর্থ হন। যদি কোন মন্ত্রী একাকীই কোন গোপনীয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় তবে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। অনেক অমাত্যের সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করে, তাহাতে কার্য্যহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তবে অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত। শত্রু দূরে অবস্থান করিলে পুরোহিত দ্বারা অভিচার প্রয়োগ এবং নিকটে অবস্থিত হইলে তাহার প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রথমত শত্রুদিগের ভেদোৎপাদন পূর্ব্বক পরিশেষে গোপনে দণ্ড বিধান করিবেন। কালবশত শত্রু বলবান্ হইয়া উঠিলে প্রথমত তাহার নিকট অবনত হওয়া এবং তৎপরে তাহার অনবধান সময়ে সাবধান হইয়া তাহার বধকামনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান্ শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কার স্থান সকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। উহারা পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতিলাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই; অতএব রাজা সতত স্থিরচিত্ত হইয়া কে মিত্র আর কে অমিত্র তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিবেন।

রাজা মৃদু হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু বা নিতান্ত উগ্র হইও না। রাজ্য রক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী ব্যক্তির রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিলসমাক্রান্ত প্রাসাদের ন্যায় অচিরাৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই এক কালে আক্রমণ করা বিধেয় নহে; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য নহে। যখন হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সঙ্কুল, যন্ত্রবহুল সেনাগণ অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই সময়েই প্রকাশ্য রূপে অবিচারিত চিত্তে শত্রুরে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইলে তাহার সহিত সন্ধি, তাহার নিকট মৃদু ভাব অবলম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। প্রকাশ্যভাবে বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে শস্যনাশ ও সলিলে বিষ সংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতির উপর বারংবার সন্দেহ উৎপত্তি নিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত। শত্রুর প্রতি সতত মায়া প্রয়োগ এবং শত্রুগণের উত্তেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। অরাতিগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদমধ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্য দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপালগণ শত্রুবর্গের পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ভোগ্য বস্তুর উচ্ছেদ এবং আপনার নগরমধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুরে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গোপনে চরদিগকে ধন প্রদান ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় অপহরণ পূর্ব্বক ইহারা দুষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। ঐ সময় সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা আপনার পুরমধ্যে শত্রু বিনাশার্থ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিরে বিদিত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অন্যের দোষ কীর্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অসূয়া প্রদর্শন বা অন্যের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের সতত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, ওষ্ঠ দংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার সমুদায় লক্ষিত হয়। উহারা সততই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। পরোক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সাক্ষাতে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া আহার করে এবং

অদ্য আহার্য্য বস্তু সমুদায় উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলত শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্ট ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার চিহ্ন। হে সুররাজ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের স্বভাব কীর্ত্তন করিলাম

হে ধর্ম্মরাজ! শত্রুবিনাশনিরত সুররাজ বৃহস্পতির সেই শাস্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামকালে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি অর্থাভাবে সৈন্যবিহীন ও অমাত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে কি উপায়ে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে কোশলরাজপুত্র ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে রাজকুমার ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়াও যদি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মরণ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কীর্ত্তন করুন। ভবাদৃশ নানাবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই শারীরিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংসারিক প্রীতি ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিতে পারিলেই লোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যাহারা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে, আমার মতে তাহারা নিতান্ত শোচনীয়। দেখুন, আমার প্রভূত অর্থ স্বপ্নসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। আমার এক্ষণে কিছুমাত্র অর্থ নাই, তথাপি আমি অর্থমায়া পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, হে মহর্ষে! এক্ষণে আমি সম্পত্তিবিহীন, কাতর ও নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। অতঃপর যাহাতে অন্যবিধ সুখ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় রাজপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্ব্বাগ্রে আপনারে ও আপনার অধিকৃত দ্রব্যজাতকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তৎসমুদায় নাই বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদ্‌কালেও ব্যথিত হন না। যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা যাহা হইবে তৎসমুদায়ই মিথ্যা; তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিলেই অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সমস্ত ধন ধান্যাদি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায়ই তাঁহাদের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি অনুতাপিত হয়। দৈবের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এককালে নির্দ্ধন হইয়া যায় এবং যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, তাহারও বিপুল ধনাগম হইয়া থাকে। শোক প্রকাশ করিলে অর্থাগমের কিছু-

মাত্র সম্ভাবনা নাই ; অতএব শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে। আজি তোমার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহারাও তোমারে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবী বা নশ্বর, তাহা পর্য্যালোচনা কর। তুমি সম্যক্ রূপে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অবগত হইবে যে, তুমি কখনই চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। কি আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিংশতিবর্ষ কি ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক মানবগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহই চিরজীবী হইবে না। যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতি সাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান্ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকার সম্পন্ন মানবগণ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিবলে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার ন্যায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ ?

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কাল সহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য ; অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে। তুমি স্বীয় অধিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর। অনাগত বিষয়ের জন্য কদাচ শোক করিও না। অর্থনাশ নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণই ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতারে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিদিগকে সম্পত্তিশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণ বশত তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে। তুমি ত কদাপি ঈর্ষাপরবশ হও নাই ? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বয়ং সম্পত্তিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে কাতর হইও না। নির্ম্মৎসর ব্যক্তিরা কৌশল ক্রমে শত্রুদিগেরও রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যোগধর্ম্মবেত্তা ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ ধনকে অস্থির ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্র পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্য অতি দুর্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমুদায় পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থির বিষয়ের অভিলাষ করিয়া দীন ভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে ঐ অভিলাষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থ অনর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া এককালে নির্দ্ধন হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত সুখের মূল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বিবেচনা করিয়া সতত উহার কামনা করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর ধন অন্বেষণ করে, তাহার অন্যান্য সমুদায়

কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্বীয় প্রার্থিত ধন লাভ করে এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সদ্বংশীয় সাধুব্যক্তিরা পারলৌকিক সুখ কামনা করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ধনলোলুপ ব্যক্তিরা ধন লাভার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ধন ব্যতীত জীবন ধারণ করা নিরর্থক বলিয়া বোধ করে। হায়! যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ করিয়া ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঞ্চিত দ্রব্য মাত্রেরই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ ও সংযোগ মাত্রেরই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মানবগণ ধনকে না হয় ধন মানবগণকে পরিত্যাগ করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া ধননাশ নিবন্ধন কখনই ব্যথিত হন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের ধননাশ ও বন্ধুবিয়োগ হইতেছে। তুমি উহা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিও না। ভবাদৃশ মৃদু, দান্ত, সংযতাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তিরা সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অনুতাপিত হন না। অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও তোমার উচিত নহে। তুমি বাগ্‌যত ও সকল জীবের প্রতি দয়ালু হইয়া ফল মূল আহার করত একাকী মহাবনে বাস কর। যিনি একাকী অরণ্য মধ্যে বৃহদ্দন্ত হস্তীর সহিত একত্র বাস করিয়া অল্প লাভে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারে পণ্ডিত বলিয়া গণনা করা যায়। মহাহ্রদ একবার সংক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনিই প্রসন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদি বিহীন হইয়াছ, তোমার ধনলাভেরও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আর যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশে সমর্থ হও, তাহা হইলে রাজ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমারে নীতি উপদেশ প্রদান করিতেছি। সেই নীতির অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই নীতি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি, আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন ব্যর্থ না হয়।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুগণকেও নমস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্যবাদী বিদেহরাজের পরিচর্য্যা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমারে ধন প্রদান করিবেন। তুমি কিয়ৎকাল জনকের নিকট অবস্থান করিলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহু স্বরূপ ও সকল লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিবে এবং অনায়াসে উৎসাহ সম্পন্ন ব্যসনহীন সহায়বল লাভ করিতে পারিবে। সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিদেহরাজ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া আত্মারে কৃতার্থ করেন। তুমি তাঁহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশ্বাসভাজন

ও আদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বল লাভ করিলে অনায়াসেই সুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রু দ্বারা শত্রুগণের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে পারিবে। ঐ সময় তুমি শত্রুগণকে উত্তম উত্তম স্ত্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, গৃহ, পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে সবিশেষ আসক্ত করিবে, তাহা হইলে উহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শত্রুরে নিপীড়িন বা উপেক্ষা করিতে বাসনা করিয়া কদাচ উহা তাহার নিকট প্রকাশ করেন না। তুমি কুক্কুর, মৃগ ও কাকের স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্রগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দুস্তর কার্য্যে ও বলবানদিগের সহিত বিরোধে প্রবর্ত্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ সময় অরাতিদিগকে যজ্ঞদানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তোমার প্রত্যুপকার ও বৃকগণের ন্যায় তোমার শত্রুদিগকে গ্রাস করিবেন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে পারেন। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থসিদ্ধির মূল কারণ। সুতরাং কোষক্ষয় হইলে শত্রুগণকে অবশ্যই বিষণ্ণ হইতে হইবে। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিরে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয় সন্দেহ নাই। অতএব শত্রুগণকে পুরুষকারের পরিবর্ত্তে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিত্ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ ঐরূপে ধনহীন হইলে পর তাহারা যাহাতে সাধুগণকে নিপীড়ন করে, তাহার চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থী হইয়া বনে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্ব্বশত্রুবিনাশী ঔষধাদি দ্বারা শত্রুগণের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই রূপে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি প্রভূততর ধন লাভ করিবার নিমিত্ত কাপট্য, দাম্ভিকতা বা অধর্ম্মাচরণ করিতে বাসনা করি না। আমি পূর্ব্বেই আপনারে কহিয়াছি যে যাহাতে কেহ আমারে পাপাত্মা বলিয়া শঙ্কা না করে এবং যাহাতে আমার সমস্ত হিতকার্য্য সুসিদ্ধ হয় আপনি এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোকে অনৃশংস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমি কদাপি উক্তরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। আর আপনারও আমারে এরূপ উপদেশ দেওয়া উপযুক্ত নহে।

তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্ তুমি স্বভাবত অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও অশেষগুণে ভূষিত। অতএব তুমি আপনার স্বভাবের অনুরূপ কথাই কহিয়াছ। এক্ষণে আমি যত্ন পূর্ব্বক তোমার সহিত জনকের শাশ্বত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিব। তুমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত ও এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও অনৃশংস বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছ; অতএব কোন্ মহীপতি তোমার ন্যায় সৎকুলোদ্ভব

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহাত্মারে লাভ করিয়া অমাত্যপদে অভিষিক্ত না করিবেন? আজি আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহাধিপতিরে আমার ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তোমার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিব। তিনি আমার বাক্যে কখনই অনাস্থা করিবেন না।

অনন্তর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহাধিপতিরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইহাঁর সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছি। ইনি শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিশুদ্ধ। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার ন্যায় ইহাঁর প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইহাঁর সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। রাজা অমাত্য ভিন্ন তিন দিনও রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না। অমাত্যের আবার অসাধারণ শৌর্য্য ও ধীশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব তুমি ইহাঁরে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁর শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে উভয় লোকে মঙ্গল লাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। এই মহাত্মা রাজতনয় সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইহাঁরে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তোমার সমুদায় শত্রুই বশীভূত হইবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমারে জয় করিবার বাসনায় কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তোমারেও জয়াভিলাষে উহাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব আমার বাক্যানুসারে যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ইহাঁরে বশীভূত কর। এক্ষণে অনুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই তোমার আবশ্যক। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুরে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকট পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজন দানাদি দ্বারা শত্রুরে বশীভূত করা উচিত। যিনি শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে জনক রাজা তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের হিত কামনায় যাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগের উভয়েরই পরম হিতকর; অতএব আমি অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ উহা সম্পাদন করিব

মিথিলাধিপতি মহর্ষিরে এই কথা বলিয়া কোশলরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমস্ত পরাজয় করিয়াছি। তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ, কিন্তু আমি জয় করিয়াছি বলিয়া তোমারে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের সবিশেষ প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার ভবনে গমন পূর্ব্বক অবস্থান কর।

অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক ও কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিরে পূজা করিয়া বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজা কোশলরাজকে আপনার গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারে স্বীয় কন্যা ও বিবিধ ধনরত্ন সম্প্রদান করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচরণ, জীবিকানির্ব্বাহ ও ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ভূপালগণের কোষ রক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, ষাড়্গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষ সম্পাদন, ক্ষীণদিগের আশ্রয় দান ও জয়লাভ বিষয়ক কৌশলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আত্মপক্ষীয় শূরগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, আর উঁহারা কিরূপে বর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধি শূন্য এবং শত্রু বিজয় ও সুহৃদ লাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমার মতে ভেদই শূরগণের বিনাশের মূল এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপনে থাকা নিতান্ত কঠিন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই নরপতি ও তাঁহার অধিকৃত বীরদিগের বৈরানল সন্দীপিত হয়। রাজা লোভাকৃষ্ট ও বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পরস্পর পরস্পরের বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন। ভূপতি ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করেন। একমতাবলম্বী শূরগণের নিকট হইতে অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তাহারা তন্নিবন্ধন ভীত ও বিমনায়মান হইয়া অরাতিপক্ষ অবলম্বন করে। যাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অরাতির বশীভূত ও বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করাই শূরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বল পৌরুষ সম্পন্ন বীরগণ একমতাবলম্বী হইলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতালাভ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ ভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা সতত উঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। নানাগুণ সম্পন্ন এক মতাবলম্বী শূরগণ সমাজমধ্যে ধর্ম্ম ব্যবহার সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পুরুষকার উৎসাহ সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ বীর পুরুষদিগের প্রভাবেই মূঢ়গণ ঘোর বিপদে সমুত্তীর্ণ হয়। ঐ সকল বীর পুরুষকে নিগ্রহ, বধ ও ভয়প্রদর্শন, উঁহাদের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ড বিধান করিলে উঁহারা অচিরাৎ বিপক্ষপক্ষের বশীভূত হন, অতএব তাঁহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। উঁহাদের প্রভাবেই সমুদায় লোকের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগেরই গূঢ় মন্ত্রণা দ্বারা চরগণ শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে।

সমুদায় বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে। বীরগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিত সাধন করা উচিত। নচেৎ মন্ত্রণা প্রকাশ ও ভেদ নিবন্ধন অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শূরগণের মধ্যে যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি জন্মিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অচিরাৎ তাহাদের শাসন করিবেন। যদি কুলবৃদ্ধগণ কুলসম্ভূত কলহে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদ নিবন্ধন গোত্রের ক্ষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদসম্ভূত ভয় শত্রুভয় অপেক্ষা গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়-

ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা উচিত। আত্মীয়ভেদ অচিরাৎ মনুষ্যকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যখন সমান জাতি ও সমান কুল সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অকস্মাৎ ক্রোধ মোহ ও স্বভাবজ লোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হন, তখনই পরাভবের লক্ষণ লক্ষিত হয়। শত্রুগণ উদ্‌যোগ বা বুদ্ধিবলে শূরগণকে বিনষ্ট করিতে পারে না; কেবল উঁহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয়। অতত্রব ঐকমত্য অবলম্বন শূরগণের রক্ষার প্রধান উপায়।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহুশাখা সঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন্ ধর্ম্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজনগণ আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্ত চিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। তুমি উত্তম রূপে উঁহাদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উহাঁদিগকে অতিক্রম বা উহাঁদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উহাঁদিগের পরিচর্য্যা করাই পরম ধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্ত্তি ও দুর্ল্লভ লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদায় লোক বশীভূত হয়, আর যাঁহারা উহাঁদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না। আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে যে কার্য্য করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্য্যানুষ্ঠানের শত গুণ বা সহস্র গুণ পুণ্য লাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যবলেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশ শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ পিতা বা সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয় হন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা মাতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। পিতা মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ড বিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না। পিতা মাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের

প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য! যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতা মাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ শূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহারেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্ম কামনায় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের তদনুরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হন। অতএব কোন রূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষাদান নিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতা মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সৎকার করিলে দেবতারা প্রসন্ন হন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট চিন্তা করে, যাহারা পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মানবগণের যাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে বাসনা করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? সত্য ও মিথ্যা সমুদায় জগৎ সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহারে কহে এবং কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্য বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সমুদায় লোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এই রূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্রস্বভাব ব্যক্তিও অন্ধনামা বলাক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলূক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম।

কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না কারণ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐ রূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ওরূপ স্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধন দান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতারে নিশ্চয়ই বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণ সংশয় কালে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে তাহারে বিধানানুসারে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেত তুল্য, অপাংক্তেয়, যাগযজ্ঞ শূন্য তপঃ পরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধন নাশ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারই ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ উহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে তাহার প্রাণিবধ জনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধ্রের তুল্য; উহারা দেহত্যাগের পর কাকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যে রূপ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তি সিদ্ধ।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ বিবিধ সাংসারিক ভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম, ও কটুবাক্য

সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থ প্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিনিয়ত অতিথি সৎকার করেন, অসূয়াশূন্য সাধ্যায় সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন সহকারে পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যে ভূপালগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপানুষ্ঠান করেন না; যাঁহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করেন; যাঁহারা রজোগুণ ও লোভ প্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন না; যাঁহারা অগ্নিহোত্র পরায়ণ ও সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব বিষয় রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন; যাঁহারা পরদারাভিমর্ষণে নিরত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে ধর্ম্মানুসারে জয় লাভের অভিলাষ করেন; যাঁহারা প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইলেও কদাচ সত্য বাক্য পরিত্যাগ করেন না; যাঁহারা মনুষ্যদিগের আদর্শ স্বরূপ; যাঁহাদিগের কোন কার্য্যই অবিশ্বাসের যোগ্য নহে এবং যাঁহাদিগের অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হয়, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় কালে অধ্যয়ন করেন না; যাঁহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন; যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত না হইয়া একমাত্র সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন; যাঁহাদিগের হইতে কাহারই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না, যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীত হন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; যাঁহারা পরস্ত্রী দর্শনে সন্তপ্ত বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হন না; যাঁহারা সকল দেবতারে নমস্কার ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; যাঁহারা মান্য ব্যক্তিরে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানার্থী হইয়া বিশুদ্ধমনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধ সম্বরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্য মাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন, এবং যাঁহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রী সহবাস ও সত্যকথা কহিবার নিমিত্তই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

হে যুধিষ্ঠির! আর এই যে মহাত্মা মধুসূদন এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, উনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। উনি স্বেচ্ছাক্রমে চর্ম্মের ন্যায় এই সমস্ত লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। উনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর সকল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে সে নিঃসন্দেহই অনায়াসে দুষ্কর বিষয় অতিক্রম করিতে পারে। যাঁহারা এই দুর্গাতিতরণ পাঠ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরে শ্রবণ করান তাঁহারাও দুস্তর বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা ইহলোকে ও পরলোকে যে প্রকারে দুস্তর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকা-

নেক শান্তপ্রকৃতি পুরুষকে অশান্তের ন্যায় ও অনেকানেক অশান্ত প্রকৃতি পুরুষকে শান্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কি রূপে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্রগোমায়ু সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রূর স্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক আপনার কর্ম্মফলে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে যাহার পর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই খানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন। জন্মভূমি স্নেহনিবন্ধন অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার সজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধি বৈপরীত্য জন্মাইবার মানসে কহিল, ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি নরমাংসলোলুপ শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মাংসভোজনে নিরত হও। আমরা তোমারে আহার সামগ্রী প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিত চিত্তে যুক্তিযুক্ত বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহা ন্যায়ানুগত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয় আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি। আমি এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেই কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রম মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীরে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদান কর্ত্তার দান বৃথা হইবে? তোমরা লোভ বশত কেবল উদর পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একে বারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। পরিণামে যে সকল দোষ ঘটিবে মুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না।* আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষ জনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই লুব্ধ বৃত্তি হইতে বিরত হইয়াছি

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় এক প্রভূত পরাক্রমশালী শার্দ্দূল সেই শ্মশানে অবস্থান করিতে ছিল। সে সেই বিশুদ্ধ স্বভাব শৃগালের বাক্য শ্রবণে তাহারে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনায় সাধ্যানুরূপ অর্চ্চনা করিয়া অমাত্য পদে অভিষেক পূর্ব্বক কহিল, মহাত্মন্! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজ-

কার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্র স্বভাব অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

তখন গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থ কুশল বিশুদ্ধ স্বভাব সহায় লাভের বাসনা করিয়াছেন ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহন্তা দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধি শূন্য, জিগীষা পরবশ, লোভ বিহীন, ছলগ্রাহী ও হিত সাধন তৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি সে রূপ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অভিরুচি নাই। আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যগণের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহৎব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘ দর্শিতা ও উৎসাহ গুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভূরি ভূরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অন্যকৃত নিন্দা নিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আহ্বান শ্রবণে যে রূপ ভয় অনুভব করে সন্তুষ্টচিত্ত ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনই সে রূপ ভয়ে ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্প লোকেই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমারে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব আপনারে তাহা সমাদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মহত্ত্বকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে আপনি আমারে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।

শৃগাল এই রূপ কহিলে শার্দ্দূল তাহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহারে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শার্দ্দূলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মারা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতি বাসনায়

প্রথমত মিত্রভাবে তাহারে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও বিবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কোন রূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হইয়া শার্দ্দূলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপন করিল। ভেদবুদ্ধি পরাঙ্মুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে তাহা সবিশেষ অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদ-ভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর শার্দ্দূল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। তখন ধূর্ত্তেরা শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, মৃগরাজ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন। শার্দ্দূল তাহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহারে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শার্দ্দূলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এই রূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্বে তাহার স্বভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপটধর্ম্মপরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন ব্যাপার সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। শার্দ্দূলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়ন পূর্ব্বক রাজারে প্রদর্শন করিল। তখন শার্দ্দূল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোষাকুলিত লোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।

ঐ সময় শার্দ্দূলজননী তাহার এই অনুজ্ঞা শ্রবণগোচর করিয়া তাহারে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের কপট বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শত্রুতা স্বকার্য্যনিরত বিশুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকেরা লুব্ধপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্রদিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিকদিগের এবং সুরূপেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞান শূন্য কপট পণ্ডিতেরা বৃহস্পতিরন্যায় বুদ্ধিমান্ নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘোষণ করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না, আজি যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে

পারে ? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুত আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিরে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

শার্দ্দূলের মাতা তাহারে এই রূপ হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময় শৃগালের এক পরম ধার্ম্মিক চর উপস্থিত হইয়া শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় শার্দ্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ শার্দ্দূল গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয় শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্র বিশারদ শৃগাল চৌরাপবাদ নিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োপবেশন বাসনায় শার্দ্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়। শার্দ্দূল গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহারে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল শার্দ্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণতি পুরঃসর বাষ্পগদগদ বচনে কহিল, মৃগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন, এক্ষণে আমারে যাহার পর নাই অবমানিত করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী, নির্দয় সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদ পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমারে আর কি রূপে বিশ্বাস করিবেন আর আমিই বা কি রূপে আপনার নিকট অবস্থান করিব। আপনি আমারে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিই আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে এক বার যাহারে সচ্চরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষ প্রখ্যাপন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি, সুতরাং আপনি আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমারে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে।

বিশেষত আপনি আমা হইতে ও আমি আপনা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে অনেকেই আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, এক বার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিরে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহারে বিযোজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিরে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থ শূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিত সাধন করে না। সকলেই স্বার্থ সাধন তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিত-বুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিমাত্র কার্য্যক্ষম ও নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘব নিবন্ধনই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। জ্ঞানবান্ শৃগাল শার্দ্দূলকে এই রূপে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কলেবর পরিত্যাগ ও স্বর্গ লাভ করিল।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ কার্য্য নরপতিদিগের কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখ লাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজাদিগের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের সুখ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবার উপলক্ষে আমি এক উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিস্মর বিপুল উষ্ট্র অরণ্যমধ্যে কঠোর নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা শত যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক। ভগবান্ কমলযোনি উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। উষ্ট্রও প্রার্থিত বর লাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বরলাভের দিন অবধি এক দিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা হয় নাই।

একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্ত চিত্তে শত যোজন বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুত্থিত হইল। তখন ঐ নির্ব্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নির্ব্বোধ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দ্দশা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া এক বার ঊর্দ্ধে ও পুনরায় অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করত উহা সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী সচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক

প্রাণ সংহার করিয়া বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই দুর্ব্বুদ্ধি উষ্ট্র এই রূপে আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিরেই জয়লাভের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কার্য্যসাধন বিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মনুর মতে গূঢ় মন্ত্রণাশ্রবণনিরত, সহায় সম্পন্ন অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয় লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই অর্থ লাভ হয়। সহায় সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বতন বিধিদর্শী সাধু লোকেরা যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমারে সেই রূপ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সহায়হীন রাজা দুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়া প্রবল শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দানবগণের আশ্রয়ভূত নদীনাথ সমুদ্র সংশয়যুক্ত হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, হে স্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে মূল ও শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ কিন্তু তোমাদিগকে কদাপি একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কুলসম্ভূত বেতস সকল অসার ও অল্পাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সমুদায়কে অবজ্ঞা কর অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য্য সাধন করে বলিয়া উহাদের উন্মূলনে বিরত হও। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সাগরকে কহিলেন, নাথ! অন্যান্য পাদপগণ এক স্থানে স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে, কিন্তু বেতসেরা সে রূপ নহে। তাহারা নদীবেগ সমাগত দেখিবামাত্র অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রান্ত হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি নাই। ফলত যে সকল ওষধি, পাদপ ও গুল্ম বায়ু বা জলের বেগে অবনত হয়, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐ রূপ প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য জ্ঞান করে, তাহার অচিরাৎ বিনাশ লাভ হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগের ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রুরে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাহার নিকট বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু স্বভাব

সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে উগ্র স্বভাব প্রগল্‌ভ মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কি রূপ ব্যবহার করিবেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদায় পুণ্য লাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদায় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন। অতএব মন্দ ব্যক্তিরে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষ স্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়,তাহার জীবন নিষ্ফল।"আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিরে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিত ভাবে বিষণ্ণ বদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল ,, মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপ কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্ন পূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্যমধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত কিন্তু যেমন এক জনকে তুমি মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হও বলিলেই সে প্রাণ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন আপনার গুহ্য প্রদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণ ব্যাখ্যান ও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোম কার্য্য কোন ক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐ রূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংস্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রখ্যাপন করে। যে ব্যক্তি ঐ রূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহারে ভস্মরাশিমধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্ত প্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শালাবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুক্কুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী, পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মারে ধিক্। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে "তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না ,, বলিয়া তৎকালে তাঁহারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তৃণ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহারে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভর্ৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমস্ত হিতোপদেশ সতত

পাঠ করেন, তাঁহারে কখনই পরনিন্দা-জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতি-সাধক। আপনি দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বাক্য দোষ সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আর কএকটী বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহাও আপনারে ভঞ্জন করিতে হইবে। কিরূপে পুত্রপৌত্রগণের সন্তোষ ও রাজ্যের উন্নতিসাধন, বংশের সুখ বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গল লাভ এবং অন্নপানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য সাধন করা যায়। নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কি রূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিবেন? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুরাগ বশত অসজ্জনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যগণকে প্রকোপিত করেন, তিনি সুখলাভে সমর্থ হন কি না? আর রাজা ভৃত্য বিহীন হইয়া একাকী কখনই রাজ্য শাসন করিতে পারেন না; অতএব কিরূপে কুলশীল সম্পন্ন ভৃত্যগণকে লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে?

হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতি সদৃশ ধীশক্তি সম্পন্ন; অতএব দুর্জ্ঞেয় রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনে তৎপর ও ধর্ম্মোপদেষ্টা, মহাত্মা বিদুরও সতত আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতকর কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া চিরকাল পরম সুখে নিদ্রানুভব করিতে পারিব।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! রাজা একাকী কখন রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই অর্থ লাভ করিতে পারে না। যদিও কথঞ্চিৎ অর্থ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হয়। যাহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতৈষী, সৎকুল সম্ভূত ও স্নিগ্ধস্বভাব, যাঁহার অমাত্যগণ সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান, সদুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সঙ্ঘটন করে এবং অতীত বিষয়ের জন্য অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশীভূত না হয়, যাঁহার সহায়গণ সমদুঃখসুখ সত্যবাদী হিতকারী ও অর্থ চিন্তায় তৎপর এবং যাঁহার জনপদমধ্যে প্রজাগণ নীচাশয়ত্ব পরিত্যাগ ও সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার ধনাগার ও ধান্যাদি রক্ষার স্থান সতত কোষবর্দ্ধনতৎপর বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হন। যাঁহার নগরে অর্থী প্রত্যর্থীর বিচার যথার্থ রূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ ও মানবগণকে আপনার বশে আনয়ন পূর্ব্বক সন্ধি বিগ্রহাদি ষড়্‌বর্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই ধর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুদিগের নিদর্শন স্বরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও উপবাস পরায়ণ

ছিলেন। বনচারী জন্তু সমুদায় সেই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব দর্শনে বিশ্বস্ত চিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত মাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর বাস করিত। ঐ কুক্কুর ফলমূলাহারী, উপবাস নিরত, দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিত না। সতত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। তপোধন তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার লাভার্থ সৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, কুক্কুরদিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমারে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমারে অভয় প্রদান করুন।

তখন সর্ব্ব জীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহারে কহিলেন বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গ প্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহারে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপীরে শার্দ্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূল ভক্ষণের অভিলাষ এক কালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের ন্যায় বন্য জন্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরসমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় এক বিশাল বিষাণ সম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত মাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ব্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীত চিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহারে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহারে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন

করিয়া ভীত চিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এই রূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম প্রীতী সহকারে শল্লকীবন ও পদ্মবনে পর্য্যটন করত বহুকাল অতিক্রম করিল

অনন্তর একদা করিকুলকালান্তক গিরিকন্দরসম্ভূত কেশররাজিবিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির নিকট গমন করিল। মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহারে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহারে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। এই রূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভ পূর্ব্বক সিংহভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু সকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবিত রক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্ব্বপ্রাণিবিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ ঊর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন! তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এই রূপে সেই কুক্কুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফলমূল ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সতত প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী মহর্ষিরে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহারে কহিলেন, অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপিত্ব, ব্যাঘ্রত্ব কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোরে ক্রমশ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমারেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বতন কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হ। মহাত্মা মহর্ষি এই রূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্ট প্রকৃতি শরভ অচিরাৎ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই সারমেয় পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইল। তখন তপোধন তাহারে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমা গুণের পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে

অমাত্যপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, যে রাজা প্রতিনিয়ত অসৎকুলসম্ভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখ ভোগে সমর্থ হন না। সৎকুলোদ্ভব সাধু ব্যক্তিরা ভূপতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করেন না, কিন্তু অসদ্বংশসম্ভূত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়; অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই যাঁহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধুজনের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সৎকুলসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জনতৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্য শূন্য, স্বকার্য্যনিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্য বিদারণসমর্থ, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিশিক্ষাসুনিপুণ, অহঙ্কার শূন্য, অনুকূল, নীতিপরায়ণ, শুদ্ধস্বভাব, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহারেই মন্ত্রিপদে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ঐ রূপ ব্যক্তিরে মন্ত্রিপদ প্রদান পূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালন তৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্ষ পরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসর ক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন; যিনি বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানবান্, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীত্যনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দান ও গ্রহণ করেন, যিনি পরম শ্রদ্ধাবান্, প্রিয়দর্শন, নিরহঙ্কারও হিতানুষ্ঠান নিরত, যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ নিবারণ ও বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন শুভজনক কার্য্য সাধন করিলে তাঁহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে; যাঁহার বিলক্ষণ লোক সংগ্রহ আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন; আর যিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হন।

গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণশালী হইলে ভূপতিরে রাজ্য রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যুদয় লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধৃবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সমরদক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। আর যে রাজা সমস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিতান্ত ব্যগ্র, উদ্‌যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাঁহারেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যে মহীপাল কুক্কুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যগণকে নীচ কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি সুখে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হন। কুক্কুরকে

উচ্চপদ প্রদান করিলে সে প্রতিনিয়তই প্রমত্ত হইয়া থাকে; অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন স্বকার্য্য সাধননিরত ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অযোগ্য পাত্রে উচ্চপদ প্রদান করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্যে নিযোজিত করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সতত সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। শরভকে শরভের পদে, সিংহকে সিংহের পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে নিযোজিত করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে নিযোগ করিবেন। যে রাজা আপনার কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুষ্কুলসম্ভূত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়োগ করা গুণগ্রাহী ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। সাধু, সৎকুলসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, জ্ঞানবান্, অসূয়াশূন্য, উন্নতাশয়, বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যকেই পার্শ্বচর করা বিজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য। যে সকল লোক কার্য্যতৎপর, শান্তস্বভাব, অনুগত ও বিবিধ নৈসর্গিক গুণগ্রামে সমলঙ্কৃত এবং যাহারা আপনার কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, নরপতি তাহাদিগকেই আপনার প্রাণ সদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফল লাভ হয়। কিন্তু সিংহ যদি কুক্কুরদিগের সহবাস করত সিংহের কার্য্যে নিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের ন্যায় ফল ভোগ করিতে পারে না। ঐ রূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। যাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর হিতপরায়ণ ব্যক্তিরা শরের ন্যায় অপরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকে। অতএব যে সমস্ত ভৃত্য হিতকারী, রাজা সতত তাহাদিগের প্রতি সান্ত্বাদ প্রয়োগ করিবেন। মহীপালগণের নিরন্তর যত্নসহকারে কোষ রক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষই তাঁহাদিগের সমুদায় উন্নতির মূল অতএব যাহাতে কোষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার কোষ্ঠাগার নিরন্তর প্রভূত ধান্যে পরিপূর্ণ ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হউক। তুমি ধন ধান্যশালী হইয়া সুখে কাল যাপন কর। তোমার ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সম্পন্ন, সমরদক্ষ ও অশ্বারোহণে পটু হউক আর তুমি মিত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সতত জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুসন্ধানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুক্কুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাগণের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে?

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পূর্ব্বতন রাজাদিগের আচরিত সাধুসম্মত বিবিধ রাজধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় প্রাণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব যে রূপে লোকদিগকে

রক্ষা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ময়ূর যেমন নানাবিধ পক্ষ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিও বিবিধ রূপ ধারণ করিবেন। যে রাজা ক্রূরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সত্য, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হন, তিনি নিশ্চয়ই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে কার্য্য সাধন সময়ে যেরূপ রূপ ধারণ করিলে হিত হইবার সম্ভাবনা, সেই কার্য্য সাধন সময়ে সেই রূপ রূপ ধারণ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুরূপধারী নরপতি অতি সূক্ষ্ম অর্থ সাধনেও অসমর্থ হন না। শরৎকালীন শিখীর ন্যায় মূকভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা গোপন, অল্পবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ, মন্ত্রভেদাদি কার্য্য পরিত্যাগ ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা অর্থ সংগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রূরত্বাদি দোষ গোপন রাখিবেন এবং প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাগণের আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিবেন। স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার, অশ্বাদি সঞ্চারণ দ্বারা শত্রুগণের শস্য ক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি সহায় সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুগণের দোষ উদ্ঘাটন ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন। অন্য প্রদেশ হইতে আরণ্য কুসুমের ন্যায় অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিশালী মহাবল পরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া ছল সহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপতিগণের প্রাণ সংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায় অদৃশ্যভাবে রজনীযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিবেন, কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; স্বয়ং আত্ম রক্ষায় যত্নবান্ থাকিবেন এবং যাহাতে পরকীয় চরগণের মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, সতত এরূপ চেষ্টা করিবেন। শত্রু সম্পর্কীয় চরদিগের কপট জাল বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে রাজারে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যাহাতে উহাদের ঐ কপটতা প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কুটিলস্বভাব ক্রুদ্ধ শত্রুগণকে বিনাশ, নটনর্ত্তকাদির পুর হইতে নির্ব্বাসন ও দৃঢ়মূল স্বীয় অমাত্যগণকে যত্নসহকারে রক্ষা করা আবশ্যক। বুদ্ধিমান্ ভূপতি ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষ বিস্তার এবং গহনবনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা আক্রমণ করিবেন।

যত্ন সহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ও পরবুদ্ধি দ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন, পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয়বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বভাবত শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্য্যাকার্য্য বিবেচক, তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি পণ্ডিতগণের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রমে এক বার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইলে অচিরাৎ সলিলনিক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহের ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন।

কি আপনার কি অন্যের সকলেরই কার্য্য সমুদায় শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থবিধানজ্ঞ

মহীপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্‌দিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন। ধর্ম্মের অবিরোধে সমুদায় লোকের প্রিয় আচরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাগণ যে রাজারে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহারে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্যবহার সময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই নরপতির প্রধান কার্য্য। কুলধর্ম্মজ্ঞ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ, নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। ভূপতিগণ এই রূপে কার্য্যের গতি নিরূপণ পূর্ব্বক চরগণের সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিবেন। যে রাজার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয় ব্যয় নিরূপণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহারেই বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা প্রকাশ্য রূপে অনুগ্রহ প্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সতত আত্মরক্ষা ও রাজ্য পালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ। নরপতি কিরণজালমণ্ডিত সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যহ স্বয়ং পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমুদায় সমাচার অবগত হইবেন। লোকে যেমন গাভী দোহন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত সময়ে প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। মধুকরগণ যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, রাজাও তদ্রূপ ক্রমশ অর্থ সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি সহজে সঞ্চিতার্থ ব্যয় করেন না। সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অল্প অর্থে তাচ্ছীল্য প্রকাশ, শত্রুদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্ব্বোধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে আপনার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা প্রভূত অর্থের বৃদ্ধির হেতু। হুতাশন অল্পমাত্র হইলেও ঘৃত সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়ব্যয়শালী ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শত্রু বালক, যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন প্রমত্ত পুরুষের বিনাশ সাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে আর শত্রু কালসহকারে সুসম্পন্ন হইলে রাজাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে নরপতি কালজ্ঞ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। বিদ্বেষপরবশ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবানই হউক, চেষ্টা করিলেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্য্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজার শত্রু আছে, তাঁহার কদাপি প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন সবিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমস্ত কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রখরবুদ্ধি বলবান শত্রুরেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে এবং বুদ্ধি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত বলও সুরক্ষিত হয় সুতরাং বুদ্ধি পূর্ব্বক যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায়ই

প্রশস্ত। যে মহীপাল গম্ভীরস্বভাব ও নির্দ্দোষ, তিনি অল্প বলেই সমস্ত অভিলাষ সফল করিতে সমর্থ হন। আর যিনি অল্প বলে লুব্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, তিনি কখনই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে রাজা বহুকাল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহারে বিদ্যুতের ন্যায় অচিরাৎ নিমীলিত হইতে হয়। বিদ্যা, তপ ও বিপুল বিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সমুদায় উদ্‌যোগ দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অধ্যবসায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বুদ্ধিমান্ মনস্বী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ দেহের অবমাননা করিবেন না। অর্থ দান করিয়া লুব্ধকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে ধর্ম্ম কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুব্ধ ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত লোকের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, অতএব রাজা লুব্ধ ব্যক্তিরে কদাচ আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ ভূপতি নীচ ব্যক্তিরেও শত্রুর কার্য্য সন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদায় উদ্‌যোগ ও অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সৎকুলসম্ভূত মহীপাল সতত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করেন এবং যিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা সতত সুরক্ষিত হন, তিনিই সামন্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিতে পারেন।*

হে ধর্ম্মরাজ! আমি সংক্ষেপে যে সমুদায় বিধিনির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। যে রাজা এই সমুদায় বিলক্ষণ রূপে অবগত হন, তিনি অনায়াসে পৃথিবী পালন করিতে পারেন। যে নরপতি নীতিসম্ভূত সুখভোগে অনস্থা করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখভোগে অভিলাষী হন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজা সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে অপ্রমত্ত হইলে অনায়াসে ধনশালী শৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ় বিক্রম শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। কার্য্য সাধন সময়ে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাঁহারা নির্দ্দোষের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা কদাচ বিপুল সম্পত্তি ও প্রভূত যশ লাভ করিতে পারেন না। দুই জন মিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বদ্ধ হইয়া পরস্পরের কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে উঁহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্য সাধন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি এক্ষণে যে রূপ রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও, তাহা হইলেই পরম সুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে পারিবে। ধর্ম্মই সমুদায় লোক রক্ষার মূল কারণ

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সনাতন রাজধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কি সুর কি অসুর কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকার প্রকার কি রূপ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা কি রূপে অনুক্ষণ অবহিতচিত্তে প্রজাগণের প্রতি জাগরিত থাকিয়া সমুদায় জগৎ

প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দণ্ড ও ব্যবহার যেরূপ তাহা কির্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদায় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহারেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বে ভগবান্ মনু সর্ব্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ড দান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিরে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। আমি যে মনুবাক্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান্ মনু ব্রহ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহারে প্রাক্তন বাক্য কহে। যথার্থ রূপে দণ্ড বিধান করিলে ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা; উঁহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল। উঁহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু। উঁহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল ঊর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এই রূপ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত, কাহারে বিদারিত, কাহারে বিপাটিত ও কাহারে বা ঘাতিত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ত্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎরূপ ধারণ করাতে ইহাঁরে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। মহারাজ! দণ্ডের পত্নী নীতিও ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ক্লীবতা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ, সম্পদ, তৈক্ষ্ণ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা প্রভৃতি বহুবিধ আকার সম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহারে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিরে সমুন্নত করে; অতএব দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান। দণ্ড লোকদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্ম সর্ব্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগ যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ

দ্বারা দেবগণ পরমপ্রীত হইয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের নিকট প্রজাগণের গুণ কীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্নদান করেন। অন্নই প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপায়। অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয়-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই আট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হন, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি, দেশজলোক ও মেষাদি এই অষ্টবিধ বলদ্বারা কুল, বিপুলধনশালী অমাত্য, জ্ঞান, শরীর, বল ও কোষবর্দ্ধনোপযোগী অন্যান্য বলসংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রথী, ষাদী, নিষাদী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড্বিবাক, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি ও অষ্টাঙ্গ রাজ্যের শরীরস্বরূপ দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। ব্রহ্মা প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যে দণ্ডরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রাজাদিগের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক তাহারে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক। কুলাচার উল্লঙ্ঘন ও শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, উহা ভূপালনিষ্ঠ সুতরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায় কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত সমুত্থিত তাহাই বহুগুণ সম্পন্ন ধর্ম্ম। মনস্বীরা ধর্ম্মানুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। বেদমূলক ব্যবহার তিন লোক রক্ষা করিতেছে আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই সৎপথ। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগদিগের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন অপরাধী হইলেই রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। রাজার অদণ্ড্য কেহই নাই।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থান পূর্ব্বক মস্তকে জটা বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ বলিয়া

কীর্ত্তন করেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষি তুল্য হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা দেবরাজের সখা শত্রুসূদন মহারাজ মান্ধাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে তপস্যায় অনুরক্ত দেখিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বসুহোম মান্ধাতারে অবলোকন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের সপ্তাঙ্গীন কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমারে আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

তখন মহীপতি মান্ধাতা যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে কহিলেন; নরনাথ! আপনি বৃহস্পতির সমুদায় মত ও শুক্রাচার্য্যবিবেচিত সমুদায় শাস্ত্র অবগত আছেন, অতএব কিরূপে দণ্ড উৎপন্ন হইল, উহার উৎপত্তির কারণ কি? আর কি নিমিত্ত উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, তৎসমুদায় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন, আমি আপনারে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।

বসুহোম কহিলেন, মহারাজ! যেরূপে প্রজাগণের নিয়ম রক্ষার্থ ধর্ম্মের আত্মস্বরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাগণ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল নিজস্ব ও পরস্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ রহিল না। প্রজাগণ আমিষগৃধ্নু কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বল পূর্ব্বক দ্রব্য অপহরণ ও বলবানেরা দুর্ব্বলগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। এই রূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে প্রজাগণ মধ্যে এই রূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন। তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় নীতি দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোক বিশ্রুত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ ভগবান্ মহাদেব পুনরায় চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুরে পর্ব্বত সমুদায়ের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুরগণের, মৃত্যুরে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্র মণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশ ভুজ ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুরে প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরারে, মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিরে, মরীচি ভৃগুরে, ভৃগু ঋষিগণকে ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুরে এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম কারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। হে মহারাজ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণ পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজারা কেবল ভয় প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রজাগণকে নিতান্ত পীড়িত নিহত বা নির্ব্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। বৈবস্বত মনু প্রজা রক্ষণার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ দণ্ড তদবধি প্রজা রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমত পরাক্রমশালী ভগবান ইন্দ্রই সমুদায় প্রজাপালন করিতেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মারপুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্ব্বত, পর্ব্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব, হয়গ্রীব হইতে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে। দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন। দণ্ডও ঐ তিন কালে জনসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের এই ইতিহাস অবহিত চিত্তে শ্রবণ করে, তাহার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয়। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোকনিয়ন্তা দণ্ডের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। লোকে কি উদ্দেশে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? উহাদের উৎপাদক কে? এবং উহাদের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ভাবই বা কিরূপ আর কোন্ কোন্ বস্তুতে নির্ভর করিয়া লোক যাত্রা সম্পূর্ণ নির্ব্বাহ হইতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ কাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহারে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংকল্পমূলক আর সংকল্প বিষয়মূলক।

বিষয় সমুদায় আহার সিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ; লোকে শরীর রক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণ প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাশক্তচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐ রূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মল স্বরূপ, দান ভোগ বিমুখতা অর্থের মল স্বরূপ এবং প্রমোদ পরাঙ্মুখতা কামের মল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয় তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দ রূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

এই স্থলে কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহর্ষি কামন্দককে উপবিষ্ট দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! মহীপাল কাম ও মোহ প্রভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপিত হইলে কিরূপে তাঁহার পাপাপনোদন হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধর্ম্ম বোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে রাজা কিরূপে তাহারে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?

কামন্দক কহিলেন মহারাজ! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে তাহার বুদ্ধি নাশ হইয়া যায়। বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থনাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহ প্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাঁহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে এবং তাঁহারে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন অতিবাহন করিতে হয়। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণ ধারণ করা মৃত্যুতুল্য হইয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিদ্বান ব্যক্তিরা পাপ নিবৃত্তির যে রূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা সতত ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিবেন। ধর্ম্মে নিরন্তর অনুরক্ত থাকিবেন। ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল সলিল পান করিয়া পরম সুখে জপ এবং পাপাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মধুর বাক্য ও হিতজনক কার্য্য দ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণ কীর্ত্তন এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। রাজা এই রূপ আচারপরায়ণ হইলে সকলেরই আদরভাজন হন এবং তাঁহার পাপ সমুদায়ও নিরাকৃত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যে রূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসাদে অশেষ বিধ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কি রূপে উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা

কি ? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয় তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও সভা মধ্যে উপহসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমক্ষে তাহারে কহিলেন, বৎস! তোমার সন্তাপের ত বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব সমুদায় তোমারে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণ পাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কল্মাষ দেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবের সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যাহার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রি মধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাঁদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাঁদের আয়ত্তা হইয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন মহীপাল অতি অল্প কাল মধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছিলেন সেই সচ্চরিত্রতা কি রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বৎস! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন বৃহস্পতি কহিলেন দেবরাজ! মোক্ষোপযোগি জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান। ইন্দ্র কহিলেন ভগবন! মোক্ষোপযোগি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না? বৃহস্পতি কহিলেন দেবরাজ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কর। তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমন পূর্ব্বক পরম প্রীতি সংকারে আপনার শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি লইয়া পুনরায়

তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে রূপ উপদেশ দিলেন ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না? তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এবিষয়ে তোমারে সবিশেষে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন; দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃসাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনার এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে তুমি সেই সময় আমারে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক অবসর ক্রমে তাঁহারে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য অধিকার করিলে তাহা কীর্ত্তন কর। তখন প্রহ্লাদ কহিলেন ব্রহ্মন্! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তাঁহারা বিশ্বস্ত চিত্তে আমার নিকট নীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমারে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়া শূন্য, ধর্ম্মপরায়ণ জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় বোধ করিয়া মক্ষিকা সকল যেমন মধুক্রমে মধুবর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশ স্বরূপ আলোক প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃত তুল্য। ব্রাহ্মণ মুখে নীতি শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এই রূপে শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি আপনারে অভিলষিত বর প্রদান করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া থাক তবে এই বর প্রদান কর যে আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এই রূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন। এবং সত্য প্রতিপালন করা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহারে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুলকিতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান

করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব। চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়াছে। সুতরাং আমারেও তথায় গমন করিতে হইল।

ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটী তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহারে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহারে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ কহিল, মহারাজ! আমি সৎকার্য্য; যে খানে সত্য আমি সেই খানেই অবস্থান করিয়া থাকি।

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, দানবরাজ! আমি বল; সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহারে অবলোকন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী, আমি এত দিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি। লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীরে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে? তাহা তোমারে কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোক মধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য্য আছে তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সচ্চরিত্রতা

কি এবং উহা কি রূপেই বা লাভ করা যাইতে পারে ? তাহা কীর্ত্তন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বৎস ! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিত সাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয় সে রূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায় ঐ রূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোন ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না ; প্রত্যুত তাঁহারে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ কর তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।

হে ধর্ম্মরাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্ত্তী হও তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি সদাচারই পুরুষের প্রধান ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশা কিরূপে সমুৎপন্ন হয় ? এবং উহা কি পদার্থ তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আমার সন্দেহ দূর করে এমন আর কেহই নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আমারে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবে। কিন্তু সেই দুরাত্মা আমার আশা পূর্ণ না করিয়া আমারে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিয়াছে। যাহা হউক মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বিফল হইলেই তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আশা পর্ব্বত, বৃক্ষ বা আকাশ হইতেও উন্নত ; অথবা উহার ঔন্নত্যের ইয়ত্তা নাই। উহা অতি দুর্ব্বোধ উহা অপেক্ষা দুর্দ্ধরও আর কিছুই নাই। যাহা হউক এক্ষণে উহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! আমি এই উপলক্ষে রাজর্ষি সুমিত্রের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা নরপতি সুমিত্র মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। অপরিমিত বলশালী মৃগ ভূপতির শরে বিদ্ধ হইয়া সেই বাণ লইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে লগিল। নরপতিও বেগে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মৃগ ক্ষণকাল সমতল প্রদেশে গমন করিয়া দ্রুতবেগে বন্ধুর ভূমিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। খড়্গ, বর্ম্ম ও শরাসন ধারী নরপতিও তারুণ্য প্রযুক্ত মহাবেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহারাজ সুমিত্র মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য নদ, নদী, পল্বল ও নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া একাকী বনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃগও স্বেচ্ছানুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহারে সন্দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে

ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময় সে নরপতির ভুরি ভুরি শরনিপাত সহ্য করিয়াও বারংবার তাঁহার সমীপে আগমন করাতে, বোধ হইতে লাগিল যেন সে ভূপতির সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এই রূপে মৃগ বারংবার ভূপতিরে অতিক্রম ও পুনঃপুন তাঁহার সমীপে আগমন করাতে সুমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক মর্ম্মভেদী ঘোরতর তীক্ষ্ণ শর শরাসনে সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৃগ তাঁহার বাণপথের দুই ক্রোশ অন্তরে গমন পূর্ব্বক সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। ভূপতির অনল তুল্য শরও ব্যর্থ হইয়া অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। বাণ ব্যর্থ হইলে মৃগ পুনরায় মহারণ্যে প্রবেশ করিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

এই রূপে মহারাজ সুমিত্র নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক তপস্বীর আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। তাপসগণ তাঁহারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবলোকন পূর্ব্বক সকলে সমাগত হইয়া তাঁহারে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুমিত্রও তাপসদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তপোবৃদ্ধির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি কোন্ বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আর কি নিমিত্তই বা খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ পূর্ব্বক পাদচারে এই তপোবনে উপস্থিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি হৈহয়বংশে মিত্র রাজার ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আমার নাম সুমিত্র। আমি মৃগয়ার্থ শরনিকরে অসংখ্য মৃগের প্রাণ সংহার করিয়া বন মধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী অমাত্য ও অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল। আমি ইতি পূর্ব্বে এক মহাবল পরাক্রান্ত মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ মৃগ আমার শরে সমাহত হইয়া সেই বাণ লইয়া পলায়ন করাতে আমি তাহার অনুসরণক্রমে সহসা এই তপোবনে আপনাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রীবিহীন, পরিশ্রান্ত ও হতাশ হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ হইতেছে। বিশেষত আমি আশায় বঞ্চিত হইয়া যে রূপ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি আমার বেশ বৈলক্ষণ্য বা নগর পরিত্যাগ নিবন্ধন তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না। পর্ব্বত প্রধান হিমালয় ও সুবিস্তীর্ণ মহোদধি যেমন ঔন্নত্য ও বিস্তৃতি দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা গমন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আশার অবধি দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ। আপনাদিগের অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কাহারে মহত্ত্ব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব যদি ইহা আপনাদিগের গুহ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ কীর্ত্তন করুন। যদি উহা আপনাদের গুহ্য অথবা তপোবিঘ্নজনক হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম যদি উহা বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনারা একত্র সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করুন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এই রূপ প্রশ্ন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তপোধন ঋষভ ঈষৎহাস্য করিয়া রাজারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি তীর্থ পর্য্যটন ক্রমে নরনারায়ণের দিব্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঐ স্থানে রমণীয় বদরী এবং আকাশগামিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তি কারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে আর ভগবান্ অশ্বশিরা নিরন্তর বেদপাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যাশ্রম দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া সেই হ্রদের সলিলে পিতৃ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রম মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। ঐ আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও নারায়ণ অবস্থান করেন তাহার অনতি দূরে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট আছি এমন সময় এক চীনাজিনধারী কৃশকায় তপোধন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ মহর্ষির শরীর অন্যান্য মনুষ্যের দেহ অপেক্ষা আটগুণ দীর্ঘ। উহাঁর ন্যায় কৃশ ব্যক্তিও আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাঁহার শরীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ। গ্রীবা, বাহু, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক চক্ষু ও কর্ণ দেহের অনুরূপ এবং বাক্‌শক্তি ও চেষ্টা অতি সামান্য। আমি সেই অলৌকিক দর্শন কৃশ তপোধনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ও ভীত চিত্তে তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটে আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে সেই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ঋষিসমাজে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্যুম্নপিতা মহারাজ বীরদ্যুম্ন পুত্রের অন্বেষণার্থ বেগবান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই মহর্ষিরে কহিলেন, ভগবন্! আমি পূর্ব্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কুত্রাপি সেই ধার্ম্মিকতনয়কে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির আশা আমারে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছি।

তখন সেই কৃশ তপোধন নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবাকশিরা ও ধ্যাননিরত হইয়া রহিলেন। দুঃখসন্তপ্ত মহারাজ বীরদ্যুম্ন তাঁহারে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, ভগবন্! যদি গোপনীয় না হয় তাহা হইলে কোন বস্তু দুর্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্যুম্নের নিকট কাঞ্চন কলস ও বল্কল প্রার্থনা করিলে সে স্বীয় দুর্বুদ্ধি ও মন্দভাগ্য প্রভাবে তাঁহারে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে নাই। এই নিমিত্তই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছে।

নরপতি বীরদ্যুম্ন মহর্ষি কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সেই লোকপূজিত তপোধনকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য

বিধানানুসারে তাঁহারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর অন্যান্য মহর্ষিগণ সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাজিত মহীপতি বীরদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রম প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নরপতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি বীরদ্যুম্ন নামে নরপতি। আমার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিদ্যুম্ন নামে এক শিশু সন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু অদ্যাবধি কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।

মহারাজ বীরদ্যুম্ন এই কথা কহিলে মহর্ষি কৃশ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতির বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। পূর্ব্বে বীরদ্যুম্ন ঐ মহর্ষিরে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপোনুষ্ঠানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে আমি কখনই ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশা মানবগণকে ব্যাকুলিত করে; অতএব আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আশারে দূরীকৃত করিব।

মহর্ষি কৃশ এই রূপে অধোমুখে অবস্থান করিলে রাজা বীরদ্যুম্ন তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন বস্তুই বা দুর্ল্লভ? তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

তখন তপঃশীর্ণকলেবর ভগবান কৃশ নরপতিরে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ করাইয়া কহিলেন, রাজন্! আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্লভ আর কিছুই নাই। আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া অনেক নরপতির নিকট উহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

তখন নরপতি কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার বাঙ্নিষ্পত্তি মাত্রেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত তিনি কৃশ এবং যিনি আশারে জয় করিয়াছেন, তিনিই সবল। আর আশাকৃত অর্থলাভও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্ল্লভ। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে আর এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ বিষয় গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

কৃশ কহিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্য গুণসম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ এই জগতে যাহারা লোকের উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করে না তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরাপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকার লাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শনলাভে যত্নবান্ হন; যে আশা বৃদ্ধ রমণীগণকে পুত্র প্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী কামিনীগণ প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হয় সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।

মহর্ষি কৃশ এই কথা কহিলে মহারাজ

সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পুত্রের সহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা কহিলেন সমুদায়ই যথার্থ সন্দেহ নাই। তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে অবিলম্বে বীরদ্যুম্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ক্রোধ বিহীন হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি অতএব অবিলম্বে কৃশতরী আশারে নিরাকৃত কর।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ঋষভ এই কথা কহিলে রাজা সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও আমার কথানুসারে আশা. নিরাকৃত করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সুস্থির হও। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ অতএব আমার বাক্য শ্রবণে অনুতাপিত হইও না।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া কোন ক্রমে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না আমি যত আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি ততই আমার শুশ্রূষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী যেমন সমাধিসুখে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হয় তদ্রূপ আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম্ম কথা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যম গৌতম সম্বাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে উহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ঐ আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে উগ্রতর তপোনুষ্ঠানে নিরত দেখিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন যম তাঁহারে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আমারে কি করিতে হইবে? গৌতম কহিলেন, প্রভো! কি কার্য্য করিলে পিতা মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং কি রূপেই বা অতি অবিত্র দুর্ল্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, মহর্ষে! সতত সত্যধর্ম্ম তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক পিতা মাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! যে মহীপাল মিত্র শূন্য, বহুশত্রু সম্পন্ন, ক্ষীণকোষ ও হীনবল হন, দুষ্ট অমাত্যগণ সহায় হওয়াতে যাঁহার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়া যায়, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট, কিঙ্কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দ্দিত করিবার অভিলাষে পর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন, যিনি সুপ্রণালী ক্রমে রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ, যাঁহার দেশকালের প্রতি

কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজা-পীড়ন নিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই যাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্লভ, তাঁহার কি অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তুমি এক্ষণে আমারে অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু। বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধি প্রভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপালগণের ব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্তই আপদ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কিন্তু উহা দ্বারা যে যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমার মতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশ লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয়। অজ্ঞান প্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞান প্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজার কোষক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়, অতএব তিনি নির্জ্জন স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন প্রকারে হউক ধনাগমে যত্নবান হইবেন। আপদকাল উত্তীর্ণ হইলে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় বটে কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্ন দ্বারাও ধর্ম্মানুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং আপদকালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে ঐ রূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক আপদকাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনারে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয় এই রূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারে অবসন্ন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল ও উৎসাহে নিপুণতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদগ্রস্ত হইলে অযাজ্যযাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হন না সেই রূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত ; কখনই নহে, তৎকালে যে কোন পথ দ্বারা হউক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয় নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন

নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয়লাভ দ্বারা ধনোপার্জ্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীর নিকট কদাচ কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে আপদকাল উপস্থিত হইলে গৌণকল্প দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদগ্রস্ত হইলে অধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৃত্তি ক্ষয় নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরও যখন অধর্ম্মাচরণ বিহিত হইতেছে তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হন্তা ও রক্ষিতা সুতরাং আপদুদ্ধারের নিমিত্ত বল পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষত এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। বিশেষত যে রাজা প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার কোন ক্রমেই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপদকালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদ্কালে তাঁহারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য সঞ্চিত দ্রব্য রাষ্ট্র হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শম্বর কহিয়াগিয়াছেন যে, ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে লোক স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থব্যয় দ্বারা রাজারে রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ, বা দেশান্তরে অবস্থান করেন তাঁহার জীবনে ধিক্। কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আপদকালে কোষ ও বল লাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্যকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহারে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে।

অর্থের অসম্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয় আপৎকালে প্রজাপীড়ন না করিলে কোন ক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজা অর্থ সংগ্রহের মানসেই বহুব্যয়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক এই রূপ কার্য্য নির্ণয় করিয়া আপদকালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্ত সংস্কার এই তিনটী মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় এই তিনটী রাজ্য পুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে এক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যে সমস্ত বৃক্ষ উহা ছেদনের বিঘ্ন সম্পাদন করে, তৎসমুদায়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষ সমুদায়কে

নিপাতিত করে। ঐ রূপ যে সমস্ত মনুষ্য রাজার কোষ সঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে কদাচ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থ দ্বারা ইহলোক, পরলোক সত্য ও ধর্ম্ম সমুদায়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্দ্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোন প্রকারে হউক ধন গ্রহণ করিবে। এই রূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্য মধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভব পর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে বাস করিতেছে তাহাদিগকে নিরন্তর পার্থিব ধনরত্ন সমুদায় অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপালগণের রাজ্য রক্ষার তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সম্পদকালে প্রজাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে কর গ্রহণ করা নিতান্ত পাপজনক বটে, কিন্তু আপদকালে উহা দ্বারা তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতা দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। লোকে নির্দ্ধনকে দুর্ব্বল ও ধনবান্‌কে বলবান্ কহিয়া থাকে। ধনবান্ লোক সমুদায় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থ প্রভাবে ধর্ম্ম কাম ও উভয় লোকে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। অতএব লোকে ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করিবে। অধর্ম্মানুসারে তাহা লাভ করিতে যেন তাহার কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে রাজা কোষাদি সংগ্রহে পরাঙ্মুখ, দীর্ঘসূত্র ও বন্ধুবান্ধব বিয়োগ ভয়ে সংগ্রামে বিমুখ হন; যাঁহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে; শত্রুগণ একত্র হইয়া যাঁহার রাজ্য বিভাগ পূর্ব্বক গ্রহণ করে; যাঁহার নিধনতা ও মিত্র বলের অভাব বশত মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের বশীভূত হয় এবং যিনি পর সৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হন, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্র চিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয় লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার গ্রাম নগরাদি উদ্ধার করা রাজার কর্ম্ম। আর শত্রু যদি মহাবল পরাক্রান্ত হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয় লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহারে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। রাজা যে কোন প্রকারে হউক জীবিত থাকিতে পারিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তিশালী হইতে পারেন। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে যে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেই আপদে আত্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরিকাগণও শত্রুদিগের হস্তগত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া আত্মরক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার অমাত্যপ্রভৃতি ক্রুদ্ধ, রাজ্য ও দুর্গাদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত কোষ পরিক্ষীণ এবং মন্ত্র

প্রকাশিত হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শত্রু ধার্ম্মিক হইলে তাহার সহিত শীঘ্র সন্ধিস্থাপন ও অধার্ম্মিক হইলে তাহার প্রতি শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য। ফলত ভূপালগণ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে হয় উপায় দ্বারা অচিরাৎ তাহারে নিরস্ত করিবেন নচেৎ অবিলম্বে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবেন। অনুরক্ত হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়। নরপতি সংগ্রামে নিহত হইলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং শত্রুগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব যুদ্ধে ভীত হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যুদ্ধ সময় সমুপস্থিত হইলে সমর পরিত্যাগের বাসনা না করিয়া বুদ্ধি কৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই রাজাদিগের উচিত। আর যখন তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধ বশত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে প্রথমত পলায়ন পূর্ব্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রবলে পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজাদিগের সর্ব্বলোকহিতকর পরম ধর্ম্ম বিনষ্ট ও জগতের যাবতীয় বস্তু দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা সেই আপদকালে স্নেহবশত পুত্র পৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কি রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই আপদকালে বিজ্ঞান বল আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করা ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধন ধান্যাদি সাধুদিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধুদিগের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্র পথের অনুবর্ত্তী হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করেন তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। রাজা বিপদ্‌কালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাগণকে প্রকোপিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবলসম্পন্ন পুণ্যবান ব্যক্তি আপদ্‌কালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাঁহারে নিন্দা করিতে পারে না। বল পূর্ব্বক জীবিকা লাভ করাই যাঁহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম তাঁহারা কদাচ অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃপ্রকাশ করিয়াই কাল যাপন করেন। রাজারা আপদ্‌কালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রস্থ সমুদায় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মেধাবী নরপতিগণ ঐ সময় কদর্য্য স্বভাব দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অত্যন্ত আপদ্ উপস্থিত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি ঐ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাঁহারে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দিব্যচক্ষু স্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদ বাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক রোষপরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; অতএব নরপতি তাহাদিগের বাক্যে

বিশ্বাস করিয়া কাহারেও সংকুত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরিবাদ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পরের নিন্দা কীর্ত্তিত হয় তথায় হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্র লোকেরাই পর নিন্দা ও পরের প্রতি ক্রূরাচরণ করে। সাধু ব্যক্তিরা সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্তস্বভাব বৃষভ যেমন যত্ন পূর্ব্বক ভার বহন করে, নরপতিও সেই রূপে রাজ্যভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায় এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন যে পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিগণও অপরাধী হইলে তাঁহাদের দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুত তাঁহারা লিখিতের প্রতি শঙ্খের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐরূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্ম্মশীল গুরুরও শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুত ঐ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। লোকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহারে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছল পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহারে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সর্ব্বাত্ম সৎকৃত ধর্ম্ম চারি প্রকার; বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচার সিদ্ধ। এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মই অবগত হওয়া রাজাদিগের আবশ্যক। যে নরপতি তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্য মধ্যে শরাহত মৃগের রুধিরাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অন্বেষণ করে, সেই রূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অবলম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় কর।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষ পূরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষ দ্বারাই ধর্ম্ম ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব কোষ সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাই রাজাদের প্রধান ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা কোন নৃশংসতা দ্বারা কখনই কোষ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না; কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিরে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা কোষহীন হইলে সকলেই তাঁহারে অবজ্ঞা করে। তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্য উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না। আবরণ দ্বারা যেমন স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশ সমাবৃত হয় তদ্রূপ সম্পদ দ্বারা ভূপতির পাপ সকল আচ্ছাদিত

হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্ব্বাপকারীরা তাঁহার সম্পদ দর্শনে অনুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহারে নিধন করিবার মানসে আশ্রয় করে তাঁহার কখনই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। সতত উদ্যত হওয়াই নরপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং বনে গমন করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে তথাপি মর্য্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় অমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্য্যসাধন সময়ে দস্যুগণের নিকট হইতে অসংখ্য সৈন্যলাভ করা যায়। রাজা এককালে নিয়মহীন হইলে তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত নির্দ্দয় দস্যুগণও শঙ্কিত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি তুচ্ছ বিষয়েও নিয়ম থাকিলে উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকগণ ইহলোক পরলোকের ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। দস্যুগণ অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুগণ দয়ালু হইলে তাহাদের দয়া প্রভাবে অসংখ্য জীব পরিরক্ষিত হয়। উহারা সমর পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধ সাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারাভিমর্ষণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। আবার যাহারা দস্যুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদন পূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদিগের সমুদায় ধন সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুদিগকে এককালে সম্পত্তিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশীভূত করাই কর্ত্তব্য। আপনারে বলবান্ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে। যে রাজা প্রজাগণের নির্দ্ধনতা সম্পাদন করেন, তাঁহারে অচিরাৎ নির্দ্ধন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন, তিনি যাবজ্জীবন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্ম বাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটী প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষসুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদচিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্তুত বৃকের পদচিহ্ন কি না এই রূপ বিচারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নিরর্থক। এই সংসার মধ্যে কেহই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই। অতএব বিদ্যাদি দশবিধ বল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। সমুদায় বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত হয় এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয়প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটী সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্মসম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে

আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান্ ব্যক্তিরে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্য্যই সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কদাপি পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হয়। মানবগণ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণ ধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বন্ধু বান্ধববিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্য যন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যাহার পর নাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ী বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শন বাক্য প্রয়োগ ও কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিসম্পাদন, মনের উন্নতি সাধন, মহদ্বংশে পাণি গ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকর পূর্ব্বক অন্যের গুণ কীর্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক। বহুতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে সতত অবস্থান ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এই রূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিষ্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ও পরলোক উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে পারে। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়, একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরস্বাপহারী দস্যুও অন্যান্য ধর্ম্মে বিভূষিত হইলে পরলোকে নরকগামী হয় না, এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ দস্যুত্ব নিবন্ধন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে। সে সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, বুদ্ধিমান্, বিজ্ঞান সম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গুরুপূজক ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। নিষাদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ও মৃগবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিল। ঐ নিষাদ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে অরণ্যমধ্যে মৃগদিগের ক্রোধ উত্তেজিত করিত। দেশ কালের বিষয়ে তাহার কিছুই অবিদিত ছিল না। সে নিরন্তর পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও একাকী বহুসংখ্য সেনা পরাজয় করিত। সকল ধর্ম্মেই তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে প্রতিদিন মধু, মাংস, ফল, মূল ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ অন্ধ বধির পিতা মাতার শুশ্রূষা করিত। মান্য ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা করিত না। অরণ্যবাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সে প্রতিদিন মৃগবধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত। যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতঃকালে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত।

একদা নির্দ্দয় নিয়ম হীন বহুসংখ্য দস্যু তাহারে গ্রামণী করিবার মানসে কহিল, হে বীর! তুমি দেশ কাল ও মুহূর্ত্ত সমুদায়ই অবগত আছ। তোমার তুল্য প্রজ্ঞাবান্ ও দৃঢ় ব্রতপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতানুসারে প্রধান গ্রামণী পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তদনুসারেই কার্য্য করিব।

এক্ষণে তুমি পিতা মাতার ন্যায় ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

তখন কায়ব্য তাহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল, প্রতিবাসিগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বল পূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সকল প্রাণিমধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য। অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। সকল প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষ লাভের উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গল চিন্তা করেন, ত্রিভুবন মধ্যে তাহারে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয়। আমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সমস্ত বিষয়ের ফললাভে অভিলাষ করিব। যাহারা আমাদিগের অভিলষিত ফল প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; নিরপরাধী লোকের বধ সাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। যাহারা রাজ্যোপরোধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে কুণপনিহত কৃমির ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। হে প্রতিবাসিগণ! পরস্বাপহারী দস্যু হইয়া এই রূপ নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

কায়ব্য এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে তত্রত্য সমুদায় দস্যুই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্ কায়ব্যও সাধুগণের হিতানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার বন্য জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না। সে বনমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহীপাল যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কোষ সঞ্চয় করিবেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন শ্রবণ কর। ব্রহ্মস্ব ও যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের ধন গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডহীন দস্যুদিগের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়েরই অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় ধন ভোগ করিবেন, উহাতে অন্যের কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধন দ্বারা বলবুদ্ধি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। লোকে যেমন অভোজ্য ওষধি ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকে। তদ্রূপ রাজা দুষ্টগণের হিংসা করিয়া শিষ্টদিগকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা হবি দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তি সাধন না করে তাহাদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলপূর্ব্বক ঐ রূপ ব্যক্তিদিগের ধন অপহরণ করিবেন। সেই ধন দ্বারা অনেক

সাধুগণের তৃপ্তি সাধন হইতে পারে। অতএব সেই অপহরণ জন্য রাজারে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি অসাধু ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্ম্মিক। বজ্রী-নামক শুক্রজীব ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা আপনার শক্তি অনুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। গবাদির গাত্র হইতে যেমন দংশ-মকাদি দূরীকৃত করা যায়, তদ্রূপ অযাজ্ঞিক ব্যক্তিরে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলা দ্বারা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতিশয় সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচন করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহারে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধি বলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে তাহারে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহারে দীর্ঘসূত্র কহে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্যসমাকীর্ণ স্বল্পজল বিশিষ্ট জলাশয়ে তিনটি শকুল মৎস্য বাস করিত। তন্মধ্যে একটী অনাগতবিধাতা, একটী প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটী দীর্ঘসূত্র। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত করিতে লাগিল। তখন সেই দীর্ঘদর্শী শকুলমৎস্য জলাশয়কে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়েই জলজন্তুর বিপদ্‌কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতে হইতেই অবিলম্বে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অনুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে তাহারে কোন কালেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না; অতএব চল আমরা বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করি। তখন দীর্ঘসূত্র কহিল, মিত্র! তুমি যাহা কহিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে। ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতিও অনাগতবিধাতারে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! আমি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করি না, কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি। দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোত দ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমুদায় জল নিঃসৃত হইলে মৎস্যজীবী ধীবরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্য সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্নমতি অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জু দ্বারা মৎস্যদিগকে গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রথনরজ্জু দংশন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল

তখন ধীবরগণ সমুদায় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিপুল জলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রহণরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপ যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপস্থিত বিপদ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহারে দীর্ঘসূত্র মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি আপনারে কার্য্যনিপুণ বোধ করিয়া অগ্রে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের ন্যায় তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ্ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে সমর্থ হয়। অবহিত চিত্তে দেশের এবং কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সংবৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থ শাস্ত্র ও মোক্ষ শাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মানবগণের অভীষ্ট প্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সুচারু রূপে দেশকাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফলভোগে সমর্থ হয়।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎপন্না ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘসূত্রতারে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল প্রজারঞ্জন নরপতি কি রূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রু কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও মুগ্ধ না হন? অনেক শত্রু এক রাজারে আক্রমণ করিলে তাঁহারি কি রূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। রাজা বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য শত্রু পূর্ব্বাপকার নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহারে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কি রূপে একাকী সহায় বিহীন হইয়া সেই গ্রাসোদ্যত শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন? মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কি রূপ ব্যবহার করা উচিত? যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভে সমর্থ হন? প্রাকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং বলবান্ হইলে ও শত্রুগণের মধ্যে কি রূপে অবস্থান করা উচিত? এই সমস্ত বিষয়ও বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তনুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই সমুদায় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুদুর্লভ। অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপদ্ কালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রু ও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না, অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জ্জন বা সুখ ভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্জ্জারমূষিক সংবাদ নামে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

কোন নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ অতি বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশ নামে এক পক্ষিসঙ্ঘাতঘাতক মার্জ্জারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চাণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমন পূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ুময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক সুখে রজনী যাপন করিত এবং প্রাতঃকালে তথায় আগমন পূর্ব্বক রাত্রিযোগে যে সকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত তাহাদিগকে লইয়া যাইত। একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জ্জার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতনামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুরে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষদ্রব্য দেখিতে পাইয়া মর্জ্জারের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক মনে মনে হাস্য করত আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় উহার অনতিদূরে হরিতনামে এক তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বরে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রক নামে এক তীক্ষ্ণতুণ্ড তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক আমিষ ভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি করা কর্ত্তব্য। আপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমান্‌দিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক্‌ হইতে বিপদগ্রস্ত হইয়াও বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমারে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদকালে কখনই বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। নীতিশাস্ত্র বিশারদ বুদ্ধিমান্‌ পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হন না। অতঃপর এই মার্জ্জার ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবন রক্ষার্থ এই মার্জ্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জ্জার

আমার পরম শত্রু ; কিন্তু এক্ষণে এ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থ সাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খমিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয় তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবন রক্ষা হইবে। যাহা হউক এক্ষণে এই মার্জ্জার দ্বারাই আমার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা অতএব ইহারে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি ন্যায়ানুসারে ইহারেই পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সন্ধি বিগ্রহ কালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বিনীতবচনে মার্জ্জারকে কহিল, সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমারে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধন মুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ দুর্ব্বুদ্ধি নকুল ও উলূক অনতি দূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমারে আক্রমণ করিতে না পারে তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চঞ্চলনেত্র পাপাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপট চিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব এক্ষণে যদি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি ; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা কাহারেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থ সাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিত সমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধি সংস্থাপন করিতেছি। লোকে যেমন কাষ্ঠ দ্বারা সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তদ্রূপ সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধার সাধন করিব, কিন্তু অগ্রে তোমারে আমার উদ্ধার করিতে হইবে। মূষিকপ্রধান পলিত এই রূপ হিতকর হেতু যুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মার্জ্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মনে মনে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত

করিয়া কহিল, মহাত্মন্! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ইহাতে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি অতএব এসময় শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমারে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমারে আপনার শিষ্য ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন বুদ্ধিমান্ মার্জ্জার এই কথা কহিলে মূষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহারে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সকল কথা কহিলে তৎসমুদায় তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই ভীত হইয়াছি। আর ক্ষুদ্রাশয় উলূকও আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব; তুমি আমারে বিনষ্ট করিও না। আমার দ্বারা নিশ্চয়ই তোমার পরিত্রাণ লাভ হইবে। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমারে মুক্ত করিব।

তখন সেই বন্ধুভাবাপন্ন মার্জ্জার মূষিকের যুক্তি সঙ্গত বাক্য শ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল, ভদ্র! তুমি অচিরাৎ আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবে আমি তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে সন্ধিস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত তোমার সমুদায় হিতকার্য্য সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেননা প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কারণেই পরোপকার করিয়া থাকে।

এই রূপে মার্জ্জার স্বার্থ সাধনার্থ সন্ধি সংস্থাপন করিলে মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড় মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলূক মার্জ্জার ও মূষিকের প্রীতি দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিক ভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না প্রত্যুত তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সাধনার্থ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই দেশ কালজ্ঞ মূষিক মার্জ্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করত ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জ্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল সুতরাং মূষিককে শনৈঃ শনৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, ভাই! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ তবে কি নিমিত্ত পাশ ছেদনে সত্বর হইতেছ না। ব্যাধ অবিলম্বেই এস্থানে আগমন করিবে; অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।

মার্জ্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান মূষিক তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিলক্ষণ অবগত আছি। উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমারে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর। বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চাণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদিগের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বরে বৃক্ষে আরোহণ করিবে। আমিও গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মূষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জ্জার মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখে! আমি যেরূপ সত্বর হইয়া তোমারে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি সাধুব্যক্তিরাও সেরূপে মিত্রকার্য্য সাধন করেন না। অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষত বিলম্ব হইলে আমাদের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব সত্বরে আমারে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি তাহা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও।

মার্জ্জার এই রূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, মার্জ্জার! আমরা কেবল স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্য সেবার ন্যায় অনর্থপাতের মূলীভূত হইয়া উঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশত পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। হস্তী দ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে তদ্রূপ অর্থ দ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয়। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক। চাণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হইলে তুমি ভীত হইয়া আমারে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে; অতএব সেই সময়েই আমি তোমারে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিব; এক্ষণে আমি প্রায় সমুদায় তন্তুই ছেদন করিয়াছি একমাত্র অবশিষ্ট আছে। অচিরাৎ তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

তাহারা উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘ নামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ ব্যাধের নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভ কর্ণের ন্যায় বিকৃত,

বদন অতি ভীষণ ও বেশ যাহার পর নাই মলিন। মর্জ্জার সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় সেই ব্যাধকে সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! এখন কি করিবে? তখন মূষিক সত্বরে মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল। মূষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জ্জার আপনারে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকর্ম্মা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না। তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমারে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভব সময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যাহারা প্রথমত মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করে, বিপদের সময় কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ। তুমি আমার পরম বন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যগণ যেমন গুরুরে সম্মান করে, তদ্রূপ আমার যাবতীয় বন্ধুবান্ধব তোমারে পূজা করিবে। আমিও তোমারে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিৎ সৎকার করিব। কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তুমি আমার শরীর গৃহ ও সমুদায় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবন দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমারে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি।

মার্জ্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রাবধারণক্ষম মূষিক আপনার হিতজনক অতিমধুর বাক্যে তাহারে কহিল, সখে! লোমশ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে তৎসমুদায়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। শত্রু ও মিত্র এই উভয়কেই উত্তম রূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শত্রুগণ, মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায় তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নাই; কেবল সামর্থ্য নিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থ সিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কাল সহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে

হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থ বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি ও সম্পূর্ণ রূপ বিশ্বাস করা যুক্তি বিরুদ্ধ। কারণ বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতা মাতা কি শত্রু কি মাতুল কি ভাগিনেয় কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদায় লোকই আত্ম রক্ষায় ব্যগ্র। পিতা মাতা অতিপ্রিয় পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অচিরাৎ তাহারে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব :

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সন্দেহ নাই। বিশেষত তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক আত্ম রক্ষায়ও সতর্ক হয় না, তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতা নিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলত, চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্য বশত সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমারে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। লোকে নিমিত্ত বশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়াথাকে। এই জগতে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদ্যপিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণ বশত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতি শৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংশ্রব নাই তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর, সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপ দ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলত লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণ সাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে তুমি যে আমারে প্রীতি প্রদর্শন করিতেছ ইহার কারণ কি? তোমার অভ্যবহার লাভ ব্যতিরেকে উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তুমি যাহাতে আমারে ভক্ষণ করিতে না পার আমিও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক আছি।

কাল হেতুকে আবিষ্কৃত করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি স্বার্থ বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমারে এই রূপ বলা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ। অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার অদ্যই মিত্র হইয়াছ। সুতরাং তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ে সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু ; কার্য্যবশত মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ব্ববৎ শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি আমি এই রূপ নীতি শাস্ত্র সম্যক অবগত হইয়া তোমার আহারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশ মধ্যে প্রবেশ করিব। আমি তোমার বলবীর্য্যে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছ। এই রূপে আমরা স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কি রূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে আমারে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই। আমি ভক্ষ্য তুমি ভোক্তা। আমি দুর্ব্বল তুমি বলবান্! সুতরাং আমাদের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত হইতে পারে। এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আমারে ভক্ষণ করিবার মানসেই আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশ বদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশ মুক্ত হইয়া ক্ষুধায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ। তোমার আহারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে সুতরাং কৌশলক্রমে আমারে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমারে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুশ্রূষা গ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। তোমার পুত্রকলত্র সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয়। উহারা আমারে তোমার সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে। অতএব আমি আর তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। সংশ্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শুভানুধ্যান কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞব্যক্তি তাহার সন্নিধানে কি রূপে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক ; আমি চলিলাম। তোমারে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত থাকিলেও কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংশ্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সততই ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আত্ম প্রদান ব্যতিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আত্ম রক্ষার নিমিত্ত পুত্র কলত্র রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্ম রক্ষা করা উচিত। আত্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রুহস্তে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রদান করা যায় জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদায় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্ম সমর্পণ

করিলে ধন রত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্ম রক্ষায় তৎপর ও বিমৃষ্যকারী; তাহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্ত্ব অবগত হইতে পারে তাহাদিগের শাস্ত্রার্থ দর্শিনী সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।

মূষিক বিড়ালকে এই রূপে ভৎর্সনা করিলে, বিড়াল যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠান নিরত তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক্ষণে আমি যে তোমার অনিষ্ট আচরণ করিতে বাসনা করিতেছি এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে! তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও মিত্রবৎসল, বিশেষত এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে তাহা কি সম্ভবপর হয়। তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবান্ধবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না।

মার্জ্জার এই রূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীর ভাবে তাহারে কহিল, লোমশ! তুমি সাধু; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তাহা সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয় তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমারে স্তবই কর আর ধনই দেও কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হন না। এই বিষয়ে শত্রুর যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্ম রক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন পুত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সারমত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়াথাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্জ্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমার ও জাতি সুলভ পাপ পরায়ণ হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। মূষিক এই কথা কহিলে মার্জ্জার চাণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুসারী বুদ্ধি সামার্থ্য

প্রদর্শন পূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে বুদ্ধিমান্ মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। অতএব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্জ্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিস্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা এক বার বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি কৌশলে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়। আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতা দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এই রূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এই রূপ সিদ্ধান্ত সন্ধি বিগ্রহবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এই রূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্ন মনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক চিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনারে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনারে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি পূর্ব্বতন নীতিশাস্ত্রবেত্তাদিগের মত এবং মূষিক ও বিড়ালের প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রু মিত্রের প্রভেদ, সন্ধি বিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ মুক্তির উপায় অবধারণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে সম্যক্ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সতত ব্রাহ্মণগণের সহিত সংশ্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভের হেতু। উহাঁরা ধর্ম্মবেত্তা, কৃতজ্ঞ, শুভানুধ্যায়ী; অতএব উহাঁদিগকে সতত সৎকার করিবে। তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশ, কীর্ত্তি ও সন্ততি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে মার্জ্জার ও মূষিকের সন্ধিবিগ্রহাত্মক

বুদ্ধিসংস্কার সম্পাদক সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, ধীমান্ মহীপাল বিপক্ষমণ্ডলী মধ্যে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি বিশেষত শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা কি রূপে রাজ্য রক্ষা ও কি রূপেই বা শত্রু পরাজয় করিবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূজনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত নরপতির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ন্যায় সকল প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলত পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্তঃপুর মধ্যে পূজনীর এক অত্যুত্তম শাবক জন্মে। পূজনী যে দিবস শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিবস এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমন পূর্ব্বক দুইটী অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধায়ী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটী স্বীয় শাবককে ও অন্যটী রাজপুত্রকে অর্পণ করিত। রাজকুমার সেই ফল ভক্ষণ করিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদা ধাত্রী রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বালক সেই পক্ষিশাবক অবলোকন করিয়া বালস্বভাব প্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিল এবং সেই শিশু শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া পুনরায় ধাত্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজপুত্র তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। শাবক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া পূজনীর দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে বাষ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিল যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও হৃদ্যতা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহারা কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্ত্বনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস করা নিতান্ত অনুচিত। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহারে নিরর্থক সতত সান্ত্বনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আজি আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজকুমারের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈর নির্যাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত এক দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দুরাত্মা তাহার বধ সাধন করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চরণ দ্বারা রাজকুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক সুস্থ চিত্তে পুনরায় এই কথা কহিল যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, পাপ তৎক্ষণাৎ তাঁহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার

প্রতিবিধান করে, তাহাতে কখনই তাহাদিগের পুণ্য নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত অবলোকন পূর্ব্বক পূজনী প্রথমে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহারে কহিলেন, পূজনি! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে তুমি পশ্চাৎ প্রত্যপকার করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই অবস্থান কর।

তখন পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তি এক বার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প। যে ব্যক্তি এক বার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা শান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐ রূপ বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। শক্রতা এককালে বিনষ্ট হইবার নহে। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হইলে তাহাদের আর পরলোক প্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব এক বার বৈর সংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখ লাভের নিদান। বিশেষত বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একেবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিরেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা মূলপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং কাহারেও বিশ্বাস করিবে না। ইহ লোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ দুঃখের ভোক্তা। আর ভার্য্যা বীর্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণ নিবন্ধন শক্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের এক বার বৈরভাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যে কারণে এখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমত এক জনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহারে অর্থ দান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান্ লোকের কার্য্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমত সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত পরম সমাদরে তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরভাব জন্মিল, তখন আমি অচিরাৎ এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! লোকে অপকারীর প্রত্যপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না বরং তাহারে ঋণনির্ম্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি অন্যত্র গমন না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! অপকারীর প্রত্যপকার করিলে পুনরায় কখনই তাঁহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অপকৃত ও প্রত্যপকৃত

উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে। ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনরায় সন্ধি সংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে; ঐ সন্ধি নিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।

পূজনী কহিলেন, মহারাজ! শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনা বাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব অতঃপর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার না হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। বল পূর্ব্বক সুনিশিত শস্ত্র প্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধি প্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় অনায়াসে পরাভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! একত্র সহবাস করিলে হত্যাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহ ভাবের উদয় হয় এবং কুক্কুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; আর বৈরভাবও পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না।

পূজনী কহিল, রাজন্! পণ্ডিতেরা স্ত্রী, বাস্তু, পরুষ বাক্য, অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটীরে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত শত্রুতা সংঘটন হইলে প্রকাশ্য রূপেই হউক, আর অপ্রকাশ্য রূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহারে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গূঢ় হুতাশনের ন্যায় সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলত পরস্পরের বৈরানল এক বার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিরে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকারই তাহার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতঃপর অন্য লোকে আমাদের অপকার করিতে চেষ্টা করিলে আমরা কখনই পরস্পর সাহায্য দানে যত্ন করিব না। ফলত আমি বিশ্বাস নিবন্ধন তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! কাল প্রভাবেই সমুদায় কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য্য নিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। জীবগণ কাল সহকারেই জন্ম গ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহ ত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহ ত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীবগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। অতএব আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের কারণ নহি। কালই প্রতিনিয়ত জীবগণের সুখ দুঃখ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই স্থানে বাস কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, তুমিও আমার দোষ মার্জ্জনা কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যদি কালকেই

সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কর, তাহা হইলে বল দেখি লোকে বন্ধু বান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোকাকুল হয়? যদি কালই সুখ দুঃখ ও পরাভবের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে দেবগণ কি নিমিত্ত অসুরদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? যদি কাল সহকারে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কি জন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সকল কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি নিমিত্ত বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপকর্ত্তারেই বা কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! তোমার পুত্র আমার সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি, অতঃপর তুমি সুযোগ পাইলেই আমারে বিনাশ করিবে। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যে কারণে আমারে প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ ভোজন বা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাঞ্ছা করে। বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখলাভের প্রত্যাশা করে। জরা, অর্থনাশ, অনিষ্ট সংযোগ ও ইষ্ট বিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্র লোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরদুঃখ দর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

হে মহারাজ! আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার করিয়াছি, তাহা শত বৎসরেও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। অতএব আমাদিগের পুনরায় সন্ধি করা কি রূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? পুত্রকে স্মরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। এক জনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে ভগ্ন মৃণ্ময় পাত্রের সন্ধির ন্যায় উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থশাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে মধুলোভে শুষ্কতৃণ সমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোক গমন করিলে অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপালগণ প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে তাহারে পাষাণনিপাতিত পূর্ণ ঘটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উহাঁরা যাহার অপকার করেন, তাঁহারে কখনই বিশ্বাস করেন না। এক জনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলেই অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয়

না এবং ভয় লোককে মৃতকল্প করিয়া রাখে।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তির চরণ দ্বয় ক্ষত, সে অতি সাবধানে ধাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নেত্ররোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্ররোগ বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল বিদিত না হইয়া মোহ প্রযুক্ত দুষ্ট পথ, আশ্রয় করে, তাহারে নিশ্চয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টি কালাকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণ করে সে কখনই শস্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায়, বা মধুর আস্বাদ সম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সেই সমুদায় বস্তু অমৃত রূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভ বশত পথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপথ্য বস্তু ভোজন করে, তাহারে অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উদারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্য বিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদায়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্ব স্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ লাভ করিয়া পরম সুখে কাল হরণে সমর্থ হন। উহাঁরা কাহারেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধেরা গৃহস্নেহে বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্র ভার্য্যাগণের দোষে সন্তান প্রসবিনী কর্কটীদিগের ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই মনে করিয়া যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অন্য দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি এ স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া আর আমার এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষ নাই। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ্ কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না! কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থ ক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধ নিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহারেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখ লাভ হয়, তাহারেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের

পাত্র হয় তাহারেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহারেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বলপ্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহারে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নরপতি ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন হইলেই প্রজাগণ পুত্র, কলত্র ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া স্বদেশে সুখে অবস্থান করিতে পারে আর রাজা অধার্ম্মিক হইলে প্রজাগণকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। ভূপতিই প্রজাগণের ত্রিবর্গের মূল। অতএব অপ্রমত্তচিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা প্রজাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সুচারু রূপে প্রতিপালন না করেন তাঁহারে তস্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজা প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই অধর্ম্মবুদ্ধি নরপতিরে সকল লোকের নিকট পাপ সংগ্রহ পূর্ব্বক নরকগামী হইতে হয়। আর যে রাজা প্রজাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনি অশেষ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং প্রজাগণ সতত তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। প্রজাপতি মনু নরপতিরে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাগণের হিত চিন্তা ও দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ করিয়া তাহাদের জননীর, কোপপ্রভাবে অনিষ্ট দহন পূর্ব্বক অগ্নির, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কুবেরের, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্য পালন পূর্ব্বক রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন। যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য কোন কালেই ধ্বংস হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসীদিগের সম্মান করেন, তিনি উভয় লোকেই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে রাজার প্রজাগণ সর্ব্বদা করভারে পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া থাকেন। যে ভূপতির প্রজাগণ সরোবরসঞ্জাত উৎপল সমুদায়ের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে সমুদায় উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। বলবানের সহিত যুদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। বলবান্ শত্রু যাহারে আক্রমণ করে, তাহার রাজ্যলাভ ও সুখভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! পূজনী মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে এই কথা কহিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এই আমি তোমার নিকটে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর যাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যুগক্ষয় নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্ট প্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজার কি রূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল তৎকালে ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রূপে অবস্থান করিবেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভারদ্বাজ-শত্রুঞ্জয়-সংবাদ নামক

যে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ মহীপাল ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি ভারদ্বাজের নিকট গমন করিয়া অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! অলব্ধ বস্তু কি রূপে লাভ করা যাইতে পারে এবং বস্তু লব্ধ হইলে কি রূপে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে কি উপায়ে তাহার রক্ষা বিধান ও সুরক্ষিত হইলে কি রূপে উহা ব্যয় করা যাইবে? রাজা শত্রুঞ্জয় মহর্ষি ভারদ্বাজকে এই রূপে অর্থ নির্ণয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যুক্তি অনুসারে কহিলেন, মহারাজ! রাজা প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন, নিরন্তর পুরুষকার প্রদর্শন ও শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার রন্ধ্র সতত প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। উগ্রতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে সকলেই ভীত হইয়া থাকে, অতএব দণ্ড দ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দণ্ডেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দান প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রয়স্থান উন্মূলিত হইলে আশ্রয়ীদিগের জীবন বিনষ্ট হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শাখা প্রশাখা সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান্ নৃপতি অগ্রে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উাহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান্ হইবেন। আপদ্কাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রম প্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্য সংশ্রব উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন এবং সসর্প গৃহের ন্যায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহারে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধকে এবং প্রত্যুৎপন্ন মতি দ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলি বন্ধন, শপথ, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রু মোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যত দিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, তত দিন শত্রুরে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহারে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে। তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর কিন্তু তুষানলের ন্যায় নিরন্তর প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহু প্রয়োজন সম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংশ্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক। রাজা অন্য দ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণ পূর্ব্বক কোকিলের, শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের, অনুল্লঙ্ঘনীয়তা দ্বারা সুমেরুপর্ব্বতের, বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন; শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য। মহীপাল প্রতিনিয়ত উদ্‌যোগ সম্পন্ন হইয়া শত্রুগৃহে গমন এবং উহার কোন

অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, উদ্‌যোগ শূন্য, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘ-সূত্র ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শক্রগণ আপনাদিগের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্রের অনুসন্ধান করে; অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গ গোপন ও আপনার ছিদ্র সংবরণে যত্নবান হওয়া, বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শক্ররে আক্রমণ করা উচিত। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী সম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনু-সারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুচতুর ভূপতি বংশাদি দ্বারা কা-র্ম্মুক প্রস্তুত করিবেন; মৃগের ন্যায় সতর্ক চিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়-ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করি-বেন এবং দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশ কাল সম্যক্ বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্র-মও ব্যর্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। কালা-কাল ও বলাবল অবধারণ পূর্ব্বক সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে রাজা শক্রকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক শাসন না করেন, গর্ভবতী অশ্বত-রীর ন্যায় তাঁহারে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত দুরারোহ এবং অপক্ক হইয়াও পক্কের ন্যায় দৃষ্ট হন, তাঁহারে কদাচ শীর্ণ হইতে হয় না। রাজা বাক্য দ্বারা অর্থীদিগের আশা বলবতী করিয়া পরে বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বারং-বার সেই আশার বিঘ্নানুষ্ঠান করিবেন। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে, কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা সম্যক্ রূপে অবধারণ,উপস্থিত হইলে যে কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং সম্যক্ রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক। উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শক্রর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতি-বোধিত হয়। যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দুরবস্থা মোচন এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শক্রর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। যাহারা আপনার চর তাহাদিগকেও শক্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপ-নার ও শক্রর চরদিগকে বিলক্ষণ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষণ্ড তাপস প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর। লোকের কণ্টক স্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যা-গার, পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও দ্যূত-সভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাসিত করা আবশ্যক। অবিশ্ব-স্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বিশ্বাসীর প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সবিশেষ না জানিয়া এক জনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎপা-তের সম্ভাবনা আছে; অতএব যাহারে

বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহারে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক শক্রর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। যাহাদিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে ; আবার যাহাদিগের হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণ বশত কোন বিপদ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কষায়বস্ত্র পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শক্রর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহারে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউন না কেন অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিত চিত্তে তাঁহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি গুরুও অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার দণ্ড বিধান করা অসঙ্গত নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও দ্রব্যাদি সম্প্রদান দ্বারা শক্রকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের সমুদায় ফল পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্ম পীড়ন, দারুণ কর্ম্ম সাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে কদাচ মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতি নিবন্ধন কেহ কেহ শক্র বা মিত্র হয় না, লোকে কার্য্যবশতই অন্যের শক্র ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শক্র আক্রান্ত হইয়া অতি করুণ স্বরে পরিতাপ করিলেও তাহার বাক্য শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ বা তাহারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বাপকারীরে যে কোন প্রকারে হউক বিনাশ করা উচিত। লোক সংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়। আর যে ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহারে তৎক্ষণাৎ নিগ্রহ করাই শ্রেয়স্কর। কাহারে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহারে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরশ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহার সম্পদ লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। যাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য্য। গোবিষাণ ভক্ষণ অনর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্ত সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎ লোকে ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবনধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শক্রর অবশেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদায়ের অত্যল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হইয়া

উঠে। ঋণ, পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূলন না করিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই। সকল কার্য্যই সম্যক্ রূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যবিনাশ, মার্গদূষণ ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পররাষ্ট্র বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ লোক গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে এবং ভুজঙ্গের ন্যায় নিরুদ্বেগে শত্রুর দুর্গমধ্যে সত্বরে প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয় প্রদর্শন ও লুব্ধকে অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। শত্রুগণ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্যের নিকট অনুনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বশে আনয়ন করিলেও যাহাতে উহারা অমাত্যগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হওয়া উচিত। মহীপাল মৃদুস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহারে অবজ্ঞা করে এবং অতিশয় উগ্র হইলে সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বুঝিয়া মৃদুতা বা উগ্রতা অবলম্বন করা রাজার আবশ্যক। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও শত্রু বিনাশে সমর্থ হয়। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক আপনারে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ; তিনি অপকৃত হইলে সেই বাহুদ্বয় প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকার সাধনে সমর্থ হন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে তাহা কদাচ আহরণ করিবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খনন প্রয়াস স্বীকার করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারা যায় না, তাহারে প্রহার করা নিতান্ত নিরর্থক। এই কএকটি উপদেশ আপদ কালের নিমিত্ত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইলে ইহার অনুষ্ঠান পাপজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতসাধনোদ্দেশেই এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা শত্রুঞ্জয় হিতার্থী মহর্ষি ভারদ্বাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অক্ষুব্ধ মনে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখে রাজশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরম ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় ও সকল লোক কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত, নিয়ম বিনষ্ট, প্রজাবর্গ ভূপাল ও তস্করগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত, সমস্ত আশ্রম পাপভরে অভিভূত, দুরাত্মাদিগের কাম, লোভ ও মোহ প্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত, ছল প্রভাবে পরস্পর নিহত ও বঞ্চিত, গ্রাম নগরাদি বহ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত, ব্রাহ্মণগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃষ্টির অভাবে শস্য সমুদায় শুষ্কপ্রায় হইলে ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পা প্রভাবে পুত্র পৌত্রাদিরে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ

হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। আর ভূপতিই বা ঐ রূপ অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম্ম ও অর্থ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজ্যের যোগক্ষেম, অভিবানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সমস্তই রাজার পাপ পুণ্য প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক সন্দেহ নাই। প্রজাবর্গের উচ্ছেদের নিদানভূত পূর্ব্বোক্ত রূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই স্থলে বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতা নিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূল গমন ও শশধর দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলেন। মেঘের কথা দূরে থাকুক রাত্রিশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের শোভা এককালে তিরোহিত হইল। সলিলাগার উচ্ছিন্ন হইয়াগেল। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বষট্কার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে কৃষি ও পশুপালন কার্য্যে এককালে পরাঙ্মুখ হইল। বিপণী ও আপণ উন্মূলিত হইয়াগেল। সকল লোকের আমোদ প্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দ্দিক কঙ্কালসঙ্কুল ও ভূতগণের চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রাম নগরাদি সমুদায় শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজারা কোনস্থলে তস্কর কোন স্থলে অস্ত্র শস্ত্র কোথাও বা নৃপতির ভয়ে ভীত হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবালয় সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধ লোক সকল পুত্র পৌত্রাদি কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত এবং গো, অজ, মেষ ও মহিষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধি সমুদায় নিঃশেষিত ও মনুষ্য সকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এই রূপ বিবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ নিয়ম, হোম, দেবার্চ্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহ ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও জপ হোমাদি কার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক অরণ্য মধ্যে প্রাণিঘাতক হিংস্র চাণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যে ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃহ সমুদায় নির্ম্মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত এবং কুটীর ও মঠ সকল ভুজঙ্গনির্ম্মোকমাল্যে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে কুক্কুটরব ও কোন স্থান গর্দ্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে চাণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থলে

উলূক ও নানাবিধ পক্ষীর প্রতিরূপে সমলঙ্কৃত দেবালয় সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থলে লৌহঘণ্টা অনবরত ধ্বনিত হইতেছে এবং কোন স্থলে কুক্কুর সমুদায় দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া সেই চাণ্ডালপল্লীমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারংবার প্রার্থনা করিয়াও মাংস, অন্ন ও ফল মূল প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন হা কি কষ্ট! এই বলিয়া এক চাণ্ডালের আলয়ে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথা মৃত্যু না হয় ও যাহাতে দুরবস্থা দূর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চাণ্ডালগৃহে সদ্যোনিহত কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, আমারে যে কোন প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এক্ষণে প্রাণ ধারণের উপায়ান্তর নাই। আপদকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধু ব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ক্রটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, আপদকালে ব্রাহ্মণ প্রাণ রক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে। উহাদিগের নিকট দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব অগ্রে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণ নিবন্ধন আমারে কখনই চৌর্য্য দোষে দূষিত হইতে হইবে না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এই রূপ অবধারণ পূর্ব্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বিভাবরী ক্রমশ গাঢ় ও চাণ্ডালগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই চাণ্ডালের কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সেই ভীষণদর্শন শ্লেষ্মাজড়িতলোচন চাণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটীরমধ্যে মনুষ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল, এক্ষণে সমস্ত চাণ্ডালেরাই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি। আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুক্কুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে? অদ্য নিশ্চয়ই তাহার জীবন সংশয় উপস্থিত। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন একান্ত লজ্জিত হইয়া চাণ্ডালকে কহিলেন, আমি বিশ্বামিত্র; ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী হও, তাহা হইলে আমারে বধ করিও না। চাণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও নেত্র হইতে অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আপনি এই রাত্রিকালে কোন্ কার্য্য সাধনার্থ এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? তখন মহর্ষি চাণ্ডালকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, আমি ক্ষুধিত ও মৃতকল্প হইয়া তোমার এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আসিয়াছি। বুভুক্ষিত ব্যক্তির লজ্জা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। দেখ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও খাদ্যাখাদ্য বিচারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। এই নিমিত্তই তস্করকার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও কুক্কুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদিগের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ

বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি কিছুমাত্র ভক্ষ দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়াই আমি এই পাপ কার্য্যে কৃতসংকল্প হইয়াছি। দেখ, অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিত স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার পবিত্র বস্তু ভিন্ন অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাচ তাঁহারে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অগ্নি যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না, আমারও এক্ষণে তদ্রূপ খাদ্যাখাদ্য বিচারে পরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে। তখন চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয়, আমার নিকট সেই রূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আর উহার অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অতিশয় অপবিত্র। বিশেষত অভোগ্য চাণ্ডালধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত, সুতরাং এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে জীবন ধারণের নিমিত্ত অন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংস লোভে তপস্যা বিনষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর বিধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আপনি ধার্ম্মিকপ্রধান; অতএব পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, আমি অনাহারে বহু দিন ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু প্রাণধারণের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারি নাই। লোকে নিতান্ত অবসন্ন হইলে যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়। বেদবহ্নি স্বরূপ, সেই বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বল প্রভাবেই এই কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিব। যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। লোকে জীবিত থাকিলে অনায়াসেই ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি জীবন ধারণের অভিলাষ করিয়াই বুদ্ধি পূর্ব্বক অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব এবং আলোক যেমন গাঢ়তর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ তপ ও বিদ্যা প্রভাবে অশুভ সমুদায় উচ্ছিন্ন করিব।

চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে তোমার সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ হইবে না। অতএব আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উহা ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই দুর্ভিক্ষকালে অন্য মাংস নিতান্ত সুলভ নহে। আমারও কিছুমাত্র অর্থ সংস্থান নাই। বিশেষত এক্ষণে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজন লাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইয়াছি সুতরাং এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনখ সম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু

ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত ; অতএব আপনি এই অভক্ষ্য ভক্ষণে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাতাপি অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই দুর্ভিক্ষ কালে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে কখনই পাপে লিপ্ত হইব না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস গ্রহণ করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। আমি তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। অতএব উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তুর অভাবে এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা আমার অকর্ত্তব্য নহে। চাণ্ডাল কহিল, ভগবন্! অসাধু লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা কদাচ নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষত অকার্য্য সাধন করা সাধুলোকের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি ছলক্রমে এই অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও পাপ জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু আমার মতে পশুজাতিত্ব নিবন্ধন মৃগ ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য ; অতএব আমি অবশ্যই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিব। চাণ্ডাল কহিল, মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। উহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। যে কোন উপায়ে হউক ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য ; সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ; নৃশংস চাণ্ডালগণকে দেখিয়াও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! সাধু ব্যক্তিরা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধারে পরাজয় করিয়া স্ব স্ব অভিলাষ সুসম্পন্ন করিয়াছেন ; অতএব আপনি ক্ষুধা পরাজয় করিতে যত্নবান্ হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে, কিন্তু যাহার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে অনাহার দ্বারা দেহ শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম লোপ হইয়া থাকে। ফলতঃ দেহ রক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদিও কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমারে অল্প পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদি দ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্ম বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে আপদকালে কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় ; আর মোহবুদ্ধি প্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি যে কুক্কুরের মাংস ভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া স্থির করিয়াছি উহা যদিও আমার ভ্রান্তি মূলক হয় তথাপি কুক্কুরমাংস ভোজন করিলে আমারে তোমার ন্যায় চাণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। চাণ্ডাল কহিল আমার মতে ব্রাহ্মণের এই কুক্কুর মাংস ভক্ষণ জনিত পাপ নিতান্ত নিন্দনীয়, এই নিমিত্তই আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত চাণ্ডাল হইয়াও আপনারে ভৎসনা করিতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদিও গো

সমুদায় সলিলের উপরিভাগে বিচরণ এবং মণ্ডূকেরা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে তথাপি তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার উচিত নহে। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনার প্রতি আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে এই নিমিত্তই আমি মিত্রভাবে আপনারে শাসন করিতেছি; অতএব আপনি লোভ প্রভাবে কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া পাপে লিপ্ত হইবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি যদি আমার সুখাভিলাষী মিত্র হও, তাহা হইলে অবিলম্বে আমারে এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব তুমি আমারে এই কুক্কুরমাংস প্রদান কর; ইহা ভক্ষণ করিলে আমারে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! এই কুক্কুরমাংস আমার ভোজ্য দ্রব্য; অতএব আমি ইহা আপনারে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অপহরণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। বিশেষত এই আমি কুক্কুরমাংসদাতা ও আপনি উহার গৃহীতা হইলে আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিব। এক্ষণে তুমিই বল দেখি যে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ ও অভক্ষ্য ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন এই দুইটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট। চাণ্ডাল কহিল ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে আত্মাই সাক্ষী; অতএব এই দুইটির মধ্যে কোনটি অপকৃষ্ট, আপনিই তাহা বিলক্ষণ অবগত হইতেছেন। কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি কুক্কুরমাংস ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে অভোজ্য বস্তুও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই আপৎকালে সেই অভোজ্য ভোজন করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। উহা দ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিন্দনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যদি প্রাণ ধারণই প্রধান কার্য্য বলিয়া আপনি কুক্কুর মাংস ভক্ষণ দুষ্কর্ম্মজ্ঞান না করেন, তাহা হইলে ত আপনার আর বেদ ও আর্য্য ধর্ম্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক, তাহা ভোজন করিলে প্রাণি হিংসার ন্যায় ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলে পতিত হয় ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সমুদায় লোককে এককালে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। চাণ্ডাল কহিল, যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয় সহকারে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কুক্কুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহারেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই।

চাণ্ডাল এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কুক্কুরমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি নিবৃত্ত হইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে সেই বনমধ্যে প্রাণ রক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিব বিবেচনা করিয়া অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক ঐন্দ্রাগ্নেয় বিধি অনুসারে চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর তিনি সেই চরুর অংশ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র দৈব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেব-

রাজ ইন্দ্র প্রজাগণের জীবন রক্ষার্থ প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জল প্রভাবে বিলক্ষণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধি পূর্ব্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন। ঐ মহাত্মা পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ অপনীত করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে কোন উপায়ে হউক আপনারে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অশেষবিধ মঙ্গল ও পুণ্য লাভে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধি প্রভাবেই ধর্ম্মাধর্ম্মের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি মিথ্যা বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ঘোরতর কার্য্য সমুদায়ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল তবে কোন্ কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দস্যুরাই কি নিমিত্ত জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আপনার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম নিতান্ত শিথিলবন্ধ হইল বিবেচনা করিয়া আমার মন একান্ত অবসন্ন ও মোহজালজড়িত হইতেছে এবং কোন ক্রমেই আপনার উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। নরপতিদিগের নানা বিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপালগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নরপতি স্ব স্ব বুদ্ধিবলেই জয় লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখা সঙ্কুল। অধ্যয়ন কালে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার এক দেশমাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সম্যক্ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাঁহার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমত বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়া পরে বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক। নরপতি আপদ্ কালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিলে মূঢ়েরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন না। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থ শাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। যাহারা কোন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিদ্যা লাভের কামনা করে, তাহারা মনুষ্যসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধান

পূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মুর্খের ন্যায় বাক্যবাণ ধারণ পূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নর রাক্ষস ও বিদ্যার বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্কবিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্কও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য করিতে না পারিয়াই সংশয়াপন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুনির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ নিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে। অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের সংশয় নাশার্থে তাহাদিগকে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছিলেন।

সন্দেহ সঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান ; অতএব তুমি অচিরাৎ সংশয়কে সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা কর। আমি এক্ষণে তোমারে যে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বীকার না করা তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি যে অতি উগ্র কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না ? আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অনেকে আমারে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া সংগ্রামে পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যলোলুপ অসংখ্য ভূপতিরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়কে সাধারণের হিতসাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাণিগণের লোকযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর দেখ, অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে প্রজাগণ বৃকের ন্যায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে। যে রাজার অধিকার মধ্যে দস্যুগণ পরবৃত্ত অপহরণ করিয়া ভ্রমণ করে, তিনি ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক স্বরূপ। এক্ষণে বেদজ্ঞান সম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে অভিষেক করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপতি প্রজাপালনের পদ্ধতি বিশেষ রূপে অবগত না হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক কর গ্রহণ করেন, তিনি ক্লীব বলিয়া পরিগণিত হন এবং যিনি উগ্রতা ও মৃদুতা এই উভয় অতিক্রম না করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি যাহার পর নাই প্রশংসা লাভ করেন। অতএব তুমি প্রথমত উগ্র

মূর্ত্তি ধারণ ও পরিশেষে মৃদুতা অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্লেশকর। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে বলিয়াই আমি তোমারে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। দেখ, ভগবান্ বিধাতা তোমারে উগ্র কর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব রাজ্য শাসন করাই তোমার উচিত। ধীমান শুক্রাচার্য্য নিয়ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজধর্ম্মে এমন কোন নিয়ম আছে যাহা কোন কালে কাহারও লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি বিদ্যাবৃদ্ধ তপস্যানিরত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম। তুমি দেবগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেই রূপ ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। উহাঁদের প্রীতি অমৃত তুল্য ও ক্রোধ বিষতুল্য। উহাঁদের প্রীতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয় এবং উহারা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব শরণাগত ব্যক্তিরে প্রতিপালন করিলে যে মহান্ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। শরণাপন্ন ব্যক্তিরে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত প্রাণিগণের রক্ষা বিধান পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদান পূর্ব্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কপোত কি রূপে শরণাগত শত্রুরে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার কি গতিই বা লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভার্গব মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্ব্বপাপনাশিনী বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তুমি উহা শ্রবণ কর। একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহারে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থ সম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক পক্ষিলুব্ধক পাপপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদায় সুহৃদ্ সম্বন্ধী ও বন্ধু বান্ধব তাহারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না, কারণ যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জালগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত, এই রূপে বহুকাল গত হইল কিন্তু সেই দুরাত্মা কোন ক্রমেই আপনার অসৎ

প্রবৃত্তি নিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎ-পাটিত প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অনবরত বারি-ধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকাল মধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকু-লিতচিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সমুদায় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টি প্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীত বিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎ-কালে স্বয়ং যাহার পরনাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল তথাপি সেই কপোতীরে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীরে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদ-পগণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদ দল শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীত-বিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য। পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বন-স্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, তরুবর! তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখিত চিত্তে শয়ন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৎস! ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া বহুকাল বাস করি-য়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাহার প্রিয় বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়া-ছিল। পক্ষী রজনী সমাগত হইল তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া অনু-তাপ করত কহিতে লাগিল, হায়! আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না! ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কানন মধ্যে তাহার ত অম-ঙ্গল উপস্থিত হয় নাই। আজি প্রিয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র পৌত্র বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহণীশূন্য গৃহকে

গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণী-শূন্য গৃহ অরণ্য প্রায়। আজি যদি আমার সেই অরুণনেত্রা বিচিত্রাঙ্গী মধুরভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি! আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান ভোজন করে না। আমি উপবেশন করিলে উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার পরিতোষেই তাঁহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষণ্ণ বদনে কাল হরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থিরস্বভাব যশস্বিনী প্রিয়তমা আমারে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এ পর্য্যন্ত আগমন করিতেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্যতুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্ত-ব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা নিষাদ ইতি পূর্ব্বে যে কপোতীরে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জর-মধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্তুত গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহারে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তারে সন্তুষ্ট করিতে পারে সমুদায় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অগ্নিরে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতা স্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহারে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবক সমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্ত্তারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমারে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সৎকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিরে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণনিবন্ধন স্বভাবত হীনবল হইয়াছি বটে তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পর-

লোকে সে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। পঞ্জরস্থ কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়াও ভর্ত্তারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহারে এই রূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধ পূজা করিল এবং স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমারেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন; অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহারে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্ন পূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই বিশেষত পঞ্চ যজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক কি পরলোক কুত্রাপি সদ্গতি লাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে, প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সর্জ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্ন পূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র সমুদায় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতি বিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তম রূপে প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুল নয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমারে কিঞ্চিৎ আহার প্রাদান কর।

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমারা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ আহার সামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথি সৎকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে

কহিল, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি। সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্ক পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনারে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কপোত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্য জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম! আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায় দর্শনে প্রতিনিয়ত আমারে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণ, নিবন্ধন আমারে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক এই রূপে আপনার কর্ম্মের নিন্দা করত নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, হায়! আমি কি করিলাম, আমি যাহার পর নাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ। আমারে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপ ভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণ নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, আজি মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমারে জ্ঞান প্রদান করিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ত্যাগে কৃতসংকল্প হইব। আজি অবধি আমি শরীরকে সমুদায় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথি সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া যষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপোতীরে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তারে স্মরণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ করি নাই! রমনীগণ অনেক পুত্রসত্ত্বেও পতিবিহীন হইলে সতত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধু বান্ধবগণও তাহারে দেখিয়া যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি নিয়ত আমারে পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে। কেমন মনোহর মৃদুমধুর বচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্ব্বে তোমার সহিত পর্ব্বতগুহা, নদীনির্ঝর, রমণীয় বৃক্ষাগ্র ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি, আজি আমার সে সুখ সম্পত্তি কোথায়! পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখ

প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রী জাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিবিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মাল্য, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার সমুদায়ে বিভূষিত হইয়া পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! যৎকালে সেই কপোতদম্পতী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উঁহাদের ন্যায় সদ্গতি লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপরায়ণ, মমতাপরিশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজ পরিপূর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গম সমাকীর্ণ সুশীতল সলিল সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুব্ধক উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে নিরস্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশত বৃক্ষে বৃক্ষে সঙ্ঘর্ষণ হওয়াতে অতিভীষণ দাবানল সমুত্থিত হইল। ঐ অগ্নি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্রসমাযুক্ত পশুপক্ষিসঙ্কুল মহারণ্যের চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় লুব্ধক বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুত্থিত দেখিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আহ্লাদে সেই ভীষণ হুতাশনের মধ্যে ধাবমান হইল। ব্যাধ অনলমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গ গমন পূর্ব্বক আপনারে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এই রূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট লুব্ধক ও কপোতের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন

এই ইতিহাস কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীর বরং নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করিলে লোকে সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও চরমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোহ বশত পাপানুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রোত-পারীক্ষিত সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরীক্ষিততনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জনমেজয় মোহবশত ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে নিরন্তর দগ্ধপ্রায় হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশ বিদেশ পর্য্যটন করত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পর্য্যটন ক্রমে শুনকনন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহারে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি ইন্দ্রোত পরীক্ষিত নন্দনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী; তোমার পর পাপাত্মা আর কেহই নাই। তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিলে? আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমারে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না; অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে। ইহা সাধু লোকেরই প্রীতিপদ। তোমার দেহ হইতে রুধিরের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি অমাঙ্গলিক হইয়াও মাঙ্গলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছ। তুমি ব্রহ্মঘাতক ও অবিশুদ্ধস্বভাব। নিরন্তর পাপ কল্পনা করিয়াই পরম সুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার জীবন নিতান্ত নিরর্থক। তুমি অতি নীচ ও পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। পিতা বহুবিধ মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপ, দেবার্চ্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুপুত্র লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাঁহারা তোমা হইতে যে সমস্ত মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সতত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরা হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ ময়ূরগণ তোমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমারে পুনরায় পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি

অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

রাজা জনমেজয় মহর্ষি কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অতিশয় নিন্দনীয়, সুতরাং আমার ও আমার কার্য্যের বারংবার নিন্দা করা আপনার অনুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনারে বিনীত বচনে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হুতাশন মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইতেছি এবং স্বীয় কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যম হইতে আমার অন্তঃকরণে যাহার পর নাই ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার না করিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল এককালে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যা পাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত সহবাস ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি যাহার পর নাই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ যোগীরা যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তিরে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমারে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞ শূন্য পাপাত্মারা কদাচ ইহলোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না এবং পরলোকে পুলিন্দ শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির ন্যায় নিরন্তর নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক! আপনি পরম সুপণ্ডিত; অতএব আমারে বালকের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহ প্রভাবে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহার আর বিচিত্র কি। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতশিখরারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রাসাদে সমারূঢ় মহাত্মারা অনায়াসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সাধু লোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত এবং সাধু জন কর্ত্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞা লাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়ান্বিত হয় না। হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে বিধানানুসারে পাপ শান্তি করিবার চেষ্টা কর। পাপশান্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপ কার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও যাহাতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গল লাভার্থে আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! তুমি অহ-

স্কার ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মানুসারে যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভ-পরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি। এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আমার সত্য উপদেশ বাক্য শ্রবণ কর। তোমারে উপদেশ প্রদান করিলে লোকে আমারে পাপিষ্ঠ সংগৃহীতা এবং কেহ কেহ বা অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে, আমার বন্ধু বান্ধবগণও আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া আমারে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের অনাদরে কিছুমাত্র বিষণ্ণ না হইয়া তোমারে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের রক্ষা বিধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অত-এব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও এবং আর কখন তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর। জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে আর আমি কদাচ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিব না।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার চিত্ত অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্ম্মানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছ। ভূপতি যে প্রথমত নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে মহীপাল দুশ্চরিত্রতা আশ্রয় করিয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোক সকলকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও ভূপালভোগ্য দ্রব্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতিশয় অদ্ভুত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কার্য্য সাবশেষ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করি-লে তাহাতে বিস্তর গুণ দর্শে। যজ্ঞা-নুষ্ঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্যা নৃপতি-গণের পক্ষে পরম পবিত্র। তুমি সম্যক্ রূপে তপোবল অবলম্বন করিলে নিশ্চ-য়ই ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। এই স্থলে রাজা যযাতি যে রূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে মনুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্ন সহ-কারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী। সরস্বতী অ-পেক্ষা উহার তীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথূদক অতি পবিত্র। পৃথূদকের সলিলে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর তীর্থ সমুদায়, প্রভাস, উত্তর মানস, মানস সরোবর ও কালোদক তীর্থে গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন। মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে রাজকুমার

সত্যবান্ যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদি শূন্য ও পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনা মাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পাপপুণ্য শূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়।

এক্ষণে ভূপতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধৈর্য্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান্ হও। যে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বারংবার ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর। আর আপনার এই দুরবস্থার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্ন কর। কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং কেহ বা লাঙ্গলের ন্যায় দুষ্টগণের মূলোন্মূলনে তৎপর হইয়া থাকেন এবং কেহ বা বজ্রের ন্যায় সহসা দুর্দ্দান্তদিগকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষ রূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ একবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনুতাপ দ্বারা, যাহা দুইবার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিন বার প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে। আর যে পাপ বারংবার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সতত সুগন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ পাপধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সংবৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপমুক্ত হইয়া জনসমাজে সৎকার লাভ করে এবং প্রাণিগণ জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সমুদায় সুরাসুর একত্র হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! আপনি ধর্ম্ম ও পাপের ফল সমুদায় সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখ তুল্য, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারেন কি না আর ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কি রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় পাপ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পাপাচরণ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন

বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখে, তিনি পাপ কার্য্য করিয়াও কল্যাণ লাভে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্য কার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপ নিবারণে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ইন্দ্রোত মহারাজ জনমেজয়কে এই বলিয়া তাঁহারে বিধি পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে মহাত্মা জনমেজয় নিষ্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় স্বীয় রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কি কখন কোন মনুষ্যকে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গৃধ্রজম্বুকসম্বাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে এক বিশালনেত্র সুকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বালক গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের বন্ধুবান্ধবগণ নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই কুলের সর্ব্বস্বভূত মৃত শিশুরে গ্রহণ পূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় তাহারে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের পূর্ব্বোক্ত মধুর বাক্য বারংবার স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদিগের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কোন ক্রমেই সেই মৃত শিশুরে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ঐ সময় এক গৃধ্র তাঁহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব তোমরা অবিলম্বে এই বালককে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। মানবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে। সমুদায় জগৎই সুখ দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহলোকে সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে বারংবার সংযোগ ও বিপ্রযোগ লাভ করিতে হয়। যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তোমরা অচিরাৎ প্রস্থান কর; এই গৃধ্র শৃগালসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিও না। মর্ত্ত্যলোকে জীবমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিরে পুনর্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে সকলকেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তগত হইতেছেন, অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর। গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণ মৃতবালকের দর্শনলালসা ও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাহারে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া

গৃহে গমন করিবার মানসে পথে দণ্ডায়মান হইল।

ঐ সময় এক কৃষ্ণবর্ণ শৃগাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই গৃহগমনোদ্যত ব্যক্তিদিগকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্দ্দয়! দেখ, এখনও দিনমণি অস্তগত হন নাই; তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই বালকের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্ত্ত প্রভাবে এই বালকের পুনর্জ্জীবন লাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় এই বালককে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ। পূর্ব্বে যাহার মধুর বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা যাহার পর নাই পুলকিত হইতে, এক্ষণে সেই মিষ্টভাষী শিশু সন্তানের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না। তোমরা পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের অপত্যস্নেহ কর্ম্মসন্ন্যাসী মুনিগণের যজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত ফল বিহীন। তাহারা কি ইহলোক কি পরলোক কখন সন্তান হইতে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে আহার বিহার করে, কদাচ পিতামাতারে প্রতিপালন করে না তথাপি তাহারা অপত্যগণের লালন পালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এত দিনে বিশেষ রূপে অবগত হইলাম যে, মানবগণের শরীরে কিছুমাত্র স্নেহ নাই, সুতরাং তাহাদের শোক কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। তোমরা কি রূপে এই কুলরক্ষক পুত্রকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বহুক্ষণ বাষ্পবারি পরিত্যাগ ও এই শিশুরে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এতাদৃশ ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে আর কেহই তাহারে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশীভূত। সাধু ব্যক্তিরা পশুপক্ষীদিগের প্রতিও সবিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মাল্য বিভূষিত নববিবাহিত কুমারের ন্যায় এই পদ্মপলাশলোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে প্রস্থান করিতেছ? জম্বুক এই রূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে সেই ব্রাহ্মণগণ সত্বরে শবরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ নচেৎ কি নিমিত্ত এই নীচাশয় নৃশংস অল্পবুদ্ধি জম্বুকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আর কি নিমিত্তই বা আপনাদের আত্মার উপর নিরপেক্ষ হইয়া এই পঞ্চভূত পরিশূন্য কাষ্ঠবৎ নিপতিত বালকের নিমিত্ত শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছ? অতঃপর তীব্রতর তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। সেই তপোনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়াই তোমাদের আবশ্যক। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিলে কিছুই দুর্লভ হয় না। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্য প্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে শোকসাগরে নিপাতিত করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এবং সন্তান সন্ততি গাভী, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ সম্পত্তি সমুদায়ই তপোবল লভ্য। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহ জন্মে তদনুসারে সুখ দুঃখ

লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ অগ্রে সুখ দুঃখ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। অতএব এক্ষণে তোমরা অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নসহকারে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ বালককে শূন্য প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া সত্বরে এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্ত্তারেই শুভাশুভ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। তাঁহার বান্ধবদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব থাকে না। বান্ধবগণ এই শ্মশান ভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুরে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণমাত্র এস্থানে অবস্থান করেন না। অচিরাৎ মৃত ব্যক্তির স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কি বিদ্বান্ কি মূর্খ কি ধনবান কি নির্দ্ধন সকলকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। এক্ষণে আর কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মত অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কি গর্ভস্থ সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের গতি এই রূপ।

গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহারে গমন করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মানবগণ! এক্ষণে এই ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে গৃধ্রের বাক্যে তোমাদিগের স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। আজি এই বালক বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযূথের ন্যায় তোমাদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। মর্ত্ত্যলোকে মানবদিগের যতদূর শোক হইয়া থাকে আজি তাহা অবগত হইলাম। স্নেহ প্রযুক্ত আজি আমারও অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই প্রথমত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যত্ন করিলে পর দৈববল সহযোগে কার্য্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্ব্বদা পরিতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। পরিতাপ করিলে সুখলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যত্নদ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন কর। কিনিমিত্ত নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছ। পুত্র পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশরক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সায়ংকালে একেবারে পুত্রের সহিত গৃহে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবকে একবার কালকবলে নিপতিত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় নিসৃত হয় এবং কেহ কেহ জাতমাত্রেই কেহ কেহ অঙ্গ চালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু, পক্ষি প্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিত্য। কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই পরমায়ুর অধীন। অনেকেই প্রিয়তম পুত্রকলত্রদিগকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোক সন্তপ্তচিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রকেই অসংখ্য অনিষ্ট ও ইষ্টবস্তু

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে পরলোকে প্রস্থান করিতে হয় অতএব তোমরা অচিরাৎ এই জীবিতশূন্য কাষ্ঠ প্রায় বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা নিতান্ত নিরর্থক। উহারে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহারে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে বিরত হইতেছ? আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুক্ত্যনুসারে অতি কঠোর বচনে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। এখন উহারে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি স্মরণ করিলে তোমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল।

তখন সেই জম্বুক দ্রুতপদ সঞ্চারে তথায় আগমন করিয়া সেই মৃত বালককে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত গৃধ্রের বাক্যে স্নেহ শূন্য হইয়া এই তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভ দিব্য ভূষণ ভূষিত বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। এই বালক তোমাদের পিতৃলোকের পিণ্ডদাতা। ইহারে পরিত্যাগ করিলে তোমাদিগের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুমাত্র শান্তি হইবে না বরং পরিশেষে মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র তপঃপরায়ণ শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে সেই ধর্ম্ম প্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি শ্বেতও তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃতব্যক্তির পুনর্জ্জীবন নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। তোমরা এস্থানে দীনভাবে রোদন করিলে কোন সিদ্ধ পুরুষ বা মুনি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন। জম্বুক এই কথা কহিলে সেই শোকার্ত্ত মানবগণ গৃহগমনে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সেই গৃধ্র তাহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পুনরায় তাহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! তোমরা অকারণে কেন এই বালককে নেত্রজলে অভিষিক্ত ও কর দ্বারা সংঘট্টিত করিতেছ। ঐ শিশু কৃতান্তের শাসনানুসারে দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান, কি ধনাঢ্য সকলকেই উহার ন্যায় শমনভবনে গমন করিতে হয়। মানবগণ এই প্রেত ভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতিকষ্টে দিবারাত্রি ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। আজি এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ শিশু কখনই জীবিত হইবে না। লোকে একবার কলেবর পরিত্যাগ করিলে কি পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে। শত শত শৃগালও শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যত্ন করিলেও এই বালকের জীবন দানে সমর্থ হইবে না। তবে যদি ভগবান্ রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। তোমরা অনবরত অশ্রুপাত, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে উহার জীবন লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি, শৃগাল, এবং তোমরা, আমারা সকলেই স্ব স্ব পাপ পুণ্যের ভার

বহন করত কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াচরণ, পরুষবাক্য প্রয়োগ, পরদ্রোহ ও পরদারাগমনাভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায়পথ অবলম্বন এবং প্রাণিগণের প্রতি সরল ব্যবহার ও দয়া প্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। এক্ষণে এই বালকের কিছুমাত্র ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সুতরাং ইহার জীবিত লাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিষ্ফল। গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহনিবন্ধন শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন জম্বুক কহিল, মর্ত্ত্যলোক অতি ভয়ানক স্থান, ইহাতে কাহারও নিস্তার নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সততই প্রিয়তম বন্ধু বিয়োগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্য্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষত আজি এই শোকবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অভিরুচি হইতেছে না। বন্ধুবিয়োগ কি কষ্টকর! হে মানবগণ! তোমাদের শরীরে কি কিছুমাত্র স্নেহ নাই! তোমরা পাপাত্মা গৃধ্রের বাক্য শ্রবণে এককালে স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া শোকভরে কেন গৃহে প্রতিগমন করিতেছ। সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখানুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। এক্ষণে তোমরা এই রূপবান্ কুলপ্রদীপ পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণসম্পন্ন বালকের লাবণ্য দর্শনে ইহারে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শিশু অবশ্যই জীবিত হইবে এবং তোমরা সুখ লাভ করিবে। আজি তোমাদের মঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব কোন ক্রমে এই বালককে পরিত্যাগ করিও না। শ্মশানবাসী নিশাচর শৃগাল স্বকার্য্য সাধনার্থ এই রূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তথায় সেই বালকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেচকনাদনিনাদিত নীলমেঘসদৃশ শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক স্থান। যক্ষ ও রাক্ষসগণ ইহাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য অস্তাচলগামী ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত না হইতে হইতেই এই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। শ্যেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালকুলের ভীষণ চীৎকারে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহগণ গর্জ্জন করত ইতস্তত সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাধূম পাদপ সমুদায় রঞ্জিত করিয়াছে এবং মাংসাশী প্রাণিগণ অনাহারনিবন্ধন ভীষণ ধ্বনি করিতেছে। ক্ষণকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান। আজি এখানে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে। অতএব জম্বুকবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অচিরাৎ এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়। যদি তোমরা জ্ঞান

শূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

তখন শৃগাল কহিল, হে মানবগণ! যতক্ষণ দিবাকর অস্তাচলে গমন না করেন, তোমরা সেই কালপর্য্যন্ত স্নেহ নিবন্ধন রোদন করত নির্ভীকচিত্তে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বালককে নিরীক্ষণ কর। মোহ বশত গৃধের নিষ্ঠুর বাক্যে বিশ্বাস করিলে আর উহার মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্ত্ত গৃধ ও শৃগাল এই রূপে স্বকার্য্য সাধনার্থ তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধি প্রভাবে সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উহাদের উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে সেই স্থানে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীপতি সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত দয়াপরায়ণ ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক করুণার্দ্র চিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি মহাদেব, তোমাদিগকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। অতএব তোমরা অচিরাৎ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই বালকের বিলাপ নিবন্ধন আমরা সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ইহার জীবন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবিত করুন। ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে জীবহিতৈষী ভগবান্ ভূতনাথ জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক শতায়ু হও বলিয়া বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ঐ সময় গৃধ ও শৃগালও তাঁহার প্রসাদে তৃপ্তিজনক আহার প্রাপ্ত হইল। এই রূপে সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পুলকিত চিত্তে দেবাদিদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনোদাস্য, অধ্যবসায় ও ভগবান্ শঙ্করের অনুগ্রহে অবিলম্বেই শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ব্রাহ্মণেরা অতি দীন ভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায়বলে অচিরাৎ তাঁহাদিগের সমস্ত দুঃখ দুরীভূত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ বালকবিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাআহ্লাদে সেই শিশু সমভিব্যাহারে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেই বুদ্ধি আশ্রয় করা শ্রেয়। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষলাভের উপদেশাত্মক ইতিহাস সতত শ্রবণ করে, সে উভয় লোকেই সুখী হইতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অসার দুর্ব্বল ব্যক্তি চির সন্নিহিত উপকারাপকারসমর্থ উদ্‌যোগশালী মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুরে বাক্য দ্বারা অবমানিত করিলে সে যদি ক্রোধভরে তাহারে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত আগমন করে তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি কি রূপে আত্মরক্ষা করিবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে শাল্মলীপবন সংবাদ নামে এক ইতিহাস আছে শ্রবণ কর। হিমালয় পর্ব্বতে এক বিশালস্কন্ধ সম্পন্ন বহুশাখাসমন্বিত ফলকুসুম পল্লবোপশোভিত চতুঃশত হস্ত বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষ ছিল।

শুকসারিকা সতত উহাতে বাস এবং মত্ত মাতঙ্গগণ ও অন্যান্য মৃগ সমুদায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিকসম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বিগণ গমন কালে পরিশ্রান্ত হইলে উহার সুশীতল নিবিড় ছায়ায় অবস্থান করিতেন। একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও স্কন্ধ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তরুবর! তুমি অতি প্রিয়দর্শন; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী, মৃগ ও মাতঙ্গগণ হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার স্কন্ধ ও শাখা সমুদায় অতি বিশাল; কিন্তু ঐ সমুদায় কদাচ বায়ুবেগ প্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমারে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি কি তোমার আত্মীয় বন্ধু অথবা অন্য কোন কারণ বশত তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে। দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল নিপাতিত, পর্ব্বতশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিত, সাগর ও সরোবর সমুদায়কে শুষ্ক করিতেছেন। কিন্তু কখনই তোমার কোন অপকার করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যভাব নিবন্ধন তোমার রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন এবং তুমি সেই নিমিত্তই শাখা, পল্লব ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমুদায় বিহঙ্গম প্রফুল্ল মনে তোমার শাখা প্রশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করত তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার কুসুম সকল বিকসিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত মাতঙ্গ ও মৃগগণ দুরন্ত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দলবদ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক সুখ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও যতিগণ সততই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। অতএব তোমার এই আয়তন স্বর্গ ও সুমেরুর ন্যায়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে বৃক্ষ! এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত বায়ুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়াই তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই ভূমণ্ডলে বায়ুবেগে ভগ্ন হইতে পারে না, এ রূপ পর্ব্বত, গৃহ বা বৃক্ষ আমি কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। তুমি বন্ধুত্ব নিবন্ধন বায়ু কর্ত্তৃক শাখা পল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছ।

বৃক্ষ কহিল, ভগবন্! সমীরণ আমার সুহৃৎ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার রক্ষা করিবেন। আমার তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিক। তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশমাত্র। তিনি বৃক্ষ পর্ব্বতাদি ভগ্ন করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বল প্রভাবে তাঁহারে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এই রূপে আমার নিকট তিনি বারংবার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আর আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না।

নারদ কহিলেন, হে বৃক্ষ! তুমি অতি অজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। বায়ুর তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। তোমার কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইহাঁরা কেহই বায়ুর তুল্য বলশালী নহেন। এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে, ভগবান্ বায়ু উহাদের সকলেরই

প্রাণপদ। ইনি শান্তভাবে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি যদি অশান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি যে পরম প জ্য জগৎ প্রাণ সমীরণকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। তুমি অতি অসার ; এক্ষণে আপনার দুর্বুদ্ধিবলে কেবল বাচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট বায়ুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমি যাহার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে বায়ুর সমক্ষে গমন করিয়া তোমার এই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, স্যন্দন, তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি মহাবল পাদপ সমুদায় বায়ুর প্রতি কদাচ এই রূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করে নাই। তাহারা আপনাদিগের ও বায়ুর বলের তারতম্য বিলক্ষণ অবগত আছে, এই নিমিত্তই তাহারা সতত সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পবনের নিকট চলিলাম।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ শাল্মলিরে এই কথা বলিয়া বায়ুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সমীরণ! হিমালয় পর্ব্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়াসমন্বিত বহুশাখা প্রশাখা-পরিশোভিত বিপুল শাল্মলীবৃক্ষ আছে। সে তোমারে অবজ্ঞা করিয়া তোমার প্রতি যে রূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করা আমার উচিত নহে। আমি তোমারে বলবানদিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতান্ততুল্য ক্রোধপরায়ণ বলিয়া অবগত আছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভগবান্ সমীরণ শাল্মলীর প্রতি যাহার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, শাল্মলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি পবন। অবিলম্বেই তোমারে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমারে অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমারে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইতেছ, কদাচ এ রূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমারে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমারে এ রূপ বলপ্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষ রূপে আমার প্রভাব অবগত হইবে।

ভগবান্ পবন এই রূপে ক্রোধ প্রকাশ করিলে শাল্মলী সহাস্যমুখে তাঁহারে কহিল, সমীরণ! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সাধ্যানুসারে আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে! তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

শাল্মলী এই বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমীরণ আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

রজনী সমাগত হইল। তখন শাল্মলীবৃক্ষ মনে মনে পবনের অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল। আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি তৎসমুদায়ই মিথ্যা। আমি সমীরণের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যাহা কহিয়াছেন, কিছুই মিথ্যা নহে। বায়ু যথার্থই অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়াই সমীরণের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। এক্ষণে আমার যে রূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদায় বৃক্ষ সেই রূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পবনের ক্রোধনিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু ঐ সমুদায় পাদপের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যে রূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় নাই।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা প্রশাখা সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক কুসুম পল্লবাদি শূন্য হইয়া সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পবন ক্রোধভরে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী ভীত হইয়া স্বয়ং কুসুম ও শাখা প্রশাখাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। শাল্মলীর দুর্দ্দশা দর্শনে পবনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে তাহারে কহিলেন, শাল্মলে! তুমি স্বয়ং আপনার যে রূপ দুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমারে এই রূপই দুরবস্থাগ্রস্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমই তোমার দুরবস্থা সম্পাদনের কারণ। তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতেই আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখা প্রশাখা বিহীন ও কুসুম শূন্য হইয়াছ।

সমীরণ এই কথা কহিলে শাল্মলী যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি নিবন্ধন বলবানের সহিত শত্রুতা করে, তাহারে নিশ্চয়ই সেই শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্যপরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে। ঐ রূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বল প্রকাশ করাই উচিত। বুদ্ধিজীবীর সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশি প্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় অরাতি মধ্যে প্রবেশ করে। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই। অতএব বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তোমাতেই তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের তুল্য ছিল না। এই নিমিত্তই ধনঞ্জয় সংগ্রামে স্বীয় বলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা যাহা

শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমি তাহা প্রকৃত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী করি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নিলর্জ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়-তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যু ভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণপ্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য কি কৌমার কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্ট-বস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহারে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীরপ্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংসয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। লুব্ধেরা সততই ক্রোধ দ্বেষ পরায়ণ ও শিষ্টাচার পরিশূন্য হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্টজনক। উহাদিগের বাক্য অতি মধুর কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাব পরিপূর্ণ, উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যু স্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তি-বল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে। অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলত উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই।

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহাদিগের পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয় ও নরকভয় নাই; যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য; যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুতে কদাচই লোভ জন্মে না; যাঁহারা শিষ্টাচার পরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও সত্যব্রত নিরত; যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ; যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না; সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিত সাধনার্থ প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে

পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধু লোক সমুদায় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কার শূন্য, নিত্য ব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ। অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশোলোভে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন না; শরীররক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মে সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব। অতএব তুমি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা নির্ম্মলপ্রকৃতি, সত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী। তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভাবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈব প্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ্ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠান স্বরূপ লোভের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন, এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহারে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞান প্রভাবেই লোকে নিরয়গামী, দুর্গতি বিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয় সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত, অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। হে

মহারাজ! লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য মহীপালগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভ বিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে স্বাধ্যায়নিরত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। ধর্ম্মপথ অতি বৃহৎ ও বহুশাখা সঙ্কুল অতএব কিরূপে সংক্ষেপ পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়; আর ধর্ম্মের মূলই বা কি? তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিবে, যদ্দ্বারা তোমার যাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই বিশেষত ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণ, দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগুণ প্রভাবেই পাপবিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারা যায়। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখানুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন, তাহারে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যে সমুদায় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অনসূয়া, গুরুপূজা প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনিত্য সুখলাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। সম্বন্ধ সংযোগজনিত মমতা নিবন্ধন তাঁহারে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরাৎ মুক্তি লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই জ্ঞানবান্

তপস্বীর পথ স্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভীত না হয়, তাঁহারে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সৎকার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি যথাবিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী, বিষয়রাগ বিবর্জ্জিত, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপদ্মনিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম নিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের এই একমাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিরে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণ প্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োজন কি? তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মুখে এই রূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহারে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্মদেবও যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্যাই সকলের মূল। যে মূঢ় তপোনুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলে বেদ সমুদায় অধিকার করেন। তপোবলে ফল মূল উৎপন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। ঔষধ ও আরোগিতা তপোমূলক। পৃথিবী মধ্যে যে বস্তু নিতান্ত দুর্লভ তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তপই তাহার কারণ। তপঃপ্রভাবে সুরাপান, তস্করতা, ভ্রূণহত্যা ও গুরুতল্প গমন প্রভৃতি পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তপস্যা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীরে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন, ধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি, পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়

তপঃ প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবেই দেবগণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তপঃ প্রভাবে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা যাইতে পারে।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবগণ সতত সত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব সত্য কি? উহা কি রূপে লাভ হইতে পারে? আর লাভ করিলেই বা কি হয়? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য অবিকৃত, সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি। অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যে রূপে সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার। অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা। এই সমুদায়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট ও শক্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য ও অক্ষন্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিষণ্ণ হন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদ বাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগ দ্বেষ বিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণ সম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্ন সহকারে রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্য পরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্য লাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্য ধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সতত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। সত্যের গুণ গরিমার পরিসীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই।

সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে সন্দেহ নাই।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকার্য্যপ্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ত্রয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ শত্রু স্বরূপ। উহারা নিরন্তর অনবহিত মানবগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিত চিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বল পূর্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমা প্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। উহারে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু এক বার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশত বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্যবশত শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভ বশত অকার্য্যপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধুসংসর্গ নিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলীন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষ বশত ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞা প্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষ বাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতীকার সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়, কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীন জনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার উপশম হয়। অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্য বোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না। হে ধর্ম্মরাজ! একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা সকলেই এই সমুদায় দোষে দূষিত ছিল, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সর্ব্বদা সাধুসহবাস নিবন্ধন অনৃশংসতা বিশেষ অবগত আছি, কিন্তু নৃশংস ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার কিছুই অবগত নাই। সাধু ব্যক্তিরা কূপ, অগ্নি ও কন্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে উভয় লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে বিশেষ রূপে নৃশংস ব্যক্তিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সততই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনারে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই। উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে। উহারা যাহার পর নাই শঙ্কিতচিত্ত, ছলগ্রাহী, কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষ্টা ও হিংসাবিহারনিরত। উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনা কিছুমাত্র নাই। উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহারেও বিশ্বাস করে না। অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিরে শত্রু জ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহারে অর্থদান করিয়া যাহার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করে, তাহারেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তসুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট নৃশংসদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। উহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বেদবেদান্তপারগ যাগযজ্ঞশীল ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ নিস্ব হইলে আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণেরা নিস্ব ভাবাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্বান্ন দান করাই শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ স্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব মহীপাল তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে ধনরত্ন প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিককাল পোষ্যবর্গ ভরণ পোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোম পান করিতে সমর্থ হন। যাজ্ঞিক বিশেষত ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিক নৃপতি অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্যের ধন বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহারে প্রদান করি-

বেন। শূদ্রের যাগযজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই, অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত শূদ্রের আবাস হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাঁহার অকর্ত্তব্য নহে। যাহারা শত গোধন সম্পন্ন হইয়াও অগ্নি সঞ্চয় এবং সহস্র গোধন সম্পন্ন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এই রূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ অবিচারিত-চিত্তে অর্থ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দানশীল নহে, তাহার নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ আচরণ করিলে রাজার পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নাভাবে উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচকার্য্যনিরত ব্যক্তির আবাস, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক এক দিনের আহারোপযোগী ধান্য হরণ পূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন তাঁহার কর্ণগোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ড বিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতা দোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা অনুকল্পকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপদকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয় না। রাজার নিকট আপনার ব্রহ্মণ্যের বিষয় নিবেদন করা বেদবিৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণতেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হন না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞান শূন্য মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত আপনারে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। যিনি অগ্নিহোত্রের প্রাজাপত্য অশ্ব দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্ম্মিকেরা তাঁহারে আহিতাগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। অতএব দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু, পুণ্যফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাঁহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে অন্য জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রাপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাঁহার শূদ্রত্ব লাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ

নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি একত্র শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার সেই পাপ অপনীত হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্য সাধন ও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে। অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত মনে সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃতপান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিতসাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মস্বহরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটী মহাপাতক। প্রাণ ত্যাগই ঐ পাতক সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সংবৎসর মধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামীর দেহান্তে প্রেতকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিত চিত্তে আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তস্কর, তাহারে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহারে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎসংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্ত্তারে তত বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণঘাতক গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্য পান পূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত্ব ও বৃষণ ছেদন পূর্ব্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্ম-

ণার্থে প্রাণত্যাগ, কিম্বা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত করিয়া তপোনুষ্ঠান করিবে। আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীরে নিপাতিত করে, তাহারে উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টুতাপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর এক শত বৃষ ও একশত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও এক শত ধেনু প্রদান করিবে। কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপনিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে নিহত করিলে পশুতুল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

এক্ষণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা বা এক বৎসর কাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দিবসের চতুর্থ ভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিবস সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে তাহারে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীরেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে নারী আপনার পতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহারে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থানে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সংবৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসর পতিত ব্যক্তি সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চার বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌন ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহারে, তাহার স্ত্রীরে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐ রূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ইহা আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতি ক্রমে সেই ভার্য্যারে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে। পশু হিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মৃণ্ময়পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার দুষ্কর্ম্ম প্রখ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই জীবিকা

নির্ব্বাহ করিবে। ঐ রূপ ব্রত আচরণ করিলে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি চমরীপুচ্ছ ধারণ না করিবে, তাহার সম্বৎসর ঐ রূপ ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা একটিমাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট বা উষ্ট্রের মাংস মূত্র ও পূরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃ সংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তিন দিবস উষ্ণজল পান, তিন দিবস উষ্ণদুগ্ধ পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যগণ বিশেষত ব্রাহ্মণগণ পাপানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের এই রূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় খড়্গযুদ্ধবিশারদ মহাত্মা নকুল কথা কহিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরতল্পশায়ী ভীষ্মদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! জনসমাজে শরাসনই উৎকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রধান। দেখুন, সংগ্রামে কার্ম্মুক বিশীর্ণ ও অশ্ব সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একমাত্র খড়্গ দ্বারা আত্মা রক্ষা করিতে পারা যায়। খড়্গধারী বীর পুরুষ একাকীই চাপহস্ত ও গদাশক্তিধারী অসংখ্য বীরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে কোন অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় এবং খড়্গ কি রূপে কাহার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন ধনুর্ব্বেদবিশারদ শরতল্পশায়ী ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত মহাত্মা নকুলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কৌশলযুক্ত বিচিত্রার্থ সমন্বিত সার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাদ্রীকুমার! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি ঐ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই জগৎ একার্ণবময় ছিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ ছিল না, সমুদায় স্থান গম্ভীরদর্শন, তিমির জালে সমাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, ঊর্দ্ধ্ব, অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান্ রুদ্র এই কএকটি পরম তেজস্বী পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সকল বিধাতৃতনয়ের বংশসম্ভূত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগের পাণি গ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ, মহাসর্প, জলচরপক্ষী, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজগণের সৃষ্টি হইল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ, মহর্ষি ভৃগু,

অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত এবং কাশ্যপ, বালখিল্য, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য, অগ্নিকিরণপায়ী, আকৃষ্ট, হংস, অনলোদ্ভূত, প্রশ্নি ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভ সমন্বিত অধার্ম্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই এই স্পর্দ্ধা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে হিমালয়ের শত যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যুচ্চ সুরম্য শৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণের হিত সাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি ঐ স্থানে বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমুপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিগণ উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎ, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় বিবিধ পাত্র উহার অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল পরে প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুত্থিত হইল। উহার দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ ও উদর অতিমাত্র কৃশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল। মহাসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্ত্তে সমাকীর্ণ হইল। গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উল্কা সমুদায় ও বৃক্ষ হইতে শাখা সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারংবার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে অনল হইতে সমুত্থিত ও দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, আমি দানবগণের বিনাশ ও লোক রক্ষার নিমিত্ত অসি নামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। কমলযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বৃষভকেতু মহাত্মা দেবদেব মহাদেবকে অধর্ম্মনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ ভূতনাথ ব্রহ্মার নিকট অসি গ্রহণ করিয়াই রূপান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল। পরিধান কৃষ্ণাজিন সুবর্ণময় তারকা সমুদায়ে সুশোভিত হইল। বদনমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল এবং ললাটনেত্র দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেত্রহন্তা শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নি সদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও চপলা বিরাজিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ঘোর রূপে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ গর্জ্জন ও হাস্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঐ সময় দানবগণ, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ

করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অচিরাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় ভগবান্ বিরূপাক্ষ অসিহস্তে এরূপ বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দানবগণ তিনি একাকী হইলেও সহস্র সংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত এবং কাহারে বা পোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গ প্রহারে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, উরু ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ খড়্গাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে ও কেহ কেহ জল মধ্যে এবং কেহ কেহ বা আকাশমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ঘোরতর সমরব্যাপার সমুপস্থিত হওয়াতে ধরাতল মাংস ও শোণিত প্রভাবে নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতস্তত দানবগণের রুধিরাক্ত কলেবর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সমরভূমি কিংশুকবৃক্ষ পরিশোভিত পর্ব্বত সমুদায়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

ভগবান্ রুদ্রদেব এই রূপে দানবগণকে সংহার পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবদায়ক শিবরূপ ধারণ করিলেন। তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন সেই দানবশোণিতলিপ্ত ধর্ম্মরক্ষার হেতুভূত ভীষণ খড়্গ বিষ্ণুকে অর্পণ করিলে বিষ্ণু মরীচিমুনিরে, মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ পুরন্দরকে এবং পুরন্দর লোকপালদিগকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে লোকপালগণ সূর্য্যতনয় মনুরে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন; তুমি মনুষ্যদিগের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্ম্মনিদান অসি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। মানবগণ শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতি সাধনার্থ ধর্ম্মসেতু অতিক্রম করিলে তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহারে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক অপরাধ না করিলে কাহারও অঙ্গবৈকল্য বা বিনাশ সাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড সমুদায়কে অসির প্রতিকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা উচিত।

লোকপালগণ মহাত্মা মনুরে এই রূপে খড়্গ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদের শাসনানুসারে সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত রহিলেন এবং পরিশেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যবিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্বীয় পুত্র ক্ষুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুরে, ইক্ষ্বাকু পুরূরবারে, পুরূরবা আয়ুরে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যযাতিরে, যযাতি পুরুরে, পুরু অমূর্ত্তরয়ারে, অমূর্ত্তরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কাম্বোজদেশীয় মুচুকুন্দকে, মুচুকুন্দ মরুত্তকে, মরুত্ত রৈবতকে; রৈবত যুবনাশ্বকে, যুবনাশ্ব রঘুরে, রঘু ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিনাশ্বকে, হরিনাশ্ব শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিরে, শিবি প্রতর্দ্দনকে, প্রতর্দ্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদশ্বকে, পৃষদশ্ব ভরদ্বাজতনয় দ্রোণকে

এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রোণ কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ লাভ করিয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়্গের নক্ষত্র, অগ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তি স্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু। এক্ষণে ঐ খড়্গের গোপনীয় যে আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিশাসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। খড়্গ সমুদায় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে উহা মহেশ্বরের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যুদ্ধবিশারদ বীর মাত্রেরই এই খড়্গকে পূজা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসন প্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও প্রভূততর শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে ধরামণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীতনয়! এই আমি তোমার নিকট খড়্গের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসস্থানে গমন পূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এক্ষণে ঐ তিনটীর মধ্যে কোনটী প্রধান, কোনটী মধ্যম ও কোনটী অপকৃষ্ট এবং কাম ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবর্গ বিজয়ের নিমিত্তই বা কোনটীরে অবলম্বন করিতে হইবে? তৎসমুদায় যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সর্ব্ব প্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অধিকতর অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমুদায় ধর্ম্মের সম্পত্তি। অতএব আপনি অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্ম প্রভাবে ঋষিগণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদায় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ ধর্ম্মবল সহকারে উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংযত চিত্তে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ মহামতি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মের মূল কারণ। অর্থ ভিন্ন ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থবান্ ব্যক্তি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ ও দুর্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থ সিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও সতত ব্রহ্মার ন্যায় অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও মস্তক মুণ্ডন ও জটাজিন ধারণ পূর্ব্বক দান্ত, ভস্মা-

দিগ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। বিদ্বান্ ও শান্তগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষায়বস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুল হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়। যিনি ভূতগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্। ফলত আমার মতে অর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে নকুল ও সহদেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, অতএব আপনি উঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া নিরস্ত হইলে ধর্ম্মার্থবেত্তা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য শয়ন উপবেশন বা বিচরণ করুক, সকল অবস্থাতেই নানা প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থসংস্থান চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্লভ। উহা অধিকৃত হইলে এই জীবলোকে সকল অভিলাষই সফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম। অমৃতমিশ্রিত মধুর ন্যায় পরম রমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থহীন, তাহার কোন বাসনাই পরিপূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্ম্মপরায়ণ নহেন, তাঁহার অর্থসদ্ভাব হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ শূন্য, তাহা হইতে সমুদায় লোক ভীত হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থ সাধনে যত্নবান্ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না। ফলত লোকে অগ্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরে ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং তৎপরে কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।

নকুল ও সহদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভীমসেন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনা শূন্য, সে কখনই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের বাসনা করে না, অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলমূলাশী বায়ুভক্ষ্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল বেদবেদান্ত পারগ স্বাধ্যায়নিরত মহর্ষিগণ কাম প্রভাবে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পিগণ কাম প্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অনেকে কাম প্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাম নানাপ্রকার। কাম দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কামশূন্য জীব কখন জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই। অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেয়। পুষ্প হইতে যেমন মধু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কাম হইতে সুখ সঞ্জাত হইয়া থাকে, কাম ধর্ম্মার্থের উৎপত্তি স্থান ও আত্মার স্বরূপ। কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিত না। ফলত কামের প্রভাবেই লোকে নানাপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট। হে মহারাজ! আপনি কাম প্রভাবে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদাগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদিগের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মার্থ কামের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনি ইহাতে আর

অণুমাত্রও সংশয় করিবেন না। সাধু লোকেরা আমার এই উৎকৃষ্ট সার বাক্যে অবশ্যই সমাদর করিবেন। ফলত ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই তুল্য রূপে সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য উহাদের মধ্যে একটীর প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি জঘন্য; যে ব্যক্তি তুল্য রূপে তুইটীর সেবা করে, সে মধ্যম আর যে ব্যক্তি সমভাবে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চন্দনচর্চ্চিত কলেবর বিচিত্র মাল্যধারী মহাবীর ভীমসেন এই রূপ কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিরত হইলেন।

অনন্তর পরম সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের পাঁচ জনের বাক্য শ্রবণ ও তাহা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদায় অসার বোধ হওয়াতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। তোমরা আমারে যে সমস্ত কথা কহিলে, আমি তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা তাহা অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ করেন না; ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না; লোষ্ট ও কাঞ্চনকে তুল্য রূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হন না, তিনি সুখ দুঃখ ও অর্থ সিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদায় জীবই জন্ম মৃত্যুশৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারের আয়ত্ত। ইহারা ঐ সমস্ত দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারংবার নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে, তাহাদিগের কখনই মুক্তি লাভ হয় না। আর যাঁহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে কদাপি অভিভূত না হন, তাঁহারাই মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই ভূমণ্ডলে কেহ কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না। বিধাতা আমারে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান্ বিধাতা সমুদায় প্রাণিকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং তিনিই বলবান্। ফলত মনুষ্য যখন ত্রিবর্গ বিহীন হইলেও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় তখন মোক্ষই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার হেতুগর্ভ মনোগত বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগের প্রীতি দর্শনে হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া পুনরায় বিজ্ঞবরাগ্রগণ্য জাহ্নবীতনয় ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি রূপ মনুষ্য শান্তস্বভাব? কাহারা ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে? সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিত বাক্য শ্রোতা সুহৃদ অতি দুর্লভ অতএব আমার মতে অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদই শ্রেষ্ঠ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন্ কোন্

ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্ত্তব্য তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্মবর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপ পরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদ্‌যোগবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণতৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক, যাহারা সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধনলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণ কর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতা নিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিতকার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে। তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, সদ্বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান বিশারদ, রূপগুণ সম্পন্ন, সৎসংসর্গ পরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভ মোহ বর্জ্জিত, মাধুর্য্য গুণ সম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সৎকুলসম্ভূত, কুলরক্ষক, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃদ্ কার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি বল প্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন আত্মাভিমান শূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সাধনে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে নরপতি ঐ প্রকার লোক দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তাঁহার রাজ্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ জিতক্রোধ মহাবল পরাক্রান্ত ও কুলশীলগুণ সম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইহার পূর্ব্বে যে যে প্রকার লোকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অতএব সেই সমস্ত দুরাচারদিগকে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন কাহারে কহে তাহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশনিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাহা ঘটিয়াছিল সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মধ্যদেশ নিবাসী গৌতমনামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবর্জ্জিত গ্রামকে যাহার পরনাই সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ববর্ণ বিশেষজ্ঞ

ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণ ভক্তিপরায়ণ সত্য প্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহারে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গৃহে বাস করিয়া দাসী কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাস নিবন্ধন তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যু গ্রামে পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায় নিরত বিনীতমূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যু গ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্র স্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না সুতরাং সেই দস্যু সমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণ পূর্ব্বক চারিদিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতম গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহ দ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহারে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মোহ বশত কিনিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধ্যান পূর্ব্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিতার্থে এই কথা কহিলে গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি নির্দ্ধন ও বেদজ্ঞান বিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আজি আপনারে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন, কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পরদিন শর্ব্বরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথি মধ্যে একদল সমুদ্র গমনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিক্‌দিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিক্‌দল কোন গিরিগহ্বরে প্রবেশ

করিলে এক মত্ত মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া সেই বণিকদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসহায় হইয়া একাকী কিম্পুরুষের ন্যায় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্র গমনের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দনকানন সুন্দর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ঐ স্থানে পাদপ সমুদায় নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। চ্যুত বৃক্ষ, সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরুবৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরগণ নিরন্তর উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন ভারুণ্ড ও ভুলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বত প্রস্থে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া এক কাঞ্চন বালুকাসমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশ চন্দন বারিদ্বারা সংসিক্ত। গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল মনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সুগন্ধি সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীতল বায়ু প্রভাবে গতক্লম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাদুর্ভূত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপপুত্র নাড়ীজঙ্ঘ নামে বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম্মা। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্যার গর্ভসম্ভূত ও দেবতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেবর বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহারে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। বিহগরাজ রাজধর্ম্মা সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি অতিথি রূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত হইল অতএব এই রাত্রি এইস্থানেই পান ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ। বক এই কথা কহিলে গৌতম তাহার মধুর বাক্য শ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইয়া অনিমিষনেত্রে তাহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম্মা গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন। সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহারে শালপুষ্পময় দিব্য আসন গঙ্গাসলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম প্রীতমনে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট বী-

জন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম্ম তাঁহার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম। অনন্তর রাজধর্ম্ম গৌতমের নিমিত্ত দিব্য পুষ্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। গৌতমও পরম সুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? গৌতম কহিলেন, বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্র গমনাভিলাষে বহির্গত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তখন রাজধর্ম্ম কহিল, ব্রহ্মন্! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া অর্থ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতি পরম্পরাগত, দৈব, কাম্য ও মৈত্র্য এই চারি প্রকার অর্থাগমের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব আপনি যাহাতে ধনবান্ হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণও পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে একটী সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসাধিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজধর্ম্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গ নির্দ্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ ও চন্দনাগুরুভূয়িষ্ঠ বনাবলি দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিয়া মেরুব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গল সমুদায় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান রাক্ষসরাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা অচিরাৎ নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর। ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনের ন্যায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৌতমকে কহিল, মহাশয়! রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করুন। গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতির দর্শন বাসনায় বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর গৌতম রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ তাঁহারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রাচারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে গৌতম নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন। অন্যান্য বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাক্ষসেন্দ্র সেই স্বাধ্যায়হীন ব্রহ্মতেজ বিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার

বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন গৌতম কহিলেন, রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি, কিরাতভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্মের সহিত ইহাঁর সৌহার্দ্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইহাঁরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয় সখা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমারে তাহাই করিতে হইবে। আজি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী। আজি আমারে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইহাঁরেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার ভবনে অতিথি হইয়াছেন। আর বিপ্রগণকে যে সমুদায় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাক্ষসাধিপতি এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে কৃতস্নান পট্টবস্ত্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন সমুদায় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশ ও সলিল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও বিশ্বেদেবের প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় গন্ধপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশাঙ্ক সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতমধুসংযুক্ত দিব্যান্ন পরিপূর্ণ হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতিবৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজনপাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি নানা দেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্ট সাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতিভার সুবর্ণভার গ্রহণ পূর্ব্বক যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নান্তে মহা

আহ্লাদে স্বীয় পক্ষপুট বীজন দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণ রূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষত আমারে দূর পথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথি মধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারি এমন কোন খাদ্য দ্রব্যই দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংস দ্বারা আমার অনায়াসেই পাথেয় নির্ব্বাহ হইবে। দুরাত্মা কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এই রূপ দুরভিসন্ধি করিয়া রাজধর্ম্মের বিনাশ সাধনার্থে গাত্রোত্থান করিলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহগরাজ রাজধর্ম্ম ঐ স্থানের অনতি দূরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্ত চিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ান রহিয়াছিল। পাপাত্মা গৌতম ঐ পক্ষীরে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও মনে উদয় হইল না। প্রত্যুত যাহার পর নাই আহ্লাদেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষীরে পক্ষরোমশূন্য ও অগ্নিতে সুপক্ক করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে সেই দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্ম্মকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিল, বৎস! আজি রাজধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মারে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না। কিন্তু অদ্য দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাহারে বধ করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহারে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই স্থানে গমন করাতেই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না জানিয়া আইস।

রাক্ষসরাজ এই রূপ আদেশ করিলে তাঁহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে রাজধর্ম্মের আবাসে গমন পূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাহার অস্থি সমুদায় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি দর্শনে রাক্ষসতনয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহারে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য মৃত দেহের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আবাস মধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগ নিবন্ধন ঘোরতর

আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিতান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের উপর যাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই দুরাত্মা অতিশয় পাপপরায়ণ; অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়। রাক্ষসরাজ এই রূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদিগের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহারে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপাত্মারে আমাদিগের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষসগণ বিনীত ভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, তবে অদ্যই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।

তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞানুসারে পট্টিশ দ্বারা গৌতমের দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইল না। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষসেরাও তাহারে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহারে ভক্ষণ করে না।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্ন সংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার সমলঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিয়া যথা বিধানে বকপতি রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী সুরভি ঐ চিতার ঊর্দ্ধভাগে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ফেন বকরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসনাথ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, রাক্ষসনাথ! তুমি সৌভাগ্য ক্রমে রাজধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যে রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহারে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যখন সে আমার সভায় সমাগত হইল না তখন তাহারে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাক্ষসনাথ! ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্য প্রভাবেই এই পক্ষী গৌতম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত স্পর্শে পুনর্ব্বার জীবিত লাভ করিয়াছে।

সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে বক তাঁহারে প্রণিপাত করিয়া কহিল, সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরম বন্ধু গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত করুন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের

প্রার্থনা বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া অমৃতনিষেক দ্বারা গৌতমকে জীবন প্রদান করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাপ-পরায়ণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধন সম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্ম সদনে সমুপস্থিত হইলে ব্রহ্মা মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানানুসারে তাহার অতিথি সৎকার করিলেন। এ দিকেগৌতমও পুনরায় কিরাতভবনে সমুপস্থিত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ভে দুষ্কর্ম্মকারী পুত্র সমুদায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বকবধ করিলে দেবগণ তাঁহারে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ঐ কৃতঘ্ন পাপাত্মা গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিশেষে নরকগামী হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি অনন্তকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষীও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান লাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়, হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহার পর-নাই প্রীতি লাভ করিলেন।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।
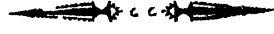
পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত
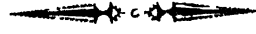
মহাভারত।

শান্তি পর্ব্বীয়

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।
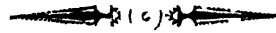
"এই মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারের কিছুই অবিদিত থাকে না ও ইহার সেবা করিতে পারিলে ভূমণ্ডলের সমস্ত পদার্থই আয়ত্ত হইয়া উঠে। ঋষিবাক্য।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৭।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের পঞ্চদশ খণ্ডে মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। শান্তি পর্ব্ব রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম নামক তিন পর্ব্বাধ্যায়ে সম্পূর্ণ। পাঠকবর্গ চতুর্দ্দশ খণ্ডে রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের অবিকল অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক, সাঙ্খ্য, দার্শনিক ও ন্যায়ানুগত আশ্রম, বর্ণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া, তত্ত্ব, মুক্তি ও ঈশ্বরমীমাংসা বিষয়ক যতগুলি মত আছে, শরশয্যাশয়ান কুরুপ্রবর মহাবীর ভীষ্ম তাহার প্রত্যেকের অবিচ্ছেদসমালোচনান্তে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ধার করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তিবিষয়ক মহার্হ মন্ত্রণা প্রদান করেন। ফলতঃ মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম পরিণামদর্শী মুমুক্ষু মহাত্মাদিগের প্রধান উপজীব্য ও অনন্য অবলম্বনস্বরূপ।

মোক্ষধর্ম্মে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যতগুলি প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ক বৈদিক মতের মীমাংসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সুতরাং যদি কাহারো জগদীশ্বরে বিদিত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি পরলোক ও পরিণামের তত্ত্বজ্ঞ হইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে এই মহাভারতেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আমার বিজ্ঞবর সহযোগী ৺ কাশীরাম দাস দেব তাঁহার প্রণীত মহাভারতে রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে মোক্ষধর্ম্মবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও মূলসঙ্গত নহে। উল্লিখিত প্রস্তাবের অনেকাংশ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ও কতক ভাগ সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জনার্থ হরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, তন্নিবন্ধন মোক্ষধর্ম্মেও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে অদ্যাপিও কতদূর অপরিচিত রহিয়াছেন, তাহা এই পর্ব্ব পাঠ করিলেই বিদিত হইতে সমর্থ হইবেন।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৭ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের সূচিপত্র

সূচিপত্র।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

চতুঃসপ্তত্যধিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি পরম পবিত্র রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। আশ্রম সমুদায়ে যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎ সমুদায়ের ফল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদায়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ। তপস্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। লোকে যে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে, তাহারে নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহলোকে মোক্ষ লাভার্থ যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধনক্ষয় অথবা স্ত্রী পুত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে কোন বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক শোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শম গুণাদি অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ সেনজিতের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ! তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কিয়দ্দিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে, তাহাদিগকেও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। ফলত কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

সেনজিৎ কহিলেন, ভগবন্! আপনি কি রূপ বুদ্ধি, তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিষাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদায় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্ম নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে। আমি আপনার আত্মারেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না। আবার সমুদায় জগৎকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এই নিমিত্তই আমার অন্তঃকরণে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্র মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ এক বার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথক্‌ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ এক বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এই রূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী

বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহারে সবিশেষ অবগত হইতে পার নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? বিষয় লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখ নাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে সুখ ভোগ করিতে পারিবে। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের ন্যায় অজ্ঞান সম্ভূত ক্লেশ সমুদায় তিলরাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল তুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসারমধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখ লাভ করিয়া থাকে। সুহৃদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না। বুদ্ধি ধন লাভের ও মূঢ়তা অর্থনাশের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্ সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলত দৈব যাহারে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী; অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনা মাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তি লাভ করিতে পারেন অথবা যাঁহারা নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলত সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি সুখ লাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎসর্য্য বিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কথ-

নই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন গর্ব্বিত মূর্খেরাই আক্রন্দয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কালহরণ করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিরেই আশ্রয় করে, অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ কি দুঃখ কি প্রিয় কি অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থ চিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে ঐ সমুদায় মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিত-দিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাসনিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন লোকে তাঁহারে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ বা আয়াসের কারণ হয় তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে। আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়-সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয় সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতেই বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয়সুখ বৈরাগ্য-জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি বলবান কি দুর্ব্বল সকলকেই পূর্ব্বজন্ম কৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। এই রূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সতত বিষয় সমুদায়ের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থকেন এবং কামকে ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয়বাসনা সমুদায় কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ-রূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তখনই তিনি আত্ম-জ্যোতি প্রভাবে স্বয়ং আত্মারে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই সময়ই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহারে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় সেই বিষয় তৃষ্ণারে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্ব্বে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্লেশের সময় যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তম কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্লেশের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, হায়! যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার

হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এতকাল কামাদি দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এক দিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজি আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞান স্তম্ভযুক্ত নবদ্বারসম্পন্ন গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে কখনই তাহারে কান্ত বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমারে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববল ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজি আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই। পিঙ্গলা এই রূপে আশার উচ্ছেদ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইল।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ সেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমুদায় ও অন্যান্য যুক্তিযুক্ত উপদেশ শ্রবণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সর্ব্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বরে অতিক্রান্ত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য কি রূপে শ্রেয়োলাভ করিবে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই স্থলে পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা সেই মোক্ষধর্ম্মার্থ কুশল লোকতত্ত্ববিশারদ মেধাবী পিতারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বরে ক্ষয় হইতেছে, ধীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন; আপনি তাহা যথার্থ রূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিবে এবং পরিশেষে বিধি পূর্ব্বক অগ্ন্যাধান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক মুনি হইবে।

পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক নিরন্তর অভিভূত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ বিষয়সমুদায় নিরন্তর গতায়াত করিতেছে, সুতরাং আপনি কি রূপে আমারে ঐ প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি আমারে কি নিমিত্ত এই রূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে? জীবলোক কোন্ বস্তু দ্বারা অভিভূত ও কোন্ বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কি রূপ অমোঘ বিষয় সকলই বা নিরন্তর গতায়াত করিতেছে?

পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিভূত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুক্ষয়কর রাত্রি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত ইহা অবগত হইতেছেন না। আমি যখন বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, রাত্রি সকল প্রতি নিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ু ক্ষয় করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমে

ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কিরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব। যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ু ক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায় সেই রূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্য কর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য; অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহপ্রভাবে পুত্র কলত্রাদির কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক উহাদিগকে ভরণ পোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদিপরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণীকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহারে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল কি বলবান্ কি শূর কি ভীরু কি মূর্খ কি পণ্ডিত মৃত্যু কাহারেই পরিত্যাগ করে না। হে তাত! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধনিমিত্তসমুৎপন্ন দুঃখ সমুদায় দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? জীব জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য। অরণ্য দেবতার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসারবন্ধনের রজ্জু। পুণ্যবান্ লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনাস্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্যআগমপরায়ণ হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে। মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহমধ্যে সঞ্চরণ

করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম ক্রোধ ও হিংসাশূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান এবং সমদুঃখসুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্‌যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্ট ফলোপধায়ক ক্ষত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধার সাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকীত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; অতএব বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমঅধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধনবান্ বা নির্দ্ধন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে শম্পাকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন হইল শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য দুঃখ নিবন্ধন অন্নবস্ত্রের ক্লেশে এবং স্বীয় পত্নীর কুৎসিত ব্যবহারে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে কহিয়াছিলেন যে, ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র বিবিধ সুখ দুঃখ মানবগণকে আশ্রয় করে। কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইবামাত্র উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে তাহারে আর আহ্লাদ বা কাতরতায় অভিভূত হইতে হয় না। তুমি সেই কামবিহীন হইয়াও চিত্তসংযমে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া মোক্ষধর্ম্মের অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইতেছ না। ধনদারাদি সমুদায় ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত পর্য্যটন করিলে অনায়াসে সুখলাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাত্রোত্থান করে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সুখলাভের একমাত্র নিদান। কামাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষত ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজ্যেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন। আর অকিঞ্চন ব্যক্তি ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, অশুভ গ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বন

পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহু উপধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করে, দেবতারাও সতত তাহারে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধলোভের বশীভূত হইয়া বক্রভাবে দর্শন, মুখবিকার প্রদর্শন, ভ্রূকুটী বন্ধন, অধরোষ্ঠ দংশন ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পৃথিবী দানে উদ্যত হইলেও কেহই তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না। ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিরে মুগ্ধ করিয়া সমীরণ সঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন আমি কেবল মনুষ্য নহি, রূপবান্, ধনবান্, ও সৎকুলোদ্ভব এই বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমান নিবন্ধন চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়। তখন ব্যাধ যেমন শরনিকরে মৃগকে আহত করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত পরস্বাপহারী দস্যুরে রাজদণ্ড দ্বারা তাড়িত করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণ প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ ক্লেশও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনিত্য পুত্রাদি কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংসার ধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি সহকারে সেই সমুদায় দুঃখের প্রতীকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন এবং সদ্গতি বা সুখলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই; অতএব আপনি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হউন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে হস্তিনা নগরে মহাত্মা শম্পাক আমার নিকট এই রূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; অতএব সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি কেহ কৃষি, বাণিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া ধনলাভ করিতে না পারিয়া ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনাস্থা, সত্য বাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হন। পণ্ডিতেরা ঐ পাঁচটীরেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই। মহাত্মা মঙ্কি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মা বারংবার ধনলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ ধন দ্বারা দুইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন। ঐ বৎসদ্বয় মঙ্কির আবাসে অতিযত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত। একদা হতভাগ্য মঙ্কি উহাদিগকে ভূমিকর্ষণে শিক্ষিত করিবার অভিলাষে যুগকাষ্ঠে সম্যক্ রূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছেন এমন সময় উহারা পথিমধ্যে এক উষ্ট্রকে শয়ান দেখিয়া সহসা বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক মহাবেগে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে যাহার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে

লাগিল। তখন মঙ্কি সেই বৎসদ্বয়কে পরম শত্রু উষ্ট্র কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিলেন, যে অর্থ দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি বিশেষ রূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে না। আমি নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎসদ্বয় ক্রয় করিয়া ধনলাভের বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে এ বিষয়েও এই দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। আমার এই প্রিয় বৎসদ্বয় উৎপথগামী উষ্ট্রের গমনদোষে বারংবার উৎক্ষিপ্ত মণিদ্বয়ের ন্যায় লম্বমান হইতেছে। এক্ষণে দৈব ব্যতীত এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে পৌরুষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে উহা যে দৈবায়ত্ত তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে। যাহা হউক সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্য সম্পন্ন ব্যক্তি এককালে অর্থ সাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। মহাত্মা শুকদেব সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটী অতি উত্তম কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদায় অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন আর যিনি সমুদায় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়। পূর্ব্বে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ় তাহাদিগেরই শরীর ও জীবন রক্ষায় মহাযত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব হে অর্থকামুক মন! তুমি আশা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন কর। পূর্ব্বে তুমি বারংবার আশা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ, তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই। এক্ষণে যদি তোমার আমারে বিনাশ না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আর আমারে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না। তুমি বারংবার ধনসঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে পার নাই, তথাপি তোমার ধনাশা নিবৃত্ত হইতেছে না। আর কবে উহা তিরোহিত হইবে? হায়! আমার কি মূর্খতা! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। কি পূর্ব্বে কি এক্ষণে কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে সমর্থ হয় নাই। অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমুদায় পরিত্যাগ করাতে আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

হে বাসনা! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত সুকঠিন। নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টাপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? আমি তোমারে এবং তোমার প্রিয়বস্তু সকল বিলক্ষণ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া পরমাত্মা হইতে পরম সুখ লাভ করিব। তুমি সঙ্কল্প হইতেই সম্ভূত হইয়া থাক; অতএব আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই তুমি সমূলে উন্মূলিত হইবে। অর্থস্পৃহা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ

হইয়া উঠে। ফলত অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও অর্থ লাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোন ক্রমে অর্থ লাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তি লাভ হয় না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার বিনাশের মূল; অতএব হে বাসনা! তুমি আমারে পরিত্যাগ কর। যে পঞ্চ ভূত আমার দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিয়া সুখে বাস করুক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত। অতএব তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতঃপর আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রতা আশ্রয় করিব। আমি হৃদ্পদ্মে সর্ব্বভূত ও আত্মারে অবলোকন পূর্ব্বক যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদি জ্ঞানে একাগ্রতা ও ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিরুপদ্রবে পরম সুখে এই জগতে বিহার করিব। বাসনা! আর তুমি আমারে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদায়ই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব আমি অবশ্যই তোমারে পরিত্যাগ করিব। ধনের অনেক দোষ। মনুষ্যের ধন ক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিরে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান করে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখজালে জড়িত। যাহার ধন থাকে, দস্যুগণ তাহারে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক উদ্বেজিত করে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহু কালের পর জানিলাম যে, অর্থলালসা অতিশয় ক্লেশকর। অতএব হে বাসনা! তুমি আর আমারে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিও না। তুমি অনলের ন্যায় শরীর দগ্ধ করিয়া থাক; তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও দুরাকাঙ্ক্ষ; তোমার যখন যাহাতে অভিরুচি হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে আমারে অনুরোধ কর। কোন বস্তু সুলভ আর কোন বস্তু দুর্লভ তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় তোমারে কোন রূপেই পরিপূর্ণ করা যায় না। তুমি পুনরায় আমারে দুঃখে পাতিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আজি অবধি আমি এককালে তোমার সহবাসে বিরত হইলাম। আজি দ্রব্যনাশ নিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে আমি সহসা সমুদায় ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আর তোমারে চরিতার্থ করিব না। ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান বশত তোমার প্রীতিসাধন করিতে গিয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ধননাশ নিবন্ধন বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তোমারে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম সুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষ পূর্ব্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরম শত্রু; সুতরাং আর তোমারে চরিতার্থ করিব না, এক্ষণে বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা ও দয়া আমারে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমারে পরিত্যাগ

করিয়া দূরে পলায়ন করুক। আমি এখন লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হইয়াছি; আর লোভের বশীভূত হইয়া অজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় দুঃখ ভোগ করিব না। যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে সুখলাভ হয়। কামাধীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দুঃখই ভোগ করে। রজোগুণ প্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধ বশত দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হ্রদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যথার্থ সুখানুভব করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সমুদায় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভীষণ শত্রুর ন্যায় কামকে বিনাশ পূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মরূপ সুখময় পুরে প্রবেশ করিয়া নরপতির ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা মঙ্কি এই রূপে গোবৎস নাশ জনিত বৈরাগ্য প্রভাবে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দরূপ উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে শান্তগুণাবলম্বী বিদেহাধিপতি জনকও এই উপলক্ষে কহিয়াছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যাহার পর নাই অকিঞ্চন; এই মিথিলা নগরী সমুদায় ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধ্যের যে এক উপদেশ বাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা নরপতি যযাতি শান্তগুণান্বিত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বোধ্য কহিলেন, মহারাজ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি, কিন্তু কাহারেও উপদেশ প্রদান করি না। যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিবেচনা করুন। পিঙ্গলা, একটী ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, এক জন শরনির্ম্মাতা ও এক কুমারী এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আশারে বিনাশ করিতে পারিলেই পরম সুখলাভ হয়। পিঙ্গলা আশারে পরাস্ত করিয়াই পরম সুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিল। স্বয়ং গৃহনির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। দেখ, সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে অবস্থান করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন করত নিরুপদ্রবে পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এক শরনির্ম্মাতা শর নির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সম্মুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্ন ভাবে কতগুলি অতিথিরে ভোজন করাইবার বাসনায় উদূখলমূষল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সমুদায় বারংবার শব্দায়মান হইতে

লাগিল। তখন সে অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহাকলহ উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শঙ্খ চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কিরূপ চরিত্র আশ্রয় করিলে শোকশূন্য হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারে এবং কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আজগর প্রহ্লাদ সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিত্তে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বিষয়বাসনা শূন্য, নিরহঙ্কার, পরম দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্যোগী, অসূয়াবিহীন, সত্যপরায়ণ, প্রতিভাসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আপনার বিষয় লাভের প্রার্থনা নাই। ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাদরও করেন না। প্রজা সকল বিষয় স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু আপনি বিমনস্ক হইয়া নিত্য পরিতৃপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থ কামেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। ঐ ত্রিবর্গ সাধনে আপনার কিছুমাত্র অধ্যবসায় নাই। আপনি রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সাক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন সেই লোকধর্ম্ম বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিলেন, দানবরাজ! সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সমুদায়ের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইতেছে, এই কারণে আমি হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রবৃত্তি সমুদায় স্বভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজা সকলের অন্য আশ্রয় নাই, এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগ সকল বিয়োগের বশীভূত এবং সঞ্চয় সমুদায় বিনাশের অধীন; এই নিমিত্ত আমি কোন বস্তুলাভেই মনোনিবেশ করি না। গুণযুক্ত ভূত সমুদায় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই লিপ্ত হয় না। সাগরগর্ভে কি মহৎ ও কি সূক্ষ্ম সকল জন্তুরই পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে; পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় বিনাশের বশীভূত এবং অন্তরীক্ষচর, দুর্ব্বল ও বলবান্ পক্ষিগণও মৃত্যুর আয়ত্ত। নভোমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এই রূপে সকল ভূত মৃত্যুর বশীভূত হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া থাকি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে প্রভূত ভোজ্যও ভোজন করি এবং কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বহু দিন অতিক্রম করিয়া থাকি। লোকে আমারে কখন সুস্বাদু প্রচুর ভোজ্য কখন বা অল্পমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে। কখন কখন আমারে অনাহারেও কাল যাপন করিতে হয়। আমি কখন তণ্ডুলকণা, কখন তিলকল্ক, কখন বা পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে কখন বা ভূতলে শয়ন করি; কোন দিবস

চীবর, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগে অনাস্থা প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্লভ তাহা লাভ করিতেও আমার অভিরুচি হয় না।

হে দানবরাজ! আমি পবিত্র ভাবে এই রূপ অবিনশ্বর মঙ্গলজনক শোকাপনোদক আজগর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ এই ব্রত অবলম্বন করিতে পারে না। ইহা ব্রহ্মলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কদাচ বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্ব্বাপর সমস্তই অবগত আছি এবং ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, ইহাতে পান ভোজনের নিয়ম নাই। এই ব্রতপরায়ণ হইয়া আমি বিলক্ষণ সুখ সম্ভোগ করিতেছি। দুরাত্মারা কখন ঐ সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। মূঢ় ব্যক্তিরা তৃষ্ণা প্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া থাকে। আমি তত্ত্বুদ্ধি দ্বারা ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগমের নিমিত্ত আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তিনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমুদায়ই বিধিনির্দ্দিষ্ট, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে আমি ভয়, অনুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় সমীপে সমুপস্থিত ফলভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সততই ধৈর্য্য সম্পন্ন ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থনির্ণয় করিয়া থাকি। শয়ন ভোজনাদি বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ব্রত নিয়ম পরায়ণ, শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্য ফল সঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাসনা আমার চিত্তকে পরিণামে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত তাহারে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া ঐ সমুদায় হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক এই আজগরব্রত অবলম্বন করিয়াছি। কবিগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনার ও অন্যের মত লইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। মূর্খ মনুষ্যেরা এই বিষয়ে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহাদের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া শাস্ত্রযুক্তির অনুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনসমাজে এই রূপে পরিভ্রমণ করিতেছি।

“ ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি আসক্তি শূন্য এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধ বর্জ্জিত হইয়া এই অজগরচরিতব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখভোগে সমর্থ হয়।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বান্ধব, কর্ম্ম, ধন ও প্রজ্ঞা এই সমুদায়ের মধ্যে মনুষ্য কাহারে আশ্রয় করিলে সুখী হইতে পারে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজ্ঞাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজ্ঞালাভের

তুল্য পরমলাভ কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। মহাত্মা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও মঙ্ক স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর একমাত্র প্রজ্ঞা প্রভাবেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। ফলত প্রজ্ঞার তুল্য পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ইন্দ্র ও কাশ্যপ সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ধনবান্ বৈশ্য গর্ব্বিত হইয়া এক কশ্যপকুলসম্ভূত তপোধনকে রথচক্রাঘাতে নিপীড়িত করিয়াছিল। ঋষিকুমার সেই আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং মনোমধ্যে যাহার পর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, ইহলোকে নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। অতএব আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

তপোধন মনে মনে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দুঃখ দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া শৃগালরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তপোধন! সমুদায় প্রাণীই মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ জাতি প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয়। তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষত শ্রোত্রিয়; অতএব কি নিমিত্ত এই সুদুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়া মূঢ়তা বশত মৃত্যু কামনা করিতেছ? ধনলাভ কেবল অহঙ্কারের হেতু। তুমি ধনলোভ নিবন্ধন কি নিমিত্ত স্বীয় মনুষ্যদেহ বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইতেছ? ইহলোকে যাঁহাদিগের হস্ত আছে, তাঁহারাই কৃতার্থ বলিয়া পরিগণিত হন। তোমার যেমন ধনলাভে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আমরাও তদ্রূপ হস্তলাভের নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকি। হস্তলাভের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আমরা পাণিবিহীন হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশমশকাদি দংশনপরায়ণ প্রাণিগণকে বিনাশ করিতে পারি না, কিন্তু যাঁহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলি সমন্বিত হস্তদ্বয় বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অঙ্গ হইতে কৃমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডূয়ন দ্বারা দংশননিরত প্রাণিগণকে বিনাশ, বর্ষা হিম ও রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও বাসস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহলোকে মানবগণ হস্তসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই গোপ্রভৃতি পশুগণ দ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং আত্ম সুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ উপায় দ্বারা উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ফলত যাহারা অজিহ্ব, অল্পবল ও হস্ত বিহীন তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তুমি যে আপনার সৌভাগ্য বলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছ এবং শৃগাল, কৃমি, মূষিক, সর্প বা মণ্ডূককুলে অথবা অন্য কোন পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ কর নাই এই লাভেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। এই দেখ, কৃমিগণ আমারে নিরন্তর দংশন করিতেছে, কিন্তু আমি হস্তাভাব নিবন্ধন উহাদিগকে গাত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যদি আমি এই যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমারে ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভয়েই আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি না। আমি যে পাপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ। ইহা অপেক্ষাও বহুতর অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্তপদাদির সদ্ভাব ও অসদ্ভাব নিবন্ধন এক জাতীয় প্রাণিগণকে অন্য জাতীয় প্রাণিগণ অপেক্ষা

সুখী লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশুপক্ষ্যাদি কাহারেও সম্পূর্ণ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যগণ প্রথমত আঢ্যতা লাভ করিয়া রাজ্য, রাজ্য লাভানন্তর দৈবত্ব ও দেবত্ব লাভের পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যদিও তুমি ধনবান্ হও, তথাপি ব্রাহ্মণত্ব প্রযুক্ত রাজ্যলাভে অসমর্থ হইবে। যদি কথঞ্চিৎ রাজ্য লাভ করিতে পার, তাহা হইলে দেবত্বলাভে অভিলাষ করিবে এবং দেবত্ব লাভ করিলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে; কিন্তু তুমি ধনাঢ্যই হও কিম্বা রাজত্ব, দেবত্ব বা ইন্দ্রত্ব লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে পারিবে না। প্রিয়লাভ দ্বারা মানবগণের কথনই তৃপ্তিলাভ হয় না। বিষয় লাভ হইলে তাহাদিগের বিষয়-তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া সমিধ্ সম্পন্ন হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। আর দেখ, তোমাতেই তোমার শোক হর্ষ ও সুখ দুঃখ সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে এ রূপ বিলাপ না করিয়া হর্ষ দ্বারা শোক মার্জ্জন করাই তোমার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বাসনা ও কার্য্য সমুদায়ের মূল স্বরূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে পঞ্জরবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় শরীরমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং যিনি কল্পিত দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় বাহু ছেদনজনিত দুঃখচিন্তার ন্যায় দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারে কদাপি ভীত হইতে হয় না। স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উৎভব হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধি প্রভাবে রসজ্ঞানবিহীন হইতে পারেন, কাম তাঁহারে কথনই আক্রমণ করিতে পারে না। এই পৃথিবীস্থ ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদায়ের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কথন ভোজন কর নাই, তাহার কি রূপ আস্বাদ, তাহা কথনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। দেখ, মদ্য ও লড্ডুকপক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই, কিন্তু ঐ উভয়ের যে কি রূপ আস্বাদ তাহা তুমি কথনই বুঝিতে পারিবে না; অতএব অপ্রাশন অসংস্পর্শ ও অদর্শন রূপ ব্রত অবলম্বন করাই পুরুষের শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই। আর দেখ, হস্ত সমন্বিত বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বারংবার বধবন্ধভয়ে ভীত হইয়াও হাস্য কৌতুক ও বিহারাদি দ্বারা কাল হরণ করিতেছে। অনেক বাহুবল সম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়াও ভবিতব্যতার অথণ্ডনীয়ত্ব প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচবৃত্তি অনুশীলন করিয়া থাকেন। চণ্ডালও মান প্রভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনারে নীচ জ্ঞান বা আত্ম পরিত্যাগের ইচ্ছা করে না। এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলহস্ত, পক্ষাহত, ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আপনারে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর। যদি তোমার দেহ ভয়শূন্য ও রোগবিহীন এবং অঙ্গ সমুদায় অবিকল হয়, তাহা হইলে তুমি কথনই জনসমাজে ধিক্কৃত বা জাতিভ্রংশকর অপবাদে আক্রান্ত হইবে না; অতএব এক্ষণে তুমি আত্ম পরিত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যদি তুমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার এই সমুদায় বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে অবশ্যই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফললাভে সমর্থ হইবে। এক্ষণে তুমি অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্যানুষ্ঠান, দান ও দমগুণ আশ্রয় কর। কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা করিও না। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত হইয়া যজন ও যাজন কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন,

তাঁহারা কখন শোক অথবা অশুভ চিন্তা করেন না। যাঁহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়াও যাহার পর নাই সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। আর যাহারা অসুর নক্ষত্রে কুতিথিতে অশুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফলবিহীন হইয়া পরিশেষে অসুরযোনিতে উৎপন্ন হইতে হয়। আমি পূর্ব্ব জন্মে বেদনিন্দক, পুরুষার্থ শূন্য, আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অনুরক্ত, কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক ও পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ছিলাম। বিচারস্থলে কটু বাক্য প্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতাম। সেই নিমিত্তই এক্ষণে আমারে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতে হইতেছে। অতঃপর যদি শত শত দিবারাত্রি অবসানেও আমার পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সতত সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, যজ্ঞদাননিরত ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিব। শৃগালরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে কশ্যপ সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুররাজের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা, প্রজ্ঞা ও শ্রেয়োলাভের হেতু কি না? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বুদ্ধি কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেই চিত্ত পাপকর্ম্মে নিরত হয় এবং পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থান করিতে হয়। পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে। আর দমগুণান্বিত শুভাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ও নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ব্যাল, কুঞ্জর, সর্প ও তস্কর পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আর যাঁহারা সাধু সহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথিপ্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের তুল্য পদবীতে পদার্পণ করেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধান্যমধ্যে পুলাক ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকে। ফলত সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয়। কাল জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ফল পুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথা সময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফলস্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। মানবগণ গর্ভশয্যায় শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলত মনুষ্য বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই অবস্থায় তদনুরূপ

ফল ভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায় কর্ত্তার সমীপেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোবনে বাস করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা পাপরাশি দূরীকৃত করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন আকাশ-মার্গে পক্ষিগণের এবং সলিলমধ্যে মৎস্য সমূহের গমনকালে পাদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও লক্ষিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে অন্যান্য বাগাড়ম্বর বা দোষ কীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মনুষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার হিতোপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ মহাত্মাতেই বা ইহা প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হইবে? ভূত সমুদায় কিরূপে সৃষ্ট হইল? কি প্রকারেই বা ইহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দেশ করা হইল?' প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে আর ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে তপোধন ভৃগু যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত মহর্ষি ভৃগুরে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি, ভূমি ও বায়ুসমাবৃত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে? কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হইবে? প্রাণী সকল কিরূপে সৃষ্ট হইল? কিরূপেই বা উহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দেশ করা হইল? জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে? ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমস্ত সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মসঙ্কাশ ভগবান্ ভৃগু মহাত্মা ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানস নামে এক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয়, পরম দেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু একটী তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র 'সোহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির, আকাশ

উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয় রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদায় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টিনির্ম্মাতার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মা ভূত সকলকে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। অপ্রশস্তমনা দুরাচারেরা তাঁহারে বিদিত হইতে পারে না। তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! আপনি নভোমণ্ডল, দিক্ সমুদায়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদায় পদার্থের পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! আকাশমণ্ডল অনন্ত, রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। উহাঁদিগের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজপুঞ্জ কলেবর দেবতা বাস করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি; ও দিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভুজঙ্গ লোক, ভুজঙ্গলোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে। অতএব দেবতারাও আকাশ, অগ্নি, বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না। বস্তুত অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদায় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ যে বিবিধ শাস্ত্র মধ্যে ত্রৈলোক্য ও মহাসাগরের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তারাদি রূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তি বিজৃম্ভিতমাত্র সন্দেহ নাই। যে বস্তুর চরম সীমা অদৃশ্য ও অগম্য কোন্ ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ ও দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত নামের অনুরূপ রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্য রূপ কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে। এই রূপে সেই মহাত্মা মানস পদ্ম হইতে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মময় প্রজাপতি ব্রহ্মারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মা পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পদ্ম তাঁহার অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; তবে আপনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মারে পূর্ব্বজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? এক্ষণে আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ইহা অপনোদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, উহার আসনবিধানার্থ পৃথিবী পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়। গগনস্পর্শী সুমেরু ঐ পদ্মের কর্ণিকা। জগৎপ্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কর্ণিকা মধ্যে বাস করিয়া লোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্

ব্রহ্মা সুমেরুতে অবস্থান করিয়া কিরূপে এই বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ কমলযোনি মানসিক কল্পনা প্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের রক্ষণার্থ প্রথমত সলিলের সৃষ্টি করেন। সলিল প্রজাগণের জীবন স্বরূপ। উহার প্রভাবেই জীবগণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহার অভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা দ্বারা এই বিশ্বসংসার সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ফলত পৃথিবী, পর্ব্বত ও মেঘ প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তিমান্ পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎ সমুদায়ই সলিল হইতে সম্ভূত।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! স্থূলাবয়ব সম্পন্ন জল, অগ্নি, বায়ু ও পৃথিবা কিরূপে সৃষ্ট হইল, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ভৃগু কহিলেন, দ্বিজবর! পূর্ব্বে ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও এই রূপ লোকসম্ভব বিষয়ে মহা সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সন্দেহ হওয়াতে তাঁহারা আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ করিয়া মৌনভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণগণ! পূর্ব্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের ন্যায় সলিল ও সলিল হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্রশূন্য পাত্র জল পূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিলযুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলরাশি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল। সেই সমুদ্রসমুত্থিত বায়ু অদ্যাপি আকাশমার্গে অবিশ্রামে সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর জল ও বায়ুর সংঘর্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ হুতাশন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমীরণসংযোগে জল ও আকাশকে একত্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উত্থিত হইবার সময় উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী নানাবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান। ইহাতে সমুদায় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কি? আর প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জরায়ুজ স্বেদজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটাই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! অপরিমেয় পদার্থই মহৎশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূতনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চ ভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই এই রূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণিগণের

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক, ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক, রসনা জলাত্মক, ত্বক্ বাতাত্মক ও চক্ষুঃ তেজোময়। ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবরদেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না। দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের শরীরেও রুধিরাদি দ্রবপদার্থ, অগ্নিরূপ তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই, তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদেরপত্র, ত্বক্, ফলও পুষ্প সমুদায় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি ? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদিগের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতা, সমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্তত গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখ দ্বারা উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায় তদ্রূপ পাদপগণ পবনসহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে। এই রূপে যখন উহাদিগকে সুখদুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত থাকাতেই তাহারা অঙ্গ সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণের শরীরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে ; তেজ অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু ও উষ্মা জঠরানল রূপে ; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে এবং জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিতরূপে এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান রূপে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণিগণের গমনাদিক্রিয়া সম্পাদন ও ব্যান উদ্যম সাধন, এবং অপান গুহ্য দেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে। আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। এই রূপে এই পঞ্চবিধ বায়ু দেহিগণের চেষ্টা সমধান করিয়া থাকে। ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ু দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। পৃথিবীর পাঁচ গুণ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও

শব্দ ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ নয় প্রকার, ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ। গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলের চারি গুণ রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে রসের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। রস ছয় প্রকার মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। রসগুণ জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তেজের তিন গুণ ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এক্ষণে তেজঃপ্রভাবে যে রূপ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রূপ ষোড়শ প্রকার। হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতিদারুণ। রূপ তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বায়ুর দুই গুণ, শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ একাদশ প্রকার। উষ্ণ, শীত, সুখকর, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশের এক মাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার ; ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও রথ প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমস্ত শব্দ শ্রবণ করা যায়, তৎসমুদায়ই আকাশ সম্ভূত ; এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতা বশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণিগণের শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলত জল, অগ্নি ও বায়ু ইহারা নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারা প্রাণিগণের শরীরের মূল।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ পূর্ব্বক কি রূপে প্রাণিগণের দেহে রহিয়াছে এবং বায়ুই বা ঐ রূপ শরীর লাভ করিয়া কি প্রকারে জীবগণের দেহের চেষ্টা সমাধান করিতেছে?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলবান্ অনিল প্রাণিগণের দেহে যে রূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণিগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীররক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিরে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহারে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বাস্তমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে অধ্যাত্মবিৎপণ্ডিতেরা তাহারে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও ঊর্দ্ধ্বগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্যদেশ

হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটি স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তভাগই গুহ্য। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক্ হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহচর্য্যে ঐ সমুদায় শিরা দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পক্বাশয়, ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদায় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগকূর্ম্মাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা শরীরমধ্যে ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ্‌ভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগীদিগের যোগসাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মারে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই রূপে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীরমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি প্রাণিগণ বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে এবং যদি জঠরানলই লোকের উষ্মভাব প্রকটন ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে ত প্রাণিগণের জীব নিতান্ত নিষ্ফল। প্রাণিগণ যে সময় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তখন ত তাহাদিগের শরীর হইতে জীব নির্গত হইতে দেখা যায় না; ঐ সময় তাহাদিগকে কেবল বায়ু ও উষ্মভাব বিহীন হইতেই দেখা যায়। যদি জীব বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহা বায়ুচক্রের ন্যায় বোধগম্য করা যাইত। বিশেষত যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ থাকিত, তাহা হইলে যৎকালে লোকের দেহ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন জীব নিশ্চয়ই পৃথগ্‌ভূত ও জ্ঞেয় হইত। আর যখন কূপমধ্যে প্রদত্ত জল ও হুতাশনে প্রদত্ত প্রদীপশিখার ন্যায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহারে ব্রহ্মাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক কলেবরে একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্যান্য ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়। অনাহারে সলিল ও অগ্নি, শ্বাস নিগ্রহে বায়ু, কোষ্ঠ নিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ব্রণাদি দ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে পৃথিব্যাদি একমাত্র পদার্থের ধ্বংসনিবন্ধন অন্যান্য পদার্থচতুষ্টয় পৃথগ্‌ভূত ও দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব কাহার অনুগমন, কি শ্রবণ ও কি রূপে বাক্য প্রয়োগ করে? আমি পরলোকে যাত্রা করিলে এই গাভী আমারে উদ্ধার করিবে এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কি রূপে তাহারে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গৃহীতা ও দাতা এই তিন জনকে ইহলোকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনরায় সমাগমের সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ভক্ষিত, শৈলাগ্র হইতে নিপতিত ও অগ্নিতে দগ্ধ মানবগণ কি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পারে? বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে যখন উহা পুনরায় প্ররোহিত হয় না, তখন মৃত ব্যক্তি কি রূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে? যাহা হউক, আমার বোধ হই-

তেছে যে, পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জন্তুগণ যে সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সন্তান সন্ততি হইতেই অপর অন্যান্য সন্ততির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যাহারা একবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্ম গ্রহণ করে না।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তরে গমন করে। কেবল শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। সমিধ সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরাস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! দাহ্য বস্তুর বিনাশে অগ্নিরও ত বিনাশ হইয়া থাকে। দাহ্য বস্তু না থাকিলেও যে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, তাহার প্রমাণ কি?

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দাহ্য বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। ঐ রূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময় জীব স্বরূপ। উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাসপবন রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহার নাশ হইলেই দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অনুগমন করে। আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকাও পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চ ভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! প্রাণিমাত্রেরই শরীরে যে অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি তাহা কীর্ত্তন করুন। পঞ্চজ্ঞানসমন্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা কি রূপে অবস্থান করিতেছে? এই মেদ, মাংস, শোণিত, স্নায়ু ও অস্থিসমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত জীবাত্মা নয়নগোচর হয় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক দেহের চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনার মতে জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনই শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে লোকের কখনই শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব যখন মনই শরীরের সমুদায় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য কি?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন পঞ্চ ভূত হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং উহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য্য সাধন করিতেছে।

সেই অন্তরাত্মাই রূপ, গন্ধ, আঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ও আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। উহারই সুখ দুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইলে দেহ আর কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নি স্বরূপ আত্মার বিয়োগনিবন্ধন লোকের রূপ, স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদায় জগৎ জলময়, জল জীবগণের মূর্ত্তি স্বরূপ। লোকবিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদায় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদায় জীবের হিতকারী, যোগাদি দ্বারা উহারে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সুখ দুঃখ ভোগের দ্বার। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরমাত্মা নির্গুণ, উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংশ্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশ নাই। যাহারা আত্মার ধ্বংস নিরূপণ করে, তাহারা মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

হে দ্বিজোত্তম! আত্মা এই রূপে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া গূঢ় ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগ সাধন ও অল্পাহার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। শরীরমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! সকল মনুষ্যেই ত সর্ব্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণ দ্বারা কখনই মনুষ্যগণের বর্ণভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সমুদায় লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে; অতএব গুণ দ্বারা কি রূপে বর্ণবিভাগ করা হইতে পারে?

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুত বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগতই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হ-

ইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এই রূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই লোভ বশত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিহীন স্বেচ্ছাচার পরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব মনে মনে প্রজাসৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কার সম্পন্ন স্বকার্য্য নিশ্চয়জ্ঞ প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলত আদিদেবের মানসী সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ! যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, ও অতিথি সৎকার এই ষট্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যাঁহারা শৌচাচার পরায়ণ নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হন। আর যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহারে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণের বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধলোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান। অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মারে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিধিপূর্ব্বক দান ও হোম করেন, তাঁহারেই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সমুদায় লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং

হিংসা ও অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হন। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোক জয়াভিলাষী মুনিদিগের পুত্রদারাদি পরিবার বর্গে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে। স্থূল পদার্থ সমুদায়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যোগীরা যোগ প্রভাবেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। অতএব সূক্ষ্মশরীরদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিরা অবিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মারে ব্রহ্মপদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্ব্বাণপদ লাভের নিদান। ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্য প্রভাবেই পরম সুখের আস্পদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণজাতির প্রধান লক্ষণ।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে তপোধন! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্য প্রজা সৃষ্টি ও প্রজা পালন করিয়া থাকে। লোক সমুদায় সত্য প্রভাবেই স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকারপ্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ, অপ্রকাশ, দুঃখ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, তাহাই দুঃখ। বিজ্ঞ লোকেরা এই জগতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখনিদানভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হন না। সতত দুঃখ বিমুক্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেই রূপ মনুষ্য অসত্যরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণবিশেষ। ধর্ম্মার্থই উহার মূল স্বরূপ। উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে, সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। দেখুন, মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আত্মার উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি কামজনিত সুখে কদাচ মনোনিবেশ করেন না। আর ভগবান্ উমাপতি রতিপতিরে সম্মুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং উহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অত-

এব আপনি যে কহিলেন, সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হইতেছে না। আর পুণ্য হইতে সুখ ও পাপ প্রভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাও কেবল লোকপ্রবাদমাত্র বোধ হইতেছে।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ! অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না। তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই। ফলত দেবলোকে প্রতিনিয়তই সুখই রহিয়াছে; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং এই সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবী স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজঃস্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রী পুরুষের সহযোগে শুক্র প্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! দান, ধর্ম্ম, আচার, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও হোমকার্য্যে কি ফলোদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! হোম দ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা শান্তিলাভ, দান দ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার; ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহর্ষে! কে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম্ম কয় প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গফলভোগে সমর্থ হন, আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিতান্ত মূঢ়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে মহর্ষিরা চারি আশ্রমের যে রূপ ধর্ম্ম নির্ণয় এবং তাঁহারা স্বয়ং যে রূপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রথমত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণের হিতসাধন ও ধর্ম্ম রক্ষণার্থ চারি আশ্রম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আশ্রমবাসীরা পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রত প্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির উপাসনা এবং নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থ গ্রহণ, তিন বার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি

প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাঁহারা গুরুর আরাধনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গফল প্রাপ্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণ সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য ফললাভে অভিলাষী হন, গৃহস্থাশ্রম তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি আকর হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়ন প্রভাব, যাজনাদি ক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদলব্ধ ধন দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই আশ্রম, সমুদায় আশ্রমের মূল। কি গুরুকুলনিবাসী কি পরিব্রাজক কি অন্যান্য ব্রতনিয়ম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সকলেরই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। উহাঁরা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থদর্শন প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। উহাঁদিগকে দর্শনমাত্র অসূয়াশূন্য চিত্তে গাত্রোত্থান, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্ট সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে আসন, শয়ন, আহার প্রদান ও পূজা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথিসৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাহারে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক ও শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিলোক এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতি সম্পাদন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, পরুষ বাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে। অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ সমুদায় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্যা স্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধ দ্রব্য সেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ, বিহার এবং চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ত্রিবর্গ সাধন এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনি সাধু জনোচিত গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া সতত কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঞ্ছ বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গলাভ দুর্ল্ভ হয় না।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে ভরদ্বাজ! বানপ্রস্থেরা স্বধর্ম্মানুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূল ও বন্য মাতঙ্গ সমাকীর্ণ অরণ্যে তপোনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ দর্শন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিরুচি থাকে না। উহাঁরা বন্য ফলমূল পত্র ও ওষধি পরিমিত রূপে ভোজন; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান; কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সমিৎ, কুশ ও কুসুম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সংমার্জ্জিত

না করিয়া কদাচ বিশ্রাম লাভ করেন না। অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে উহঁাদিগের ত্বক্ সমুদায় ভিন্ন এবং বিবিধ নিয়ম ও আহার সঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহারা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর। যিনি এই রূপ ব্রহ্মর্ষিবিহিত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় দোষ সমুদায় দগ্ধ ও দুর্জ্জয় লোক সমুদায় আপনার আয়ত্ত করিতে পারেন।

এক্ষণে পরিব্রাজকদিগের আচার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরিব্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়াথাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থকামে কদাচ আসক্ত হন না। কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদগণের কোন অপকার সাধন করেন না। তাঁহাদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহারা নিরন্তর পর্ব্বত, পুলিন, বৃক্ষমূল ও দেবগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রি ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহারা গ্রাম বা নগর মধ্যে গমন করিয়া কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার্থ কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, তাঁহার কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না। যিনি আপনাতে শারীর অগ্নি সমাহিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাতরূপ হবি প্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকদিগের লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি সংকল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনি ইন্ধনশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষের পর অন্য লোক বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা ত কাহার নয়নগোচর হয় না; অতএব ঐ লোক কি রূপ তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! উত্তর দিকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক সর্ব্বগুণান্বিত পরম পবিত্র প্রদেশে পাপবিহীন মঙ্গলজনক লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। লোভমোহবিবর্জ্জিত পাপহীন পবিত্রচিত্ত মানবগণ ঐ লোকে নিরুপদ্রবে কাল হরণ করেন। তথায় অকালমৃত্যু বা ব্যাধির নামগন্ধও নাই। এই সমস্ত গুণ থাকাতেই ঐ স্থান স্বর্গতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সকলেই পরদারগমনে বিরত, স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অনুরক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাঙ্মুখ ও বিস্ময়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তথায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় না এবং তথায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ব্ব অট্টালিকাবাসী ও সুবর্ণালঙ্কার বিভূষিত হইয়া বিবিধ পানীয় পান

ও ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতেছেন। কেহ কেহ ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যোগবল লাভ করিতেছেন। ফলত ঐ লোক এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্ এবং কেহ বা নির্ধন হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তিরা নিরন্তর শ্রম, ভয়, মোহ, ক্ষুধা ও অর্থলোভে একান্ত মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়িনী বিবিধ বার্ত্তা বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ উভয়বিধ বার্ত্তা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি কখনই পাপে লিপ্ত হন না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পরপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তপস্যা ক্ষয় হইয়া যায়। আর যিনি ঐ সকল কার্য্যে বিরত থাকেন, তাঁহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কর্ম্ম বিবিধপ্রকার। ইহার নাম কর্ম্মভূমি ; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল, আর যাহারা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হয়। পূর্ব্বে প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ইহলোকে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাঁহারা যোগে সমাদর ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভাগস্থিত পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে। আর যাহারা পুণ্যকার্য্যে বিরত হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তির্য্যগ্যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। লোভমোহসমন্বিত পরস্পর নিপীড়ননিরত পাপাত্মারাই উত্তরদিকস্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারংবার ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। যাঁহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিধানানুসারে গুরুশুশ্রূষা করেন, তাঁহারাই লোক সমুদায়ের গতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তখন প্রতাপান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ ভরদ্বাজ মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম ; অতঃপর তোমার যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহসপ্রিয় লোকেরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকেই আচারপূত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তিরা কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচারনিষ্ঠ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর আচমন করিয়া অবগাহন ও অবগাহনের পর তর্পণ করা বিধেয়। সর্ব্বদা সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রা-সুখ অনুভব করা উচিত নহে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সাবিত্রী উপাসনা করা আবশ্যক। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজন দ্রব্যের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। পদপ্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও রজনী-যোগে আদ্রপদে শয়ন করা উচিত নহে। দেবর্ষি নারদ এই সমুদায় আচারলক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন যজ্ঞশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য। কি অতিথি কি প্রেষ্যবর্গ কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিরূপিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফল লাভ হয়। হোমকালে হোমানুষ্ঠান এবং অন্য স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টকে জননীহৃদয়ের ন্যায় হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাশ্বত ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকামর্দ্দন, অগ্নি আহরণার্থ তৃণচ্ছেদন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখ দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিক কাল সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিরে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজনদিগকে আসন দান, অভিবাদন ও অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; উহা করিলে আয়ু, যশ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবস্ত্রা পরবনিতারে অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে। ঋতুকালীন স্ত্রীসংসর্গ ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে করাই কর্ত্তব্য। তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তু সমুদায়ের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তিরা গোপুচ্ছ সংস্পর্শ প্রভৃতি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই প্রশস্ত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেবালয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণের অভিবাদন করিলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্য বৃদ্ধি, কৃষীজীবীদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ্য দিব্য বস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যবস্তু প্রদানের সময় 'সম্পন্নং' পানীয় প্রদানের সময় 'তর্পণং' এবং পায়স, যবাগূ ও তিলোদন প্রদানের সময় 'সুশৃতং' বলিয়া জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। ব্যাধিত ব্যক্তিদিগের ক্ষৌরকার্য্য, ক্ষুতপরিত্যাগ, স্নান ও ভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারে। সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার

পুরীষ দর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্ত্রী লোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তুমি বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারা যায়। মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পরিশেষে সেই পাপগোপননিবন্ধনই তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোন ক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়, কিন্তু দেবতারা উহা অবশ্যই অবগত হন, পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না, কিন্তু রাহু যেমন সময়ক্রমে চন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাপও যথাসময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আশার অধীন হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সুকঠিন। কারণ মৃত্যু কাহারেও অপেক্ষা করে না। এই নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঐরূপ সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিয়মানুসারে একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের উৎপত্তির কারণ ও দেবতাদিগের অমৃতস্বরূপ। ধর্ম্মপ্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অধ্যাত্মযোগধর্ম্মের অনুষ্ঠান মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ যোগধর্ম্ম কিরূপ এবং এই স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমুদায় বিশ্বসংসার কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ও প্রলয়কালে কাহাতেই বা লীন হইবে? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রেয়স্কর সুখস্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্যগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার পরম প্রীতি ও সর্ব্বভূতহিতকর উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পাঁচ মহাভূত প্রবাবেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সকল মহাভূত সাগরতরঙ্গের ন্যায় বারংবার যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ সমুদায় বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বারংবার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। জগদীশ্বর সমুদায় প্রাণীর শরীরে পাঁচ মহাভূতকে পৃথক্ রূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানশূন্য না হইলে ঐ সকল ভূতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ বায়ুর; রূপ, চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস ক্লেদ ও জিহ্বা জলের এবং শ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর পৃথিবীর গুণ। এই রূপে এই পাঁচ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সকল

বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা প্রাণিগণের দেহের মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন। তিনিই এই সমুদায় পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে; অতএব মনুষ্যগণ সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরীক্ষা করিবে। বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিরে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে; অতএব বুদ্ধির প্রভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় প্রাণী বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধিহীন হইলেই বিলীন হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে প্রাণিগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল বুদ্ধির বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছে। বুদ্ধি প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ এবং কখন বা প্রীতি ও অনুতাপ এই উভয়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঊর্ম্মিমালাসমাকুল নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহারে তৎকালে নিশ্চয়ই মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই তাহারে পুনরায় সেই সুখদুঃখাদির অনুসরণ করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে যাথার্থ্য জ্ঞান ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদ প্রভৃতি সমুদায়ই এই তিন গুণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্ন সহকারে সমুদায় ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদাই প্রাণিগণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বজীবেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রভাবে সুখ ও রজোগুণ প্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হয়। তমোগুণ প্রভাবে সুখ দুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত। লোকের শরীরে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয় তাহারে সাত্ত্বিক ভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহারে রাজসিক ভাব কহে এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় করে, তাহারে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত; ভয়প্রযুক্ত দুঃখ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলত সত্ত্বগুণ হইতে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুপস্থিত হইয়া থাকে, যাঁহার চিত্ত দুর্লভ বস্তু লাভে আসক্ত, বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত, প্রার্থনানভিজ্ঞ ও নিয়মিত; তিনি উভয় লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে সূক্ষ্মস্বরূপ বুদ্ধি ও আত্মার ভেদের বিষয় অনুধাবন কর। বুদ্ধি গুণ সমুদায় সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মা ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। মশক ও উডুম্বর যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়াও এবং সলিল ও মৎস্য যেমন পরস্পর মিলিত থাকিয়াও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর একত্র হইলেও উহাদিগকে স্বভাবত স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণ সমুদায় আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আত্মা গুণ সমুদায়কে অনায়াসে অবগত হইতেছে। আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া উহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ ঘটছিদ্র দ্বারা স্বীয় তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া দেয়, তদ্রূপ পরমাত্মা চেষ্টাশূন্য আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি এবং আত্মা তৎসমুদায় দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই দুরপনেয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই। উহারা পরস্পর পরস্পারের আশ্রিতও নহে। বুদ্ধি মনকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু উহা অহঙ্কারাদি গুণ সমুদায়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিয়ন্তৃত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। মনুষ্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যাননিরত হইয়া আপনারে ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়াও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হন না। যে মহাত্মা এইরূপে সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন তিনি ঊর্ণনাভি যেমন সূত্র সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে তদ্রূপ অনায়াসে গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কেহ কেহ কহেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ সমুদায় এককালে বিনষ্ট হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, ঐ সমুদায় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জীবন্মুক্তদিগের গুণ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কহেন যে শ্রুতিতে ঐ সমুদায়ের বিনাশের কোন প্রমাণ নাই, কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে। অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার করা বিধেয় নহে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এই দুইটী মতের যাথার্থ্য অবধারণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান এবং বুদ্ধিভেদোৎপাদক সুদৃঢ় সংশয় সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিবেন ; কদাচ শোকাকুল হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। মলিনহৃদয় ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে অনায়াসে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর কেবল পরপার দর্শন করিলেই ফললাভ হয় না ; নৌকাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাননদী প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিলেই ফললাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাঁহাদিগের নির্ব্বিষয়ক অধ্যাত্ম জ্ঞান জন্মে, তাঁহারাই যথার্থ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন, প্রাণিগণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধি দ্বারা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনন্ত সুখ-

লাভ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়-শীল বলিয়া জ্ঞাত হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মারে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে; কেন না যাঁহারা সগুণ তাঁহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয় কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ তাঁহাদের কোন বিষয়েরই তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষ সমুদায় সংশোধিত হইয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা লোকের মোক্ষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ পরীক্ষক কামক্রোধাদি ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তিরে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিন্দাভাজন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিকৃষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। পাপাত্মারা পুত্রকলত্রাদি-বিরহে শোকাকুল হইয়া থাকে এবং বিবেকী লোকেরা পুত্রাদি নাশেও শোকাকুল হন না। অভিনিবেশ সহকারে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে মহর্ষিগণ যাহা সবিশেষ অবগত হইয়া শাশ্বত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই চতুর্ব্বিধ ধ্যানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী মহর্ষিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধ্যান সমাহিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। তাঁহারা ক্রোধলোভ প্রভৃতি দোষশূন্য, প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদি সহিষ্ণু, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া কলত্রাদি সংসর্গবিরহিত প্রতিপক্ষশূন্য মনঃপ্রসাদকর স্থানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর সহিত মনের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, ত্বক দ্বারা স্পর্শ, চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলতঃ তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয় সকল অনুভব করিতে তাঁহাদিগের আর অভিলাষ হয় না।

এই রূপে বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উহাদের সহিত উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে স্থিরীকৃত করিবেন। মন সর্ব্বদাই বিষয়সঞ্চারে ব্যাপৃত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বার স্বরূপ। অতএব মনকে সর্ব্বাগ্রে ধ্যানমার্গে অতিপ্রযত্নসহকারে সমাহিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবের ষষ্ঠঅঙ্গভূত মন এই রূপে নিরুদ্ধ হইলেও মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয় গ্রহণে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পত্রস্থ সলিল বিন্দু যেমন পত্রের মধ্যে থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপলভাব ধারণ করে। যদিও

মনকে ধ্যানপথে কিছুমাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীমার্গে প্রবেশ করিলে পুনরায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎসর বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যান প্রভাবে পুনরায় মনঃ সমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমত তাহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগীব্যক্তির যোগবিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। পাংশু, ভস্ম ও শুষ্ক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপ আর্দ্র হয় না। উহাতে যেমন অনেকক্ষণ জলসেক করিতে করিতে উহা ক্রমশ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামকে ক্রমশ বশীভূত করা আবশ্যক। এই রূপে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে ধ্যানপথে অবস্থাপন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে পরিণামে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণ রূপে শান্তিলাভ হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগ প্রভাবে যেরূপ সুখলাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষকার দ্বারা কদাচ সেরূপ সুখলাভে সমর্থ হন না। হে ধর্ম্মরাজ! মুনিগণ এই রূপে ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকথা সকল কীর্ত্তন করিলেন আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে আপনি উহা ভঞ্জন করুন। অধুনা আমি জাপকদিগের ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি। জাপকেরা কি ফল প্রাপ্ত হন এবং পরিণামে কোন লোকেই বা অবস্থান করেন। জপানুষ্ঠানের বিধিই বা কিরূপ। জাপক ব্যক্তিরে কি সাংখ্যমতাবলম্বী বা যোগকারী অথবা যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যয়? আপনি বিশেষরূপে এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ,যম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিব। মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মুনিগণ যে, সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপত্যাগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যে পর্য্যন্ত আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রণব জপ করিলে তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর আর জপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদিলাভের কামনা করিয়া জপানুষ্ঠান করেন তাঁহার চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্য ব্যবহার, অগ্নি পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ আহার, ধ্যান, তপোনুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া জপানুষ্ঠান করেন তাঁহাদের সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কুশের উপর উপবেশন, কুশ ধারণ, কুশ দ্বারা শিখা বন্ধন ও গাত্রসমা-

চ্ছাদন এবং বিষয় পরিত্যাগ ও আত্মাতে মনঃসমাধান করা উচিত। তাঁহারা বীতস্পৃহ হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন। সংহিতাবলে সমাধিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধচিত্ত, দান্ত, কামদ্বেষবিহীন এবং রাগ, মোহ ও দ্বন্দ্বপরিশূন্য ব্যক্তিরা কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হন না। তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বা কর্ম্ম জন্য কোন ফলভোগ করিতে হয় না। উহাঁরা অহঙ্কার বশত অর্থ গ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। নিয়ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন পূর্ব্বক ক্রমশ তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন তাঁহারা এককালে ব্রহ্মে লীন হন। যদি তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইতেও ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের একেবারে ব্রহ্মলোকে গমন হইয়া থাকে, আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য বিশুদ্ধ আত্মারে লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি জাপকদিগের যে গতি কীর্ত্তন করিলেন, ইহাভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য কোন গতি আছে কি না তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে জাপকগণ যে রূপে নিরয়গামী হন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে জাপক পূর্ব্বোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ জপপরায়ণ হন, যে জাপক শ্রদ্ধাবান, প্রীত ও হৃষ্ট না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কারনিরত ও পরাবমান পরায়ণ হন, এবং যে জাপক ফলভোগ লোলুপ হইয়া মোহিত চিত্তে জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জাপক অনিমাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হন, তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্যলাভরূপ নরক হইতে কদাপি নিষ্কৃতি নাই। যে জাপক বিষয়রাগে বিমোহিত হইয়া জপ করেন, তাঁহার যে যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে তৎসমুদায়ই লাভ হয়। যে জাপক দুর্ব্বুদ্ধি, জ্ঞানশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত হন, তাঁহারে চঞ্চল গতি লাভ করিতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে জপ করিতে না পারেন তাঁহাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইয়া অনুতাপ করিতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা ত স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্মভাব অবগত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি নিবন্ধন উক্তবিধ দোষ সকল পরিত্যাগ না করিয়া জপ করেন তাঁহাদিগকেই নরক প্রাপ্ত হইতে হয়।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা কিরূপ নরকে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মের

অংশসম্ভূত ও ধার্ম্মিক ; অতএব অবহিত হইয়া আমার ধর্ম্মমূল বাক্য শ্রবণ কর। দিব্য দেহসম্পন্ন মহামতি লোকপাল চতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং মরুৎ, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদায় দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও কাঞ্চনময় কমলসুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট ; সুতরাং ঐ সমুদায়কে নরক স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদায় হইতে পৃথগ্‌ভূত। উহা নাশভয়শূন্য, স্বভাবজ ক্লেশহীন, রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত, প্রিয় অপ্রিয় রহিত, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম্ম বায়ু ও অবিদ্যাপরিশূন্য, হেতু বর্জ্জিত, জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতৃভাববিহীন, দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ বিবর্জ্জিত, রূপাদি চতুর্ব্বিধ কারণ শূন্য এবং হর্ষ আনন্দ ও রোগ শোক বর্জ্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন। তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরমাত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট নরক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদ বাচ্য হইয়া থাকে।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে কাল, মৃত্যু, যম, ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইহাঁদিগের কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পরম ধার্ম্মিক, মহাযশস্বী, ষড়দর্শনবেত্তা, অশ্বত্থদণ্ডধারী, জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদে উহাঁর দৃঢ়তর ভক্তি জন্মিয়াছিল। উনি নিয়ত গায়ত্র্যাদি জপ করিয়া ব্রহ্মের আরাধনারূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেন। এই রূপ নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইলে একদা ভগবতী সাবিত্রীদেবী তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ব্রাহ্মণ বেদমাতারে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তৎকালে তাঁহারে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক জপই করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীদেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের জপ সমাধান হইলে তিনি অবনতমস্তকে দেবীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবতি! আজি আমার ভাগ্যক্রমে আপনি আমারে দর্শন প্রদান করিয়াছেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপানুষ্ঠানে নিরত থাকে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে তোমার কি ইষ্টসাধন করিতে হইবে বল। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পরিপূর্ণ করিব। সাবিত্রী এই কথা কহিলে ধর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমার জপানুষ্ঠান বাসনা ও সমাধি যেন অহরহ পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন সাবিত্রী সুমধুর বচনে তথাস্তু বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! তোমারে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সালোক্য লাভ করিতে

হইবে না। তুমি অনায়াসে অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হইবে। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে আমি উহা সম্পাদনে সবিশেষ যত্ন করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে জপানুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, তুমি তাহাদের কথায় ভীত হইও না।

ভগবতী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্যপ্রতিজ্ঞ ও রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া জপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা ধর্ম্ম পরম প্রীতমনে সেই ব্রাহ্মণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্ম; তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি জপানুষ্ঠানের যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি জপপ্রভাবে সমুদায় মর্ত্ত্য লোক ও দেব লোক পরাজয় করিয়াছ; অতএব এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর। তখন ব্রাহ্মন্ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার কোন্ লোক লাভ করিবারই ইচ্ছা নাই, আপনি পরম সুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই বিবিধ সুখদুঃখভোগভাজন কলেবর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী নহি।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! তোমার কলেবর পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি তনুত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ বা অন্য কোন অভিলষিত লোকে গমন কর।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাস করিবার বাসনা নাই। আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে তোমার শরীর ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রজোগুণবিহীন স্বর্গলোকে গমন করিয়া সুখী হও, তথায় গমন করিলে আর তোমারে শোকার্ত্ত হইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাভাগ! আমি জপানুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট আছি, আমার সনাতন লোক লাভে প্রয়োজন কি? আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতেও উৎসুক নহি।

ধর্ম্ম কহিলেন, মহাত্মন্! তোমার কিছুতেই দেহ পরিত্যাগে বাসনা হইতেছে না; কিন্তু ঐ দেখ যম, কাল ও মৃত্যু তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইহাঁরা তিন জনে সেই ব্রাহ্মণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন যম সেই দ্বিজবরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যম; আমি তোমারে কহিতেছি যে, তুমি তপস্যা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল লাভ করিবে। কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কাল। আমি কহিতেছি যে, তুমি আপনার জপানুষ্ঠানের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে। অচিরাৎ স্বর্গে গমন কর। এই তোমার স্বর্গারোহণের প্রকৃত সময়। মৃত্যু কহিলেন, দ্বিজবর! আমি মৃত্যু। আজি আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ইহলোক হইতে তোমারে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছি। যম, কাল ও মৃত্যু এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পাদ্য অর্ঘ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আমারে আপনাদিগের কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।

এই রূপে সেই ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের নিকট আগমন পূর্ব্বক তথায়

একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন এমন সময় মহারাজ ঈক্ষ্বাকু তীর্থপর্য্যটন প্রসঙ্গে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই প্রণাম ও পূজা করিয়া অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ রাজর্ষি ঈক্ষ্বাকুরে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে বলুন, আমি স্বীয় সামর্থ্যানুসারে আপনার কোন্ অভিলষিত কার্য্য সাধন করিব।

ঈক্ষ্বাকু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মহীপাল; আপনি ষট্ কর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনারে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার; কর্ম্মনিরত ও কর্ম্মবিরত। ধর্ম্মও দ্বিবিধ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকেই গিয়া অর্থ দান করুন। আমি কখনই প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন, আমি তপঃপ্রভাবে তাহা প্রদান করিব। ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ক্ষত্রিয়, প্রার্থনা করা আমার অভ্যস্ত নহে। আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল আমার সহিত যুদ্ধ কর এই রূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছেন। আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেছি। এক্ষণে আমাদিগের আর কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই তথাচ আপনার যাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন।

তখন ভূপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বেই কহিয়াছেন যে, আমি স্বশক্ত্যনুসারে দান করিব। এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমারে আপনার জপক্রিয়ার ফল প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই এই বলিয়া আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন না। রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়েরাই বাহুবল সহকারে সংগ্রাম করেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা করেন না; উঁহারা কেবল বাক্যবাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বাক্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! সে যাহা হউক, আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। এক্ষণে আমি স্বশক্ত্যনুসারে অবিলম্বে আপনারে কি প্রদান করিব অনুজ্ঞা করুন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যদি নিতান্তই আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আপনি একাদিক্রমে দৈব শত বৎসর জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, আমারে তাহাই প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিত মনে তাহার অর্দ্ধেক ফল লাভ করুন। অথবা আপনার যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সম্পূর্ণই গ্রহণ করুন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমি যে ফল প্রা-

র্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি আমার জপের ফলপ্রাপ্তির বিষয় কিছুই জানি না। এই ধর্ম্ম, কাল ও যম তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আপনি জপের ফল নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক। আমি চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমার আর দ্বিরুক্তি করিতে বাসনা নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করাতে আমি আপনারে উহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক। আমি পূর্ব্বাবধি এ পর্য্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধি পূর্ব্বক জপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই নাই, তবে কি রূপে উহার ফল প্রাপ্তি বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইব? আপনি আমার নিকট জপানুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আপনারে ফল প্রদান করিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে কি রূপে তাহার অন্যথা হইতে পারে? অতএব আপনি স্থির চিত্তে সত্য প্রতিপালন করুন। যদি আপনি এক্ষণে আমার বচন রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনারে অসত্য নিবন্ধন নিশ্চয়ই ঘোরতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে। আপনার ও আমার মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। অতএব যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করাতে আমি আপনারে যাহা প্রদান করিয়াছি, আপনি অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিত্রাণ লাভ হয়, যজ্ঞ, দান ও নিয়ম দ্বারা সে রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ, ও অক্ষয় বেদস্বরূপ। বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরূক হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য প্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তপস্যা, ধর্ম্ম, দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্য্যা, ওঙ্কার, এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তান সন্ততি সমুদায়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যপ্রভাবে বায়ু গমনাগমন, সূর্য্য তাপ প্রদান এবং অগ্নি দাহকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। সত্য এবং ধর্ম্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়। ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী। সত্যবলে সমুদায় কার্য্যের উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছেন। এক্ষণে সত্য প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। জপের ফল প্রার্থনা করিয়া কি নিমিত্ত তাহা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি আপনি মদ্দত্ত জপফল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন এবং যিনি প্রার্থনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করেন, তাঁহারা উভয়েই মিথ্যাবাদী হন। এক্ষণে আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত হইতেছে না।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা, রক্ষিতা ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; ফলত যুদ্ধ, লোকরক্ষা ও দানই

ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; অতএব আমি কি রূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি গ্রহণ করুন বলিয়া পূর্ব্বে আপনারে অনুরোধ করি নাই; আপনার আবাসেও উপস্থিত হই নাই। আপনি স্বয়ং এই স্থানে আগমন ও আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করিতেছেন।

এই রূপে ব্রাহ্মণ ও ইক্ষ্বাকুরাজা পরস্পর ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত করিলে মহাত্মা ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আর বিবাদ করিও না। আমি স্বয়ং ধর্ম্ম এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দানের এবং রাজা সত্যের অখণ্ড ফলভাগী হউন।

ঐ সময় স্বর্গ মূর্ত্তিমান হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ভূপতিরে কহিলেন, হে ধার্ম্মিকদ্বয়! এই দেখ, আমি স্বয়ং স্বর্গ দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়াছি। অতঃপর আর তোমাদিগের বিবাদের আবশ্যকতা নাই, তোমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হও। তখন ভূপাল কহিলেন, স্বর্গ! আমি তোমারে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। যদি এই ব্রাহ্মণ তোমারে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইনি মদাচরিত পুণ্যের ফল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারে লাভ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি শৈশবাবস্থায় অজ্ঞান বশত প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি গায়ত্র্যাদি জপ পরায়ণ হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, অতএব আপনি কি নিমিত্ত আমারে স্বর্গলাভের প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন। আমি স্বয়ংই আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ করিব। আমি তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ও অপ্রতিগ্রহী। আপনার আচরিত পুণ্যের ফললাভ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন! যদি আপনি নিতান্তই আমারে আপনার জপানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন, তবে উহার অর্দ্ধ ফল প্রদান করিয়া আমার আচরিত ধর্ম্মের অর্দ্ধ ফল গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইব। ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও রাজবংশীয়েরা দাতা হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম যদি আপনার পরিজ্ঞাত থাকে, তবে আমার ধর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণ পূর্ব্বক আমার তুল্য ফলভাগী হওয়াই আপনার উচিত। আর যদি আপনি আমার তুল্য ফলভাগী হইতে বাসনা না করেন, তবে আমার ধর্ম্মের সমুদায় ফলই গ্রহণ করুন। ফলতঃ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে মদনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল গ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাঁহারা উভয়ে এই রূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময় দুইজন বিকৃতবেশ পুরুষ পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধাবলম্বন পূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ উভয় পুরুষের মধ্যে একের নাম বিরূপ ও অন্যের নাম বিকৃত। বিকৃত বিরূপকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! তুমি নিশ্চয়ই আমার নিকট ঋণী নহ। বিরূপ কহিল, হাঁ আমি তোমার নিকট ঋণী আছি। তখন বিকৃত কহিল, তবে তোমার সহিত আমার কলহ উপস্থিত হইল। এক্ষণে এস্থলে এই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা রাজা সমুপস্থিত আছেন, আমি ইহাঁর সমক্ষে সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার নিকট ঋণী নহ। বিরূপ কহিল তুমি মিথ্যা কহিতেছ, আমি তোমার নিকট ঋণী রহিয়াছি। এই রূপে তাহারা উভয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভূপতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল,

মহারাজ! এক্ষণে যাহাতে আমরা উভয়েই পাপদূষিত হইয়া না থাকি, আপনি এই রূপ উপায় বিধান করিয়া দিন। তখন বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমি বিকৃতের নিকট গোদানফল গ্রহণ করিয়া ঋণী হইয়াছি, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু উনি তাহা লইতে চান না। বিকৃত কহিল, মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী নহেন। এক্ষণে উনি আপনার নিকট সত্যের ভান করিয়া স্পষ্টই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। তখন নরপতি বিরূপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিরূপ! তুমি কি রূপে ইহার নিকট ঋণী হইয়াছ, অকপটে বল; আমি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠান করিব। বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমি বিকৃতের নিকট যে রূপে ঋণী রহিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিতমনে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই বিকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত কোন তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এক সুলক্ষণা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি ইহাঁর নিকট সেই ধেনুদানের ফল প্রার্থনা করাতে ইনি বিশুদ্ধচিত্তে আমারে তাহা প্রদান করেন। পরে আমি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দুইটি বহুদুগ্ধবতী সবৎসা কপিলা ক্রয় করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এক উঞ্ছবৃত্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে বিকৃতের নিকট যাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই প্রতিগ্রহের দ্বিগুণ ফল প্রদানে আমার অভিলাষ হইয়াছে। অতঃপর আমাদিগের মধ্যে কে দোষী আর কেই বা নির্দ্দোষী হইবে। আমরা এই কথা লইয়া বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাদিগের শান্তি স্থাপন করিয়া দিন। বিকৃত পূর্ব্বে যেরূপ দান করিয়াছেন, এক্ষণে তদনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন; অতএব আপনি স্থিরচিত্তে আমাদিগকে ধর্ম্মপথে সংস্থাপিত করুন।

ভূপতি কহিলেন, বিকৃত! বিরূপ তোমারে ঋণ প্রত্যর্পন করিতেছেন, তুমি কি নিমিত্ত উহা প্রতিগ্রহ করিতেছ না? এক্ষণে অবিলম্বে দানের অনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিকৃত কহিল, মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী রহিয়াছেন বলিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুত উনি আমার নিকট ঋণী নহেন; অতএব এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন।

রাজা কহিলেন, বিকৃত! বিরূপ তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু তুমি উহাঁর বাক্য স্বীকার করিতেছ না। এই বিষয়টি আমার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার মতে তোমারে সমুচিত দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

বিকৃত কহিল মহারাজ! আমি এক বার যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা পুনরায় কি রূপে প্রতিগ্রহ করিব। অতএব এই বিষয়ে আমার যেরূপ অপরাধ হয়, তদনুসারে দণ্ড বিধান করুন। বিরূপ কহিল, বিকৃত! আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছি, কিন্তু তুমি ঋণ গ্রহণে অভিলাষ করিতেছ না। এক্ষণে এই ধর্ম্মরক্ষক রাজা অবশ্য তোমার দণ্ডবিধান করিবেন। বিকৃত কহিল, বিরূপ! তুমি প্রার্থনা করাতে আমি তোমারে গোদানফল প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পুনরায় কিরূপে গ্রহণ করিব। অতএব আমি তোমারে অনুমতি করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর।

ঐ সময় সেই ব্রাহ্মণ ভূপতিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বিরূপ ও বিকৃতের বাদানুবাদ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনারে যাহা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। তখন ভূপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই দুই ব্যক্তির ন্যায় এই ব্রাহ্মণের কথাও নিতান্ত দুরবগাহ। ইনি যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যদি আমি ইহাঁর পুণ্য ফল গ্রহণ না করি, অবশ্যই আমারে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপাল মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বিকৃত ও বিরূপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা রাজনীত্যনুসারে কৃতকার্য্য হইয়া গমন কর। আমি রাজা বলিয়া তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং এক্ষণে রাজধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্ফল করা আমার বিধেয় নহে। শাস্ত্রে নির্ণীত আছে যে, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিতান্ত দুরবগাহ; আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি; এক্ষণে সেই ধর্ম্ম আমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে

তখন জাপক ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনি প্রার্থনা করাতে আমি আপনারে যাহা দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি রাজধর্ম্মানুসারে অচিরাৎ তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনারে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব।

ভূপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে ধর্ম্মানুসারে এই রূপ কার্য্য নিশ্চয় করিতে হয়, সেই রাজধর্ম্মকে ধিক্। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার তুল্যফলভাগী হইব বলিয়াই আপনার জপের ফল গ্রহণ করিব। আমি পূর্ব্বে আর কখন প্রতিগ্রহের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই, এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন অবিলম্বে তাহা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি সংহিতা জপ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ করুন।

তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমিও হস্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইব।

তাঁহারা উভয়ে এই রূপ আদান প্রদান করিতেছেন ইত্যবসরে বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই তোমারে ব্রাহ্মণের জপফল গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তোমরা উভয়েই তুল্যলোক লাভ কর। বিকৃত বস্তুত আমার নিকট ঋণী নহে; তোমার বোধসাধনের নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রত্যর্থিভাবে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই তোমারে বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বকর্ম্ম নির্জ্জিত লোকে স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের ফললাভ বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহারা যে মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থান সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা তোমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সংহিতাধ্যায়ী মহাত্মারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মারে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্য্যলোক লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি ঐ সমস্ত লোকে অনুরাগী হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারে বিমো-

হিত হইয়া ঐ সমুদায় লোকেরই গুণ সকল প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ লোকের পার্থিব শরীরের ন্যায় চন্দ্র বায়ু ও আকাশাত্মক শরীরেও অবস্থান করিয়া গুণ সমুদায় প্রকাশ করে। যদি জাপক ব্যক্তি ঐ সকল লোকে রাগবিহীন হইয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নিতান্ত যত্ন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয়। ফলত রাগবিহীন জাপক চেষ্টা করিলে অনায়াসে ক্রমে পরমেষ্ঠিভাব হইতে কৈবল্য লাভ করিয়া পরিশেষে জরাদুঃখবিহীন অক্ষয় ব্রহ্ম-লোক অধিকার পূর্ব্বক সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহাদি বর্জ্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অনুরাগের বশীভূত হইয়া চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে অভিলাষ না করেন তিনি অন্যান্য যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন তাঁহার তাহাই লাভ হয়। আর যিনি সমুদায় লোকই নরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁহার কোন বিষয়েই স্পৃহা না থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও নির্গুণ পুরুষে লীন হইয়া অলৌকিক সুখ সম্ভোগ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপ-কদিগের গতির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিরূপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিলেন; তৎকালে বিরূপের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারা কি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; আর ঐ সময় তাঁহাদের কিরূপ কথোপকথন হইয়া-ছিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া নরপতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহা-রাজ! আপনি আমার জপের ফলভাগী হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করুন এবং অনুমতি করুন আমি পুনরায় গিয়া জপকার্য্যে প্র-বৃত্ত হই। ইতি পূর্ব্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমারে উত্তরোত্তর তোমার জপা-নুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হউক এই বর প্রদান করিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যখন আপ-নার জপানুষ্ঠানে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, তখন আমারে জপের ফল প্রদান করাতে আপনার ফল হানি হয় নাই বরং দাননিব-ন্ধন উহার বৃদ্ধিই হইয়াছে। যাহা হউক, আসুন এক্ষণে আমরা উভয়ে তুল্য রূপে ফলভোগ করি।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি এই সকল মহাত্মার সমক্ষে বারং-বার আমারে আপনার তুল্য ফলভাগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইলাম। এক্ষণে আমাদের উভয়েরই সমান গতি হউক। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে ভগবান্ ত্রিদশা-ধিপতি ইন্দ্র তাঁহার ও নরপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবগণ ও লোকপালগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহূহূ, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাদিদেব মহাদেব, প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্রশিরা বিষ্ণু এবং সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুৎ, নদী, শৈল, সমুদ্র, তীর্থ, তপস্যা, যোগ, বিধি, বেদ, স্তোত্র ও মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন। অন্তরীক্ষে ভেরী তূরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

তখন স্বর্গ মূর্ত্তিমান হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষদ্বয়! তোমরা উভয়েই সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছ।

অনন্তর সেই জাপক ব্রাহ্মণ ও ভূপতি উভয়ে এককালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্রে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুকে হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃসমাধান করিলেন এবং পরিশেষে ঐ বায়ুদ্বয়কে উদরে সংস্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অস্পন্দশরীরে নির্নিমেষলোচনে মনের সহিত প্রাণ ও অপানকে ভ্রূমধ্যে নিহিত করিলেন। এই রূপে তাঁহারা চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদের চিত্ত মস্তকে নীত হইল। ঐ সময় এক দেদীপ্যমান জ্যোতি সেই মহাত্মা দ্বিজবরের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। তত্রত্য সকলেই ঐ তেজোরাশির স্তব আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই তেজ ক্রমশ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহারে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। ঐ সময় এক প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে কহিলেন যে, যোগীরা জাপকদিগের তুল্যফলই লাভ করিয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল যোগিগণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জাপকদিগের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে। এই বলিয়া সেই প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণের একাত্মতা সম্পাদন করিলেন। তখন দ্বিজবর অচিরাৎ ব্রহ্মের আস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় নরপতিও ব্রাহ্মণের ন্যায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুরে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি জাপকদিগের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদ্গতি লাভার্থ সকলে সমাগত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি ঐ রাজা ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপ ফলভাগী করিলেন। আজি আমরা যোগী ও জাপকের মহাফল দর্শন করিলাম। ইহাঁরা সমুদায় লোক অতিক্রম ও অভিলষিত লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। তখন ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! যাঁহারা মহাস্মৃতি বা মন্বাদি স্মৃতি পাঠ করেন এবং যাঁহারা যোগে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি চলিলাম; তোমরাও স্ব স্ব কার্য্য সাধনের নিমিত্ত যথাস্থানে প্রস্থান কর।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মহাত্মারা ধর্ম্মের পূজা করিয়া পরম প্রীতমনে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি জাপকদিগের যেরূপ ফললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয় তাহা ব্যক্ত কর।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞানযোগ, সমুদয় বেদ ও নিয়মের ফল কি? এবং জীবাত্মারেই বা কি রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপ-

লক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষিগণাগ্রগণ্য মহাত্মা বৃহস্পতি স্বীয় গুরু প্রজাপতি মনুরে নমস্কার করিয়া এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! জগতের কারণ কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? জ্ঞানের ফল কি? কোন্ বিষয় বেদবাক্য দ্বারাও অপ্রকাশিত রহিয়াছে? ত্রিবর্গশাস্ত্রবিশারদ বেদমন্ত্রজ্ঞ মানবগণ গোদান ও বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে সুখ লাভ করেন, তাহা কি প্রকার, কি রূপে উৎপন্ন হয় ও কোন্ স্থানেই বা অবস্থান করে? কোন্ মহাত্মা হইতে পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, বায়ু, আকাশ, জলচর, জল, স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমি পুরাণ পুরুষের বিষয় কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কি রূপে প্রবৃত্তি জন্মিবে? আমি ঋক্, সাম, যজু, ছন্দ, নক্ষত্রগতি, নিরুক্ত ও সকল্প ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আকাশাদি মহাভূতের কারণ কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিষয় এবং যে রূপে জীব এক দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

মনু কহিলেন, মহর্ষে! লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে ইহা দ্বারা আমার ইষ্ট লাভ হইবে অনিষ্ট হইবে না, বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান জন্মে সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা করে না। কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞান প্রভাবে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখার্থী হইয়া বিবিধ কর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকেই নিরয়গামী হইতে হয়।

বৃহস্পতি কহিলেন, ভগবন্! দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক সুখলাভ করাই সকলের উচিত। সুখ কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মই ত লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনু কহিলেন, মহর্ষে! লোকে প্রথমে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমপদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফল হয়, আর যাহারা মোক্ষলাভার্থে কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মন ও কর্ম্ম প্রজাগণের সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ স্বরূপ। কর্ম্ম প্রভাবে লোকের মোক্ষ ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ফলত মনে মনে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষ লাভের প্রধান হেতু। চক্ষু যেমন নিশাবসানে তিমিরনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেকগুণসম্পন্ন হইলেই অশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মানবগণ সর্প, কুশাগ্র ও কূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে তৎসমুদায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞান বশত ঐ সমুদায়ে নিপতিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর। বিধি পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত

যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক। এই নিমিত্ত কার্য্য-মূল মন্ত্রও তিন প্রকার এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে তাহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধজ্ঞানরূপ কর্ম্মফল সমুদায় কর্ম্মলভ্য স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানফল জীবদ্দশাতে লাভ করা যায়। দেহিগণ শরীর দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। শরীরই লোকের সুখ দুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও মন দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কখনই বাক্য মনের অগোচর পদার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। মৎস্য যেমন স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যের নিকট আগমন করিয়া থাকে। সকল লোক-কেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে যিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মন্ত্র ও শব্দ দ্বারা অপ্রকাশিত, তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর বিবিধ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াও প্রজাগণের নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অব্যক্ত, বর্ণহীন ও গুণাতীত। তাঁহারে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু, শূন্য বা মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কোন কালেই তাঁহার ধ্বংস নাই। জিতচিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারাই সেই অক্ষয় পদার্থ লাভ করিতে পারেন।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে! সেই অবিনাশী পুরুষ হই-তেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে জল, জল হইতে এই জগৎ এবং জগৎ হইতে জগ-তীস্থ সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীরীর পার্থিব শরীর সমুদায় চরমাবস্থায় প্রথমত সলিলে সলিল হইতে তেজে, তেজ হইতে পবনে ও পবন হইতে অন্তরীক্ষে গমন করে। তন্মধ্যে যাঁহারা অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় লীন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং তাঁহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু বা তীক্ষ্ণ নহেন। তিনি অম্ল, কষায়, মধুর, ও তিক্তত্বাদি গুণবিরহিত এবং শব্দ, গন্ধ বা রূপ সম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর ও স্বভাব শূন্য। ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণ গন্ধ, কর্ণ শব্দ ও চক্ষু রূপ অনুভব করিয়া থাকে। অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা ত্বকা-দি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি রস হইতে রসনারে, গন্ধ হইতে নাসিকারে, শব্দ হইতে কর্ণ দ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বক্‌কে ও রূপ হইতে চক্ষুরে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপনার স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ দুঃখ প্র-বৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য জীব ও ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। মন্ত্র দ্বারা উহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সেই স্বভাব একাকীই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমুদায়ই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মনুষ্যের

শরীরে একত্র বাস করিয়া থাকে, সেই রূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড়দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যেমন প্রদীপ্ত হইয়া অন্যের বিষয় বোধ করিয়া দেয়, সেই রূপ জ্ঞান লোকের ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বোধ সম্পাদন করিতেছে। অমাত্যগণ যেমন বিবিধ বিষয় রাজার গোচর করিয়া দেয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজার ন্যায় জ্ঞান সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যেমন হুতাশনের শিখা, সমীরণের বেগ, দিবাকরের করজাল ও নদীর জল বারংবার গমনাগমন করিতেছে, সেই রূপ দেহীদিগের দেহ একবার নষ্ট ও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতেছে। যেমন কোন ব্যাক্তি পরশু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূম বা বহ্নি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই রূপ লোকে উদর ও হস্তপাদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানময় আত্মারে নিরীক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই কাষ্ঠকে ভেদ করিয়া উপায় বিশেষ দ্বারা যেমন তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই নিরীক্ষিত হয়, সেই রূপ জীবাত্মা কৌশলক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মারে এক কালে দর্শন করিয়া থাকে। যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেই রূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহারে অভিন্ন বিবেচনা পূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্ম প্রভাবে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ও মৃত্যু প্রাপ্ত হন না। তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন। চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না; তাঁহার স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যেমন সমীপস্থিত অয়ঃপিণ্ডাদিতে প্রজ্বলিত অনলের সন্তাপজনিত রূপ নিরীক্ষিত হয়, সেই রূপ জড়দেহে পরমাত্মার চৈতন্য স্বরূপ রূপই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অন্য শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনারে সেই দেহের গুণে গুনবান্ জ্ঞান করে। দেহীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা সলিলের গুণ রসকে এবং ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদক শব্দাদি পাঁচ গুণ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ ভূতকে এবং আকাশাদি পঞ্চ ভূত শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আবার শব্দাদি পাঁচ গুণ, আকাশাদি পঞ্চ ভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। মনুষ্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলৌকা যেমন অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে, সেই রূপ তাহার মন বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির

হইলে তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যেমন পুস্তকস্থ অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্র প্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন দর্পণ প্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধি প্রভাবে উহাঁরে মহান্ বলিয়া বোধ ও উহাঁর দর্শনলাভ করা যাইতে পারে।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয় সংকৃত জীবচৈতন্য পূর্ব্বানুভূত বিষয় সমুদায় কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয় সমুদায় বিলীন হইলে স্বপ্নযোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব অনেক সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদায় সন্নিহিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন অতীত অনাগত প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষীরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণজনিত সুখদুঃখাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহারে উহা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু যেমন কাষ্ঠ সমুৎপন্ন হুতাশনে প্রবেশ করে, সেই রূপ আত্মা ইন্দ্রিয় সমুদায়ে প্রবিষ্ট হন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহারে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদিলাভের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক; বেদ ও আত্মবাক্য বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মারে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা সততই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেমন হিমালয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিতেও কেহ তাঁহারে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। লোকে যেমন চন্দ্রে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেই রূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মারে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তজ্জন্য বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। পণ্ডিতেরা যেমন রূপবান বৃক্ষের আদ্যন্তে অরূপত্ব বুঝিতে পারিয়া উহারে অরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান না হইলেও বুদ্ধি প্রভাবে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা আত্মা নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইলেও বুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং জ্ঞানস্বরূপ নিকটস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে অভিলাষ করেন। উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হয় না। দেখ, ধীবরেরা সূত্র দ্বারা মৎস্য ধারণ করিয়া থাকে; মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও গজ দ্বারা গজ ধৃত করা যায়, সেই রূপ জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ভুজঙ্গ যেমন স্বয়ংই তাহার চরণ নিরীক্ষণ করিতে পারে সেই রূপ জ্ঞানই দেহমধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধিদ্বারা পরম বোধ্যকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহারে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। চন্দ্র অমাবস্যাতে যেমন

স্থূল শরীর বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন না, সেই রূপ আত্মা মনুষ্যের কলেবরপরিভ্রষ্ট হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না। চন্দ্র যেমন স্থূল দেহ লাভ করিয়া পুনরায় বিরাজিত হন, সেই রূপ আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয়; উহা চন্দ্রের স্থূল দেহেরই গুণ; ঐ সমস্ত গুণ মনুষ্যের স্থূল দেহেই আরোপিত করা যায়, আত্মাতে কদাচ আরোপিত করা যাইতে পারে না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহারে সেই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহারে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রাহু যে চন্দ্রকে কি রূপে আক্রমণ ও কি রূপে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা যে কি রূপে লোকের দেহে প্রবেশ ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। রাহু যেমন চন্দ্রসূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মা শরীরকে আশ্রয় করিলেই অনুমিত হইয়া থাকে। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, সেই রূপ আত্মা দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহারে পরিত্যাগ করে না, সেই রূপ আত্মা শরীরনির্ম্মুক্ত হইলেও কর্ম্ম ফল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহাত্মন্! লোকের স্বপ্নাবস্থায় যেমন তাহার স্থূলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর উহা হইতে পৃথক্ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কর্ম্মশীল ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থূল শরীর ধরাসাৎ হয় ও লিঙ্গশরীর পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আর যেমন লোকে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্ভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। নির্ম্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেমন প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকুলিত হইলে তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান প্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, অবুদ্ধি প্রভাবে চিত্তদূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে। মোহান্ধব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কোন রূপেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠাননিবন্ধন বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পুনঃপুন জন্মপরিগ্রহ করে। পাপ সত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার শান্তি হয় না। যখন পাপের নাশ হয় তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিয়ত বিষয়সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইতে থাকে; কখনই মোক্ষ লাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তখন সুনির্ম্মল আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্ম সন্দর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়লিপ্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলেই সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন

হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই শব্দাদি বিষয় ও স্থূল কারণ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার পুর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদায় প্রতিসংহার করিয়া অস্ত গমন করেন, তদ্রূপ অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ হইতে অন্তরিত হন। মানবগণ বারংবার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয় বাসনা এককালে দুরীভুত হইয়া যায়। আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্মক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয় সংসর্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক মনের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও অনুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে। ঘটাদি স্থূল পদার্থ যেমন মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, তদ্রূপ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ অবগত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু সূক্ষ্মস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতেছেন।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে! শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না; অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধি। দুঃখচিন্তা করিলে কখনই দুঃখের উপশম হয় না, বরং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞাবলে মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বালকতা প্রকাশ পূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয় সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা করেন না। সাধারণদুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে; বরং যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে নিশ্চয়ই শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যিনি এককালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন। বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁহার জন্য কখনই শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যাহার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জ্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। মন জ্ঞানের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধি সংস্কার সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে বিরাজিত হইলেই, যোগ সমাধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। সলিল যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি

অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণগ্রামে প্রবাহিত হয়। যখন সেই বুদ্ধিতে নির্গুণ ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষখণ্ডস্থ স্বর্ণরেখার ন্যায় অসন্দিগ্ধ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মন কেবল ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক। উহা দ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্মলাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদায় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণ সমুদায় বিলুপ্ত হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূত সকল বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কার তত্ত্বে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন মনের সহিত উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যান প্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সত্ত্বাদি মূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ বস্তু লাভ করিতে পারে। অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শমদমাদিগুণ, বেদান্ত শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা সেই অতর্কনীয় আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মকে কি বাহ্য কি অন্তরে সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। হুতাশন যেমন অপ্রতিহত বেগে কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিও শব্দাদি বিষয়ের উপর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনা বিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। আর যখন বিষয়বাসনায় বিলিপ্ত হয়, তৎকালে ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুষুপ্তি কালে ইন্দ্রিয় সমুদায় যেমন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ অজ্ঞান বশত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। উহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় তাহারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে; আর যাহারা উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, রূপরসাদি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমুদায়ই বিনশ্বর পদার্থ। ঐ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে। তৎপরে ঐ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ঐ রূপ পদার্থ সমুদায়ের ধর্ম্ম প্রভাবে শ্রেয় ও অধর্ম্ম প্রভাবে অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মরণের পর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে এবং বীতস্পৃহ ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে! শব্দাদি পঞ্চগুণের সহিত পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরে সংযত করিতে পারিলেই আত্মারে মণি মধ্যে নিহিতসূত্রের ন্যায় দর্শন করিতে পারা যায়। আর সূত্র যেমন সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও মৃন্ময় বস্তুতে নিহিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে প্রাণি যে দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে সে সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুস্মরণ করে। জ্ঞান হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে অভিসন্ধি, অভিসন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল উৎপন্ন হয়।

এই নিমিত্ত ফল কর্ম্মসম্ভূত; কর্ম্ম বুদ্ধিসম্ভূত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত ও জ্ঞান আত্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কর্ম্মের ক্ষয় হইলে যে দিব্য জ্ঞান জন্মে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরম পদার্থকে দর্শন করিতে পারেন, বিষয়াসক্ত নির্ব্বোধেরা কখনই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সমধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মরূপী ভগবান্ অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ; সুতরাং উহা কদাচ তাঁহারে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই পরম ব্রহ্ম ও পরমপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহারে অবগত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ মুক্তিপদ লাভ করেন। নিবৃত্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে, সে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ঋক্ যজু ও সামবেদ লোকের লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমুদায় যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর; কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞানদেহে আবির্ভূত হয়। উহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই; সুতরাং উহা যত্নসাধ্য নহে। ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। সেই পরমপদার্থ অনাদিত্ব অনন্তত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপী ও শূন্যময় হইয়াছেন। শূন্যময়ত্ব প্রযুক্ত তাঁহারে দুঃখবিহীন ও মানাপমানাদিশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্যগণ অদৃষ্ট ও বিষয়লালসা প্রভাবে ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না। সিদ্ধ পুরুষেরা সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হন। বিষয়ার্থী ব্যক্তিদিগের বিষয় দর্শননিবন্ধন বিষয়ভোগলালসা উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহারা কোন রূপেই বিষয়াতীত পরম ব্রহ্ম লাভ করিতে বাঞ্ছা করে না। নিকৃষ্ট বাহ্য গুণাসক্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কি কখন যোগিগণের জ্ঞাতব্য পরম গুণ জ্ঞাত হইতে পারে? ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণসমূহ দ্বারাই পরম ব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা সূক্ষ্ম মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি। বাক্য দ্বারা কখনই উহা প্রকাশ করিতে পারি না। মন দ্বারা মনকে ও দর্শন দ্বারা দর্শনকে নিগৃহীত এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিরে সংশয়বিহীন, বুদ্ধিদ্বারা মনকে বিশুদ্ধ ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায়কে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানের পরিপাকনিবন্ধন যাঁহার বিষয়বাসনা তিরোহিত ও মন উন্নত হয় তিনি প্রার্থনাশূন্য নির্গুণ আত্মারে প্রাপ্ত হইতে পারেন। বায়ু যেমন কাষ্ঠান্তর্গত হুতাশনকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধ্যানবলে বিষয় সমুদায় আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ধ্যানকালে বিষয়সমুদায় আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হইলে বুদ্ধিকল্পিত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষয় সমুদায় আত্মাতে লীন করে সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মা অব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তকর্ম্মা। লোকের নিধনসময়ে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহি-

র্গত হয়। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ও সুখদুঃখ অবগত হইয়া ঐ কার্য্য ও সুখদুঃখ আত্মার বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু বস্তুত আত্মা কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা সুখদুঃখভাজন নহে। আত্মা মনুষ্যের দেহে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মনুষ্য পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার অন্ত হয়, তদ্রূপ আপাতত সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীয়মান হয় না বটে কিন্তু সুখদুঃখাদি যখন জন্য পদার্থ তখন অবশ্যই উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ু যেমন অর্ণবস্থ তৃণাদিরে প্রবাহ দ্বারা পর পারে লইয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম সংসারে লিপ্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয় ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা সঙ্কুচিত করে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরম ব্রহ্মে লীন হয়। ফলত যাঁহার জন্ম নাই, ধামও নাই; যিনি পুণ্যবান্‌দিগের পরম গতি, কার্য্যসমুদায় যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষস্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি, মধ্য ও অন্তবিহীন সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যিনি সকলের স্রষ্টা; যাঁহার স্রষ্টা কেহই নাই এবং যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, আমি সেই ভূতভাবন ভগবান নারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি বিশেষ রূপে তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান অসিতদেবল, মহাতপা বাল্মীকি ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ইহাঁরা নারায়ণের বিষয় অতি অদ্ভুত রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অনেক মহাত্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান নারায়ণ পুরুষপ্রধান ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণবেত্তা সাধুগণ ঐ মহাত্মার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিয়াগিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবান পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, তেজ ও জল এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়া পরে স্বয়ং সলিলোপরি শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে মনের সহিত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। সেই অহঙ্কারবলে জীবগণের সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভিদেশে ভাস্করপ্রতিম এক দিব্য পদ্ম সম্ভূত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র তাঁহার প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ ব্রহ্মার উৎপত্তির পর তমোগুণসম্পন্ন মধু নামে এক মহাসুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপকারার্থ ঐ বিকটবেশধারী রুদ্রকর্ম্মা মহাসুরকে নিপাতিত করিলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ তৎকালে সেই দুরাত্মা মহাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে উহাঁরে মধুসূদন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মধু দৈত্য নিহত হইলে পর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ, বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচি মুনির জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাযশস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটী কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে তাহাদের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্রসমুদায় সমুৎপন্ন হইল। ঐ দশ কন্যার জন্মের পর দক্ষের আর সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মিয়াছিল। ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবল পরাক্রান্ত দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রম প্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অবনতি হইতে লাগিল। দনু বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবগণকে ও দিতি মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ, পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ, মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদায় উৎপাদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন বিবেচনা করিয়া, দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে এক শত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে এক শত ক্ষত্রিয়, ঊরুদেশ হইতে এক শত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে চারি বর্ণের সৃষ্টিবিধান করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মারে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ, ভগবান্ বিরূপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপাত্মাদিগের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জলেশ্বর বরুণ দেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুদায় দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। ঐ সময় যাহার যত দিন জীবিত থাকিবার অভিলাষ হইত সে তত দিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত। কাহাকেও শমনের শাসনশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে হইত না। স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যকতা ছিল না। ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গ প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে লোকে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। দ্বাপরযুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সর্ব্বাধীশ্বর জগৎপতি নারায়ণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খল পাপাত্মাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসম্ভূত নরবর, অন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথসম্ভূত যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্ব্বরগণ নিয়ত পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করে। উহাদের ব্যবহার চাণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য। সত্যযুগে উহাদিগের নামগন্ধও ছিল না। ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হওয়াতে ভগবান্ ভূতভাবনের ইচ্ছানুসারে উহারা

সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে মহাত্মা বাসুদেব হইতেই সমুদায় সম্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন এবং তাঁহার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলত সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য নহেন, উহাঁর মহিমা অনির্ব্বচনীয়।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে যে যে মহাত্মা প্রজাপতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্রের উৎপত্তি হয়। পুরাণে এই সাত মহর্ষিরে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অতঃপর প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার উৎপত্তি হয়। সেই দশ জন প্রচেতার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ জনসমাজে ক নামেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মরীচিপুত্র কশ্যপ ও অরিষ্টনেমি নামে প্রথিত হন। অত্রির ঔরসপুত্র বীর্য্যবান্ সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার সন্তানগণ নিখিল ভুবনের উৎকর্ষসাধন করিয়া নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ শশবিন্দুর দশ সহস্র ভার্য্যা ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্র সংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই রূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রগণকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট যশস্বী প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাত্মা অষ্টম মার্ত্তণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যশস্বী অজৈকপাৎ অহি, ব্রধ, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ত্বষ্টার পুত্র। হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহাঁরাই অষ্টবসু বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুর অধিকারকালে ইহাঁরাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাঁদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। ঋভু ও মরুদ্গণ আদিদেবতা। এই সমস্ত দেবতা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। উহাঁদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, তপোনুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার কুলসম্ভূত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এই রূপে দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি কি স্বজাত কি অন্যসংসর্গজ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষীবান্ ও বল, ত্রিলোকপাবন সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইহাঁরা পূর্ব্ব দিকে; উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ, ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণ দিকে; উবঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই সমস্ত মহাত্মা পশ্চিম দিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচীককুমার জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি উত্তর দিকে অবস্থান করিতেছেন। এই আমি যে যে দিকে যে যে তিগ্মতেজা মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ভুবনভাবন মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষীভূত; ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিক্‌সমুদায়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হয় সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় গৃহে গমন করিতে পারে

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি অবিনাশী সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের অলৌকিক তেজ, পূর্ব্বাচরিত কার্য্য এবং তিনি কি নিমিত্তই বা তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি একদা মৃগয়ার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় অসংখ্য মুনিগণ নিষণ্ণ রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা মধুপর্ক দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলাম। সেই সময় মহর্ষি কশ্যপ আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে ক্রোধোদ্ধত লোভপরায়ণ বলমদমত্ত নরক প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবগণের সুখসমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেব ও দেবর্ষিগণ তাহাদিগের উপদ্রবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুস্থচিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন, যে বসুন্ধরা মহাবলপরাক্রান্ত ভীষণ অসুরগণের প্রভাবে ভারাক্রান্তা হইয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে রসাতলে গমন করিতেছেন। পৃথিবীর দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদের উপর যাহার পর নাই দৌরাত্ম্য করিতেছে, আমরা কি প্রকারে তাহাদের উপদ্রব সহ্য করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি এই বিপদ্ শান্তির উপায় অবধারণ করিয়াছি। অসুরগণ এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া পাতালতলে বাস করিতেছে। উহারা দেবদত্ত বর এবং বলবীর্য্য ও অহঙ্কার প্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া অব্যক্তদর্শন সুরগণের অবধ্য ভগবান্ বিষ্ণু যে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতঃপর সেই বরাহই মহাবেগে পাতালতলে গমন পূর্ব্বক ঐ দুরাত্মাদিগের বিনাশসাধন করিবেন। ভগবান্ কমলযোনি এই কথা কহিলে দেবগণ দুঃখের অবসান হইল মনে করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দানবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। দানবেরা সেই বরাহের অমানুষ বল অবলোকন পূর্ব্বক দ্রুত বেগে তাঁহারে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে লাগিল।

তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগবলে দৈত্যদানবগণকে ক্ষুভিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ ধ্বনি প্রভাবে তিন লোক ও দশ দিক্ অনুনাদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ সেই নিনাদে একান্ত ভীত ও বিষ্ণুতেজে বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভূতাধিপতি মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুর দ্বারা উহাদের মাংস মেদ ও অস্থিসকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঐ রূপে বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ নাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উঁহার নাম সনাতন হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ সেই বরাহের নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ও কি শব্দ হইতেছে? আর কোন ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে? আমরা কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না; ঐ নিনাদ দ্বারা সমস্ত জগৎ ভয়বিহ্বল হইয়াছে এবং সুর ও অসুরগণ বিমোহিত হইয়াছেন।

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহারে অবলোকন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দূর হইতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন, ঐ দেখ, মহাকায় মহাবল সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অসুরবিনাশরূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া আগমন করিতেছেন। তোমাদের আর কোন শঙ্কা নাই তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোক, সন্তাপও ভয় করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। ঐ বরাহরূপী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও ক্ষয়কারক কাল। উনি লোকসকলের রক্ষাবিধানার্থ ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল লোকই উঁহারে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের ঈশ্বর।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভের নিদান যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক মুক্তিবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। একদা এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গললাভার্থী হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণবন্দন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গুরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদন করুন। আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সকল লোকের শরীরনির্ম্মাণোপযোগী উপাদানসকল একরূপ হইলেও কি নিমিত্ত এক

জনের উন্নতি ও অন্যের অবনতি হইয়া থাকে। আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ যে বাক্য বিন্যস্ত আছে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

আচার্য্য কহিলেন, বৎস! যাহা বেদচতুষ্টয়েরও গুহ্য এবং সকল বিদ্যা ও সকল শাস্ত্রের সার, সেই অধ্যাত্মযোগ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বাসুদেব বিশ্বসংসার ও বেদের আদি। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা, যজ্ঞ ও ঋজুতাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে। তিনিই অব্যক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য বৈশ্যকে ও শূদ্র শূদ্রকে বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রৈলোক্য তাঁহাতেই চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লোকে তাঁহারেই অবিনাশী অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে। উনিই যুগপ্রারম্ভে বেদশাস্ত্র শাশ্বত লোকধর্ম্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন বসন্তাদি ঋতুকালে বৃক্ষসকল পর্য্যায়ক্রমে পুষ্পিত হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তৃত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগপ্রারম্ভে কালযোগে যে সমস্ত বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সেই বস্তুতেই লোকযাত্রাবিধানজ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভূর আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাস সকল তপোবলে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য জগতের হিতজনক নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র, কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা কর। দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহারে বিদিত ছিলেন। পরে নারায়ণ হইতে মহর্ষি ও সুরাসুরগণ এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিসকল সেই দুঃখনাশের ঔষধস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আলোচিত ভাবসমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটী দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। অনন্তত্বনিবন্ধন প্রকৃতির নাশ হইতেছে না। সূক্ষ্ম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটী পদার্থ সকলের মূল প্রকৃতি; জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি

বিষয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনই জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধ্যাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও মহদাদি ব্যক্ত পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয়। এই ষোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতাত্মক। ইহারা দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতেছে। রস সলিলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এই সত্ত্বাদি ভাব সমুদায় প্রকৃতির পরবর্ত্তী প্রবৃত্তিশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

মহান্ আত্মা নবদ্বারসম্পন্ন সত্ত্বাদি ভাবপরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত উহাঁকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি অজর ও অমর; তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং তিনিই সকল প্রাণির গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই হউন আর হীনই হউন সকল প্রাণিতেই জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তু সকল উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয় লাভের কারণ। কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শনলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাষিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মারে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। দেহের অনন্তত্ব নিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই রহিয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহসম্বন্ধ ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্ন যোগে যেমন তাহার আত্মা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র গমন করে তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্ম্মবলেই পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আবার স্বকর্ম্ম প্রভাবেই অন্য শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই আত্মা যে রূপে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে, তাহা পরে কীর্ত্তন করিতেছি।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মন অব্যক্ত, আত্মার স্বরূপ সুতরাং উহাও অব্যক্ত। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। অচেতন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যেমন দেহীর অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত কামাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও চিত্তানন্দ প্রভৃতি ভাবসমুদায় মিলিত হইয়া দেহান্তরে শরীরীরে আশ্রয় করে। পূর্ব্বে ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, মহাভূত, প্রাণ, এবং শান্তি ও কামাদি গুণসমুদায় কিছুই বিদ্যমান ছিল না। একমাত্র জীবেরই সত্তা ছিল। বস্তুত জীবের সহিত পৃথিব্যাদির কোন

সম্পর্ক নাই। আপাতত জীবের সহিত পৃথিব্যাদির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মায়াই তাহার কারণ। জীব সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য। উহা পূর্ব্বতন বাসনাপ্রভাবেই আপনারে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ বাসনাবশতই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মবশতই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই রূপে জীবের কর্ম্ম ও বাসনা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার জন্মমরণ প্রবাহরূপ চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর, জ্ঞানক্রিয়াদি উহার নেমি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা। তৈলিকেরা যেমন তিল নিপীড়ন করে, তদ্রূপ অজ্ঞানসম্ভূত সুখদুঃখভোগ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে। সকলেই ফললাভবাসনায় অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। বাসনাই কার্য্যকারণসংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য্য কারণকে বা কারণ কার্য্যকে কখনই অতিক্রম করে না। কাল কার্য্যসাধনের প্রধান হেতু। প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহারা পুরুষকে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্মসংযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে। ধূলি যেমন সমীরণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহপরিভ্রষ্ট হইবামাত্র রাজসিক ও তামসিক ভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও বিদ্যাবল সংযুক্ত হইয়া পরমাত্মারে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। আর বায়ু যেমন ধূলি সঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ আত্মা রাজসিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এই রূপে পণ্ডিতগণ বায়ুর সহিত ধূলির ন্যায় সত্ত্বাদিগুণের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্‌ভাব অবগত হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ ঋষি এই রূপে উহা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সুখদুঃখ পরিহারের উপায় পর্য্যালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ সকল যেমন অনলদগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ক্লেশসমুদায় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইলে আর জীবাত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয় করেন, তদ্রূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বিজ্ঞানতত্ত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। বেদোক্ত কার্য্যে অনুরক্ত বেদবিদ্ দুর্লভ পুরুষেরাই স্বীয় মহানুভাবতা নিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্মত্যাগ সাধু ব্যক্তিদিগের আচরিত বলিয়াই জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্ত্যাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারাই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহাভিমানসম্পন্ন ক্রোধলোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা রাজস ও তামস গুণে আক্রান্ত হইয়া সংসারে অনুরক্ত হয়; অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ কার্য্য দ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু কর্ম্মফলভূত স্বর্গাদি লাভের বাসনা কখনই করিবেন না। লোহমিশ্রিত সুবর্ণের ন্যায় রাগাদি দোষদূষিত বিজ্ঞান ভদ্রসমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ ও লোভের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে তাহারে নিশ্চয়ই বিপন্ন ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব রাগাধিক্যবশত শব্দাদিবিষয়ের অনুসরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি উহার অনুগমন করে তাহারে ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত

হইতে হয়। যখন সকল লোকের দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট, তখন অন্যকে স্তুতি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিষ্ফল। মূঢ়েরাই অজ্ঞানতানিবন্ধন স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে আসক্ত হয়। উহারা আপনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। মৃণ্ময় গৃহ যেমন মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত হয়, তদ্রূপ এই মৃণ্ময় দেহও মৃত্তিকার অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধান্য ও ফল মূলাদি সমুদায় দ্রব্য সলিল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা যেমন মিষ্টান্নাদি ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ গৃহীদিগেরও জীবনরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্ত্তব্য। উদারচিত্ত পুরুষেরা সত্যবাদিতা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা, বৈরাগ্য, অধ্যয়নাদি-জনিত তেজ, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মন ও তপস্যাপ্রভাবে বিষয়াত্মক ভাব-সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক শান্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিবেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব অনভিজ্ঞতাদোষেই সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণে মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করে। অতএব অজ্ঞান-সম্ভূত দোষসমুদায় সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদি-গুণত্রয় এবং ঈশ্বরসমন্বিত ত্রিভুবন ও কর্ম্ম সমুদায়ই অহঙ্কারকল্পিত। কাল যেমন যত্ন-শীল হইয়া ইহলোকে ঋতুসমুদায়ের গুণ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণিগণের কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়। অন্ধকারসদৃশ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই লোকের সুখদুঃখ নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ গুণত্রয় হইতে যে সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয় তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই সমুদায় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কি কি দোষ পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করেন। কোন্ কোন্ দোষ অপরিহার্য্য, কোন্ কোন্ দোষকে মোহ-বশত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় এবং পণ্ডিতেরা বুদ্ধি ও হেতু দ্বারা কোন্ কোন্ দোষের বলাবল বিবেচনা করেন। এই সমস্ত বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমার নিকট ঐ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দোষসমুদায়ের মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তি-লাভ করেন। লৌহময় কুঠার যেমন লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ধ্যানসংস্কৃতবুদ্ধি মহাত্মার রজো গুণসম্ভূত স্বাভাবিক দোষসমুদায়ের বিনাশসাধন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ, কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। অতএব আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের রজ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ সমধিক নির্ম্মল হইয়া উঠে। কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দুষ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু বস্তুত যজ্ঞাদি কার্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমগুণাদি রক্ষার নিদান। রজোগুণপ্রভাবে অধর্ম্ম, অর্থ ও

কামাত্মক কার্য্যসমুদায়ের ফললাভ হয়। হিংসাবিহারপরতন্ত্র, আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ নিষ্পাপ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রজোগুণপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণ প্রভাবেই ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি ব্যক্তিরাই সেই বিনাশবিহীন, হ্রাসশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মারে অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই মায়াবলে রূপাদি বাহ্য পদার্থে অভিভূত, জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিচেতন হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে কাম, লোভ ও মোহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। মনুষ্যেরা সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন বারংবার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্রশোণিতসম্ভূত পুরীষমূত্রক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও স্বীকার করে। স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্ম রূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীবসকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেমন স্বদেহজ ক্রিমিগণকে অনাত্মীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মদেহসম্ভূত পুত্রগণকেও অনাত্মীয়বোধে পরিত্যাগ করিবে। দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা ক্রিমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ক্রিমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন। সত্ত্বগুণ রজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়। উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সে কর্ম্মসম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে। তথায় বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগসহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমুদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগ নিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগ নিবন্ধন ঘ্রাণ, এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়। আর প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই রূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারে আদি মধ্য ও অন্তে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎ-

পন্ন এবং অভিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখনাশ হইয়া যায়। তৃষ্ণা-হীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয়সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহারে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞান সহকারে শমা-দিগুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতের আত্মভূত বেদ-শাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সতত পর-মার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় নিয়ত ক্লেশ ভোগ করে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধার্ম্মিক পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহা-দের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মা-আরা বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদায় সদ্গুণকে সকল ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদায় সদ্গুণ লাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্ম-স্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং রূপা-দির অনুভবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যক রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন তাঁহার ব্রহ্মলোক, ও যিনি মধ্যম রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্য লোক লাভ হয়। আর যিনি নিকৃষ্ট রূপে উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি বিদ্যা-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর। এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী লোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীরে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যদি কখন ঐ রূপ কামিনীদর্শনে তাঁহাদের মনেও অনুরাগসঞ্চার হয় তাহা হইলে তাঁহারা তিন দিন কৃচ্ছ্র ব্রত অবলম্বন ও সলিলপ্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্না-বস্থায় রেতঃপাত হয় তাহা হইলে জলমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞানযুক্ত মন দ্বারা অন্ত-র্গত রজোময় পাপকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ; রস সমুদায় শিরাজাল দ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদিবাহিনী দশটী নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়, অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটী নাড়ীরে আশ্রয় করিয়া শরীরমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সমুদায় যেমন যথাকালে সাগরকে

পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে ঐ শিরা তাহাদিগের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরা সমুদায় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজস গুণ বহন পূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থান দণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিষয়িনী বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সংকল্প এই তিনটী শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই নিমিত্ত উঁহার নাম ইন্দ্রিয়। যাঁহারা শুক্রের উদ্রেকই প্রাণিগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। বাহ্য প্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোকপ্রদ সুষুম্নানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় উপার্জ্জিত জ্ঞান বার্দ্ধক্যে জরাপ্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু বিপক্ববুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্য প্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহারাই পরম গতি লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান্দিগের উচিত। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগও করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যিনি অহিংসা, সত্য বাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন। অতএব অবহিতচিত্তে সমুদায় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলন প্রভাবে জ্ঞান প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম দর্শন ও

সদ্বাক্য প্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রূরতাপরিশূন্য পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক কার্য্য সমুদায় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধু বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। যাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে তিনি স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সমুদায় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণ প্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারে যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়। দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ সংসারভার বহন করিয়া থাকে। আর চৌরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্যসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিরে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সমুদায়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক গৌরবলাভ করা বিধেয় নহে। যোগতন্ত্র প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্ক যবচূর্ণ, শক্তু ও ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা বিধেয়। দেশ কালের গতি বিবেচনা পূর্ব্বক আহারনিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। যোগ কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধিবৃত্তির অনুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যত কাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মারে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, তত কাল তাঁহার কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না; আর যখন তাঁহার পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিশেষরূপ বিদিত হইতে সক্ষম হয়, তখন তাহার স্পৃহা এককালে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুরে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরম ব্রহ্মলাভে অধিকারী হয়।

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যিনি নিরন্তর নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বপ্নযোগে রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিস্পৃহ হইলেও যেন দেশ দেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধাননিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং

বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতা-নিবন্ধন আপনারে বিষয়ব্যাসক্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাস্য, স্বপ্ন সত্য কি অসত্য? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নভাব সংকল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সবিশেষ পোষকতা করেন। ইন্দ্রিয় সমুদায় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সংকল্পস্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না, তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সংকল্পমূলক; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতা-নিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতাবশত স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবণ করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মভূত সমুদায় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ তাহারে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রভাবে যে বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান দেহসমুদায় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্বরাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সংকল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নযোগে উহাদের অপ্রসন্নতাবশত মন তৎসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মারে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; আত্মজ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার সুপ্রসন্নতানিবন্ধন জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিক গুণ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগীর মন বিষয়ালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। আর যাঁহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাত্মা হইয়া পরমপবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অসুরগণ ঐ সমুদায়ের প্রতিবন্ধকীভূত দম্ভ দর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাদিগের একান্ত দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নাই। দেবতারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন এবং অসুরগণ রজ ও তমোগুণের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহারা তাঁহারে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হন। তিনি অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী! তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদ দ্বারা তাঁহারে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে অবগত হইতে সমর্থ হন।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সুষুপ্তি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ অবগত না হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে

সমর্থ হন না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, আত্মার ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্তভাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মফল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিষয়নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল। কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আর নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম সংসাধন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্লেশাদিশূন্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। উহঁাদের উভয়ের গুণের ইতর বিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন; তিনি প্রবৃত্তি ও মহদাদিপদার্থের দ্রষ্টা এবং ত্রিগুণবিরহিত। ঈশ্বর ও জীব চক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদিরহিত এবং পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। উহঁাদের এই ভেদ ঔপাধিক মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্ত্তা। উনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন উহঁারে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনারেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। যেমন উষ্ণীষধারী ব্যক্তি উষ্ণীষ হইতে পৃথক্ সেইরূপ মনুষ্য সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদায় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই আমি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর ও জীবের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। উহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা করিবেন, কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক নিষ্কাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। চৈতন্য প্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্যা দ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র তপঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান। রজ ও তমোগুণনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিত রূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব রাজসিক পাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীররক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্ত্তব্য। যোগযুক্ত মন দ্বারা ক্রমশ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কাশীবাস করিলে সদ্য সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূলশরীর বিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর ভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন

দেহ মুক্ত হইতে পারে তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়। বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিরে আত্মবোধ করিয়া থাকে তাহাদের বুদ্ধি মহদাদি পদার্থের ক্ষয় ও উদয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যে সমস্ত যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিরে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিরে দেহ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাঁদের মধ্যে অনেকে আগমানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরম স্থানে গমন পূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশপ্রভাবে যোগদ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরম পুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাঁদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিশেষণ সমুদায় অবগত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। স্থূলদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমত মর্ত্ত্য দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্রহ্মলাভজনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট লোক লাভে সমর্থ হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যুবিরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহারে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদায় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচি দ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণাদ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণা পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়। ভগবান্ নারায়ণ প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষিক ভোগাদি বাসনা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসংবলিত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মিথিলাধিপতি মহারাজ জনদেব নির-

ন্তর ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এক শত আচার্য্য তাঁহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে বিবিধ আশ্রমবাসীদিগের নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দেহনাশ ও জন্মান্তরলাভের উপদেশ বিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না।

একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবী পর্য্যটনক্রমে মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদায় সন্ন্যাসধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্দিগ্ধচিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্যগণমধ্যে শাশ্বত সুখ সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহারে দেখিলে বোধ হয় যেন সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহারে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদায় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্র বৎসর মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখ মহর্ষির কপিলাপুত্রত্ব লাভের বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র সমাসীন রহিয়াছেন, ইত্যবসরে সেই অসন্দিগ্ধচিত্ত বিষ্ণুপদপ্রাপক-যজ্ঞপরায়ণ, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ, শমাদিপঞ্চগুণান্বিত, পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা আসুরি সমাসীন ছিলেন। তিনিই তৎকালে পঞ্চশিখকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও শরীরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী উহাঁর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয়শিষ্য পঞ্চশিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তন্য পান করিতেন; তন্নিবন্ধন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্ব লাভ হইয়াছিল।

এই আমি তোমার নিকট পঞ্চশিখের কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ কাপিলেয় মিথিলাধিপতিরে সমুদায় আচার্য্যের প্রতি সমান অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনদেব তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন কাপিলেয় ধর্ম্মানুসারে সেই প্রণত ও ধারণসমর্থ মিথিলাধিপতিরে সাংখ্যমতানুসারে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমত জন্মদুঃখ, পরে কর্ম্মদুঃখ ও তৎপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায়ের দুঃখ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে যাহার প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিশ্বসনীয় অবশ্যবিনাশী ক্ষণভঙ্গুর মোহের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকপ্রসিদ্ধ আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেদপ্রমাণনিবন্ধন দেহনাশের পর আত্মত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দূষিত। আর যাহারা মোহবশত মৃত্যুরে আত্মার স্বরূপাভাব এবং দুঃখ, জরা ও রোগাদিপ্রভাববশত ইন্দ্রিয়নাশকে আত্মার আংশিকবিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয়। আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ শ্রুতি জনসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজার অজরতা ও অমরতা আশী-

র্ব্বাদের ন্যায় উপচারমাত্র। ইহা সত্য কি মিথ্যা এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও আগমের মূল কারণ, তদ্রূপ আবার উহাদিগের বাধক। প্রত্যক্ষপ্রমাণসত্ত্বে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না; এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলে অনুমান বা আগম দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। যে কোন স্থানে হউক না কেন কেবল অনুমান অবলম্বন করিয়া বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ফলত শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক নহে ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক ও রূপ রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথক্স্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্যনিচয় দুই তিন রাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতা শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হুতাশনসন্তপ্ত দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ, ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ইন্দ্রিয়সমুদায় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

এই মতও দূষিত। কারণ দেহনাশ হইলে চৈতন্যের অপগম হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতজ্বর নিবৃত্তির নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিরে অবশ্যই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূল হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়ত যদি আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্ব্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে যে সমুদায় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমুদায়কে জড় পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ যদি আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সমান হইতে পারে না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে, অবিদ্যা, কার্য্যলালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জ্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃষ্ণারূপ জল দ্বারা নিষিক্ত হইলেই লোকের পুনরায় জন্মপরিগ্রহ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত অবিদ্যাদি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়, আর যদি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ সমুদায় অবিদ্যাদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহনাশের পর আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নামই মোক্ষ।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লোকে মুমুক্ষু হইলে তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আ-লয়বিজ্ঞান হয়। অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাহ্যজ্ঞানের মুমুক্ষানিবন্ধন আ-লয়বিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নিতান্ত অসঙ্গত। এক ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অন্য ব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এক জন দান, বিদ্যোপার্জ্জন বা তপোনুষ্ঠান করিলে যদি অন্যে তাহার ফলভোগ করে, তাহা হইলেত ঐ সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত ব্যর্থ। আর যদি তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞান বিনাশের পর অন্য জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞানবিনাশের পর আর একটী জ্ঞানের উদয় হয়; এই রূপে ধারাবাহিকক্রমে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কে? জ্ঞান ক্ষণিক; সুতরাং পূর্ব্বক্ষণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না। যদি তাহারা বলেন যে পূর্ব্ব জ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ তাহা হইলে মূষল দ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত। বিশেষত জ্ঞানধারার আনন্ত্যনিবন্ধন ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ মোক্ষলাভও বারংবার আগত ও নিবৃত্ত হইত। কেহ কেহ বিজ্ঞানসমুদায়কে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও অসঙ্গত। কেন না তাহা হইলে গৃহের উপাদান সমুদায় যেমন ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহেরও নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু, শোণিত, মাংস ও অস্থি এ সমুদায়ই যেমন আনুপূর্ব্বিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশ নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যাইত। আত্মারে বুদ্ধ্যাদির আশ্রয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কেন না যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে দানাদি ক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মসুখজনক বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া যাইত।

হে মহারাজ! নানা লোকের মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ তর্কের উদয় হইয়া থাকে, এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোন ক্রমেই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। লোকমাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু মহামাত্র যেমন মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, তদ্রূপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে। মানবগণের মধ্যে যাহারা আপতত সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশে সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যাহারা দেহ অনিত্য এবং বন্ধু বান্ধব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। এই দেহ বিনশ্বর এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। যে ব্যক্তি এই

দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহারা কি কখন উহার রক্ষাবিধানে যত্ন হইয়া থাকে?

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি জনদেব মহর্ষি পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদশূন্য, অকপট, নির্ম্মল, ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে জীবের মরণানন্তর সংসার ও মোক্ষলাভের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! মোক্ষদশাতে যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশনিবন্ধন যমনিয়মাদি সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে কিম্বা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোক মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?

মহাত্মা পঞ্চশিখ জনদেব জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহারে অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ও আতুরের ন্যায় ভ্রান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিপ্রভৃতির নাশনিবন্ধন যে মোক্ষ হয় এরূপ নহে এবং ঐ সমুদায় থাকিলেও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মনপ্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একের নাশ হইলেই সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি ও পৃথিবী এই পঞ্চ ধাতু স্বভাবত মনুষ্যের দেহে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করে। ফলত মনুষ্যের শরীর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সমাহারমাত্র। মানবদেহে জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটীরে কর্ম্মসংগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তিনটী হইতেই ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা শক্তি, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও অন্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হয়। চিৎপ্রতিবিম্বসংযুক্ত, চেতনাবৃত্তি তিনপ্রকার। সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত ও সুখদুঃখবিরহিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড্গুণ দ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রদ সংন্যাস ও তত্ত্বার্থবিনিশ্চয়ের নিদান। পণ্ডিতেরা তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষলাভের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিরে ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় গুণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহারে অসম্যক্ দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়। আর যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

হে মহারাজ! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই মনের সন্দেহ দূর হয়। আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; উহা তোমার মোক্ষলাভোপযোগী হইবে। মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের কর্ম্মত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগপরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা দ্রব্যত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদিকার্য্য, ভোগত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের

নিমিত্ত তপস্যা ও সমুদায় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগের পথস্বরূপ যোগবিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে। আর প্রাণ এবং আকুঞ্চনাদি সম্পাদক হস্ত, গতিসম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ, মলত্যাগসম্পাদক পায়ু ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ বুদ্ধির সহিত মনকে পরিত্যাগ করিবে। যেমন শ্রবণজ্ঞানের কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটী কারণ, তদ্রূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিন তিন কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণ দ্বারাই শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমোভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে লোকের মনে অকস্মাৎ বা কোন কারণ বশত হর্ষ, সুখ ও শান্তিপ্রভৃতি আবির্ভূত হয়। রজোগুণপ্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হয় এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ভাব লোকের শরীর ও মনের প্রীতিকর হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ভাব; যে ভাব শরীর ও মনের অসন্তোষ জনক, তাহার নাম রাজসিক ভাব; আর যে ভাব দ্বারা লোকের মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম তামসিক ভাব। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব উপাদেয় ও অন্য ভাবদ্বয় হেয়। শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূতস্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়। সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার। শব্দবিজ্ঞান আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু যদি আধারাধেয়ের ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ ত্বক্ বায়ুনামক, চক্ষু তেজোনামক, জিহ্বা জলনামক ও নাসিকা পৃথিবীনামক ভূতস্বরূপ। ত্বক্ ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও জল রসের এবং নাশিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ুপ্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু আধার আধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদিজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়; এই দশ পদার্থে মন অবস্থান করিতেছে। কারণ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবামাত্র উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তি সময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয় মন ও বুদ্ধি ইহারা একত্র সমবেত থাকে না। কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে। কারণ সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। উহাতে ইন্দ্রিয় সমুদায় কেবল কার্য্যাক্ষম হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিভঙ্গের পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না। স্বপ্নাবস্থাতে লোকের পূর্ব্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তানিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয়। যে সময় তমোগুণসমাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির সময় বলিয়া নির্দ্দেশ

করা যায়। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। লোকে তমোগুণপ্রভাবেই মোহে অভিভূত হইয়া বেদনিন্দিত কর্ম্মের পরিণামদুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

এই আমি তোমার নিকট গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। লোকে ঐ সমুদায় গুণের বশীভূত হইয়া বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ঐ গুণসমুদায়ে সম্যক রূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা ঐ পূর্ব্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্রসংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন দেহাদির নাশনিবন্ধন তাঁহার নাশ কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে এবং মহানদী যেমন সাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তদ্রূপ জীবের স্থূল উপাধি সকল সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধিসমুদায় শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিযুক্ত থাকে, তৎকালেই তাহারে স্থূল কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যখন তাহার উপাধিসমুদায় শুদ্ধ আত্মায় লীন হয়, তৎকালে কি রূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল কৃশাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি পরিজ্ঞাত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মারে জানিতে ইচ্ছা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারে অনিষ্টকর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও অপত্যাদির স্নেহ পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আগমোক্ত মঙ্গলসাধন শমদমাদি দ্বারা লোকের পাপ পুণ্য ক্ষয় ও তজ্জনিত ফল সমুদায় বিনষ্ট হইলে, সে জরা মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া সুস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। ঊর্ণনাভ যেমন তন্তুময় গৃহে বাস করে, অবিদ্যাবশীভূত জীব, তদ্রূপ কর্ম্মময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। আর ঊর্ণনাভ যেমন তন্তুময় গৃহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিমুক্তপুরুষ কর্ম্মময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লোকের দুঃখসন্ততি পাষাণসংঘট্টিত পাংশুপিণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃগগণ যেমন শৃঙ্গ ও উরগগণ যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে দুঃখ ত্যাগ করিয়া থাকেন। পক্ষী যেমন সলিলপতনোন্মুখ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি সুখদুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তোমার পূর্ব্বপুরুষ রাজর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহাধিপতি মহারাজ জনদেব ভগবান্ পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ অমৃতময় বাক্যসমুদায় শ্রবণ ও উহার মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শোকহীন চিত্তে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সতত ইহার পর্য্যালোচনা করেন, তিনি দুঃখবিহীন ও নিরুপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত জনদেবের ন্যায় মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কি কার্য্য করিলে সুখ ও কি কার্য্য করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য করিলেই বা সিদ্ধি লাভ করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রুতিপরায়ণ বৃদ্ধেরা দমগুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। দমগুণ আশ্রয় করা সর্ব্ববর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে দমগুণান্বিত না হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদায়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণ দ্বারা লোকের তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরমপবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হন। দান্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণ দ্বারা স্বীয় তেজের বেগ সংবরণ করিতে পারেন, কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি উহাতে অসমর্থ হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমুদায়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সতত ভীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দ্দান্তদিগের দমনার্থ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষেই দমগুণ শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সমুদায় আশ্রমধর্ম্ম দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দমগুণ দ্বারা তদপেক্ষায় সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। অদীনতা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অনসূয়া, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্যপরিত্যাগ এই সমস্ত গুণ দমগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। দান্ত ব্যক্তিরা মোক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন; ভাবি সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হইবেন না। বৈরবর্জ্জিত, শঠতাবিহীন, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সৎকারলাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুঃখের সময় প্রাণিগণকে অন্নাদি দান করেন, তাঁহারা পরম সুখে কালযাপনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত হন ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয় কোন প্রাণী হইতেই তাঁহার কোন ভয় নাই; এই জ্ঞান সর্ব্বভূতপূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হন, তাঁহারেই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণান্বিত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস এই সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা ও গর্ব্ব আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহাভিমানশূন্য হইয়াও কালপ্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদায় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রত-

পরায়ণ দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও পুত্রাদি কামনায় যজ্ঞশেষ মাংসাদি ভোজন করেন, উহা যুক্তিসিদ্ধ কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া সুখের নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী। উহাঁরা ইহলোকে পতিত বলিয়া গণ্য হন। আর যাঁহারা বেদোক্ত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রতানুরাগী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনরায় পতিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকেই উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব বস্তুত উহা তপস্যা কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞ ব্যক্তিরা এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুদিগের মতে তাহা তপস্যা নহে। উহাতে আত্মজ্ঞানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিঘসাশী হইবেন এবং অমাংসাশী হইয়া সতত পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার ন্যায় দ্বিজগণের পূজা, অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার ও অমৃত ভোজন করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিসৎকারপরায়ণ হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে এক বার ও রাত্রি কালে এক বার এই দুই বার মাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিবারাত্রিমধ্যে আর আহার করেন না, তাঁহারে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হন এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তাঁহারেই অমাংসাশী বলা যায়। যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হন এবং কদাচ দিবসে নিদ্রিত না হন, তাঁহারে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন, তিনি অমৃতাশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন না করিলে প্রাণান্তেও আহার করেন না, তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তিনি বিঘসাশী। এই সমুদায় ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার আবাসে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন করিয়া পুত্র পৌত্রের সহিত সুখে কাল যাপন করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে যে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় পুরুষকে ফল প্রদান করে, পুরুষ সেই কর্ম্ম সমুদায়ের কর্ত্তা কি না? আপনি তাহা যথার্থস্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রপ্রহ্লাদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহাকুলসমুৎপন্ন বহুশাস্ত্রজ্ঞ শূন্যাগারে সমাসীন প্রহ্লাদের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি অবগত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ! লোকের যে সমস্ত গুণ অভীষ্ট, তৎসমুদায়ই

তোমাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদি-বিরহিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। তুমি এই জীবলোকে কোন্ বস্তুরে আত্মজ্ঞানলাভের শ্রেয়স্করসাধন বিবেচনা কর। তুমি বিপক্ষের হস্তগত, পাশবদ্ধ, রাজ্যচ্যুত ও শ্রীহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিতেছ না। তুমি আপনার এইরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রজ্ঞার ফল অথবা ধৈর্য্যই ইহার কারণ ?

দানবরাজ প্রহ্লাদ কার্য্যফলাভিলাষশূন্য, আলস্য ও অহঙ্কার বিরহিত, সত্ত্বগুণাবলম্বী, শমদমাদিনিরত, চরাচর ভূতগণের সৃষ্টিসংহারবেত্তা, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিশ্চয়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সকলই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে মধুর বাক্যে কহিলেন, সুরেশ্বর ! যে ব্যক্তি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না, সে অজ্ঞানবশত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে ; আর যে ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারে, তাহারে আর বিমোহিত হইতে হয় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় পদার্থই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে ; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন। কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়ময়ী। লৌহ যেমন অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যবশত সচেষ্ট হইয়া সমুদায় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমুদায় কার্য্যেই তাহার অভিমান থাকে। যাহা হউক যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত, কখনই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কখনই বিফল হইত না। যখন প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নবান হইয়াও অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনাযত্নেও ইষ্টসম্ভোগ ও অনিষ্টের নিরাকরণে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে অতিসামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান, সমুদায়ই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। আর যদি সমুদায় বিষয়ই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিরর্থক।

ইহলোকে কর্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফললাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট কর্ম্মবিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বায়স যেমন অন্নভোজনকালে স্বজাতীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া তত্রত্য অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ কার্য্যসমুদায় প্রকৃতিরে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিরে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্যসমুদায় অবগত হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতিরে উত্তম রূপে অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে আর বিমোহিত হইতে হয় না। যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদায় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

যখন আমি ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমুদায় পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি ;

আর যখন মমতা, অহঙ্কার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনপরিশূন্য হইয়া পরমসুখে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় অবলোকন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, দমগুণান্বিত, নিস্পৃহ ও অবিনশ্বর আত্মার সন্দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহারে কখন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই। আমি এক্ষণে কাহারেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ, মর্ত্ত বা পাতাল কিছুই কামনা করি না। শাস্ত্রীয়-জ্ঞান, অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, প্রহ্লাদ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি বিস্তারিত রূপে তাহা কীর্ত্তন কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, দেবরাজ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিলে দেবরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহারে পূজা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতিগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে বলিবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদায় অসুরকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! অনবরত দান করিলেও যাহার ধনক্ষয় হয় না; যে বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, অনল ও সলিলস্বরূপ; যাহার প্রভাবে দিক্‌ সকল তিমিরাবৃত এবং উদ্ভাসিত হইত; যে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে বারি বর্ষণ করিত, এক্ষণে সেই বলিরাজা কোন্‌ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! বলিরাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় নাই। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারে মিথ্যা উত্তর প্রদান করা নিষিধ্য, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বলিরাজা, উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দ্দভ বা অশ্ব হইয়া শূন্যগৃহে অবস্থান করিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্‌! যদি আমি কোন স্থানে শূন্যগৃহে বলিরাজার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহারে বিনাশ করিব কি না? আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! তুমি বলিরে বিনাশ করিও না। সে বধ্য নহে। তুমি তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ন্যায়ানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবরাজ দিব্য ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে, বলিরাজা খরবেশ ধারণ পূর্ব্বক এক শূন্য-

গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! এক্ষণে এইরূপ তুষভক্ষক অধম খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্য দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে অবজ্ঞা করত সমুদায় লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ করিতে। তোমার ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অন্যান্য দানবগণ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা ছিল; কিন্তু আজি তুমি শক্রর বশবর্ত্তী, শ্রীভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধববিহীন পরাক্রমপরিশূন্য ও দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব বল দেখি, ইহাতে তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

যখন তুমি সমুদ্রের পূর্ব্বকূলে অবস্থান করিয়া জ্ঞাতিগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে, যখন দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র গন্ধর্ব্ব ও ও দিব্যমাল্যধারিণী সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা তোমার বিহারকালে নৃত্য করিত, যখন তোমার বিবিধ রত্নভূষিত সুবর্ণময় ছত্র ছিল, যখন তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সুবর্ণময় বৃহদাকার যজ্ঞযূপ নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র গো দান এবং সাম্যাক্ষেপ বিধি অনুসারে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি তখন তোমার চিত্তবৃত্তি কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ হইতেছে? অহে দানবরাজ! এখন তোমার সে ভৃঙ্গার, শ্বেতচ্ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা কোথায়?

তখন বলিরাজা কহিলেন, পুরন্দর! এক্ষণে তুমি আমার ভৃঙ্গার, ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছ না। আমার সে সমুদায় এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু যখন আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইবে, তখন তুমি পুনরায় তৎসমুদায় দর্শন করিবে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনারে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আমারে এরূপ নিন্দা করা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। জ্ঞানতৃপ্ত ক্ষমাশীল মনীষীরা কখন দুঃখে অনুতাপ বা সম্পদে আহ্লাদ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমার নিন্দা করিতেছ; কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর এরূপ বলিতে পারিবে না।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা বলিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহারে উপহাস করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! তুমি জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ করিতে। পূর্ব্বে সমুদায় লোক তোমার বশীভূত ছিল বলিয়া তুমি মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বান্ধবগণও তোমার হীনাবস্থা অবলোকন করিয়া তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব বল দেখি এইরূপ পরাভবনিবন্ধন তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

তখন দানবরাজ কহিলেন, পুরন্দর! কোন বস্তুই নিত্য নহে। কালসহকারে সকলেরই নাশ হইয়া থাকে। এই জন্য আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কালবশত সকল কার্য্যের সংঘটন হইয়া থাকে; সুতরাং আমার এই খরত্বপ্রাপ্তি আমার অপরাধমূলক নহে। প্রাণিগণের দেহও বিনশ্বর। উহাদের প্রাণ ও দেহ স্বভাবত একত্র সম্ভূত, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষত যখন আমি এইরূপ খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া অবগত

হইতেছি, তখন আর আমার অনুতাপের বিষয় কি? যাবতীয় স্রোত যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণীই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, তাহারে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। নির্ব্বোধ মোহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা অবগত হইতে না পারিয়া কষ্টে নিপতিত ও অবসন্ন হয়। মানবগণ জ্ঞানলাভ দ্বারা সমুদায় পাপকে দূরীভূত করিতে পারে; পাপ বিগত হইলেই সত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয় এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহজন্য কলুষতার বশীভূত হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে পরা-ঙ্মুখ হইয়া রজ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুতাপ করিতে হয়। আমি কখন অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখদুঃখে দ্বেষ বা অনুতাপ প্রকাশ করি না। লোকে কালকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিরেই বিনষ্ট করে; আর যে অপরকে বিনষ্ট করে, সেও কালকর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি "আমি অন্যকে বিনষ্ট করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে আমি অন্যকর্ত্তৃক নিহত হইতেছি মনে করিয়া বিষণ্ণ হয়, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ বা পরা-জয় করিয়া আমি ইহা করিলাম বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহার ইহা বিবে-চনা করা উচিত যে, সে বস্তুত তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র। ইহলোকে কোন ব্যক্তি কি কাহারও বিনাশ বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই আপনারে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। আমি যখন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চ মহা-ভূতকে সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তিকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্য, কি অল্পবিদ্য, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন সকল-কেই যখন সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্টপ্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি? কাল যে যে বস্তুর দাহ, যাহার যাহার বিনাশ এবং যাহা যাহা লোকের লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই সেই ব্যক্তিই বিনষ্ট এবং সেই সেই দ্রব্যই লোকের লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পরপার অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ফলত কাল যে সমু-দায় প্রাণীকে বিনষ্ট করিতেছে, ইহা যদি আমার বোধগম্য না হইত, তাহা হইলে আমি হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হই-তাম।

যাহা হউক আমি এক্ষণে গর্দ্দভশরীর ধারণ করিয়া নির্জ্জনগৃহে অবস্থান করিতেছি দেখিয়া তুমি আমারে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি অভিলাষ করিলে এই মুহূ-র্ত্তেই অনায়াসে এরূপ নানাবিধ ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি যে, তৎসমুদায় দর্শন করিবামাত্র তোমারে ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। কাল সমুদায় পদার্থই প্রদান ও পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। কালপ্রভা-বেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অত-এব তুমি আর বৃথা পৌরুষ প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইলে সমুদায় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি এইটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ কর। বালকের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন

রহিয়াছে। অতএব স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি ত ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ইহাঁরা সকলেই আমার বশীভূত ছিলেন এবং আমি যে দিকে থাকিতাম, তাঁহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধুনাতন অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া অণুমাত্র অনুতাপ করি না; অতঃপর নিরন্তর কেবল ঈশ্বরের অধীনে থাকিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সদ্বংশসম্ভূত প্রবলপ্রতাপ নরপতিরে অমাত্যগণের সহিত দুঃখে নিপতিত এবং দুষ্কুলপ্রসূত মূঢ় ব্যক্তিরেও অমাত্যগণের সহিত সুখে অবস্থিত দেখা যাইতেছে; যখন সুলক্ষণা পরমরূপবতী রমণী দুর্দ্দশাপন্না ও অলক্ষণা কুরূপা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতব্যই সকল কার্য্যের বলবান হেতু। আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্রত্ব লাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্তি হয় নাই। সম্পত্তি ও বিপত্তির সংঘটন কালবশতই হইয়া থাকে। আজি আমি তোমারে আমার সমক্ষে মহা আহ্লাদে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি; যদি কাল আমারে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই দণ্ডে তোমারে মুষ্টিপ্রহারেই নিপাতিত করিতাম। কিন্তু কি করি, এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে, এখন শান্তির সময়ই সমুপস্থিত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠাপিত, আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমুদায় দানবের অধিপতি, মহাবলপরাক্রান্ত ও মহা গর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমারেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সলিল বহন পূর্ব্বক উহা বর্ষণ এবং ত্রিলোকে তাপপ্রদান পূর্ব্বক উহার উদ্ভাসন করিতাম। আমি মনে করিলেই লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার, দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলত ত্রৈলোক্যে আমার একাধিপত্য ছিল। কিন্তু কালবশত এক্ষণে আমার আর সেরূপ প্রভুত্ব নাই। তুমি, আমি বা অন্য কোন ব্যক্তি পালন বা সংহারের কর্ত্তা নহে। কালই পর্য্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর দিবারাত্রি দ্বারা সমাবৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এই দৃশ্য পদার্থ সমুদায়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে অন্নময়াদি পঞ্চকোশকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য ও দুরবগাহ। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা উহাঁরে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ ঐ জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী পরম ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে। পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানে-

ন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহে। তাঁহারে কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ন, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন, কেহ কেহ অপরাহ্ন, এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে নানা রূপে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু তিনি কালস্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমুদায়ই অবস্থান করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন কতশত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। উহার প্রভাবে তোমারেও অতীত হইতে হইবে। কালই সমুদায় পদার্থের সংহার করিতেছে; অতএব তুমি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হও। কি তুমি, কি আমি, কি পূর্ব্বতন লোকসমুদায়, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই একস্থানে অবস্থান করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমারে আশ্রয় করিলেন। আবার অচিরাৎ তোমারেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাব অবলম্বন কর।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা কহিবামাত্র রাজলক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বলরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহারে অবলোকন পূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বলিরে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ! এই যে চূড়া কেয়ূর ধারিণী নারী তোমার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইতেছেন, ইনি কে? বলি কহিলেন, দেবরাজ! ইনি দেবী, আসুরী, বা মানুষী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ইঁহারে জিজ্ঞাসা কর।

তখন ভগবান্ পাকশাসন লক্ষ্মীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কে? আর কি নিমিত্তই বা দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে আশ্রয় করিতেছেন? আমি ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুররাজ! পূর্ব্বতন মহারাজ বিরোচন এবং এই বিরোচনপুত্র বলি আমারে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা আমারে দুঃসহা, বিধিৎসা, ভূতি, লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ, তোমরা কেহই আমারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহ।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, আর্য্যে! আপনি বহুকাল দৈত্যেশ্বরের শরীরে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ দর্শন করিয়া উহারে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা যথার্থস্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! ধাতা বা বিধাতা আমারে একস্থান হইতে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারেন না; আমি কালপ্রভাবেই এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকি; অতএব তুমি বলিরে অবজ্ঞা করিও না।

ইন্দ্র কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা আমারে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম্ম ; আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে দৈত্যেশ্বর এই সমুদায়ে বিমুখ হইয়াছেন। ইনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঈর্ষাপ্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্টহস্তে ঘৃত স্পর্শ করিয়াছেন। উনি কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমিই নিরস্তর লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি এই বাক্য মনুষ্যসমাজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত কারণবশত উহাঁরে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি অপ্রমত্তচিত্তে তপস্যা ও বিক্রম প্রভাবে আমারে রক্ষা করিও।

ইন্দ্র কহিলেন, কমলালয়ে ! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল তোমারে রক্ষা করিতে পারে।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমারে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! তবে আমি কি কার্য্য করিলে আপনি চিরকাল আমার নিকট বাস করিতে পারিবেন, তাহা যথার্থ রূপে ব্যক্ত করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি যে উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার নিকট নিত্যবাস করিব, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি বেদদৃষ্ট বিধি অনুসারে আমারে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি চিরকাল তোমার নিকট অবস্থান করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আমি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপনারে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ করিবেন না। আমার বোধ হইতেছে, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! এই আমি আমার প্রথমাংশ পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে বল দ্বিতীয় অংশ কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন দেবি ! মনুষ্যের উপকারপরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশধারণে সমর্থ হইতে পারিবে। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমার দ্বিতীয়াংশ সলিলে নিহত হইল। এক্ষণে বল তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন দেবি ! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হুতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব অনল আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমি আমার তৃতীয়াংশ অনলে সংস্থাপন করিলাম। এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন্ স্থানে অবস্থাপিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন, ইহলোকে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও হিতকারী সত্যবাদী সাধুব্যক্তি বাস করিতেছেন, তাঁহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন দেবরাজ ! এই আমার চতুর্থাংশ সাধু পুরুষে সন্নিবেশিত হইল। আমি এইরূপ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমারে সাবধানে রক্ষা কর। ইন্দ্র কহিলেন দেবি ! আমি আপনারে এই রূপে ভূতগণ মধ্যে সংস্থাপিত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহারে প্রতিফল প্রদান করিব।

এই রূপে লক্ষ্মী বলিরে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে, দৈত্যরাজ সুররাজকে কহিলেন, পুরন্দর ! দিবাকর কালসহকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও

পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন ও অদর্শন নিবন্ধন কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী হয়। যেমন লোকে দিবাকরের অদর্শন ও দর্শন নিবন্ধন কখন দুঃখী ও কখন সুখী হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া অসুখী হইয়াছি; আবার সময়ক্রমে তোমারে পরাজয় করিয়া সুখী হইব। যে সময় সূর্য্য অনবরত গগনের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া ত্রিলোক তাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে, তৎকালে আমার নিকট তোমারে পরাজিত হইতে হইবে।

দানবরাজ এই কথা কহিলে, ইন্দ্র আপনার ভাবী পরাভব শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কহিলেন, দৈত্যনাথ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমারে বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে যথা ইচ্ছা হয় প্রস্থান কর। সূর্য্য কদাপি গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিয়া জগতের উচ্ছেদ করিবেন না। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভূ পূর্ব্বে ইহাঁর নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি ন্যায়ানুসারে নিরন্তর লোক সমুদায়কে তাপপ্রদান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উহাঁর উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উহাঁর দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নদ্বয়প্রভাবেই সমুদায় লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈত্যেন্দ্র বলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুররাজ পুরন্দরও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে অহঙ্কারত্যাগের উপলক্ষে ইন্দ্র নমুচিসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যৎকালে ভূতগণের উৎপত্তিপ্রলয়জ্ঞ নমুচিরাজ শ্রীবিহীন হইয়াও অক্ষোভ্য সাগরের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কাল হরণ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কি রূপে শোকশূন্য চিত্তে অবস্থান করিতেছ?

তখন নমুচি কহিলেন, দেবরাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলই নশ্বর। সন্তাপনিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম্ম, সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে হৃদ্গত কল্যাণময় পরমাত্মারে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাহার সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি গর্ভস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। নিম্নপ্রদেশপ্রবণ সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অবগত আছি; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রেয়স্কর মোক্ষলাভের উপায় আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমারে কখন ধর্ম্মের ও কখন বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে

পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারংবার যে যে গর্ভবাসে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ভেই বাস করিতে হয়। কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ভ আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিরে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনারে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাসুর, কি ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, আপদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ মহাত্মারা সেই আপদ দর্শনে কখনই ভীত হন না। হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি পণ্ডিতদিগকে কখনই ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, অবসন্ন বা হৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা দুর্নিবার দুঃখের সময়েও শোক প্রকাশ করেন না। মহতী অর্থসিদ্ধি যাঁহারে হৃষ্ট করিতে পারে না, যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হন না এবং যিনি অবিচলিত চিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহারেই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লবনিবন্ধন ভীত না হয়, তাহারে সভা ও তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। প্রজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হন না। মহর্ষি গৌতম গার্হস্থাশ্রম নাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হন নাই। যখন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তিপ্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; সুতরাং মৃত্যু হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। মনুষ্য লব্ধব্য বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হন, তিনিই দুঃখের সময়েও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে পারেন এবং তাঁহারেই সমুদায় ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের সমুদায় বিষয়ের উপদেষ্টা; অতএব নরপতি বন্ধু বিয়োগ বা রাজ্যনাশজন্য ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! স্ত্রীপুত্রবিয়োগ বা ধননাশনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে শরীর বিশীর্ণ হয় না। শোকবিহীন ব্যক্তির সততই সুখ ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। আরোগ্যলাভ হইলেই শরীরের কান্তিপুষ্টি হয়, যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৎকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে।

এই স্থলে বলিবাসবসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাসটী পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবদানবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য দেবদানবের প্রাণ সংহার হয়। পরিশেষে সেই তীব্রতর সমরানল নির্ব্বাণ হইলে দৈত্যরাজ বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিরে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলে দেবতারা মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; চারি বর্ণের নিয়ম সংস্থাপিত হইল; ত্রিলোক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, বসু, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগেন্দ্র, সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতনামক চতুর্দ্দন্ত বারণে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে এক গিরিগহ্বরে দানবরাজ বলিরে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ দেবরাজকে দেবগণের সহিত ঐরাবত পৃষ্ঠে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অনুতপ্ত হইলেন না। দেবরাজ তাঁহারে অবিকৃত ও নির্ভীক নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠ হইতে কহিলেন, দানবেশ্বর! তোমারে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার তাৎপর্য্য কি? তুমি কি শৌর্য্য, বৃদ্ধসেবা, তপোনুষ্ঠান বা ধৈর্য্যপ্রভাবে এরূপ শান্তিলাভ করিয়াছ? সহসা নির্ব্বিকার হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তুমি ইতিপূর্ব্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিষয় ভোগ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তোমারে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীরে অপহরণ করিয়াছে। তুমি বরুণের পাশে বদ্ধ ও আমার বজ্রাস্ত্রে আহত হইয়া আমাদিগের অধীন হইয়াছ। আর এখন তোমার সে শ্রী ও সেরূপ বিভব নাই; তথাপি যে তোমার শোক হইতেছে না ইহার কারণ কি? এরূপ অবস্থায় অবিকৃতচিত্তে অবস্থান করা নিতান্ত সুকঠিন। তোমার কি চমৎকার ধৈর্য্য! ত্রিলোকের আধিপত্য বিনাশ হইলে তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়?

দেবরাজ গর্ব্বিত ভাবে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে দৈত্যাধিপতি বলি অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! তুমি আমারে বিস্তর তিরস্কার করিলে; কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছি; অতএব এ সময় আমারে তিরস্কার করাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ প্রকাশ করা হইতেছে না। আজি আমি তোমারে বজ্র উত্তোলন পূর্ব্বক আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিলাম! এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি পূর্ব্বে নিতান্ত অসক্ত ছিলে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এক্ষণে আমার প্রতি এইরূপ ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। শত্রু বশীভূত হইলে যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কে জয় লাভ করিবে তাহার নিশ্চয় থাকে না। যুদ্ধে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয় লাভ হয়। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অধিপতিরে পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদের ইদানীন্তন উন্নতি ও অব-

নতির কারণ নহি। পূর্ব্বে আমার যেরূপ আধিপত্য ছিল, এক্ষণে তুমি তাহা লাভ করিয়াছ ; কিন্তু কালক্রমে তোমারেও আমার মত দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি আমারে পরাজয় পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বোধ করিয়া আমায় অবজ্ঞা করিও না। লোকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। তুমিও পর্য্যায়ক্রমেই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ ; বস্তুত তুমি কার্য্য দ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাই। আমরা উভয়েই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছি ; এই নিমিত্ত আমি তোমার ন্যায় আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করিলে মনুষ্য কখনই পিতা মাতার শুশ্রূষা বা দেব পূজা প্রভাবে সুখী হইতে পারে না। কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান, কি বন্ধুবান্ধব কেহই কালনিপীড়িত ব্যক্তিরে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা কালসংকারে সমুদ্ভূত বুদ্ধিবলব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও আগামী অনর্থের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমাগত দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাতা কেহই নাই। অতএব যখন সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইতেছে, তখন তুমি যে আপনারে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যদি লোকে কার্য্যের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার উৎপাদক থাকিত না। অতএব যখন লোক অন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহারে কিরূপে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমি কালক্রমে তোমারে জয় করিয়াছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমারে জয় করিয়াছ। লোকে কালের বশীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ ধাবমান হয়। সমুদায় লোকই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। এক বার অবশ্যই যে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমারে প্রশংসা করে বটে ; কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। লোকপ্রবৃত্তিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তিরা দুঃখের অবস্থায় আপনাদিগকে কালপীড়িত বুঝিতে পারিয়া কি কখন শোক ও মোহের বশীভূত হয়? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমাগত ব্যসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকে? কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ভাবী সুরপতিগণ সকলকেই পূর্ব্বতন ইন্দ্রদিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমারে এক্ষণে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ দেখিতেছি, কিন্তু উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে তুমিও আমার তুল্য অবস্থায় অবস্থান করিবে। কালবশত বহুসহস্র ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে ; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া সর্ব্বভূতভাবন সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় আপনারে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবল স্বীয় মূঢ়ত্বনিবন্ধনই স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বোধ করিতেছ। লোকে কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াই অবিশ্বস্ত বিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহবশতই রাজলক্ষ্মীরে আপনার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অন্য কোন ব্যক্তি কেহই ইহাঁরে চিরকাল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ব্বে ইনি ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিরে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন বটে ; কিন্তু

কিয়ৎকাল পরে গাভী যেমন একস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ নিশ্চয়ই তোমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিরে আশ্রয় করিবেন। তোমার পুর্ব্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। পূর্ব্বে যাহাঁরা এই বৃক্ষৌষধিপূর্ণ নানারত্নসম্পন্ন সসাগরা পৃথ্বী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক, শম্বর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, রাহু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বৃষ, সত্যেপ্সু, ঋষভ, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নৈঋর্তি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বৃষাণ্ড, বিক্ষর, মধু, হিরণ্যকশিপু ও কৈটভ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। হে দেবরাজ! তুমিই যে একাকী এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এরূপ নহে। ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞে দীক্ষিত, বিমানচারী, সম্মুখসংগ্রামে অনুরক্ত, অস্ত্রবলসম্পন্ন, মায়াধারী ও কামরূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাঙ্মুখ হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারা সকলেই দাক্ষায়ণীগর্ভসম্ভূত, মহাবলপরাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও বেদব্রতপরায়ণ, সমুদায় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং সকলেই উপযুক্ত পাত্রে ধনদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাঁরও কখন ধনদর্প বা মৎসরতা লক্ষিত হয় নাই। যাহাহউক, কালের নিকট কেহই অব্যাহতি লাভে সমর্থ নহে। তাঁহাদিগকেও কালকর্ত্তৃক কবলিত হইতে হইয়াছে। হে দেবরাজ! এই ধরিত্রীর উপভোগ সমাপ্তি হইলে যখন তোমারে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তুমিও স্বীয় শোকাবেগ সংবরণে সমর্থ হইবে না। অতএব ভোগাভিলাষ ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার মত রাজ্যনাশ হইলে তোমারেও শোকদুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অতএব তুমি শোকের সময় শোক ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদে অভিভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত। আমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত স্বকার্য্যে নিরত থাকিতাম; অতএব কাল যখন আমারেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন অচিরাৎ তোমারেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব ক্ষান্ত হও। তুমি আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইয়াছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্ব্বে কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ; কিন্তু ইহা স্থির করিয়া রাখ যে, সেই কাল তোমারও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত? এখন তোমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ। এখন তুমি স্বর্গে ইন্দ্রত্ব করিতেছ; কিন্তু তোমা-

'রও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যেমন ইন্দ্রপদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অসুখী হইয়াছি, তোমারেও এইরূপ হইতে হইবে। তুমি কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই বিচিত্র জীবলোকের ইন্দ্রত্ব লাভ কর নাই, আর আমিও কোন অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, ক সুখ, কি দুঃখ, কি জন্ম, কি মৃত্যু কিছুতেই সর্ব্বাধিক প্রীত বা ব্যথিত হন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিলক্ষণ অবগত আছি; তবে তুমি নির্লজ্জ হইয়া কি নিমিত্ত আমারে ভৎর্সনা করিতেছ। ইতি পূর্ব্বেই তুমি আমার পরাক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার সমরাঙ্গনে বিক্রমপ্রকাশই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু ও মরুতগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুরযুদ্ধ সময়ে দেবগণ যে আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। আমি বারংবার তোমার মস্তকে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বহুকাননসমন্বিত পর্ব্বতসমুদায় চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এখন কি করি, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যদি কাল আমারে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টি প্রহারে তোমারে তোমার বজ্রের সহিত নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতাম। যাহা হউক, এখন আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই তোমার তিরস্কার বাক্য সকল সহ্য করিলাম। আমি কালাগ্নি পরিবেষ্টিত ও কালপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমারে ভৎর্সনা করিতেছ। দুরতিক্রমনীয় কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর ন্যায় আমারে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও বন্ধনমোক্ষ সমুদায়ই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্ত্তা নহি। কালই সমুদায় বিষয়ের কর্ত্তা। সেই কাল আমারে বৃক্ষস্থিত ফলের পরিপক্কাবস্থায় সমানীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে, কালক্রমে সেই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহারে দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা অবগত থাকে, কাল তাহারে আক্রমণ করিলে তাহার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষত শোক করিলে কখন দুঃখের শান্তি হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই আমি শোকে বিরত হইয়াছি।

দৈত্যেশ্বর বলি এই কথা কহিলে ভগবান পাকশাসন ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, দানবরাজ! বরুণের পাশ ও আমার সবজ্র বাহু সমুদ্যত দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, জিঘাংসাপরতন্ত্র মৃত্যুকেও ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ধৈর্য্যই তোমার ব্যথা না হইবার কারণ। কোন্ ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর বুঝিতে পারিয়া অর্থ ও শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে? আমিও তোমার ন্যায় সমুদায় লোককে অনিত্য ও গূঢ় কালানলে নিক্ষিপ্ত বলিয়া অবগত আছি। ইহলোকে কি প্রধান, কি অপ্রধান সকলকেই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। কেহই কালের ঈশ্বর নাই। কাল অপ্রমত্তভাবে প্রতিনিয়ত প্রাণিগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া

প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছে। কাল সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কি পূর্ব্বতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিই উহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। বণিকেরা যেমন আপনাদিগের লভ্য বস্তু সমুদায় একত্রিত করে, তদ্রূপ কাল, কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর, দিবারাত্রি, ও মাস প্রভৃতি আপনার সূক্ষ্ম অংশ সমুদায় একত্রিত করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখন কোন ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকে আজি আমি এই কার্য্য ও কল্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া স্থির করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদের অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কালসমাক্রান্ত প্রাণিগণের মুখে "ইতি পূর্ব্বেই আমি ইহারে দর্শন করিয়াছি, আহা! কি রূপে ইহার মৃত্যু হইল" এইরূপ বিলাপ সর্ব্বদা শ্রুত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদায়ই হরণ করিয়া থাকে। উচ্চ বস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান্ বস্তুর ধ্বংস অবশ্যই হইবে। ফলত সমুদায় পদার্থই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় করা অতিশয় দুষ্কর।

যাহা হউক, সমুদায় জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি তত্ত্বদর্শনপরায়ণ ও অচল; এই নিমিত্তই তোমারে ব্যথিত হইতে হয় না। তুমি পূর্ব্বে যে ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে তাহা একবার মনেও করিতেছ না। কাল কি জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ সকলকেই আক্রমণ করিয়া সংহার করে। মনুষ্যগণ কাল কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি স্বীয় তপোনুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাপ্রভাবে করস্থ আমলকের ন্যায় কালকে উত্তম রূপে দর্শন করিতেছ। তোমারেই কালনিয়মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কৃতাত্মা ও পণ্ডিতগণের পূজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিপ্রভাবে সমুদায় লোক পরিজ্ঞাত হইয়া ও সর্ব্বত্র বিহার করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ। বিষয়ানুরাগ ও মোহ কখনই তোমারে আক্রমণ করিতে পারে না। তোমার আত্মা প্রীতি ও সন্তাপশূন্য। আমি তোমারে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ বৈরভাবশূন্য ও শান্তচিত্ত দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরে বন্ধনদশায় বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে তোমার উপর আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি আর তোমার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিব না। তোমার মঙ্গল হউক। কালক্রমে প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলে তুমি এই সমুদায় বারুণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যখন পুত্রবধূ শ্বশ্রূরে এবং পুত্র মোহবশত পিতারে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে; শূদ্রগণ নির্ভয়ে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাদধাবন ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে; পুরুষেরা অযোনিতে বীর্য্যক্ষেপ করিবে; কাংস্যপাত্র দ্বারা সংমার্জ্জনীসংমার্জ্জিত ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্র দ্বারা পূজোপকরণ সমানীত হইবে এবং যখন চারি বর্ণ নিয়মবিহীন হইয়া উঠিবে, সেই সময় তুমি এক একটী করিয়া সমুদায় পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। অতঃপর আমা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি সুস্থচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময়প্রতীক্ষা কর। ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ দৈত্যেশ্বর বলিরে এই কথা কহিয়া অন্যান্য অসুরগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া যাহার পর

নাই আনন্দিত হইলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহারে স্তব করিয়া বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণ দেবরাজের নিকট অমৃত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজা পুরন্দর এই রূপে অসুরবিনাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া পরম আহ্লাদে সুরপুরে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকের ভাবী সম্পদ ও বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! চিত্তই মনুষ্যদিগের ভাবী সম্পদ ও বিপদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষ্মী-বাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর নিষ্পাপ মহাতপস্বী নারদ স্বীয় অসাধারণ তপস্যার ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা লাভ করিয়া সমুদায় লোক সন্দর্শন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করিতেন। একদা তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন বাসনায় ধ্রুবলোকে গঙ্গা-পুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় পাকশাসন শম্বরনিহন্তা বজ্রপাণি পুরন্দরও তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে একত্র স্নান আহ্নিক সমাধান পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম কাঞ্চনময় বালুকায় পরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া দেবর্ষিগণ-কথিত পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ মরীচিমালীর পূর্ণ মণ্ডল সমুদিত হইল। তখন তাঁহারা ভক্তিভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিবাকরের অভিমুখে অপর ভাস্করের ন্যায় আর একটী জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুররাজ পুরন্দর ও দেবর্ষি নারদ অনিমেষলোচনে উহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহারা নক্ষত্রসপ্রভ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা মুক্তামালা-ধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরে মনোহরবেশা অপ্সরাদিগের অগ্রে অগ্রে হুতাশনশিখার ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বিনীতভাবে তাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, চারুহাসিনি! আপনি কে? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনারে গমন করিতে হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই বিশ্ব-সংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই আমারে লাভ করিবার বাসনায় যত্ন করিয়া থাকে। আমি সমুদায় লোকের ভূতির নিমিত্ত সূর্য্যকিরণবিকসিত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ। আমি জয়-শালী ধার্ম্মিক নরপতিদিগের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুরে এবং সংগ্রামে পলায়ন-পরাঙ্মুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট বাস করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্ম-প্রভাবে সংযত হইয়া অসুরগণের নিকট বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের

বুদ্ধিবিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলেন?

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও স্বর্গ লাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমস্ত পুরুষের প্রতিই অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈত্যগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিদিগের সৎকার বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা গৃহমার্জ্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষানিরত, দান্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্নপূর্ব্বক পুত্রকলত্র ও অমাত্যদিগের প্রতিপালন করিত। তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গ্রহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিসমন্বিত, ভৃত্য ও অমাত্যগণের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত, সুস্নাত, সুগন্ধচর্চ্চিত, বিদ্যালঙ্কারসমলঙ্কৃত, উপবাসপরায়ণ, তপোনুষ্ঠাননিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথ সময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধনদান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না। সতত তপস্যায় অনুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রীগমনে পরাঙ্মুখ ছিল। সর্ব্বজীবের প্রতি আত্মবৎ দয়া প্রকাশ করিত। শূন্য স্থানে, পশুযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পর্ব্বকালে বীর্য্যত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, সৌহার্দ্দ্য, সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা, প্রীতিকর বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ সমুদায়ে সমলঙ্কৃত ছিল। নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমি সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি অনেক যুগপর্য্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে উহারা ঐ সমুদায় গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সভাসদ্গণ ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্বপ্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতনব্যতীত দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক

নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাত্রিযোগে, তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তানপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্য সমুদায় ইতস্তত বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃতস্পর্শ করে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদ্দাল, দাত্র, পেটক, কাংস্যপাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন ও শষ্কুলি প্রভৃতি পিষ্টক সমুদায় পাক করাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতিগৃহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিরে কেহই আর সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান বা বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষবেশ এবং পুরুষেরা স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিলে পুত্রপৌত্রাদিরা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাস্তিকতানিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফলভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহারে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধন দ্বারা সম্ভূয়সমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিরাও পরধনাপহরণ মানসে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শূদ্রগণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই বিনানিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যেরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্য্যশালী বেদবিদগ্রগণ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মূর্খেরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতেছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের কথানুসারে ইতস্তত গমনাগমন করিয়া থাকেন। কুলবধূরা

শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীরে আহ্বান পূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি যত্নসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধনবিভাগ পূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতিকষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধু বান্ধবগণও বিদ্বেষ প্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ দৈত্যকুলে সমুদায় লোকই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী, অভক্ষ্যভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়মবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

হে দেবেন্দ্র! দানবগণ এক্ষণে এইরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধনা কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। উঁহাদের মধ্যে জয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উঁহাদিগকে লইয়া অসুরগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত দেবগণমধ্যে অবস্থান করিব; এই আমার অভিলাষ।

দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রাসুরনিহন্তা বাসব উভয়ে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনলসখা সমীরণ সুগন্ধী ও সুখস্পর্শ হইয়া দেবতাদিগের প্রতিগৃহে মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিলেন। প্রায় সমুদায় দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় অতি পবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদ্ দেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইয়া হরিদশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মীর সম্মাননার্থ মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহারে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুন্দুভিসমুদায় স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মেঘ যথাসময়ে শস্যার্থ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহই আর ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইল না। মর্ত্ত্য লোকের মঙ্গলার্থ বসুন্ধরা বিবিধ রত্নের আকর ও বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনুষ্যমাত্রেই সৎকার্য্যে অনুরক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপরায়ণ হইল। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ মহাসমৃদ্ধিশালী ও উদারস্বভাব হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষসমুদায় পবনপ্রভাবে পরিচালিত হইলেও তৎসমুদায় হইতে অকালে ফলের কথা দূরে থাকুক পুষ্পপর্য্যন্ত নিপতিত হইল না। ধেনুসকল দুগ্ধবতী ও কামদুঘা হইল। কটুবাক্য একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

হে ধর্ম্মরাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ এই রূপে লক্ষ্মীর সম্মান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণসভায় সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীরে প্রাপ্ত হন। তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব্ব রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণস্বরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ কর।

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, বিদ্যা ও পরাক্রমসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই মায়াপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এই উপলক্ষে মহাত্মা জৈগীষব্যদেবলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি অসিতদেবল সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ হর্ষক্রোধবিবর্জ্জিত ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হন না; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ? আর কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি?

মহাত্মা দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি জৈগীষব্য মহার্থসংযুক্ত অসন্দিগ্ধ পবিত্র বাক্যে তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিরা যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে পরম গতি ও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতিনিন্দা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করেন না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিরেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন না। পূজাকাল সমুপস্থিত হইলে ব্রতনিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কখন অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হন না। যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরাপকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের এক জনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সততই বিষাদ প্রাপ্ত হয়। আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষ্যান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব। যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই লাভ করুক; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নাই। প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা আমার কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অবমানিত হইলে অবমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্যকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া সুখে নিদ্রিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহারে অবজ্ঞা করে, তাহার নিদ্রা হয় না। যে মহাত্মারা পরম গতি লাভ করিতে প্রার্থনা করেন, এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলেই তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদায় যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিলে মায়াপ্রপঞ্চাতীত পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস কেহই তাঁহার পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সকলের প্রিয়, সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা কেশব উগ্রসেনের নিকট নারদের বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা উগ্রসেন বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! সকল লোকেই দেবর্ষি নারদের গুণকীর্ত্তনে যত্নবান্ হয়; অতএব তিনি যে সর্ব্বগুণান্বিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন হে মহাত্মন্! আমি দেবর্ষি নারদের যে যে সদ্গুণ অবগত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র, তদনুরূপ শ্রুতসম্পন্ন। তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের নিমিত্ত অণুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহার শরীর হইতে একেবারে দুরীভূত হইয়াছে। তিনি সকলেরই উপাস্য। কাম বা লোভ বশত তিনি কদাপি বাক্যের অন্যথা করেন না। তিনি অধ্যাত্মবেত্তা, শক্তিমান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, মৃদুভাষী, সংগীতবিদ্যায় সুনিপুণ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রান্নভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষাবিহীন। তিনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্যের অনর্থে প্রীত হন না। বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণ দ্বারা বিষয়কামনা জয় করিতে বাসনা করেন। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্যবিন্যাস করেন। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত, বিচিত্রভাষী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভবিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষসমুদায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ ও ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। তিনি সংসর্গবিহীন হইয়াও সংসর্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন; কিন্তু কখন কাহারও নিন্দা বা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অসূয়া প্রকাশ ও বৃথা কালক্ষেপ করেন না এবং স্বীয় নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহু পরিশ্রমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হন নাই। উনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু কখনই উঁহার অনবধানতা লক্ষিত হয় না। লোকে তাঁহারে মঙ্গলকার্য্যেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। তিনি কখন কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না এবং অর্থলাভ হইলে হৃষ্ট বা লাভ না হইলে দুঃখিত হন না; এই নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি কাহার প্রিয়পাত্র না হয়?

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সর্ব্বজীবের আদি, অন্ত, ধ্যান, কার্য্য, কাল ও

যুগভেদে আয়ুর তারতম্য কিপ্রকার এবং কি হইতেই বা তাহাদিগের সঙ্গাতি, অসঙ্গতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। এই সমুদায় অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে ভৃগুকথিত নীতিগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্যসমুদায় শ্রবণ করিয়া অবধি আমার বুদ্ধি অলৌকিকনিষ্ঠাসম্পন্ন ও যোগধর্ম্মের অনুগত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আপনার মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।"

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ বেদব্যাস তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্বীয় পুত্র শুকদেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা শুকদেব বেদবেদাঙ্গ, সাঙ্গ উপনিষদ্ সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মার্থসংশয়ের ছেদনকর্ত্তা স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায় এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যবেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আদ্যন্তশূন্য, জন্মবিহীন, জ্যোতিস্বরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদায় লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সার্দ্ধদ্বাবিংশতি পলাধিক ত্রিংশৎ কলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে দিবারাত্রি, ত্রিংশৎদিবারাত্রি পরিমিত কালকে মাস, ও দ্বাদশ মাসপরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা বিভাগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় গতি দ্বারা মানবগণের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণিগণ দিবাভাগে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাত্রিযোগে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিন ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। মানবগণের এক সংবৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক যে যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতাদিগের চারি সহস্র আটশত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র চারিশত বৎসরে দ্বাপর এবং এক সহস্র দুই শত বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগরূপ কাল প্রতিনিয়ত লোকসমুদায়কে ধারণ করিতেছে। এই কালই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মস্বরূপ। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদাবহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে ক্রমশ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধকাম হইয়া চারিশত বৎসর জীবিত থাকে। ত্রেতা যুগে তিন শত, দ্বাপর যুগে দুই শত ও কলিযুগে এক শত বৎসর মানবগণের পরমায়ু হয় এবং ঐ

সমুদায় যুগে তাহাদের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াফল ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশ যুগহ্রাস নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই রূপে চারি যুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপ সহস্র যুগ অতীত হইলে ব্রহ্মার এক দিন ও আর সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিবসে জন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ও রাত্রিতে প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার আপনাতে লীন করত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করেন এবং প্রলয়ের অবসান হইলেই জাগরিত হন। দিবারাত্রিবেত্তা পণ্ডিতেরা এই রূপে দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও অপর সহস্র যুগে তাঁহার এক রাত্রি অবধারিত করিয়াছেন। নিদ্রার অবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। সেই অহঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ, তাঁহা হইতে এই সমুদায় বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়বিহীন হইয়াও প্রথমত জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমনশীল বহুধাগামী এবং প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টিবিধানাভিলাষে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত ঐ মন হইতে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র, বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে দ্যুতিমান্ রূপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চমহাভূত মধ্যে যে ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সম্ভূত হয় নাই; সুতরাং উহা আপনার গুণ ভিন্ন অন্য কাহার গুণলাভে অধিকারী নহে। একমাত্র শব্দই উহার গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে ঐ উভয়েরও গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ; উহা জল ও বায়ুতে মিলিত থাকে বলিয়া ঐ দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়; বস্তুত গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে।

যাহা হউক, ঐ মহত্তত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থূল শরীরকে পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি বাস করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন এই ষোড়শ পদার্থবিরচিত লিঙ্গশরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত মায়া-

প্রভৃতিরে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিলেন। লোকে উহাঁরে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উনি প্রথমে স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, দিক, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টিকালে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল উাহারা পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই সেই গুণে অধিকারী হইল। লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যাপ্রভৃতি যাহা চিন্তা করে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্যসমুদায়ের আকৃতি সমুদায় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্যভাব নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র হইয়াই সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এই রূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়েই কারণ এবং কেহ বা এ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম ব্রহ্মকেই সমুদায় কার্য্যের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

মনুষ্যেরা তপস্যা দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যার মূল। মনুষ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তপোবলেই সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। তপস্যা দ্বারাই জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ তপোবলেই দিবানিশি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যন্তশূন্যা বেদরূপা বাঙ্ময়ী বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিদিগের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণিগণের নানারূপ কার্য্য প্রবৃত্তির মন্ত্র সমুদায়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোক সমুদায় সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই দশবিধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। বেদ ও বেদান্তে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহারে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন তিনি উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। দেহাভিমানী জীবগণ কার্য্য দ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে পর ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেব দ্বিজের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতা যুগেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্য যুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ঋক্, সাম যজুর্ব্বেদোক্ত কাম্য

যজ্ঞসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল যোগবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমস্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গম সমুদায় প্রাণীর শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমুদায় লোক বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় অনুরক্ত ছিল। দ্বাপরযুগে লোকসমুদায়ের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদসমুদায় কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে। মানবগণ কেবল অধর্ম্মকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যেরূপ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন কোন জিতচিত্ত তপোনুষ্ঠাননিরত বেদান্তশ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি স্বধর্ম্মচারী হইয়াও যুগধর্ম্মনিবন্ধন কামনা পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন বিবিধ স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনরায় সমাগত হইলে তৎসমুদায়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রলয়াবসানে ব্রহ্মাদিতেও পূর্ব্ববৎ আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে, প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকারক, জন্মনাশশূন্য, বিবিধরূপী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রজাগণ সেই কালপ্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমস্ত প্রাণী সুখদুঃখনিরত হইয়া সর্ব্বদা স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদের আশ্রয় ও পোষণকর্ত্তা। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অতঃপর ভগবান্ বিশ্বযোনি সৃষ্টির অবসানে যেরূপ এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিয়া স্বীয় আত্মায় প্রলীন করেন, এক্ষণে সেই প্রলয়বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রলয়সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্ত শিখা সমুদিত হয়, এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদায় জগৎ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থিত সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল ভূমির গুণ গ্রহণ করে। জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিলরাশি চতুর্দ্দিক আপ্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক গভীর শব্দ সহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যোতি সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিলও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হুতাশনের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু, জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতির্গুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতি প্রশান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তির স্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবিবর্জ্জিত ও আকার পরিশূন্য হইয়া অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারই নাম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালে চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সংকল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানরূপ সংকল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সংকল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিরে এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত শব্দে এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম। এই রূপে ভূতসমুদায় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মার যুগসহস্রদ্বয়াত্মক অহোরাত্রির বিষয় নিঃসংশয়ে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জগদীশ্বর যে রূপে মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ম্ম অবধি সমাবর্ত্তনপর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন। সমাবর্ত্তন সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী আচার্য্যের নিকট নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া গুরুঋণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে গুরু অনুমতি প্রদান করিলে তিনি দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বাণপ্রস্থ ধর্ম্মগ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কাল যাপন করিবেন। গৃহী ব্যক্তি এই সমুদায় ধর্ম্মেরই মূল কারণ। গৃহস্থ ব্যক্তি দমগুণান্বিত, কামক্রোধাদি-বর্জ্জিত হইলেই অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ পুত্রবান্, বেদ পারদর্শী ও যাজ্ঞিক হইয়া পিতৃলোক, ঋষি ও দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তি বিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যত্নবান্ হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দুষ্কর তপোনুষ্ঠান, বিদ্যার পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যত কাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকে, তিনি তত দিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা কদাপি বিধেয় নহে। যজমান হইতে ধনাগম হইলে তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান, শিষ্য হইতে ধনাগম হইলে তাহা দান এবং কন্যার শ্বশুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; গৃহী ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনদিগের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। যাহার পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুভুক্ষু ও শত্রুসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথার্থ যোগ্যপাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই। সাধু ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যে কোন রূপে হউক তাঁহারে তাহাও প্রদান করিতে চেষ্টা করা উচিত। মহাব্রতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবন দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ, সংকৃতিনন্দন

রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ সলিল প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বিবিধ ধনদান, উশীনরপুত্র শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ, কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান, দেবাবৃধ অতি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণশলাকাসংযুক্ত ছত্র-দান, আত্রেয় সাংকৃতি স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান, মহাপ্রতাপ-শালী অম্বরীশ বিপ্রগণকে একাদশ অর্ব্বুদ গোদান, সাবিত্রী ব্রাহ্মণকে দিব্য কুণ্ডল-দ্বয়, জনমেজয় ব্রাহ্মণার্থে স্বীয় দেহপরি-ত্যাগ, যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদায় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় বাসস্থান সমর্পণ, নিমি বিপ্রগণকে স্বীয় রাজ্য এবং জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও গয় রাজা ব্রাহ্মণ-দিগকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়া স্বর্গ-লোকে গমন ও উভয় লোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি-লাভ করিয়াছেন। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় প্রজা-গণকে রক্ষা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছেন। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত রাজা মহর্ষি অঙ্গিরারে স্বীয় কন্যা প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পাঞ্চালাধিপতি ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শঙ্খ দান, রাজা সৌদাস মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় পত্নী মদয়ন্তীরে সমর্পণ, রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্ম-ণার্থে আপনার জীবন পরিত্যাগ, শতদ্যুম্ন মুদ্গলকে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবর্ণময় অট্টা-লিকা দান, শাল্বদেশের অধীশ্বর প্রবল-প্রতাপশালী দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্য-প্রদান, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে সুম-ধ্যমা কন্যা সম্প্রদান, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে স্বীয় কন্যা শান্তারে সম-র্পণ এবং মহাতেজস্বী প্রসেন ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইহাঁদের এবং অন্যান্য যে যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় নরপতি দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ গমনে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরকাল এই ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিবে।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঋক্, সাম যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ সমুদায়ে যে বিদ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বিদ্যার আলোচনা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যেই নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। বেদবেদাঙ্গবেত্তা অধ্যাত্মকুশল সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান করিবেন এবং সাধুদিগের নিকট জ্ঞানাভ্যাস পূর্ব্বক শাস্ত্রবিচক্ষণ শিষ্ট সত্ত্ব-গুণসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মানুরক্ত হইয়া নিরন্তর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যের অনুশীলন ও পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ধৃতিমান্ অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মবেত্তা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, লজ্জা, সরলতা ও দমগুণ দ্বারা তেজের বৃদ্ধি ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ অগ্রে পাপবিহীন, অল্পা-হারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কামক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বাসনা করিবেন। দুষ্ট বাক্য ও অবৈধ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নি ও ব্রাহ্মণ-গণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণগণ এই-বৃত্তি অবলম্বন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ ক্রোধ-

রূপ পঙ্কসমন্বিত লোভরূপ মূলসম্পন্ন দুস্তর সংসারনদী অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মোহপ্রদ কালকে নিরন্তর সমুদ্যত দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বভাবরূপ স্রোত, বর্ষরূপ আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উলপ, নিমেষ ও উন্মেষরূপ ফেন, দিবারাত্রি ও অর্থরূপ জল, কামরূপ গ্রাহ, বেদ ও যজ্ঞরূপ পোত, ধর্ম্মরূপ দ্বীপ, সত্য বাক্য ও মোক্ষরূপ তীর, অহিংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদ সমুদায় আশ্রয় করিয়া নিরন্তরযুক্ত, অপ্রতিহতবলশালী, ব্রহ্মোদ্ভূত কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্রবাহিত করত, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতা পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানপোতবিহীন লঘুচেতা মানবগণ কখনই উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে অক্লেশে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে উহাতে অসমর্থ হয়, ইহা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দূর হইতেই সকল বিষয়ের গুণদোষ দর্শন করিতে পারেন; সুতরাং কালনদী উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। আর কামাত্মা চলচিত্ত লঘুচেতা ব্যক্তিরা সততই সংশয়াপন্ন থাকে; সুতরাং তাহাদের ঐ নদী পার হইবার সম্ভাবনা কি? যদিও জ্ঞানপ্লববিহীন পুরুষ মহাদোষ সমুদায় গোপন করিবার মানসে প্রযত্ন সহকারে সংযমিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করে, তথাপি তাহার কামাত্মতানিবন্ধন সেই জ্ঞান কখনই কালনদীর পোতস্বরূপ হয় না; অতএব উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা উহা উত্তীর্ণ হইতে অবশ্য যত্নবান্ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই কালনদী পার হইতে পারেন। মনুষ্য বিশুদ্ধ কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ঈশ্বর, জীব ও মুক্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ে সন্দেহ করে এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ কার্য্যে অনুরক্ত হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ঐ সমুদায় সন্দেহ ও ঐ সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানপ্রভাবে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সংস্কারাপন্ন দমগুণান্বিত সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উভয় লোকেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তিরা ক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া সমদমাদিগুণ অনুসরণ পূর্ব্বক নিরন্তর পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচারপরায়ণ, স্বধর্ম্মপরতন্ত্র, ধর্ম্মসঙ্করবর্জ্জিত, ক্রিয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, দাতা, অসূয়াবিহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সমুদায় দুস্তর বিষয় হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধৈর্য্যশালী, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না। ধৈর্য্য, অপ্রমাদ জিতেন্দ্রিয়তা ও চিরন্তন সদ্ব্যবহার আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্য্যই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সুতরাং তাহারে জন্মমরণ নিবন্ধন বারংবার কষ্টভোগ করিতে হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাঁহারা জ্ঞানবান, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হন; কিন্তু যাহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহারা আপনারে বা অন্যকে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারে না। যিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবেন, পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগপ্রদর্শন, শরীরযাত্রানির্ব্বাহক ফলমূল ভক্ষণ, আসনাদি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি সংকোচ, মনঃসংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করেন, বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বাক্য ও মনঃসংযম করা তাঁহার আবশ্যক। আর যিনি শান্তিলাভের অভিলাষ করেন, জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা তাঁহার শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধার্ম্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত যে কোনরূপ হউন না কেন, যদি তিনি রাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

হে বৎস! অতঃপর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যের দেহ রথস্বরূপ। যজ্ঞাদিধর্ম্ম উহার সারথির উপবেশনস্থান; অকার্য্যনিবৃত্তি উহার বরূথ; বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কূবরদ্বয়; অপান উহার অক্ষ, প্রাণ উহার যুগকাষ্ঠ; প্রজ্ঞা উহার সার; জীব উহার বন্ধন; সাবধানতা উহার ফলকদ্বয়ের সংশ্লেষ; চরিত্র উহার নেমি; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান; সমস্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ; জ্ঞান উহার সারথি; আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা; শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। ঐ রথ মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক যোজিত হইলে বিশুদ্ধ মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়।

এক্ষণে যিনি অতি ত্বরায় অক্ষয় ব্রহ্ম লাভের মানস করিয়া ঐ রথ যোজন করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এক বিষয়ে চিত্তসন্নিবেশকে ধারণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ধারণার বিষয় সাতটি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশ এই সাত প্রকার ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশ প্রাপ্ত হইবেন। এই সপ্তবিধ ধারণা ব্যতীত দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাশাগ্রপ্রভৃতি পদার্থে বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অব্যক্ত ধারণার ফল লাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যে রূপে যোগসিদ্ধি অনুভব করিয়া থাকেন, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত যোগী

সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশসমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয়। জলাকার অন্তর্ধান করিলে বহ্নিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগীদিগের এই সমস্ত রূপ অনুভূত হইলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীরে কম্পিত করিতে পারেন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের স্বারূপ্য লাভ করিয়া আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হন। সলিলসিদ্ধ ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে পারেন। অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীর অহঙ্কার পরাজিত হইলে পঞ্চ ভূত অনায়াসে বশবর্ত্তী হয়। পঞ্চ ভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বুদ্ধি পরাজিত হইলে সংশয়-বিপর্য্যয়-শূন্য জ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে অব্যক্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে সাঙ্খ্যে যেরূপ ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিব। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তুল্য রূপে নির্ণীত আছে, এক্ষণে উহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই চারি লক্ষণ সম্পন্ন মহত্তত্ত্বাদিজনিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদিলক্ষণচতুষ্টয় বর্জ্জিত প্রকৃতিরে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুবর্গফলাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত; শাস্ত্রে ইহারেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড়দেহাদির সহিত অভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এই আমি তোমার নিকট জড় ও চৈতন্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীরা একমাত্র পরমাত্মারেই দর্শন করিয়া থাকেন।

উপনিষদ্বেত্তা জ্ঞানীরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদি বর্জ্জিত ও নিঃসংশয়; যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশমাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না; তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি বিষয়লাভে অভিলাষী না হইয়া অযত্নসুলভ বস্তু প্রতিগ্রহপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; যিনি

লোভপরাঙ্মুখ, দুঃখশূন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্য-সংকল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাবে মিত্রভাব স্থাপন করেন; লোষ্ট ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্যজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না; নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ও অহিংসক, সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে যে প্রকারে যোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যিনি অনিমাদি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ-জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে অধিকারী হন। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ব-বোধিনী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলাম। এই রূপে যিনি কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইয়া সুখদুঃখাদি শূন্য হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সংসার-সমুদ্রে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে আপনার মুক্তিলাভের হেতুভূত জ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করেন।

শুকদেব কহিলেন, তাত! যে জ্ঞান-প্রভাবে জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, উহা কি মোক্ষসাধিকা বুদ্ধি, না প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা বিষয়ব্যাবৃত্তি?

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে মুমুক্ষু শিষ্যগণকে উপ-দেশ প্রদান করে, তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ়সংস্কার হই-য়াছে, ঋষি বা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেও তাহাদিগের কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আর যাহারা স্বভাবই কারণ এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহারাও কখন আপনার হিতানু-ষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব মূঢ় ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যে স্বভাবই সমুদায়ের কারণ বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা কেবল তাহাদের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি স্বভাবই সমুদায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল বস্তুই স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্য্য-সমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, ক্রীড়াগৃহ ও রোগের ঔষধ সমুদায় প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হয়। নরপতিরা প্রজ্ঞাবলেই রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞান বলে ভূতসমুদায়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তি-প্রভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বিদ্যাতেই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়। জীব সমুদায় চারি প্রকার; জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহু-পাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার, মনুষ্য ও পিশাচাদি; তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোগসুখে নিরত থাকে বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রধান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার, উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যমেরা আবার জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়া থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট অপেক্ষা প্রধান। মধ্যম দুই প্রকার, ধর্ম্মজ্ঞ ও অধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য ও অকার্য্যের অবধারণে সমর্থ বলিয়া উহারা অধর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদবাদী ব্যক্তিরা বেদ এবং বেদানির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমুদায় বিশেষ বিদিত হইয়া ঐ সমুদায়ের প্রচার করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্মমৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভু। দেবতারা বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণেরা বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মারে অবলোকন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই দেবতা। ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাঁদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহাঁরা জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্ম সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের যে সমুদায় অনুষ্ঠেয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ সমুদায় আশ্রয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যদি কর্ম্ম নিত্য, কি জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কাম্য, এই সংশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানজকত্বনিবন্ধন কর্ম্মকে কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অকর্ত্তব্য। কারণ কর্ম্ম যদি ব্রহ্মলাভজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহারে অবশ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি যুক্তি ও অনুভব প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র সমাগত হইয়াই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মানরত ব্যক্তিরাই এই রূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানা প্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগপরায়ণ মহাত্মারা ব্রহ্মই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সত্যযুগে সমুদায় মনুষ্য তপোনুষ্ঠাননিরত, সংশয়বিহীন ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতা হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে মানবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কামদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ সংযত ব্যক্তিরা তপোবলে অনায়াসে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্যা দ্বারা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহারেই সমুদায়

লোকের প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ডবেদে ব্রহ্ম ইন্দ্রাদি-দেবতারূপে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডবেদবিদ্ ব্যক্তিরা তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়াছেন; এই নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডবেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকার্য্যনিষ্ঠ ও সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইলে তিনি অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তাঁহারে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষ রূপে বিহিত ছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমুদায় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন বা ঈষৎপ্রকাশিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মানবগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ওষধি সমুদায় হীনরস হইবে। জলের মধুরত্ব থাকিবে না। বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সমুদায় তিরোহিত হইয়া যাইবে ও স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা দুঃখভোগ করিবে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জগণ যেমন বৃষ্টি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগে বেদ দ্বারা যোগাঙ্গ সমুদায় পুষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধরূপধারী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ। জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসানুসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা শুকদেব মহর্ষি ব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া মোক্ষধর্ম্মানুগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, তাত! প্রজ্ঞাবান্, যাজ্ঞিক, অসূয়াশূন্য, শ্রোত্রিয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? তপ, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ, মেধা, আত্মানাত্মবিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ, ইহার কোন্ উপায় দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে? আপনি এই সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, বৎস! বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিব্যাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীবগণ সেই মহাভূত সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে। জীবগণের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি, কর্ণে দিক্ ও জিহ্বায় সরস্বতী ভোগবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও

নাশিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। সারথি যেমন বশীভূত অশ্ব সকলকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণ সমুদায় জীবের সৃষ্টিবিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মারে মন দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মনদ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহারে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড় দেহে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মারে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতেরা বিদ্বান্ সৎকুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত সমুদায়ে আপনারে অভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মারে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকেই আত্মতুল্য বিবেচনা করেন এবং যিনি সকল ভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিকপথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন আকাশে পক্ষীর ও জলমধ্যে মৎস্যের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের গতি অন্যের অনুভূত হইবার নহে। কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে; কিন্তু যাঁহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারে কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই পরমস্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধ, মধ্য বা তির্য্যক্ স্থানে অবলোকিত হন না, এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ; তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। যদি কেহ মন ও কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ ঈশ্বরের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অথচ স্থূল হইতেও স্থূল; তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারই আয়ত্ত নহে। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপাদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি সমস্ত লোক আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড় দেহ ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন।

আর পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঞ্চিত, ক্ষয় সুখদুঃখ বিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন শরীরমধ্যে জন্মরহিত জীবাত্মারেও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মারে অভিন্ন জ্ঞান করেন। যিনি সেই পরমাত্মারে প্রাপ্ত হন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট আত্মবিচারের কথা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগকার্য্য বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব যোগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্য হইতে এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সংকল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্য দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবান্ দিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। যোগী ব্যক্তি এই রূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগদোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। মনোভঙ্গকর হিংসাযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তেজোময় ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় লোকের বীজ ও রস স্বরূপ। সমুদায় প্রাণী তাঁহারেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপধ্বংস, অভীষ্ট সংসাধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা নিবিষ্টচিত্তে মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাত্রির পূর্ব্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিদ্র চর্ম্মময় জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়, অতএব ধীবর যেমন প্রথমে জালদংশক্ষম মৎস্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎস্য সমুদায়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্জলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্ব্বোক্ত

রূপে যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরা চিত্তের মোহ ও চাঞ্চল্য এবং উপস্থিত ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবেন। যোগপ্রভাবে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সুখকর শীত, তাপ, অন্তর্ধান, আকাশগতি, সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যাঙ্গনাসঙ্গাদি উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায়ে অনাদর প্রকাশ করিয়া তৎসমুদায় হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহারদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই রূপে প্রাতঃকাল, পূর্ব্বরাত্রি ও অপর রাত্রিতে সংযত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে চৈত্যবৃক্ষের তলে অথবা অন্য কোন বৃক্ষের সম্মুখে যোগসাধন করা যোগীদিগের আবশ্যক। যোগবিদ্ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযমিত করিয়া অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্র চিত্ত হইয়া সেই অক্ষয়ধন পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। কখনই যোগানুষ্ঠানে অমনোযোগ করিবেন না। যে উপায়দ্বারা চঞ্চলচিত্তকে বশীভূত করা যায় অধ্যবসায় সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগশীল ব্যক্তি অনন্যমনে বাস করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিগুহা, দেবস্থান অথবা নির্জ্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে অন্যসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপেক্ষানিরত, নিয়মিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তির মুখে আপনার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্নিবন্ধন তাহার অশুভ বা শুভচিন্তা করিবেন না। লাভালাভে হর্ষবিষাদশূন্য সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বস্পর্শী বায়ুর ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ছয় মাস ক্রমাগত যোগসাধন করেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যক্তিরে অর্থলাভের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর দেখিয়া কখনই উপার্জ্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না। শূদ্র বা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিনী নারীগণও যদি এইরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম গতি লাভ হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই জন্মবিহীন, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাহাঁরা মহাত্মা মহর্ষির এই সমুদায় বাক্য যুক্তি দ্বারা পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! বেদে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মীর প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়েরই বিধি আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতি লাভ হয় এবং জ্ঞানবলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে? আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নশ্বর কর্ম্ম ও অবিনশ্বর জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কর্ম্ম প্রভাবে যে গতি লাভ করা যায়, এবং জ্ঞানবলে যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। এই দুই বিষয় অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলে সে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই

হউক, এক্ষণে তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্মপ্রভাবে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নিত্য অমৃতত্ব লাভ হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরা কর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার দেহপরিগ্রহ করিতে হয়। যাহাঁরা সুনিপুণ রূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং যাহাঁরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা নদীজলপায়ী যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না এবং তাহার সংকল্পও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্য রূপে মিত্রভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইহাঁরা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। অমাবশ্যায় সূক্ষ্মকলা সম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে, অথচ উহা বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্টই থাকেন। আর নভোমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপই ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মন ও ষোড়শ কলাসঞ্চিত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। লোকে যোগবলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটী বুদ্ধির গুণ; বুদ্ধি জীবাত্মার গুণ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে দেহ স্বভাবত জড়; উহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে। জীবই দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক পরম বস্তু আছেন; তাঁহা হইতেই সপ্ত ভুবন কল্পিত হইয়াছে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, তাত! আপনি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয়সংযুক্ত ইন্দ্রিয় সমুদায় ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অন্যান্য সমুদায় পদার্থ বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে ইহলোকে সাধু ব্যক্তিরা যুগে যুগে যেরূপ সদ্ব্যবহারের অনুসারে অবস্থান করিয়া থাকেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আর বেদবচনে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মপরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য তাহা কি রূপে নির্ণয় করা যাইবে? এক্ষণে আপনি বিস্তারিত রূপে ঐ সমুদায় কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশলাভে পবিত্র ও লোকাচার সমুদায় বিশেষ অবগত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি সংস্কার করিয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ যেরূপ বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বতন ঋষিরা সেইরূপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনে মনে আপনাদের শ্রেয়োলাভ বাসনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোক সমুদায় পরাজয় করেন। যিনি ফলমূলাহারী, অতি কঠোর তপোনুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসঞ্চারী ও অহিংসাপরায়ণ হন এবং বানপ্রস্থদিগের কুটীর মুষলশব্দপরিশূন্য ধূমবিরহিত হইলে তথায় ভিক্ষার্থ গমন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব তুমি অন্যের স্তুতি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী অরণ্যে গমন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করত স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ কর।

শুকদেব কহিলেন, তাত! "কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য" এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের শাস্ত্রত্বসিদ্ধি কি রূপে হইবে? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সপ্রমাণতা প্রদর্শন এবং যে রূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি কামদ্বেষশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। চারি আশ্রমের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সোপানে আরোহণ করিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যাইতে পারে। ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্রহ্মচারী ঈর্ষাশূন্য হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থভাগ অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য্য সমুদায় সম্পাদন ও তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কার্য্য সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে গুরুর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা সরলস্বভাব ও অপবাদ শূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিবামাত্র তথায় গমন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিয়া অনাকুলিতলোচনে গুরুরে অবলোকন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান্ শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তানপানি হইয়া মৃদুভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদে এবং বামহস্ত দ্বারা তাঁহার বাম চরণ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবেন, ভগবন্! আমারে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী এই রূপে গুরুরে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তাঁহারে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য সময়ে যে সমুদায় রস ও গন্ধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সমাবর্ত্তনের পর তাঁহার সেই সকল ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ত সেই সমুদায়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এই রূপে সাধ্যানুসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন।

বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থ ভাগ গত হইলে, আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন এবং তৎপরে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্যা দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পণ্ডিতেরা গৃহীদিগের চারি প্রকার জীবনোপায় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধান্য ও কেহ কেহ একবার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্যবস্তু আহরণ করিয়া ভোজন করেন এবং কেহ কেহ বা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজনাদি ষট্ কার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহীদিগের ব্রত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মোদরপূরণার্থ অন্ন পাক ও পশুহত্যা করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রানুভব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে। গৃহী ব্যক্তিরা গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহারে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিদ্যাবিশারদ স্বধর্ম্মোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান্ তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য কব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নখলোমধারী, অগ্নিহোত্রপরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি, কি চণ্ডাল যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তিরা প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য প্রাণিগণকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও অমৃত ভোজন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্য বস্তুই অমৃতস্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তাঁহারে বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। স্বদারনিরত, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতারে প্রজাপতিলোকের, অতিথিরে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক্গণকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীরে অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক্সমুদায়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব গৃহস্থগণ আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয়

করিতে পারেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়া-স্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন; অতএব জিতক্রম ধর্ম্মশীল গৃহধর্ম্মনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মপরায়ণ গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে। যেমন ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্য অপেক্ষা বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ গৃহীদিগের ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা, অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি উৎকৃষ্ট। গৃহস্থ ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষোপযুক্ত ধান্যসংগ্রহকারী কপোতবৃত্তিসমাশ্রিত ও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ গৃহস্থগণ যে রাজ্যে সৎকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। যাঁহারা অব্যথিতচিত্তে এই প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা সম্রাট্দিগের গতি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থগণের নিমিত্ত বিমান সংযুক্ত পরমরমণীয় স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া গার্হস্থ্য বৃত্তি আশ্রয় করিলে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারে। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা উচিত। এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মনীষিনির্দ্দিষ্ট গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গার্হস্থ্যব্রতরহিত, পবিত্রদেশবাসী, সদসদ্বিবেচক, সর্ব্বাশ্রমাচারসম্পন্ন বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

অনন্তর ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল শুক্লবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাঁহার অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী আয়ুর তৃতীয়ভাগ অরণ্যমধ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নির পরিচর্য্যা, দেবগণের অর্চ্চনা, আহারনিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্ররক্ষা, ধেনুপ্রতিপালন, সমস্ত যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান, অকৃষ্টপচ্য ধান্য, যব, নীবার ও বিঘস আহার এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমেও চারি প্রকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও অতিথিসৎকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক মাসের, কেহ কেহ এক বৎসরের এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থেরা বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য করিবেন এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থিত ও গ্রীষ্মের সময় পঞ্চতপা হইবেন। পরিমিত আহার, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেন ও তিন সন্ধ্যা স্নান করিবেন। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দন্ত ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদূখলের কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শুক্লপক্ষে, কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে একবারমাত্র যবাগু ভক্ষণ করেন; কেহ কেহ বা উহা প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্র দ্বারা

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থদিগের এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নিয়ম সমুদায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম উপনিষদ্ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাতে সকলেরই অধিকার আছে। এই দ্বাপরযুগে মহর্ষি অগস্ত্য, সুর্ব্বাশ্বেয়, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাংকৃতি, অনিয়তস্থানবাসী সুদিবার্তণ্ডি, অহোবীর্য্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, কর্ম্মনির্ব্বাক, শূন্যপাল এই সকল মহাত্মা এবং সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্মসম্পন্ন যাযাবরগণ এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসম্পন্ন বৈখানস, বালিখিল্য ও সৈকতগণ এবং গ্রহ নক্ষত্র ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সমুদায় এবং অনেকানেক নিপুণধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপা মহর্ষি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেষাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব দান সহকারে এক দিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও জীবিতাবস্থায় আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন ও পুত্রকলত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতে অগ্নি বিলীন করিয়া আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম হইবেন। মনুষ্যের যত দিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে, তত দিনই তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী দেহত্যাগপর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যাগ করিবেন। অন্নের নিন্দা না করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম প্রভাবে পবিত্র হইয়া কেশ ও লোম মুণ্ডন এবং নখচ্ছেদন পূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সকলকে অভয় দান পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোক সমুদায় লাভ হয় এবং তিনি দেহান্তে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল নিষ্পাপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহ লোক বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ, মোহ ও সন্ধিবিগ্রহ শূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ম পালনে অপরাঙ্মুখ হন এবং যিনি সন্ন্যাসবিধি অনুসারে আত্মান্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদ্য বা ক্রমশ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে সংশয় কি? হে বৎস! এক্ষণে বিবিধ সদ্গুণ বিভূষিত অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্থ আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, তাত! ব্রহ্মলাভার্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থাশ্রমের ন্যায় এই চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধ্যানুসারে কি রূপে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে চিত্তদোষ সংশোধন করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে অভ্যাস কর। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সহায়শূন্য হইয়া একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, আত্মা কখন তাঁহারে পরিত্যাগ করেন না এবং ঐরূপ ব্যক্তিরে কখন মোক্ষ-

পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। নিরগ্নি ও বাসস্থানপরিশূন্য হইয়া অন্নার্থ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহারসঞ্চয়, চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অল্পাহার, একাহার, করঙ্গধারণ, বৃক্ষমূল আশ্রয়, কষায়বস্ত্র পরিধান, সহায়পরিত্যাগ এবং সমুদায় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য্য দর্শন ও কুৎসা শ্রবণ বিশেষত স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করাই উচিত। যিনি আপনারে সর্ব্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া বোধ করেন, যিনি যথাকথঞ্চিৎ আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা তথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ সর্পের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিরে নরকের ন্যায় এবং কামিনীগণকে শবের ন্যায় বিবেচনা করেন, যাহাঁর সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদায় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহারেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আহ্লাদ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়। চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিহার করা এবং স্বয়ং সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া উচিত। যাহার শত্রু নাই, তাহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলত মোহশূন্য ব্যক্তির কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদায় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মাঙ্গ বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হন, তিনি অনায়াসে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তগুণাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের রক্ষায় যত্নবান্ হন, তিনি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নির্ভীক ও নিস্পৃহ ব্যক্তিরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুরে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যিনি সমুদায় বিষয়সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি একাকী বিচরণ করেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবনধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন, যাঁহার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন কার্য্যে উদ্যোগ নাই, যিনি স্তুত বা নমস্কারজন্য সুখানুভব করেন না এবং সমুদায় বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহারেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে একান্ত ভীত হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জীবগণকে অভয় প্রদান করা সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি প্রাণিগণের নিকট অনন্তকাল অভয়লাভ করিয়া থাকেন। মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চগ্রাসরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলো-

কের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্ব্ব-শরীরে অবস্থান করেন। তিনি সেই প্রাদেশপরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত বৈশ্বানরে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতি প্রদানে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয়। যাহাঁরা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াময় জীবাত্মারে অতি শ্রেষ্ঠ পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, সর্ব্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত হন এবং নির্লিপ্ত, অপরিমেয়, জ্ঞানময়, শরীরমধ্যে আবির্ভূত পরমাত্মারে হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, দেবতারা তাঁহারে সেবা করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগীদিগের হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ সমুদায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন; তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভ হইলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হন। যিনি স্বয়ং তেজোময়, নিত্য ও অপরিমেয়, যিনি কোন প্রাণী হইতে ভীত না হন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্ত লোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সতত লোকের নিকট অনিন্দনীয় এবং স্বয়ং অন্যকে নিন্দা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশূন্য ব্যক্তি কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন সুখ অনুভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয় এবং নিন্দা ও স্তুতি সর্ব্বত্রেই সমান জ্ঞান হইয়া থাকে; সন্ধি, বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্রও থাকে না এবং যিনি সম্পত্তিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা সারথিসঞ্চালিত পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের ন্যায় পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্ত প্রকৃতি ও অব্যক্ত প্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবেই তাঁহারে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তি চিন্তা ও প্রভুত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সমুদায় মহত্তত্ত্বে লীন এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা সংস্কৃত ও ধ্যান দ্বারা উপরত করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অতএব যোগী ব্যক্তি সঙ্কল্প সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে স্থূল বুদ্ধি সন্নিবেশিত করিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতের

ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন। যোগিগণ চিত্তপ্রসাদ প্রভাবেই সমুদায় পাপপুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ ব্যক্তির ন্যায় সুখ দুঃখ বিহীন এবং নিবাতস্থ দীপ্যমান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অল্পাহারনিরত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এই রূপে রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করেন, তিনিই জীবাত্মাতে পরমাত্মারে দেখিতে পান।

হে পুত্র! এই আমি তোমারে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ঋক্‌বেদোক্ত দশসহস্র মন্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া সমুদায় ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অনুভবগম্য, আত্মবিশ্বাসকারণ শাস্ত্রামৃত সমুদ্ধৃত করিলাম। যেমন দধি হইতে নবনীত ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে এই জ্ঞান সমুদ্ধৃত হইল। স্নাতক, ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকেই এইরূপ শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। অপ্রশান্ত, অজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাবিমুখ, বেদবিহীন, অবশীভূত, অসূয়াপরতন্ত্র, অসরল, যথেচ্ছাচারী, প্রতিকূলতর্কপরায়ণ ও কুটিল ব্যক্তিরা কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। প্রশংসনীয়, প্রশান্ত, তপোনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তি, প্রিয়পুত্র ও অনুগত শিষ্যদিগকে এই গূঢ় ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। অন্য ব্যক্তির নিকট উহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরে রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলেও তিনি তদপেক্ষা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করেন। অতঃপর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বেদনির্দ্দিষ্ট অলৌকিক আত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত হয় এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, তৎসমুদায় আমার নিকট প্রকাশ কর।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! অধ্যাত্ম কি পদার্থ এবং কিরূপেই বা উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, বৎস! আমি মনুষ্যগণের অধ্যাত্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগরের তরঙ্গ সমুদায় যেমন পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমি জল প্রভৃতি মহাভূত সমুদায় অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাভূত সমুদায় দেহে অবস্থান পূর্ব্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূতস্রষ্টা ঈশ্বর সমস্ত প্রাণিতেই তারতম্যানুসারে মহাভূত সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! মহাভূত সমুদায় যে শরীরভেদে তারতম্যানুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে এবং ঐ মহাভূত সমুদায় মধ্যে কোন্‌গুলি ইন্দ্রিয়, আর কোন্‌গুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কি রূপে অবগত হওয়া যায়?

ব্যাস কহিলেন, বৎস! তুমি আমারে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। শব্দ, শ্রোত্র ও দেহস্থ ছিদ্র সমুদায় আকাশগুণ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ

বায়ুর গুণ ; রূপ, চক্ষু ও জঠরাগ্নি জ্যোতির গুণ ; রস, আস্বাদন ও স্নেহ সলিলের গুণ ; গ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ। এই আমি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পাঞ্চভৌতিক বিকার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কাহার কোন্ গুণ, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ব্ববাসনা লিঙ্গশরীরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারা ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া প্রত্যাহার করিয়া থাকে। বুদ্ধিপ্রভাবেই মনুষ্যের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। বুদ্ধি শব্দাদি গুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনুষ্যের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত রহিয়াছেন। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় সমুদায়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ এবং আত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় চিত্ত হইতে আবির্ভূত হয়। এই তিনটী গুণ সমস্ত প্রাণিতে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। কার্য্য দ্বারাই উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার একান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্ব গুণের কার্য্য। যাহা বাক্য মনের নিতান্ত সন্তাপজনক বোধ হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা মোহজালজটিল, অব্যক্তস্বরূপ, অচিন্তনীয় ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্ত বশত যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মমতা ও সুস্থচিত্ততা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিকগুণের, কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যাবাক্য ব্যবহার, লোভ, মোহ ও অসহিষ্ণুতা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই রাজস গুণের, আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামস গুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম তিনপ্রকার। প্রথমত মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি দ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন করে, তখন উহারে মন বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ের পৃথগ্ভাব নিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসনা এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। ঐ সমুদায় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। বুদ্ধি মনুষ্যের দেহে তিন ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক তাহারে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন দুঃখযুক্ত ও কখন সুখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র যেমন নদীর বেগ তিরোহিত করে, তদ্রূপ এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয়কে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্ভুত বিবেচনা করা উচিত। সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুগত হয়, তখন ঐ স্থির-বুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অর যেমন রথচক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসাধক হয়, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় মন, বুদ্ধি ও অহ-ঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নির্লিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে প্রদীপ-স্বরূপ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই ভূমণ্ডলকে বুদ্ধি-কল্পিত বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে আর বিমুগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার হর্ষ, বিষাদ ও মৎসরতা একেবারে তিরো-হিত হয়। যদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোধিতচিত্ত দুরাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হন না। কিন্তু যখন মনঃ-প্রভাবে সেই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করা হয়, তখনই প্রদীপপ্রভায় প্রকাশিত পদা-র্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যেমন সলিল মধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমানপরিশূন্য জ্ঞানবান্ যোগী বিষয় ভোগ করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হন, যাঁহাদিগের বিষয়-বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমু-দায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণসমুদায় কখন আত্মারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা উহা-দিগকে অনায়াসেই অবগত হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের এইমাত্র বিভি-ন্নতা যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদায়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন না। যেমন জল ও মৎস্য, মশক ও উডুম্বর এবং শরমুঞ্জা ও ইষীকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র মিলিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভা-বত স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন।

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া উর্ণনাভি যেমন সূত্রের সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিষয় সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া সেই সমুদায় গুণে অবস্থান করেন। কেহ কেহ গুণ সমু-দায়ের একবার নাশ হইলেও পুনরায় উৎ-পত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কেহ কেহ কহেন যে, গুণ সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান-বলে বিনষ্ট হইলে আর উহাদের উৎপত্তি হয় না, কারণ যদি ঐ সমুদায় গুণের পুনরুৎ-পত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেই সমুদায় গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। লোকে এই দুই মত সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার আদি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎস-রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এই রূপে দেহে আত্মাভিমান ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসন্দিগ্ধ-চিত্তে পরম সুখে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

সন্তরণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন উন্নত স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর স্রোতস্বতী মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দুঃখিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিচ্যুত ও সংসারসাগরে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন স্থলে সঞ্চরণ করিয়া কদাচ দুঃখ ভোগ করেন না, সেইরূপ যিনি আত্মারে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারে কখনই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এই রূপে মনুষ্য প্রাণিগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের তারতম্য সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শান্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুইটী তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় জ্ঞাত হইলেই লোকে শুদ্ধস্বভাব হয়; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। মনীষিগণ ইহা জ্ঞাত ও কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির যাহা যাহা ভয়জনক হইয়া উঠে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতি লাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কাহারই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ দোষীর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা সেই দোষীরে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি শোক প্রকাশ করে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যাকার্য্য বিচারে সমর্থ, সেই সমস্ত কুশলী ব্যক্তি কদাচই তদ্বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্ম অপনোদন করিয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদনে সমর্থ হয় না।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধর্ম্ম সর্ব্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার নিকট সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া স্বীয় শিশু সন্তানদিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতেরা উহারেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্তচিত্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয় সমুদায় বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী, বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্পফলসমন্বিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন্ স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ সোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অন্তরাত্মা সমুদায়ই দর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপ দ্বারা সেই পরমাত্মারে দর্শন করিতে পারে। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্মভাব পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি

নির্মোকনির্মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তর সম্বন্ধশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসাগরগামী দুস্তর দেহনদী অব্যক্ত রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্তু, মন ও সংকল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য; ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও বাসনা উহার দুস্তর পাতালস্বরূপ। ঐ নদী সর্ব্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোক সমুদায় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। ধৈর্য্যশালী জ্ঞানবান্ মনীষিগণ ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানবলে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও। তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষক্রোধবিহীন ও অনৃশংস হইলেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই দেহনদীতরণরূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন নিয়তাত্মা অনুগত ব্যক্তিদিগকেই এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তম আত্মজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সুখ দুঃখ বিহীন ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা বা নপুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে উহাঁরে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহারে পুনর্ব্বার সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় মত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সমস্ত মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদেরই সিদ্ধি লাভ হয়, অন্য ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান্ ও সদ্গুণসম্পন্ন পুত্র কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া প্রীতমনে তাহারে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবে।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগদ্বেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্ত্তি ও সম্মানলাভে যাঁহার কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল ঋক, যজু ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদায় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুরে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীরে ভয় না করেন, যাঁহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ থাকে না এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে বিষয়বন্ধন ভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কাল প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। সাগরমধ্যে

বিলীন নদীর জলরাশির ন্যায় বিষয়বাসনা সমুদায় যে ব্যক্তিতে একেবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখন উহা পূর্ণ হয় না; সে বাসনানিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি উৎকৃষ্ট। শোক, সন্তাপ ও বিষয়বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত সত্ত্বগুণ অবলম্বন কর। বিনি বিশোক, নির্ম্মমতা, নির্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি ও প্রসন্নতা এই ছয় গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয় গুণযুক্ত আত্মারে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা পরলোকে অনায়াসেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিহীন স্বভাবসিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মকে অবগত হইয়া অনন্ত সুখভোগে সমর্থ হন। চিত্তকে স্থির করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিতে পারিলে যেরূপ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার মহিমায় উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিরাও বলবান্ হয়, সেই পরম ব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদায় রোধপূর্ব্বক ধ্যাননিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, লোকে তাঁহারে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি বিষয়বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাঁহার আত্মসুখ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দিবাকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ তিরোভূত হইয়া যায়। তখন জরামৃত্যু আর সেই বিষয়বাসনাবিমুক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি রাগদ্বেষ পরিশূন্য ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনায়াসেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই রূপে দেহাদিভাব অতিক্রম করিয়া পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! গুণবান্ বক্তা মানাপমানাদিসহিষ্ণু, ধর্ম্মার্থানুষ্ঠানপরতন্ত্র, মোক্ষজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরে অগ্রে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করাইয়া পশ্চাৎ উপদেশ প্রদান করিবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমস্ত প্রাণিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাত্মক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক। মূর্ত্তিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা শব্দকে আকাশগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরণ, প্রাণ, অপান ও ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য্য এবং তাম্র, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ সমুদায় সলিলের কার্য্য এবং রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি

পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সমুদায় পৃথিবীর কার্য্য এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণ এই রূপে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্য ও গুণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, মন সংশয়াত্মক ও দেহাভিমানী জীব কর্ম্মের আশ্রয়। জীব সত্যাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনারে পুণ্যপাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহারে বিমোহিত হইতে হয় না।

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! যোগিগণ শাস্ত্রোক্ত যোগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহবিমুক্ত পরমাত্মারে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন গগনমধ্যে সূর্য্যের কিরণজাল একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া যুক্তিদ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ যে সমস্ত জীব স্থূলদেহবিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবন্মুক্তি স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই লক্ষিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জলমধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীবদ্দেহে প্রকাশিত লিঙ্গশরীরকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাহাঁরা কি জাগ্রদ্দশা, কি নিদ্রিতাবস্থা, সকল সময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের জীব নিরন্তর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত গুণ সম্পন্ন হইয়াও জরা মৃত্যু পরাজয় পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিরে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্নযোগেও জাগরিতের ন্যায় পদার্থ দর্শন, পুণ্যের অনুষ্ঠান ও সুখদুঃখ ভোগ করে এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ব্যসনাপন্ন ও প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হয়। জীব জননীর জঠরে দশ মাস অবস্থান করিয়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অংশস্বরূপ সর্ব্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মারে কোন মতেই দর্শন করিতে পারে না। যাহাঁরা যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া জীবাত্মারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদের আবশ্যক। অনেকানেক মহর্ষিগণ সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি শান্তিজনক সমাধিরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত সূক্ষ্ম গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্য বোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্তদৃষ্টি ও অনন্তশক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

লুব্ধ ব্যক্তিরা আয়াসপাশে জড়িত হইয়া হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ফললাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ; কর্ত্তব্যাভিলাষ উহার আলবাল; অজ্ঞান উহার মূল; প্রমাদ উহার সেকসলিল;

অসূয়া উহার পত্র; পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎ শাখা ও ভয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসারূপ লতাসমুদায় ঐ বৃক্ষকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আয়াসপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি সুখ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহারে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসি দ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনই কাম্য কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহারে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ শরীরকে পুর স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য। ইন্দ্রিয়গণ ও মন ঐ পুরের অধিবাসী; উহারা বুদ্ধির ভোগ সম্পাদনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই পুরমধ্যে রজ ও তম নামে দুইটী দারুণ দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমোবিহিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। রাজস ও তামস অহঙ্কার অবিহিতমার্গসমুৎপন্ন সুখ দুঃখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিতা হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে নিতান্ত ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। কলুষিতা বুদ্ধি যে বিষয় হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্ট ফল প্রদান পূর্ব্বক বিনষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া যাহার পর নাই কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে বুদ্ধি নিপীড়িত হয় এবং বুদ্ধির পীড়া উপস্থিত হইলেই আত্মার দুঃখ জন্মিয়া থাকে। ফলত মনই রজোগুণের সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখের হস্তে সমর্পণ করে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চভূতের নির্দ্ধারণবিষয়ক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি, সংঘাত, মনুষ্যাদির আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদায় পৃথিবীর গুণ। শৈত্য, রস, ক্লেদ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, হিমকরকাদি রূপে সংঘাতত্ব ও তণ্ডুলাদির পাচকতা এই সমুদায় সলিলের গুণ। দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা তীক্ষ্ণতা ও ঊর্দ্ধপ্রয়াণ এ সমুদায় অগ্নির গুণ। স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়স্থান, গমনাগমনবিষয়ে স্বাধীনতা, শীঘ্রগামিতা, শৌর্য্য, মোচন, উৎক্ষেপণ, নিশ্বাসাদিচেষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু এই সমুদায় সমীরণের গুণ। শব্দ, সর্ব্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা, অনাশ্রয়ত্ব, অনালম্বত্ব, অব্যক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতীঘাত ও ভূতত্ব এই সমুদায় আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কাবতর্ককৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সৎপ্রবৃত্তি, অসৎপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টী মনের গুণ। সুষুপ্তি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পাঁচ গুণে অলঙ্কৃত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বুদ্ধিরে কি রূপে পঞ্চগুণান্বিত বলা যায় এবং ইন্দ্রিয়গণকেই বা কি প্রকারে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তাহা সূক্ষ্মরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বুদ্ধির পাচ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু বস্তুত বুদ্ধির ষষ্টিগুণ। পঞ্চ মহাভূতও ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ মহাভূতের যে পঞ্চাশৎ গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তৎসমুদায় ও নিদ্রা উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায়ে যাটিটা বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ঐ গুণ সমুদায় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে। পরমেশ্বর ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা নিত্য নহে। পূর্ব্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে যে সমুদায় মত কীর্ত্তন করা গিয়াছে, সে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ ও বিচারদুষ্ট। সম্প্রতি আমি যে মত কীর্ত্তন করিলাম, তুমি সেই বেদোক্ত মত অবগত হইয়া শান্তবুদ্ধি হও।

ষট্পঞ্চাশদধিকাদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অযুত হস্তীর তুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের তুল্য তেজোবলসম্পন্ন বীরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যমধ্যে ধরাশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। উহাঁদিগকে সংহার করিতে পারে এমন লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে এই যে মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণ গতাসু হইয়া সমরাঙ্গনে নিপাতিত রহিয়াছেন, ইহাঁদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তদ্বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব মৃত্যু কে, কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর উহা কি নিমিত্তই বা প্রজাদিগকে হরণ করে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্যযুগে অনুকম্পন নামে এক রাজা সংগ্রামে ক্ষীণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার হরি নামে এক নারায়ণতুল্য বলশালী পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সৈন্যসামন্তের সহিত সংগ্রামে নিহত হয়। মহারাজ অনুকম্পন পুত্রের নিধন ও শত্রুর নিপীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া পরিশেষে শান্তিপরায়ণ হইলেন। তিনি একদা তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রামে যে রূপে পুত্রের মৃত্যু ও আপনার শত্রুহস্তে পতন হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন।

মুনিকুলতিলক নারদ রাজার বাক্য শ্রবণে দয়ালু হইয়া তাঁহার নিকট এক পুত্রশোকনিবারণক্ষম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে মানস করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি যে উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছ্বাস বিহীনও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কি রূপে প্রজাসংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ সেই ক্রোধানল দ্বারা দশ দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে ব্রহ্মার কোপানলে স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে বেদপতি যজ্ঞেশ্বর দেবদেব মহাদেব প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সমাগত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহেশ্বর! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার

নিকট আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর, আমি অচিরাৎ তোমার কামনা পূর্ণ করিব।

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন; ব্রহ্মন্! আপনি প্রজা সৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা। এই সমস্ত প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব ইহাদিগের উপর কোপ প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে দেব! আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণা-সঞ্চার হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।

প্রজাপতি কহিলেন, মহেশ্বর! আমি প্রজাবর্গের উপর ক্রোধাবিষ্ট হই নাই। প্রজাসকল উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ অভিলাষও নহে। আমি কেবল বসুমতীর ভার লাঘবের নিমিত্ত প্রজাগণের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বসুন্ধরা লোকভরে আক্রান্ত ও রসাতলে নিমগ্নপ্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত আমারে অনুরোধ করাতে আমি কি রূপে প্রবীণ প্রজাগণকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিতে ছিলাম। যখন আমি ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে অবধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধ-সঞ্চার হইল।

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজাসকল বিনাশ করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্ব্বিধ ভূত একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমস্ত জগতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই আপনার তেজ প্রতিসংহার করুন। যাহাতে এই সকল প্রজা আর না দগ্ধ হয়, আপনি হিতাভিলাষপরবশ হইয়া তাহার উপায়-বিধান করুন। আপনি আমারে অধিদেবত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি আপনারে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যেন প্রজারা সমূলে উন্মূলিত না হয়। অতঃপর উহারা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এরূপ উপায় করা আপনার কর্ত্তব্য।

দেবদেব মহাদেব এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপাপরবশ হইয়া পুনরায় আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্ভূত তেজ প্রতিসংহার করেন, সেই সময় তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণ-বিভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিল। ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব সেই কন্যারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃত্যো! তুমি এই প্রজা সমুদায়কে পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট হইয়া প্রজাদিগের বিনাশার্থই তোমারে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমারে আমার নিদেশানুসারে কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলকেই নির্ব্বিশেষে বিনাশ করিতে হইবে। তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। কমলমাল্যধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অনবরত অশ্রুধারা মোচন ও করতল দ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর আয়তলোচনা মৃত্যু কথঞ্চিৎ

স্বীয় দুঃখ সংবরণ পূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! মাদৃশ অবলা আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়া কি রূপে সমুদায় জীবের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ক্রূরকার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে? আমি অধর্ম্মে একান্ত ভীত; অতএব আপনি অনুকূল হইয়া আমারে ধর্ম্মকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। বালক বৃদ্ধ ও যুবাগণ আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়স্য এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃ বিনাশ করিতে আমি কখনই সমর্থ হইব না। লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে যাহার পর নাই কাতর হইয়া আমারে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের শোকাশ্রুপাতে আমারে অনন্তকাল দগ্ধ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি একান্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি বিনাশ করিলে পাপাত্মারা নরকে নিপতিত হইবে; সুতরাং আমারেই লোকের নরকের কারণ হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে লোকবিনাশকার্য্য হইতে বিরত করুন। আমি এক্ষণে আপনার সন্তোষ বিধানার্থ তপস্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুন্দরি! আমি প্রজাদিগের সংহারার্থ তোমার সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া প্রজাগণের সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হও। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তোমারে অবশ্যই আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তঁহার মুখাপেক্ষায় বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কমলযোনি বারংবার তাঁহারে প্রজানাশের অনুরোধ করাতে তিনি পরিশেষে মৃতপ্রায় হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুরে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া হাস্যমুখে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে ব্রহ্মার ক্রোধশান্তি হইলে মৃত্যু প্রজাসংহারবিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক সত্বরে গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশ পদ্মসংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপরে অমিততেজা ভগবান্ কমলযোনি পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অতঃপর আমার বচন প্রতিপালন কর। তখন মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বিংশতি পদ্ম সংখ্যক বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি অযুত পদ্ম সংখ্যক বৎসর মৃগগণের সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং বিংশতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া আট সহস্র বৎসর জলে অবস্থান পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি কৌশিকী নদীতে গমন করিয়া তথায় জল ও বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ পর্য্যায়ক্রমে ভাগীরথীতীর ও সুমেরুপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তদনন্তর দেবগণ হিমালয়ের যে প্রদেশে অবস্থান করেন সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্তোষসাধনার্থ নিখর্ব্ব সংখ্যক বৎসর অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! কেন আর তপোনুষ্ঠান করিতেছ, আমি যাহা কহিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন মৃত্যু পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি প্রজাসংহার করিতে সমর্থ হইব না। আমি পুনরায় আপনারে প্রসন্ন করিবার জন্য তপশ্চরণ করিব। মৃত্যু এই কথা কহিলে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অধর্ম্মভয়ে ভীত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাসংহার-নিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তুমি নির্ভয়ে প্রজাগণকে সংহার কর। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে। তুমি প্রজাসংহার করিয়া সনাতন ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিলাম। আমি এক্ষণে তোমারে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি, যে প্রজাগণ ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষগণকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে, ক্লীব হইয়া ক্লীব সমুদায়কে আক্রমণ করিবে।

দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি কখনই প্রজাগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না। তখন লোকপিতামহ পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাগণকে সংহার কর। যাহাতে তোমার অধর্ম্মস্পর্শ না হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিব। তুমি স্বীয় নয়নবিগলিত যে অশ্রুবিন্দু সমুদায় স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিন্দু সকল ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মানবগণকে বিনাশ করিবে। তুমি জীবগণের বিনাশ সময়ে তাহাদের নিকট কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাহা হইলে তাহারাই মানবগণের বিনাশসাধক হইবে। তুমি রাগদ্বেষপরিশূন্য; সুতরাং তোমারে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে না; প্রত্যুত তোমার ধর্ম্মলাভই হইবে। অতএব তুমি এই রূপে ধর্ম্মপ্রতিপালনে যত্ন কর, আপনারে অধর্ম্মে পাতিত করিও না। এক্ষণে স্বীয় অধিকার অবলম্বন পূর্ব্বক জীবগণকে সংহার করাই তোমার কর্ত্তব্য।

তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা প্রাণিগণের সংহার সাধনে অঙ্গীকার করিলেন। সেই অবধি তিনি কাম-ক্রোধকে প্রেরণ পূর্ব্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রুপাত সকল ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধিপ্রভাবে মনুষ্যদিগের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রাণিগণের প্রাণনাশনিবন্ধন শোক করা কর্ত্তব্য নহে। জীবগণের ইন্দ্রিয় সমুদায় যেমন সুষুপ্তিসময়ে বিরত এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণও একবার পরলোকে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে। মহাতেজস্বী ভীষণনিনাদসম্পন্ন বায়ু সমুদায় জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহীদিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত বায়ুরেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সময়ক্রমে দেবতারা মর্ত্ত্যসংজ্ঞা এবং মনুষ্যগণ দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আপনার পুত্র স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! মৃত্যু এই রূপে ভগবান্ কমলযোনি কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া স্বীয় অশ্রুপাতজনিত ব্যাধি সমুদায়ের সাহায্যে যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন।

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অল্পবুদ্ধি

মনুষ্যগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা উৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গললাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায় তাহাই কি ধর্ম্ম, বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভয় লোকের নিমিত্ত যাহা সংসাধিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম? আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মনির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহারে নিশ্চয়ই পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কেহ কেহ আপদকালে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই, তাহারা আপনার অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তস্কর অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ করিয়া অশঙ্কিতচিত্তে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন অন্যে তাহার ধন গ্রহণ করে তখন সে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসন্তুষ্ট ব্যক্তি-বর্গের ধন হরণ করিতে তাহার স্পৃহা জন্মে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ স্বভাব এবং যে আপনারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; সত্যে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপপরায়ণ উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা সত্য প্রভাবেই নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করিয়া থাকে। তাহারা যদি নিয়মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্বাপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান ব্যক্তি "পরধন অপহরণ করা অকর্ত্তব্য" ইহা দুর্ব্বলদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বা সুখী নাই। অতএব সরলভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহারে আর অসাধু তস্কর বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তস্কর নগরপ্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সকল লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকেও পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব সে প্রফুল্ল মনে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে এবং কদাপি অন্য হইতে আপনার অনিষ্ট শঙ্কা করে না। যাঁহারা প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠাননিরত তাঁহারাই দানধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধনীরা দৈবের প্রতিকূলতা বশত ঐ বিধিকে দরিদ্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান

বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণসংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্দ্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুশীদবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সতত সেই পথ আশ্রয় করাই উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়াপ্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিরা সেই পরম ধর্ম্ম লাভের নিমিত্তই সতত সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা অনুধাবন করিয়া সরলতা অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যেরূপ সূক্ষ্ম বেদবোধিত ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, আমি অনুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদগত প্রায় সমুদায় প্রশ্নই কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি কুতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম প্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম যেরূপ, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সেরূপ নহে। আপদ্ অসংখ্য, সুতরাং আপদ্ধর্ম্মও বিবিধপ্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমুদায় আপদ্ধর্ম্ম কি রূপে বোধগম্য হইতে পারে? শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিরে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও সাধু ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইতেছে এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞার্থে বিবিধ হিংসাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতেও তাঁহাদের ধর্ম্মসঞ্চয় হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর দেখুন, বেদ সমুদায়ের প্রতিযুগেই হ্রাস হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই রূপে যখন কালভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্নভাব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসম্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রকেও অপ্রমাণ বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে ধার্ম্মিকেরা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে

বলবান্ দুরাত্মারা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেই অংশ সেই অবধি একবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি, ধর্ম্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম প্রথমতঃ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অদ্ভুত রূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহারে অনিত্য বলিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা গোসমূহের জলপানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জলসেক করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদায় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ বেদবোধিত ধর্ম্ম যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তিরা লোকের অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সমাধান, বেতন গ্রহণসহকারে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য্য সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিরা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহা প্রলাপ বোধ করিয়া সাধুদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেখুন, দ্রোণাদি মহাত্মারাও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব সর্ব্বজনহিতকারী আচার কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মাচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম উভয় বর্ত্তমান থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার আচারেরই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমার এই বোধ হইতেছে, শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে; পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যাহারে ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তুলাধার জাজলি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে জাজলি নামে এক বনচারী ব্রাহ্মণ সমুদ্রতটে আগমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে চীর, অজিন ও জটাধারণ পূর্ব্বক পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সংযমী ও নিয়মিত আহারী হইয়া অসংখ্য বৎসর অতিবাহিত করেন। একদা ঐ মহাতেজস্বী স্বীয় তপঃপ্রভাবে জলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ধ্যানবলে সমুদায় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই বিশ্বসংসারমধ্যে আমিই অদ্বিতীয়। জলমধ্যে অবস্থান করিয়া আকাশগত গ্রহনক্ষত্রাদি অবগত হওয়া আমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে।

তপস্বী জাজলি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ শূন্য হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহারে কহিল, ভদ্র! এরূপ বাক্যোচ্চারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। বারাণসীমধ্যে বণিক্‌ধর্ম্মাবলম্বী তুলাধার নামে যে যশস্বী মহাপুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিও কখন এরূপ কথা উচ্চারণ করিতে পারেন না। রাক্ষসগণ এই কথা কহিলে মহাতপা জাজলি তাহাদিগকে কহিলেন নিশাচরগণ! আমি সেই বিজ্ঞবর মহাযশস্বী তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষ করি। তখন রাক্ষসগণ তাঁহারে সমুদ্রমধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহিল, দ্বিজবর! তুমি এই পথ অবলম্বন করিয়া বারাণসীতে গমন কর।

রাক্ষসগণ এইরূপে পথ প্রদর্শন করিলে জাজলি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভগবান্ জাজলি পূর্ব্বে কি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! বানপ্রস্থ ধর্ম্মবেত্তা ভগবান্ জাজলি ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া স্নায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, একাগ্রচিত্তে বেদপাঠ ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিল মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যাহার পর নাই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতেন; কিন্তু কখনও আমি ধার্ম্মিক এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে তিনি অনাবৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মস্তকে ধারাপাত সহ্য করাতে এবং বনমধ্যে বারংবার গমনাগমন নিবন্ধন তাঁহার কেশপাশে সতত ধূলিপটল সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার মস্তকে জটাভার বদ্ধ ও গ্রন্থিযুক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত কার্ষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় দুইটী চটক পক্ষী, তৃণাদি আহরণ করিয়া তাঁহার মস্তকস্থিত জটামধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ করিল। পরম দয়ালু মহর্ষি জাজলি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করাতে বিহঙ্গমিথুন বিশ্বস্তচিত্তে সেই কুলায়মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর বর্ষা অতীত ও শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে তাহারা পরস্পর নিতান্ত কামাসক্ত হওয়াতে চটকীর গর্ভসঞ্চার হইল। কিয়দ্দিন পরে চটকী ঐ মহর্ষির মস্তকেই অণ্ড প্রসব করিল। তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজবর তাহা অবগত হইয়াও অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমমিথুনও পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রতিদিন ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক পুনরায় তথায় আগমন করিয়া বিশ্বস্তমনে তাহার মস্তকে বাস করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তাহাদের অণ্ড সকল পরিপুষ্টও তৎসমুদায় হইতে শাবক সমুদায় নির্গত হইল। শাবকগুলি জাজলির মস্তকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তথাপি ঐ ব্রতধারী ধর্ম্মাত্মা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ শাবকগুলি জাতপক্ষ হইলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মহর্ষির মন নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমমিথুনও স্বীয় শাবকগণকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে তাহাদিগের সহিত সেই ঋষিমস্তকস্থিত কুলায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দ্বিজবর সেই জাতপক্ষ শাবক গুলিরে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ উড্ডয়ন পূর্ব্বক পুনরাগমন করিতে দেখিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাহারা পিতামাতারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনারাই একবার গমন পূর্ব্বক পুনরায় আগমন, কোন দিন সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া নিয়মার্থ সায়ংকালে প্রত্যাগমন এবং কখন বা পাঁচ দিন অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ দিনে পুনরাগমন করিতে লাগিল। তথাপি মহাত্মা জাজলি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। এই রূপে পক্ষিগণ ক্রমে ক্রমে উত্তমরূপে উড্ডয়ন অভ্যাস করিল। পরিশেষে যখন উহারা একবার জাজলির মস্তক হইতে অন্যত্র গমন করিয়া একমাস অতীত হইলেও প্রত্যাগত হইল না, তখন জাজলি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট

হইয়া সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐঅবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। পক্ষিগণ যে তাঁহার মস্তকে নির্ব্বিঘ্নে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তৎপরে তিনি নদীজলে স্নান ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা মহাত্মা জাজলি স্বীয় মস্তকে চটকপক্ষিগণ সমুৎপন্ন হইল বিবেচনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতচিত্তে "আমিই যথার্থ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছি" বলিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল "জাজলে! তুমি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে মহাত্মা তুলাধারের তুল্য হইতে সমর্থ হইবে না। তুলাধার নামে যে মহাপ্রজ্ঞাশালী মহাত্মা বারাণসী মধ্যে অবস্থান করেন, তিনিও তোমার মত গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগের উপযুক্ত নহেন।" অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে জাজলি রোষাবিষ্ট হইয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বহুকালের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে মহাত্মা তুলাধার সন্তুষ্টচিত্তে পণ্য দ্রব্য সমুদায় বিক্রয় করিতেছেন। ঐ মহাত্মা বণিক্ জাজলিরে সমাগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রীতমনে স্বাগত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সমুদ্রকচ্ছে অবস্থান করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মহিমা কিছুমাত্র অবগত হন নাই। আপনি তপঃসিদ্ধ হইলে আপনার মস্তকে কতকগুলি পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যখন সেই শাবকগুলি জাতপক্ষ হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই আপনি ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া মহাগর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় এক দৈববাণী প্রভাবে আমার বৃত্তান্ত আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আপনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমারে আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুজ্ঞা করুন।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা তুলাধার এই কথা কহিলে জাপকাগ্রগণ্য মহামতি জাজলি তাঁহারে কহিলেন, হে বণিক্পুত্র! তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধী ও ফলমূল সমুদায় বিক্রয় করিয়াও কি রূপে এরূপ নিশ্চল বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বৈশ্যকুলোদ্ভব জ্ঞানতৃপ্ত মহাত্মা তুলাধার তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জাজলে! আমি সর্ব্বভূতহিতকর পূর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি। প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা অথবা বিপদ্কালে অল্পমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম্ম। আমি তদনুসারে কেবল পরিচ্ছিন্ন কাষ্ঠ ও তৃণাদির ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেছি। অলক্ত, পদ্মককাষ্ঠ, তুঙ্গকাষ্ঠ, কস্তুরী প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুরা ব্যতীত বিবিধ রসের অকপটে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃৎ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়া

থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অক্রোধ, বিরোধ, দ্বেষ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত এই সমুদায়ই আমার প্রধান নিয়ম। আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদিসহযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন। আমি এই বিবেচনা করিয়া অন্যের কার্য্যদর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না। আমি সমুদায় লোককে সমান বলিয়া জ্ঞান করি। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই। আমি অন্ধ, বধির ও উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ভোগরহিত হইয়া কাল যাপন করিতেছি। বৃদ্ধ, আতুর ও কৃশ ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমারও অর্থ, কাম ও ভোগ বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। লোকে যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, অন্যকে ভয় প্রদর্শন না করে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। অভয় দানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রূরভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে মৃত্যুমুখের ন্যায় যাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পুত্রপৌত্রসমন্বিত হিংসাবিহীন মহাত্মা বৃদ্ধগণের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আছি। মূঢ়েরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদায় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই রূপে যে ব্যক্তি দমগুণ অবলম্বন ও দ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুজনাচরিত আচার আশ্রয় করে, তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্ম লাভ হয়। যেমন নদীবেগসহকারে কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ ও বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপ্রবাহ দ্বারা পিতাপুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা কখন কোন প্রাণীরে ভয় প্রদর্শন না করেন, তিনিই সর্ব্বদা সমুদায় প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিতে সমর্থ হন। লোক সমুদায় ভীষণগর্জ্জনশীল বৃকের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদায় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অভয়দান রূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সহায়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; আর যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বাধিক পারদর্শী, তাঁহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীরে অভয়দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদায় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কখন কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আর লোক সমুদায় গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহার ভয়ে সতত উদ্বেগযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদায় প্রাণীরে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণও তাঁহার সর্ব্বলোকাতিগ পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন।

অভয়দান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎ-

কৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিরা একবার সৌভাগ্যশালী হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়নিবন্ধন পুনরায় দুর্ভাগ্যযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বিনশ্বর কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তিসাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক ধর্ম্ম স্থূল এবং ব্রহ্মপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ সাধুদিগের আচার দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাহারা গোসমূহের মুষ্কমোষণ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত বদ্ধ ও দমিত করে, যাহারা বিবিধ প্রাণীর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ভৃত্যগণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক স্বয়ং সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা স্বয়ং বধবন্ধনিরোধজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত হইয়াও দিবানিশি অন্যকে সেই দুঃখে দুঃখিত করে, তুমি তাহাদিগের নিন্দা না করিয়া আমারে কি নিমিত্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেছ? পঞ্চেন্দ্রিয়সংযুক্ত প্রাণিমাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ বাস করিতেছেন; অতএব যাহারা প্রাণিগণের বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করে, তোমার মতে কি তাহারা নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, অতএব যে ব্যক্তি এই সমুদায় বিক্রয় করে, তাহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না; কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধ সমুদায়ের বিক্রয় দ্বারা কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দংশমশকবিহীন দেশে অবস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত পশুদিগকে মাতার প্রিয় বুঝিতে পারিয়াও কৃষ্যাদিকার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধ রূপে আক্রমণ পূর্ব্বক বহুদংশসমাকুল কর্দ্দমাকীর্ণ দেশে সমানীত এবং গোসমূহ ভারবহনে অনুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে গুরুতর ভারে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সমুদায় কার্য্য ভ্রূণহত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত উহা অতিশয় নিন্দনীয়। দেখ লাঙ্গলদ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট ও লাঙ্গলসংযোজিত বৃষ সমুদায় নিতান্ত নিপীড়িত হয়। গো সমুদায় অঘ্ন্যা নামে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহারে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

পূর্ব্বে মহারাজ নহুষ মধুপর্ক দান সময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহারে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া যাহার পর নাই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমার যজ্ঞে হোম করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমরা অতিশয় ব্যথিত হইলাম। তপোধনেরা রাজা নহুষকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তপোবলে বুঝিতে পারিলেন যে, নহুষ জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন তাঁহারা সেই নহুষকৃত পাপকে একাধিক শতসংখ্যক ব্যাধিরূপে বিভক্ত করিয়া সমুদায় প্রাণীর উপর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই গোবধজনিত পাপ অজ্ঞানকৃত হইয়াও সর্ব্বলোকের অপকারক

হইল। হে জাজলে! তুমি কেবল পুর্ব্বের আচারমাত্র দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু এইরূপ আচরণ যে নিতান্ত অশুভাবহ, তাঁহা কখনই তোমার বোধগম্য হয় না; অতএব যে কার্য্য দ্বারা সমুদায় জীবের অভয়লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে আর যে আমার প্রসংসা করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিতেরা এইরূপ ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যোগিগণসেবিত পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক্! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মনুষ্যদিগের স্বর্গ দ্বার ও বৃত্তি রোধ করিতেছ। কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন্যাদি উৎপন্ন হয়। তুমিও সেই ধন্যাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছ। দেখ মনুষ্যেরা পশু ও ধান্যাদি দ্বারাই জীবণ ধারণ করিতেছে। উহারা জীবিত থাকিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। তুমি এক্ষণে নিতান্ত নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবণ ধারণ করিতে সমর্থ হয়? তুলাধার কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবগণ যে রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। আপনি আমারে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, বস্তুত আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অন্তর্যাগ ও অন্তর্যাগবেত্তা মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্ত্তব্য অন্তর্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখুন লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকেরা বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের ন্যায় লক্ষিত, মিথ্যাময় ক্ষত্রিয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিবন্ধন তস্করতা প্রভৃতি বিবিধ অসৎকার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যে হবনীয় দ্রব্য ন্যায়পথে উপার্জ্জিত হয়, তদ্দ্বারাই দেবতারা সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে, যে নমস্কার, হবি, স্বাধ্যায় ও ওষধি দ্বারা দেবগণের পুজা সমাহিত হইয়া থাকে। যাহারা কামনাসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপুর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রভাবে লুব্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। লুব্ধ হইতে লুব্ধ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি হইতে রাগদ্বেষশূন্য পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক সকাম হইলে তাহাদের পুত্র সকাম ও নিষ্কাম হইলে তাহাদিগের সন্তানও নিষ্কাম হয় সন্দেহ নাই। যেমন নভোমণ্ডল হইতে নির্ম্মল সলিল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা আদিত্যমণ্ডলে সংক্রামিত হয়। পরে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুর্ব্বতন ব্যক্তিরা কামনা পরিত্যাগ পুর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আনুসঙ্গিক সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে

হইত না। পৃথিবী লাঙ্গলদ্বারা কর্ষিত না হইয়াই প্রচুর ফল উৎপন্ন করিত। জগতের শুভানুধ্যান দ্বারাই লতাদি সঞ্জাত হইত। ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

যাহারা যজ্ঞে ফল জন্মে কি না এইরূপ সংশয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে পরজন্মে অসাধু, ধূর্ত্ত ও লুব্ধ প্রকৃতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কুতর্ক দ্বারা বেদকে অশুভ ফল সম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃতজ্ঞ আপনার অশুভ কর্ম্ম প্রভাবে পাপাত্মাদিগের গতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি নিত্য কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্য কর্ম্মের অকরণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে মন্ত্রাগ্ন্যাদি রূপে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার আপনাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার কার্য্যের অঙ্গ হানি হইলেও উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয় তাহাও উৎকৃষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। পরম পুরুষার্থলাভ লোলুপ বৈরাগ্যযুক্ত ও মৎসরতাশূন্য ব্যক্তিরা সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। যাহারা দেহ ও আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, যোগই যাঁহাদের প্রধান কার্য্য, যাঁহারা সতত প্রণব পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মই সমস্ত দেবতা ; যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে অবগত আছেন, দেবতারা তাঁহারে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং তিনি ভোগসুখে তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি সমস্ত রস আস্বাদন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলে নীরস দ্রব্য অভিলাষ করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তৃপ্তি সুখ অনুভব করেন না। যাঁহারা ধর্ম্মের আধার কার্য্যাকার্য্য বিচার সমর্থ এবং যাঁহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করেন, তাঁহারা অন্তরাত্মাতে পরমাত্মারে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানবান ও সংসার সাগরের পরপারাভিলাষী তাঁহারা যে স্থানে শোক দুঃখ ও পতনের ভয় নাই সেই পবিত্র জন সেবিত পরম পাবন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা স্বর্গ যশ বা ধন লাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না ; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সকল মহাত্মা বনস্পতি ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুব্ধস্বভাব ঋত্বিক্‌গণ উহাঁদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাঁদিগকে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করান না। যে সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণ রূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিক্‌গণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাদিগের স্বর্গলাভের উপায়বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়বিধ সম্প্রদায়ের কার্য্য দর্শন করিয়া সৎকার্য্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকি। সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করেন, কিন্তু তন্মধ্যে যিনি সকাম তিনি

পুনরায় ভূমণ্ডলে আগমন করেন; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহারে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞানীদিগের সংকল্পমাত্রেই বৃষসকল যানে যোজিত হইয়া উহাঁদিগকে বহন এবং ধেনুসকল দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সংকল্পমাত্রেই যূপ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হন। যাঁহারা এই রূপে যোগবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; তথাপি তাঁহারা পশুঘাতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া ওষধি দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সকাম মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। হে তপোধন! আমি সকাম ও ত্যাগশীল জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবগত হইয়া তাঁহারই বিষয় সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কিরূপ হইলে জ্ঞানী বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি কর্ম্মফলপ্রত্যাশাবিরহিত ও কর্ম্মোদ্যোগশূন্য; যিনি অন্যের নমস্কার প্রতিগ্রহ বা অন্যকে নমস্কার করিতে সতত পরাঙ্মুখ থাকেন; যিনি অন্যের স্তবে তুষ্টিলাভ বা অন্যকে স্তব করেন না; যাঁহার কর্ম্মসমুদায় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান না করিয়া কেবল আপনার অভিলাষানুসারে ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে, সে কি দেবমার্গ, কি পিতৃমার্গ, কোন পথেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক্! আমি আত্মযাজীদিগের তত্ত্ব কদাচ শ্রবণ করি নাই; উহা নিতান্ত দুরবগাহ। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যে সকল পশুপ্রায় মূঢ় ব্যক্তি মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, তাহারা কোন্ কার্য্য দ্বারা সুখ লাভ করিবে? তাহা তুমি সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। তোমার বাক্যে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা হইয়াছে।

তুলাধার কহিলেন, তপোধন! যে দাম্ভিক পুরুষদিগের যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদের দোষে অযজ্ঞরূপে পরিণত হয়, তাহারা কোন যজ্ঞেরই অধিকারী নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও সমর্থ, তাঁহারা ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও পূর্ণাহুতি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা গোপুচ্ছ ও গোশৃঙ্গ ক্ষালিত সলিল এবং গোপাদরজ দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। এই রূপে একমাত্র ধেনুই সমর্থ ও অসমর্থ উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ সহায়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। যাঁহারা এইরূপ ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের একমাত্র শ্রদ্ধাই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন করে। এই রূপে পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই শ্রেয়স্কর। সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র। ফলতঃ যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি তীর্থপর্য্যটনার্থ দেশ বিদেশে গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই

শুভ লোক প্রাপ্তি হয়। হে যুধিষ্ঠির! তুলাধার এইরূপ যুক্তিসম্মত সজ্জনসেবিত ধর্ম্মের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা তুলাধার পুনরায় জাজলিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি, সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা অহিংসারূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসাপ্রধান ধর্ম্ম কি না, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ঐ দেখুন, আপনার মস্তকসম্ভূত পক্ষিগণ এই স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক পক্ষপাদাদি সঙ্কুচিত করিয়া স্বীয় স্বীয় কুলায়মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। আপনি উহাদিগের প্রতি সুত নির্ব্বিশেষে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপনারে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেছে। আপনি উহাদিগের পিতাস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে উহাদিগকে আহ্বান করুন। উহারাই আপনার “অহিংসাপ্রধান ধর্ম্ম কি না” এই সন্দেহ নিরাকৃত করিবে।

তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা সমাগত হইয়া তুলাধারের আদেশানুসারে জাজলিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! অহিংসাদি কর্ম্ম সমুদায় উভয় লোকেই মানবগণকে পরিত্রাণ করে, আর হিংসাদি কর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাহারা সমদমাদিগুণে বিভূষিত হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান এবং ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসননিবন্ধন যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারাই ধর্ম্মের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধ জন্মপ্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই উপলক্ষে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বেত্তারা যে ব্রহ্মগীত বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবতারা শ্রদ্ধাবিহীন পবিত্র ও পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাবান্ এই উভয়ের যজ্ঞে প্রতিপাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের অন্ন তুল্য বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের এরূপ নিরূপণ করা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান্ ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধানিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতিবদান্য হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কদাপি বিধেয় নহে। ফলত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা, শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবগত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচারব্যবহার ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। জগ-

তস্থ সমুদায় জীব শ্রদ্ধাময়। সমুদায় লোকেরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে সাত্ত্বিক; যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস ও যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধু ব্যক্তিরা এই রূপে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের নিকট ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শ্রদ্ধাবান হউন, তাহা হইলেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবেন। স্বপথস্থিত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধার্ম্মিক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহর্ষি জাজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাত্মা জাজলি মহানুভব তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমুদায় কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, প্রকাশ কর।

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বিচখ্যু প্রাণিগণের প্রতি সদয় হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঐ নরপতি গোমেধ যজ্ঞে যজ্ঞভূমিস্থ নির্দ্দয় ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গোসমূহের আর্ত্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া কহিয়াছিলেন, আহা! গো সমুদায় কি কষ্টভোগ করিতেছে! অতঃপর সমুদায় লোকে গোসমূহের মঙ্গল লাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মফল ও গৃহস্থাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যূপগণের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে। ধূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য, তালরস ও যবাগুতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদায় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুত কাম, লোভ ও মোহবশতই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদায় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদায়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপদ্ শরীরকে শুষ্ক করে এবং শরীর আপদের নাশ ইচ্ছা করে; অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে কি রূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মানবগণ যাহাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অতি

দুরূহ কার্য্যে উপদেশ বিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু। এক্ষণে কোন কার্য্য করিতে হইলে উহা শীঘ্র কি বিলম্বে করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তা পুর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না। মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ মেধাবী কার্য্যকুশল মহাত্মা সুদীর্ঘ কাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল কার্য্য চিন্তা, নিদ্রাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হইত বলিয়া, লোকে তাঁহারে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত। অদীর্ঘদর্শী মূঢ়ব্যক্তিরা তাঁহারে অলস ও নির্ব্বোধ বলিয়াও কীর্ত্তন করিত। একদা মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীরে ব্যভিচারদোষে লিপ্ত বোধ করিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীরে সংহার কর। মহর্ষি পুত্রকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন অনেক ক্ষণের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীরে সংহার করিতে হয় আর যদি জননীরে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কি রূপে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই। পুত্র, পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীরে রক্ষা এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা করিলেই পুত্রকে অধর্ম্মভাজন হইতে হয়। কেহই কখন মাতারে বিনাশ করিয়া সুখ বা পিতারে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পিতারে অবজ্ঞা না করা এবং জননীরে রক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল, গোত্র ও কুলের রক্ষণার্থ পত্নীতে পুত্র রূপে আত্মারে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমারে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমারে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ় রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে, যাহা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতারে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদায় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ, পিতারে প্রীতি করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই পুত্রের আশীর্ব্বাদ রূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলেই পুত্র সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প নিপতিত হয়;

কিন্তু পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

যাহা হউক পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম; এক্ষণে মাতার বিষয় চিন্তা করি। অরণি যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননীই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনারে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনারে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীরে সম্বোধন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহারে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনারে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কৃশই হউক, মাতা সততই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনারে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে। মাতার সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতারে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারই পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিলেও সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণ বিরহে তাহারে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলত স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে তাহার স্বামীরেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আমার জননী ইন্দ্রকে ভর্ত্তৃসদৃশ রূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই বিষয়ে তিনি ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষেরই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না। আমার জননী মৈথুনতৃপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রকে কিছুমাত্র অনুরোধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অধর্ম্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ইন্দ্রই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্ম্মে নিপতিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই অবধ্য; বিশেষত পতিব্রতচারিণী জননী কোনক্রমেই বধার্হ হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পশুরাও এই বাক্যে অনুমোদন করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাতে দেবতাসকলই অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু

জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভপ্রদান করিয়া থাকেন।

চিরকারী দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একদা তপোনুষ্ঠানপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম মেধাতিথি পত্নী বধদণ্ডের একান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পা-কুললোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দর ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারে শান্তবাক্যে স্বাগত প্রশ্ন-পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিয়াছিলাম, আমি আপনারই একান্ত অধীন। আমি তৎকালে এই বিবেচনা করিলাম যে, এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে ইন্দ্র আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চপলতা দোষে যদি আমার পত্নীর উপর বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি নিমিত্ত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইবে। ফলত এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, এই বিষয়ে আমার পত্নী, আমি ও অতিথি ইন্দ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নীপ্রতিপালন ধর্ম্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, ঈর্ষা হইতেই ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি সেই ঈর্ষা প্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম! পত্নী ভর্তৃদুঃখে দুঃখিতা হয় বলিয়া বাসিতা এবং অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আজি আমি সেই পতিব্রতা ভার্য্যারে বিনাশ করিলাম। এক্ষণে কে আমারে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীরে প্রমাদবশতই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি, যদি চিরকারী অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহই আমারে এই পাতক হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। বৎস চিরকারী! তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজি আমারে, তোমার জননীরে, এবং এই মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনারে রক্ষা কর; আমি বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার যেন কোন ব্যাঘাত না জন্মে। তুমি অদ্য যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন তুমি স্বভাবতই বহু বিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজি যেন তাহার অন্যথা না হয়। আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমারে গর্ভে ধারণ ও তোমা হইতে কতই শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল! আজি তুমি আপনার দীর্ঘসূত্রিতা সফল করিয়া তাহার সেই শুভ প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কার্য্যে আমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে বিলম্ব কর এবং কোন কার্য্যে নিবারণ করিলেও তাহা সংসাধন না করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ইহা বিচার করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিলম্ব করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে আমারে ও আমার পত্নীরে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।

মহর্ষি গৌতম দুঃখিত মনে এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, আপনার আত্মজ চিরকারী বিষণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে তাঁহারে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনার পত্নীরে লজ্জায়

পাষাণভূত দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মার চিত্তবৃত্তি স্ত্রী পুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। মাতৃবধ পরাঙ্মুখ শস্ত্রপাণি পাদাবনত চিরকারীও বিনীত স্বভাব নিবন্ধন পিতার কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা গৌতমও পুত্রকে আপনার চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী ভয়প্রভাবে শস্ত্রগ্রহণচাপল্য সংবরণ করিতেছে।

অনন্তর তিনি চিরকারীর মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহারে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার এই কার্য্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে বিলম্ব করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেছি না। মহাত্মা গৌতম এই কথা বলিয়া সুধীর চিরকারীদিগের উদ্দেশে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মিত্রবধ ও কার্য্যপরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। অনেক দিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকালস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! মহর্ষি গৌতম স্বীয় পুত্র চিরকারীর এইরূপ চিরকারিতা দর্শনে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহুবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বৃদ্ধবর্গের সহবাস করিবে। দেবতারে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য। বহুক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। বহুকাল পণ্ডিতমণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সেবা ও আত্মার একাগ্রতা সম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! মহাতপা মহর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুত্রসমভিব্যাহারে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা কাহারও হিংসা না করিয়া কি রূপে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে মহারাজ দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা সত্যবান স্বীয় পিতার শাসনানুসারে বধার্হ ব্যক্তিদিগকে সমানীত দেখিয়া পিতারে কহিলেন, তাত! ইহাদিগকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও কখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দস্যুদিগকে নিপাতিত

না করিলে সমুদায় লোকই ক্রমে ক্রমে অসৎপথে পদাপণ করে। কলিযুগে মনুষ্যগণ অন্যের বস্তু সমুদায় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং দুষ্টের দমন না করিলে কি রূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সত্যবান কহিলেন, পিত! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত। ইহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইলে সূত মাগধাদি ব্যক্তিরাও ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণ তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির দণ্ড সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে কাহারও দেহ নাশ না হয়, সেইরূপ শাসন করা আবশ্যক। অপরাধীর কার্য্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ডবিধান করা কখনই বিধেয় নহে। রাজা দস্যুগণের সংহার করিলে তাহাদিগের নিরপরাধী পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব নরপতি দস্যুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া সম্যক্ রূপে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কখন কখন অসাধু ব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ করে এবং অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে বধ না করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা দণ্ড করাই বিধেয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের পরিজনদিগকে ক্লেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অপরাধিগণ পুরোহিতসভায় পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া আমরা আর কদাচ এরূপ পাপাচরণ করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দণ্ড না করিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বিধাতা এইরূপ শাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহারে অজিন ও দণ্ডধারণ করাইয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা কর্ত্তব্য। গুরুতর ব্যক্তিগণ অপরাধী হইলে তাঁহাদিগকে একবার ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু তাঁহারা বারংবার অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা বিধেয় নহে।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, বৎস! প্রজাগণকে সৎপথে আনয়ন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক সৎপথে সমাগত হইতে বাসনা না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে যে কোন প্রকারে হউক সন্মার্গগামী করিতে চেষ্টা করিবেন। দস্যুগণ ধর্ম্মলঙ্ঘন করিলেও যদি তাহাদিগকে নিপাতিত না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সমুদায় লোকই পরাভূত হইবে। পূর্ব্বকালে মানবগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, অল্পদ্রোহনিরত ও ক্রোধবিহীন ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিক্কাররূপ দণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মনুষ্যগণের দোষ ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াতে বাগ্দণ্ড ও ধনদণ্ড প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মানবগণ নিতান্ত পাপপরায়ণ হওয়াতে বধদণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দস্যুদিগকে বধ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিরে শাসন করা যায় না। এই ভূমণ্ডলমধ্যে কেহই কাহার নহে; বিশেষত দস্যুদিগের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষত যাহারা শ্মশান হইতে শবাভরণ ও ভূতাবিষ্ট অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করে, শপথাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা কাহার সাধ্য।

সত্যবান্ কহিলেন, পিত! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দস্যুদিগকে সাধু করিতে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের সংহার করুন। রাজ্যে দস্যুভয় উপস্থিত হইলে ভূপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া দস্যুভয় নিবারণার্থ তপস্যা করিয়া থাকেন। যখন ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাগণকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব নরপতিগণ সদ্ব্যবহার দ্বারাই প্রজাগণের শাসন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিরাও ক্রমশ সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা স্বীয় চরিত্র সংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্রশোধনে যত্নবান্ হন সেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত ভূপতিরে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহবশত রাজার অল্পমাত্রও অহিতাচার করে, নরপতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহারে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যে রাজা কুকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে আপনার চিত্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। বন্ধু ও পুত্রাদি অপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিরা বিষম দুঃখভোগ না করে, সেই রাজ্যে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক জন দয়াশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপিতামহগণও আমারে এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে নরপতিগণ আশ্বাস প্রদান ও দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক প্রজাগণকে বশীভূত করিতেন। যদি ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ ধর্ম্ম ও কলিযুগে একপাদমাত্র ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তথাপি ঐ সকল যুগে প্রাণনাশরূপ দণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যবিধ দণ্ড প্রদান করাই রাজার উচিত। রাজার দুশ্চরিত্রতানিবন্ধন কলিযুগ প্রবল হইলে ক্রমে ক্রমে একপাদমাত্র ধর্ম্মেরও ষোড়শাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তখনও বধরূপ দণ্ডবিধান করা বিধেয় নহে। অহিংসারূপ দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুদিগের পীড়ন করা হয় না; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে হিংসা না করিয়াও ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গার্হস্থ ধর্ম্ম ও যোগধর্ম্ম উভয়ই মুক্তিপ্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম প্রধান?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ উভয় ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয়; কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মই প্রতিপালন করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ উহার প্রমাণ সংস্থাপন পূর্ব্বক গোকপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি তষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তিনি শাশ্বত বেদবিধানানুসারে তাঁহারে মধুপর্ক প্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়া-

ছেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে, 'হা বেদ!', এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ঐ সময় স্যূমরশ্মি নামে এক মহর্ষি স্বীয় যোগবলে সেই গোদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কপিলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদবিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু আপনি যে হিংসাশূন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, উহা কি বেদবিহিত নহে? ধৈর্য্যশালী বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বীরা সমুদায় বেদকেই পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন বিষয়েই অনুরাগ, বিরাগ বা স্পৃহা নাই। সুতরাং কি কর্ম্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য। অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

কপিল কহিলেন, আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের তারতম্য নির্দ্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ, কি ব্রহ্মচর্য্য লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করুক না কেন, পরিণামে অবশ্যই তাহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগের চারি প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মচারী ঋষিলোক লাভ করিয়া থাকেন। বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে। ঐ বিধিদ্বারা কার্য্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদানুসারে কার্য্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা কীর্ত্তন কর।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। প্রথমত ফল কল্পনা করিয়া পরে যজ্ঞ করিতে হয়। ছাগ, অশ্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষি প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তুসমুদায় এবং ওষধিসকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়। প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিধেয়। ভগবান্ প্রজাপতি ধান্য ও পশু সকল যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যজ্ঞের সৃষ্টি ও ধান্যাদি দ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সাত আরণ্য এই চতুর্দ্দশবিধ জন্তু দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পশু বিনাশ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্ব পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অনুমোদিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদায় বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যজ্ঞে পশু বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গকামনা করে; কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, লতা, আজ্য, দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি হবনীয় দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল, ঋক্, যজু, সাম, যজমান ও অগ্নি এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ। যজ্ঞ লোকপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ। গোসমুদায় আজ্য, দধি, দুগ্ধ, গোময়, আমিক্ষা, চর্ম্ম এবং লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও পাদধৌত সলিল দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় দ্রব্য দক্ষিণা ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত মিলিত হইলেই যজ্ঞ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বতন মানবগণ ঐ সমুদায় দ্রব্য আহরণ করিয়াই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জীবহিংসা বা অন্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন না। ঐ সমুদায় শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। ঋষি-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বোধ হই-তেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা উহাতে আস্থা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ। যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় ব্রাহ্মণে অর্পণ করাই বিধেয়। জগৎ হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব বেদের আদি; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বেদে কথিত আছে এবং সিদ্ধ মহর্ষি-রাও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানু-সারে যজ্ঞের প্রণব, নম, স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। যিনি ঋক, যজু, সাম এবং সামবেদপূরক শব্দ সমুদায় অবগত হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র সোমযাগ ও অন্যান্য যজ্ঞদ্বারা যে ফল লাভ হইয়া থাকে, আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব অবি-চারিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অন্যকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পর-কালে স্বর্গফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয় না। বেদ-বেত্তারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা স্যূমরশ্মি গোদেহ মধ্য হইতে এই কথা কহিলে, কপিল কহিলেন, যোগি-গণ কর্ম্ম ফলের অনিত্যতা দর্শন করিয়া জ্ঞানমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক পরমাত্মারে লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সংকল্পমাত্রেই সমুদায় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা হর্ষবিবাদাদি শূন্য, নমস্কারবিহীন প্রার্থনাপরিবর্জ্জিত, শুদ্ধস্বভাব, নির্ম্মল-চিত্ত, সর্ব্বপাপবিমুক্ত শোকদুঃখবিহীন, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃত-নিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে নিত্য সিদ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ঐ সকল ব্যক্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে, তাহার গার্হস্থ্যে প্রয়োজন কি?

তখন স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীরা তত্ত্বজ্ঞান ও পরম গতি লাভ করিতে পারেন, যথার্থ বটে; কিন্তু কেহই গৃহস্থের আশ্রম ব্যতীত কোন ধর্ম্ম পালনে সমর্থ হন না। জীবসমুদায় যে-মন জননীরে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভাবেই জীবন ধারণ করেন। গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিদিগের সুখের মূল। সন্তা-নোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে কখনই সন্তান লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। গৃহস্থ দ্বারাই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বত-জাত সোমলতাপ্রভৃতি ওষধি সমুদায় সংগৃ-হীত হয় এবং ওষধি হইতে লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে; সুতরাং গার্হস্থ্যকেই সর্ব্বা-পেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে। কোন্ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষ-

লাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? শ্রদ্ধাবিহীন, অনভিজ্ঞ, স্থূলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ বেদমর্য্যাদাই ত্রৈলোক্য রক্ষার কারণ। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই জন্মাবধি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার এবং পারত্রিক ও ঐহিক ফলসাধক কার্য্য সমুদায়ে বেদমন্ত্র সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ডমজ্জন এবং তাহার স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোপ্রভৃতি পশুদান এই সমুদায় কার্য্যই মন্ত্রমূলক। অর্চ্চিষ্মৎ, বর্হিষদ ও ক্রব্যাদ নামক পিতৃগণ ঐ সমুদায় কার্য্য মন্ত্রমূলক বলিয়া অনুমোদন করিয়া থাকেন। যখন মানবগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তখন আমার মতে কোন ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ফলত শ্রীবিহীন আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন পাপ কখনই তাঁহারে হরণ বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারেন। যেমন পশুগণ হইতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য বেদোক্ত কার্য্যে অনাদর, কপটতা ও মায়া দ্বারা কখনই পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৈদিক কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

কপিল কহিলেন, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাবিহীন দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী, ধৈর্য্যবান, পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারাই অমৃতাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীর আত্ম স্বরূপ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন দেবগণও তাঁহার গন্তব্য স্থান অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হন। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা জীবকে জরায়ুজাদি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাক্য উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তা। অতএব ঐ দ্বার সমুদায় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশত কাহারেও প্রহার করেন না তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন তাঁহারই বাগ্দার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন, ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠর দ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক পত্নীসত্ত্বে সম্ভোগার্থে অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতুসময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থ দ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এই রূপে চারিদ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন তাঁহারেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় দ্বার রক্ষা করিতে না

পারে, তাহার সমুদায় কার্য্যই নিষ্ফল হয়। সে তপস্যা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুরূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয্যায় শয়ন করেন, যে ব্যক্তি অন্যের সুখদুঃখ চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, যিনি দম্পতীদিগকে পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ঈর্ষাশূন্য-চিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীর গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসমন্বিত সমুদায় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং যিনি সমুদায় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীরে ভয় প্রদর্শন করেন না, দেবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কামী ব্যক্তিরা দান যজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদিলাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কাম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচন পূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু কামী ব্যক্তিরা সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ আচার প্রমাদ ও পরাভববিহীন, প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলত নিষ্কাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্য পরিজ্ঞাত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য ; যদিও উহা কোন ক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে ; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই ; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্ ! বেদে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই বিধি সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে ; এক্ষণে আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এই উভয়ের ফল কি ? তাহা কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, সাধু লোকেরা কর্ম্ম-ত্যাগসহকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক অনুভব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে তাহার কি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান ?

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমার নাম স্যূমরশ্মি। আমি জ্ঞানলাভের অভিলাষে আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়া এই গোশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছি, বস্তুত প্রতিপক্ষ হইয়া আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক অনুভব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ কিরূপ ? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। আমি বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি। বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থ নির্ণায়ক মিমাংসা শাস্ত্র তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগম প্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। আগমের নির্ণয়ানুসারে ঐ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন নৌকা ভিন্নদেশগামী

নৌকায় বদ্ধ হইলে যেমন আরোহীরে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাদের পূর্ব্ববাসনানিবদ্ধ কর্ম্ম-সমুদায় আমাদিগকে কখনই জন্ম মৃত্যুরূপ প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমারে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মনুষ্য-গণের মধ্যে কখনই সর্ব্বত্যাগী, সন্তুষ্ট, শোক-শূন্য, নিরোগ, ইচ্ছাবিবর্জ্জিত, সংসর্গবিমুখ ও নিষ্কর্ম্মা নাই। আপনারাও আমাদিগের ন্যায় শোক ও হর্ষের একান্ত বশীভূত এবং অন্যান্য প্রাণিগণের ন্যায় আপনাদিগেরও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে। অতএব এক্ষণে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের অক্ষয় সুখ-স্বরূপ কি? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! সমস্ত কার্য্যে যে যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদায়ই ফলোপধায়ক। যে মতে অবস্থান পূর্ব্বক শমদমাদি গুণ অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেই মতেই সর্ব্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানী তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে না। অজ্ঞানই জন্মমরণরূপ শৃঙ্খল দ্বারা প্রজাদিগকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াথাকে। তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময়; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে না। কোন কোন বিতণ্ডাপরায়ণ শাস্ত্রা-র্থাপহারক অনীশ্বরবাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া কাম দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয় এবং অনীশ্বরবাদীরা শমদমাদির অনুষ্ঠানে পরা-ঙ্মুখ ও মোহপরবশ হইয়া জ্ঞান নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা কিছুতেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের অনুসরণ করে না। সেই তামসিক লোকদিগের তমোগুণই একমাত্র আশ্রয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশীভূত, তাহার কাম, দ্বেষ, ক্রোধ ও দম্ভ প্রভৃতি প্রতি-নিয়তই পরিবর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা উৎকৃষ্ট গতিলাভের অভিলাষ করেন, সেই স্বকার্য্য-নিরত যতিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শুভা-শুভ পরিত্যাগ করিবেন।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কর্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্ন্যাস অপ্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপ অবগত না হইলে কাহারও কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যায়ানুগত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা অন্যায্য তাহা অশাস্ত্র। শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা কদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরি-গণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞান দ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিরা শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বুঝিতে না পারিয়া তাহারও অনুষ্ঠান করে; তাহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় সতত শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সকল লোকেই আপনা-দিগের ন্যায় সমভাবে শীতোষ্ণাদি সহ্য করে, কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদের কার্য্যগত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া একমাত্র সুখ-প্রার্থী চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসে আপ্লাবিত করি-লেন। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা সর্ব্বতো-ভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান

করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইয়া দেহমাত্র ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, সেই জিতেন্দ্রিয় অবিবাদী ব্যক্তিই কর্ম্মকাণ্ড বেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক মোক্ষ আছে, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারবর্গ পরিবৃত, সে কদাচ মুক্তিবিধায়ক কর্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। যখন দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না তখন মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তিরে মুক্তিতে ও মুক্তিলাভার্থ নিরর্থক পরিশ্রমে ধিক্। ফলত কর্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যাথার্থ্য কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমারে উপদেশ প্রদান করুন। আপনি যেরূপ মুক্তির বিষয় অবগত হইয়াছেন, আমারেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন।

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কপিল কহিলেন, মহর্ষে! সমুদায় লোক বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্ম দুইপ্রকার; শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম শব্দব্রহ্মের নাম বেদ। সেই শব্দব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। পিতা পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক বেদমন্ত্র দ্বারা তাহার শরীর সংস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিশুদ্ধ দেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। এক্ষণে উহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠান কর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন; অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনই উহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা নিস্পৃহ, ধনসংগ্রহপরিশূন্য ও রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য। সৎপাত্রে প্রদান করাই তাঁহাদিগের ধনব্যয়ের সৎপথ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধ শূন্য, অসূয়াবিহীন, নিরহঙ্কার, নির্ম্মৎসর সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মযাজী গৃহস্থ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কখনই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। সংকল্পমাত্রেই তাঁহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইত। উহাঁরা সকলেই শীলতাসম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত, সত্যসংকল্প, পবিত্র ও পরমব্রহ্মে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যা করিতেন। বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলেও কখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এই এক উৎকৃষ্ট সুখ ছিল যে, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না। সত্য ধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবল নিরপেক্ষ হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ছল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ফলত এরূপ নিয়মে অবস্থান করিলে কখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মানুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তাহাদিগকেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই রূপে পূর্ব্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সদ্ব্যবহারসম্পন্ন, যশস্বী, নিস্পৃহ, বন্ধনমুক্ত, যজ্ঞশীল, কামক্রোধপরিশূন্য, স্ব স্ব কার্য্যবলে বিখ্যাত, নম্রস্বভাব, শান্তগুণা-

বলম্বী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীলন ও সংকল্পসমুদায়ই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম অনবধানতা ও কাম ক্রোধাদি পরিশূন্য ছিল। উহার প্রভাবে পূজ্যপূজার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মানবগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে না পারিয়া সেই শাশ্বত পুরাতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিমধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সমুদায় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবন্ধন এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় মহাত্মার ন্যায় গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অন্যের ব্রাহ্মণনাম ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। যখন কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে। যাঁহারা এই রূপে নিষ্কাম কর্ম্ম ও গুরূপদেশ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় চিত্তমধ্যে সমুদায়ই ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। সেই বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের একমাত্র সমাধিই পরম ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমুদায়ও তাঁহাদিগের ন্যায় লক্ষণ সম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে। শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। নিত্যসন্তুষ্ট বৈরাগ্যশালী ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কখন কখন অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মপদলিপ্সু হইয়া বৈরাগ্যবলে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহারই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তি কদাচ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! যাঁহারা বিষয়ভোগ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা লব্ধ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারা সকলেই দেহান্তে স্বর্গভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মণ! গৃহধর্ম্মনিরত কামী ব্যক্তিরা নানাগুণসমলঙ্কৃত হইয়া বিবিধ বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারে; কিন্তু ত্যাগসুখ কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সমুদায় আশ্রমেই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল প্রাপ্ত হইবেন, গৃহস্থেরা ত কর্ম্মপরায়ণ হইয়াও সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। এই বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই কি সমান, অথবা কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ? তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! কর্ম্ম সমুদায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষ লাভের উপায়স্বরূপ। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক ও শাস্ত্রজনিত

ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায়-স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সমুদায় গুণ দ্বারাই পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কর্ম্মের ফল তাহা স্পষ্ট রূপে অবগত হইতে পারেন। বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহারেই পরম গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি বেদ, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম, কার্য্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিদ্ বলিয়া অভিহিত হন; আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় জ্ঞাত হইতে না পারে, তাহার জন্ম নিরর্থক। সে কেবল কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বেদে সমুদায় বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে; সুতরাং বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন। সমুদায় শাস্ত্রেই জগতের অস্তিত্ব ও অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে ব্যক্তি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সম্পাদনে সমর্থ হন, তিনিই বেদনিষ্ঠিত পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন।' মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের একমাত্র আধার। 'পণ্ডিতেরা মোক্ষকেই নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বলোকবিখ্যাত, জ্ঞাতব্য, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর আত্মা ও দেহস্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ, পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তেজ, ক্ষমা ও শান্তিগুণ দ্বারা যে নিরাময়, জগৎকারণ, সনাতন, পরম পদার্থ লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ্ হইতে অভিন্ন পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনেরই স্তুতিবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে কুণ্ডধার নামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির করিলেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া অর্থলাভের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে বহুকাল দেবগণের পূজা করিলেন; কিন্তু তথাপি ধন লাভ হইল না। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন দেবতা মনুষ্য কর্ত্তৃক আরাধিত হন নাই? আমি এক্ষণে তাঁহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, কুণ্ডধার নামা জলধর তথায় অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডধারকে দর্শন করিবামাত্র ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসঞ্চার হইল। তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, যে কোন মনুষ্যই ইহাঁর নিকট বর প্রার্থনা করে নাই। ইনি দেবলোকের সমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহাঁর আকারও মহতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব ইনি যে অচিরাৎ আমারে ঐশ্বর্য্য

প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দিব্য ধূপ, গন্ধ ও বিবিধ উপহার দ্বারা কুণ্ডধারকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন জলধর কুণ্ডধার দ্বিজবরের ভক্তি দর্শনে অচিরাৎ প্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজবর! সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রত বিহীন মানবদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোনপ্রকার প্রায়শ্চিত্তই নাই। আশার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা। উহার অপত্য কেহই নহে। কুণ্ডধার এইমাত্র কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ ভক্তিযুক্ত বিশুদ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ সেই দিন রজনীযোগে কুশাসনে শয়ন করিয়া কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমস্ত প্রাণীরে সন্দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত প্রাণিমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষরাজ মণিভদ্রনন্দন লোকের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে অর্থদান ও অর্থ পুনঃগ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণও লোকের শুভকর্ম্ম অনুসারে রাজ্যাদি দান ও অশুভ কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপ্রদত্ত অর্থাদি পুনঃগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা মণিভদ্রতনয়ের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে যক্ষরাজ তথায় আগমন করিয়া ভূতলনিপতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ডধার! তুমি কি প্রার্থনা কর? কুণ্ডধার কহিলেন, যক্ষরাজ! যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত এই ব্রাহ্মণের যাহাতে কিছু সুখোৎপত্তি হইতে পারে, এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তখন মণিভদ্রতনয় পুনরায় কুণ্ডধারকে কহিলেন, কুণ্ডধার! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে উত্থিত হও। যদি তোমার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণ অর্থপ্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইহাঁরে প্রার্থনানুসারে অর্থ প্রদান কর। ইনি যে পরিমাণে অর্থ প্রার্থনা করিবেন, আমি দেবগণের নিদেশানুসারে ইহাঁরে তাহাই প্রদান করিব। তখন কুণ্ডধার মনুষ্যদেহ, অস্থির ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপোনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর, অনুধাবন পূর্ব্বক কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। ইহাঁর প্রতি আপনার অন্যপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি ইহাঁর নিমিত্ত রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হউন। ইহাঁর বুদ্ধি ধর্ম্মই আশ্রয় ও ধর্ম্মেই শান্তি লাভ করুক। তখন মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার! এই ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশশূন্য হইয়া ধর্ম্মের ফল স্বরূপ রাজ্য ও বিবিধ সুখ উপভোগ করুন। দেবগণ ঐ কথা কহিলে কুণ্ডধার তাহাতেও সম্মত না হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কুণ্ডধারের আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কুণ্ডধার! দেবগণ তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন এবং ইহাঁর বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মণিভদ্রতনয় এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার নিতান্ত দুর্লভ অভিলষিত বর লাভ করিয়া যাহার পর নাই প্রীত হইলেন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে এই ঘটনা দর্শন করিয়া পুনরায় ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্ব্বক দেখিলেন যে, আপনার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম চীবর সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কুণ্ডধারের বিস্তর উপাসনা করিয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তি প্রত্যুপকারপরায়ণ নহে। এক্ষণে আর কাহার নিকটই বা উপকার প্রার্থনা করিব। অতএব এক্ষণে আমি ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পুর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করি।

ব্রাহ্মণ এই রূপে দেবগণের অনুগ্রহ প্রভাবে বৈরাগ্য লাভ করিয়া অরণ্য প্রবেশ পুর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা ও অতিথি বর্গের আহারাবসানে ফলমূল ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমশ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তিনি ফলমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ু ভক্ষণ করিয়া বহুবৎসর অতিক্রম করিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কঠোরতা দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এই রূপে ব্রাহ্মণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা বহুকাল অতিক্রম পুর্ব্বক সিদ্ধ হইলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল, তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি আমি সন্তুষ্ট হইয়া কাহারে ধন প্রদান করি, তাহা হইলে সে অবশ্যই ধনী হইবে। আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং আমি যাহা কহিব কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনরায় পুর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমি যদি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইয়া কাহারে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রাজা হইবে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবল ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন তথায় সমাগত হইলেন। ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলেন। তখন কুণ্ডধার তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি তপোবলে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অন্যান্য লোকদিগের গতি নিরীক্ষণ করুন। কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ স্বীয় দিব্য চক্ষু প্রভাবে দূর হইতেই ভূপালগণকে ঘোর নরকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, দ্বিজবর! যদি তুমি ভক্তি পুর্ব্বক আমারে পূজা করিয়া দুঃখভোগ করিতে, তাহা হইলে আমা কর্ত্তৃক তোমার কি হিত সমাধিত হইত এবং তুমিই বা আমার কি অনুগ্রহ লাভ করিতে? ঐ দেখ ভূপতিগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া কত কষ্ট ভোগ করিতেছে। ঐ দেখ কাম ক্রোধাদি দ্বারা মানবগণের স্বর্গ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের কি কামনাপরতন্ত্র হওয়া উচিত?

কুণ্ডধার এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই কামক্রোধাদি লোক সমুদায়কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেবগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মনুষ্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাদিগের আজ্ঞানুসারে মানবগণের

বিঘ্নবিধান করিয়া থাকে। ফলত, দেবতাদিগের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে সমর্থ হয় না। এই দেখ এক্ষণে তুমি তপঃপ্রভাবে মানবগণকে রাজ্য ও প্রভৃত ধনদান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার স্নেহস্বভাব বুঝিতে না পারিয়া কাম ও লোভ প্রযুক্ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন।

তখন কুণ্ডধার আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও কুণ্ডধারের অনুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলত ধর্ম্ম প্রতিপালন ও যোগাভ্যাস দ্বারা আকাশপথে গমনের ক্ষমতা, সংকল্পসিদ্ধি ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, মনুষ্য ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধার্ম্মিকদিগকে পূজা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য কামিদিগকে কখনই পূজা করেন না। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ধন হইতে অতি অল্প সুখ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মপ্রভাবে সুখ লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভার্থ অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন। স্বর্গাদিফলসাধক অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য মহাত্মা নারদ যজ্ঞবিষয়ে উঞ্ছবৃত্তি সত্যনামা ব্রাহ্মণের যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপ্রধান বিদর্ভনগরে সত্য নামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অবহিতচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি শ্যামাক, সূর্য্যপর্ণী, সুবর্চ্চলা ও অন্যান্য তিক্ত ও বিরস শাক সমুদায় ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার তপোবলে ঐ সমুদায় অতি সুস্বাদু হইত। তিনি বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশ্বাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশ্বাদির স্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারাই হিংসাপ্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। পুষ্করধারিণী নামে তাঁহার এক পবিত্রস্বভাবা উপবাসাদিব্রতকৃশা পত্নী ছিলেন, তিনি গলিত ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিতেন। যদিও ঐ কামিনী স্বীয় ভর্ত্তার মানসিক বৃত্তি হিংসাময় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যের আনুকূল্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহারে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সহচর ধর্ম্ম মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমীপস্থ হইয়া তাঁহারে কহিলেন, সত্য! তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতি দুষ্কর্ম্ম করিতেছ। এক্ষণে আমারে অনলে আহুতি প্রদান কর, তাহা হইলেই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হইবে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ! ইনি তোমার সহচর; ইঁহারে বিনাশ করা তোমার কর্ত-

কখনই কর্ত্তব্য নহে। হায়! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে! দেবী সাবিত্রী এই বলিয়া পাতালতল অবলোকন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মৃগ কৃতাঞ্জলিপুটে সত্যের নিকট বারংবার আপনার বধ প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু সত্য তাহার বাক্যে সম্মত না হইয়া তাহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তখন সেই মৃগ অষ্টপদ মাত্র গমন পূর্ব্বক পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি আমারে বিনাশ করুন। আমি যজ্ঞে নিহত হইয়া অনায়াসেই সদ্গতি লাভ করিতে পারিব। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা ঐ অম্বরস্থিত গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান ও অপ্সরাদিগকে অবলোকন করুন। মৃগ এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ সতৃষ্ণনয়নে অপ্সরা ও বিমান সকল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া মৃগকে বধ করাই শ্রেয় বলিয়া অবধারণ করিলেন। তখন সেই মৃগরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে তাঁহারে কহিলেন, ব্রহ্মন্! হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল; কিন্তু তিনি যে ইতিপূর্ব্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার বিস্তর তপঃক্ষয় হইল। অতএব যজ্ঞে পশুহিংসা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর ভগবান্ ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। ব্রাহ্মণও তপঃপ্রভাবে সহধর্ম্মিণীর সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমারে সত্য কহিতেছি, যে অহিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং যে যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ করিতে পারে; আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন ধর্ম্মই তোমার অবিদিত নাই। তুমি কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত আমারে জিজ্ঞাসা করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদায় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদায় ভোগ্য বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তুলাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে যত্নবান্ হইয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপরসাদি ভোগ করিতে যত্নবান্ হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভ মোহে অভিভূত ও রাগ দ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছলসহকারে অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে, তাহার সুহৃদ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের বাক্যে উত্তর করে,

ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশনিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধু ব্যক্তিরা অসন্তুষ্টচিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে। উহারা ইহলোক বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই আমি তোমার নিকট পাপাত্মার বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

এক্ষণে ধর্ম্মাত্মাদিগের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অন্যের কুশলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বয়ং কুশল লাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্ম দ্বারাই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখদুঃখ বিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত দোষ সমুদায় দর্শন পূর্ব্বক সাধুদিগের সহবাস করেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন; যে কার্য্য দ্বারা গুণলাভ হয়, তাহাই সতত অনুশীলন করেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জ্জিত ধনলাভনিবন্ধন তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে যাহার পর নাই আনন্দ লাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপদর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শব্দ শ্রবণ ও * স্পর্শসুখানুভব করিতে পারে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞান প্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেই সময়েই তিনি সর্ব্বকাম হইতে বিমুক্ত হন। এবং সমুদায় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া কাম্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি সমুদায় অবস্থাতেই ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে। ধার্ম্মিকেরাই শাশ্বত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, উপায় দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়; অতএব এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের উপায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সতত উপায় অবলম্বন করিয়াই সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাক; অতএব এই প্রশ্ন করা তোমার উচিত হইয়াছে। যেমন ঘট নির্ম্মাণের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হয় এবং ঘট নির্ম্মিত হইলে বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মসাধনের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোক্ষ ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়। যেমন পূর্ব্বমহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিম সাগরে গমন করা যায় না, তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিলে কখনই মোক্ষ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্ম্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে

সেই পথ বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষমাবলে ক্রোধ, সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কামনা, সত্যগুণের অনুশীলন দ্বারা নিদ্রা, সাবধানতা দ্বারা লজ্জা, আত্ম-চিন্তাপ্রভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাসপ্রভাবে অনন্সুসন্ধান ও অকার্য্য পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষপ্রভাবে লোভ ও মোহ, দয়াপ্রভাবে অধর্ম্ম, নিয়ত অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমুদায় বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগপ্রভাবে ক্ষুধা, কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা সন্দেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা এবং ষড়্‌বর্গের বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমত বুদ্ধি বলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিরে বশীভূত করিবে। তৎপরে আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে জীবাত্মারে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটীরে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদায় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত, সঙ্কল্প সমুদায় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন। ফলত কায়, মন ও বাক্যের সংযম এবং মূঢ়তা, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ, এবং গৃহাবস্থানস্পৃহা পরিত্যাগ, এই সমুদায় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়।

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! এই স্থলে নারদদেবলসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবন কর। একদা দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ অসিত দেবলকে সমাসীন অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

দেবল কহিলেন, নারদ! পরমাত্মা সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যে সমস্ত বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা তৎসমুদায়কে পঞ্চ মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমস্ত মহাভূত হইতে অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি করেন। যাঁহারা এই পরমাত্মা, জীব ও পঞ্চ মহাভূত ভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়া বিষয়ে অন্য অচেতন বা চেতন কারণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত অমূলক। ঐ পঞ্চ মহাভূত তেজঃস্বরূপ নিত্য ও নিশ্চল। জীব উহাদের ষষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত। এই পাঁচ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। যাহারা ইহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদের বাক্য নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। পঞ্চভূত হইতেই দেহাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার

কারণ, তাহা বিনশ্বর সন্দেহ নাই। পঞ্চভূত, জীব, পূর্ব্বসংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটী ভূত প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর কারণ। প্রাণিগণ এই আট্টী পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমুদায়েই লীন হইয়া থাকে। জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার শরীর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। আবার উহার উৎপত্তিকালে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও জল হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের জ্ঞানসাধক, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই পাঁচটী উহাদের ক্রিয়া। ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ রস প্রভৃতি আপনাদিগের বিষয় সমুদায় স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। আত্মাই উহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হয়। পরে মনোবৃত্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদায়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই আটটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্য প্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত হস্ত, পুরীষত্যাগের নিমিত্ত পায়ু ও রেতোনিঃসারণের নিমিত্ত উপস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে; উহার নাম প্রাণ। উহারে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয় সমুদায় শ্রান্তিনিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রামকালে মন স্বকার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার; সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই সবিশেষ প্রশংসনীয়। ঐ বৃত্তিত্রয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদ্দশাতে সুখ, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চারিটী সতত বিরাজিত থাকে; এই নিমিত্ত তাঁহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সমুদায় অনুভব করেন। সাত্ত্বিক পুরুষের ন্যায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদের মনোবৃত্তির অনুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ জাগ্রদবস্থাতে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নে এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ আর সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয় এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা অদর্শন প্রাপ্ত হইলে তৎসমুদায় আর দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই অষ্টাদশ গুণ, দেহ ও জঠরানল এই বিংশতি পদার্থের একত্র অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীব প্রাণ বায়ুর সহিত সমবেত হইয়া এই শরীরকে রক্ষা করিতেছেন, আবার তিনিই এই দেহনাশের কারণ। জীব এক পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই দেহপরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ঐ দেহে সঞ্চিত পুণ্য পাপ প্রভাবে পুনরায় অন্য দেহে অবস্থিত হন। লোকে যেমন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলসমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা বন্ধুবিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অনুতাপ করেন না। নির্ব্বোধ লোকেরাই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বস্তুত এই জীবলোকে কেহই কাহার সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখ দুঃখ প্রদান পূর্ব্বক নিরন্তর তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। উনি সময়ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন। কর্ম্মের নাশ হইলেই উহাঁর পুণ্যপাপময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন আমরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদিগের তুল্য ক্রূর ও পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমরা কেবল বিষয়তৃষ্ণাপ্রভাবেই এইরূপ ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সেই তৃষ্ণা নিরাকৃত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে জনকরাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিদেহরাজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, মহান্! আমার কোন বস্তুতেই অধিকার নাই। তথাপি আমি পরমসুখে জীবনযাপন করিতেছি। বিদেহনগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। বিবেকশীল মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। কি ঐহিক সুখ কি স্বর্গীয় সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়তৃষ্ণা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহারে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে। কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থলাভ করিয়া কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমুদায় প্রাণীরে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। দুর্ম্মতি মূঢ়েরা যাহারে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহারে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয়তৃষ্ণারে পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা বিশুদ্ধ সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

বিদেহরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি মাণ্ডব্য নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সর্ব্বলোকভয়াবহ কাল ক্রমশ অতীত হইতেছে; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পিতাপুত্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা মোক্ষধর্ম্মকুশল মেধাবী, স্বাধ্যায়নিরত স্বীয় পিতারে মোক্ষলাভে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! মানবগণের জীবিতকাল অতি সত্বরে অতিবাহিত হইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ইহা অবগত হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন? আপনি যথার্থ রূপে আনুপূর্ব্বিক তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মানবগণ প্রথমত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ পুত্রোৎপাদন ও তৎপরে বহ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমন ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

পুত্র কহিলেন, তাত! যখন লোক সমুদায় নিহত ও সর্ব্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী প্রতিনিয়ত গতায়াত করিতেছে, তখন আপনি কি রূপে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় বাক্য বিন্যাস করিতেছেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! কে মানবগণকে নিধন এবং কেই বা উহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে? যে অবিনাশিনী নিয়ত গমনাগমন করিতেছে, সেই বা কে?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! মৃত্যু মানবগণকে নিধন, জরা তাহাদিগকে আক্রমণ, আর দিবারাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অনুধাবন করিতেছেন না। যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কখন কাহারে পরিত্যাগ করে না, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিব। যখন দিন দিন মানবগণের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, তখন অল্প সলিলস্থিত মৎস্যের ন্যায় কাহারও সুখপ্রত্যাশা নাই। লোকে যেমন বনমধ্যে একতান মনে পুষ্পচয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্পচয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য অনন্য মনে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পর দিনে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ কার্য্য সম্পাদন হউক বা না হউক মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই শাশ্বতী প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়াই পুত্রদারাদির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ হয় এবং অকার্য্য অনুষ্ঠান

করিয়াও তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করে। কিন্তু নদী যেমন স্বীয় বেগবলে প্রসুপ্ত ব্যাঘ্রকে প্রবাহিত করে এবং বৃকী যেমন মেষকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়াসক্ত স্ত্রীপুত্রাদিসম্পন্ন মানবগণকে তাহার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য “এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইয়াছে,” এই চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাল কি অপ্রাপ্ত ফল, কি ক্ষেত্র, আপণ ও গৃহকর্ম্মে-নিরত, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি প্রাজ্ঞ, কি শূর, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত কাহারেই পরিত্যাগ করে না। যখন মানবগণ প্রতিনিয়ত মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং বিবিধ কারণসম্ভূত দুঃখকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কি রূপে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহারে আশ্রয় করে। ফলত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতীত কেহই তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সত্য অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই মৃত্যুর আবাসস্বরূপ। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের বাসভূমি এবং নগরমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই বন্ধনী রজ্জুস্বরূপ। পুণ্যবান ব্যক্তিরা অনায়াসে ঐ বন্ধনী রজ্জু ছেদন করিয়া দেবসেবিত অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপাত্মারা কখনই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের অনিষ্টাচরণ না করেন, এবং যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণে প্রবৃত্ত নহেন, তাঁহারে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যবলে মৃত্যুরে পরাজয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অনিত্য দেহ মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মোহান্ধ হইলেই মৃত্যু লাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃত লাভ হইয়া থাকে। অতএব আমি হিংসা ও কাম ক্রোধ পরিশূন্য হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক অমরের ন্যায় মৃত্যুরে উপহাস করিব এবং দিবাকরের উত্তরায়ণ সময়ে শান্তিমার্গ অবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের সংযমে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তির অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। আমি আপনা হইতেই আপনি সম্ভূত হইয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি পুত্রোৎপাদন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মারে আহুতি প্রদান করিব। পুত্র হইতে কখন আমার পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাঁহার বাক্য ও মন সতত সংযত থাকে এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞই যাঁহার পরম ধর্ম্ম, তিনি অনায়াসে ঐ সকল সৎকর্ম্মপ্রভাবে সমুদায় মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিদ্যার সমান চক্ষু ও ফল, ত্যাগের তুল্য সুখ এবং বিষয়স্পৃহার সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। একাগ্রতা, সর্ব্বভূতে সমভাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সরলতা ও কার্য্যবিরতি এই সমুদায় ব্রাহ্মণের পরম ধন। হে তাত! যখন আপনারে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন আপনি কি নিমিত্ত বৃথাধন বন্ধুবান্ধব ও পুত্রদারাদির নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন? এক্ষণে এই দেহমন্দিরপ্রবিষ্ট আত্মারে অনুধ্যান করুন। আপনার পিতা

ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় গিয়াছেন ?

হে ধর্ম্মরাজ ! জ্ঞানবান্ পুত্র এই কথা কহিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর।

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রয়সম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্, অল্পাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হন, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষে হউক বা পরোক্ষেই হউক, বাক্য মন ও ইঙ্গিত দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত নহে। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিনশ্বর দেহধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত। অন্য অপেক্ষা আপনারে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত। কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া দণ্ডীদিগের ধর্ম্ম নহে। যদিও তাঁহারা অনেক গৃহ পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষা লাভ করিতে না পারেন, তথাপি পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করিবেন না। মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন না। সতত স্বধর্ম্মনিরত, দয়াবান্, প্রত্যপকারপরাঙ্মুখ, নির্ভয় ও নিরহঙ্কার হইয়া কাল হরণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধূমবিহীন ও অঙ্গারশূন্য হইবে, যখন উহার মধ্যে মুষলধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে না এবং যখন গৃহস্থেরা ভোজনাবসানে ভোজনপাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই তাঁহাদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেহ অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান করিলে, তাঁহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন। বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহারসংগ্রহেও যত্নবান্ হইবেন না। লাভ হইলে হৃষ্ট ও লাভ না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা সাধারণোপভোগ্য মাল্যচন্দনাদি লাভের বাসনা করিবেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অন্নের দোষ গুণ কীর্ত্তন করিবেন না। নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা অন্য কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমজ্ঞানসম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ পুণ্য উপার্জ্জন করিবেন না। বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু বারংবার হইতেছে এবং সকলেরই দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় বিনশ্বর ইহা বিশেষ রূপে অনুধাবন পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্তচিত্ত অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি

বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবনমাত্র নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন এবং কেহ নিন্দা করিলে ব্যথিত হইবেন না। নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম। সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণান্বিত, সহায়বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকেন। একবারের অধিক কোন স্থানে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও হর্ষে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। মহাত্মা হারীত সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই মোক্ষ লাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলত যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীরে অভয়দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন।

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সকল ব্যক্তিই আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু বস্তুত এই জীবলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই। দেখুন, সকলের পুজনীয় ধর্ম্মাদি দেবগণের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও আমাদিগকে যাহার পর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, শরীর ধারণই দুঃখের কারণ। হায়! আমরা কবে দুঃখনাশক সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও সত্ত্বাদি গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হায়! আমরা কবে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষিদিগের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে। কোন পদার্থই সীমাশূন্য নাই। মুক্তিই পুনর্জ্জন্মের অন্ত। ফলত সমস্ত বিষয়েরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ঐশ্বর্য্য সংসারানুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুত দূষণীয় বটে; কিন্তু উহা দ্বারা তোমাদের কোন অপকার হইবে না। তোমরা ধার্ম্মিক; সুতরাং শম দমাদির অভ্যাস দ্বারা কিয়ৎকালের মধ্যেই মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য পুণ্য পাপের নিয়ন্তা নহে; প্রত্যুত পুণ্য পাপ সমুত্থিত অজ্ঞান দ্বারা তাহারে অভিভূত হইতে হয়। বায়ু যেমন কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ ধূলিজালে মণ্ডিত হইয়া নানা রূপ ধারণ করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলযুক্ত ও অজ্ঞান দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূন্য হইয়াও গৌরত্বাদি দেহধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেহে দেহে সঞ্চরণ করিতেছেন। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানসমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাস করিতে পারিলেই নিত্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও প্রতিনিয়ত জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের উপাসনা করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত যত্নসাধ্য; এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদাচ বিরত হন না। এই স্থলে শক্রনির্জ্জিত রাজ্যপরিভ্রষ্ট অসহায় দানবরাজ বৃত্র শত্রুমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া

যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পুর্ব্বে দৈত্যগুরু উশনা বৃত্রাসুরকে ঐশ্বর্য্যপরিভ্রষ্ট দেখিয়া কহিয়াছিলেন, দানবরাজ! তুমি শক্রহস্তে পরাজিত হইয়া কি দুঃখিত হও নাই? তখন বৃত্র কহিলেন, ভার্গব! আমি তপস্যা ও বেদবাক্যপ্রভাবে প্রাণিগণের সংসার ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয় রূপে জ্ঞাত হইয়াছি; সুতরাং আমারে কখনই শোকাকুল বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, আর কতকগুলি দেবলোকে গমন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কালযাপন করিয়া থাকে। জীবগণ স্বর্গে ও নরকে নির্দ্দিষ্ট কাল নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপপ্রভাবে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে। উহাদিগকে সহস্র সহস্র বার তির্য্যক যোনিতে জন্ম গ্রহণ ও নরকে বাস করিতে হয়। আমি জীবগণের বিষয় এইরূপ অবগত হইয়াছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। মনুষ্য কর্ম্মানুসারেই তির্য্যক, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলেই সে বার বার নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহারে মৃত্যুর পর সুখদুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় লাভ করিতে হয়। সকল প্রাণীই পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় ভুতলে আগমন করে।

ভগবান্ শুক্র বৃত্রাসুরের মুখে এইরূপ সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সৃষ্টিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, দানবরাজ! তোমার মুখ হইতে কি নিমিত্ত অসুরবিরোধী বাক্য নিঃসৃত হইতেছে? বৃত্র কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আমি জিগীষাপরবশ হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ইহা আপনি ও অন্যান্য লোক সকলেই অবগত আছেন। আমি প্রাণিগণের পুষ্পোদ্যান ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু অধিকার করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকত্রয়কে অতিক্রম ও অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিলাম। আমি প্রভামণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম। তৎকালে আমারে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি তপোবলে এইরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। আবার স্বীয় কর্ম্মদোষেই উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি কেবল স্বীয় ধৈর্য্যবলে তদ্বিষয়ে আর শোকপ্রকাশ করিতেছি না। পুর্ব্বে আমি মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার সেই বিষ্ণুদর্শনস্বরূপ তপস্যাজনিত শুভাদৃষ্টের ফলভোগ অবশিষ্ট আছে। আমি সেই শুভাদৃষ্ট প্রভাবে আপনারে কর্ম্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য কোন বর্ণে অবস্থান করে এবং লোকে কি প্রকারেই বা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়? কাহা হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া জীবিত থাকে? জীব কোন ফল প্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে। আর যে ফলদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সেই ফলই বা কোন কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়? আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর দানবরাজ বৃত্র ঐ কথা কহিলে মহর্ষি উশনা যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি অনুজগণ সমভিব্যাহারে অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর।

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

তখন শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দনবরাজ! এই ভূমণ্ডল যাঁহার অধ, আকাশমণ্ডল

যাঁহার মধ্যভাগ এবং মোক্ষধাম যাঁহার মস্তক, আমি সেই ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দৈত্যাধিপতি বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার তাঁহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অসুরেন্দ্র বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তাঁহারে দর্শনমাত্র যথোচিত পূজা করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন। মহাত্মা সনৎকুমার সেই আসনে আসীন হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি দানবেন্দ্রের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। তখন মহাত্মা সনৎকুমার বৃত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই পরমপুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূত সমুদায়ের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমুদায় ভূত তাঁহা হইতেই সম্ভূত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, বা যজ্ঞ দ্বারা তাঁহারে লাভ করা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়সংযম প্রভাবেই তাঁহারে লাভ করিতে পারা যায়। যিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে নিষ্কাম যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্য দ্বারা চিত্ত সংশোধন করেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদলাভে সমর্থ হন। সুবর্ণাদি ধাতু যেমন স্বর্ণকার কর্ত্তৃক বারংবার হুতাশনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণ বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধিলাভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবারমাত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই পরম যত্নসহকারে কেবল যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্যপ্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। স্বীয় কলেবরস্থ মলমার্জ্জনের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক দোষ সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন তিলসর্ষপাদিতে একবার অল্প সংখ্যক পুষ্প প্রদান করিলে, উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষিত হয় না; তদ্রূপ এক জন্মে অল্পমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা সমুদায় দোষ দূরীকৃত করা যায় না। আর যেমন তিলসর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে, উহার গন্ধ সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হইয়া যায়; তদ্রূপ মানবগণের বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহজনিত দোষ সমুদায় একবারে নিরাকৃত হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে কর্ম্মানুরক্ত ও কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা যে রূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যে রূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। জন্মমৃত্যুরহিত ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতমধ্যে দেহ ও জীবরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার পদযুগল পৃথিবী, মস্তক স্বর্গ, চারি বাহু চারিদিক্, কর্ণ আকাশ, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্র, বুদ্ধি জ্ঞান এবং রসনা সলিলরূপে অবস্থান করিতেছে। গ্রহ সমুদায় তাঁহার ভ্রূদেশে ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে সন্নিহিত রহিয়াছে। নক্ষত্র সমুদায় তাঁহার নেত্র হইতে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও তাঁহা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। তিনি সমুদায় আশ্রম, জপাদি কর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্মের ফলস্বরূপ। তাঁহার রোম সমুদায় ছন্দ ও বাক্য প্রণব। তিনি সমুদায় আশ্রমের আশ্রয়। তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনিই ব্রহ্ম, তিনি পরম ধর্ম্ম, তপস্যা, সৎ ও অসৎকার্য্য, মন্ত্র, শাস্ত্র, যজ্ঞ

পাত্র, ষোড়শ ঋত্বিক্‌যুক্ত যজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, পুরন্দর, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবের রূপে অবস্থান করিতেছেন। ঋত্বিকগণ তাঁহারে ইন্দ্র মহেন্দ্রাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়াও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমুদায় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগবান্ নারায়ণেরই অধীনে অবস্থান করিতেছে। বেদে তাঁহারেই এই বিবিধ ভুতগ্রামের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জীবগণ যখন জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় সেই নারায়ণময় অবলোকন করে, তখনই তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

স্থাবর জীবগণ সহস্র কোটি কল্পকাল অবস্থান ও জঙ্গম জীবেরা তাবৎকাল সঞ্চরণ করিতেছে। এক যোজন বিস্তৃত, পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ ও এক ক্রোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘিকার জল প্রতিদিন একবার মাত্র কেশাগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে তৎসমুদায় যত দিনে শুষ্ক হয়, ততদিনে সমুদায় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে। জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার ; কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, রক্ত, হারিদ্র ও শুক্ল। এই সমস্ত বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখ সম্পাদক। তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থাবরযোনি, রজ ও তমোগুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ তির্য্যকযোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রজ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে রক্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য, সত্ত্বপ্রাধান্যে হারিদ্রবর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিষ্পাপ, বিগত শোক ও শ্রমবিহীন হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। কেন না জীব সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আত্মানুভবাত্মিকা গতি লাভ করিয়া থাকে। গতি শুক্লাদিবর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদি কালের প্রভাবেই হইয়া থাকে। শুক্ল ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সমুদায়ের গতি চতুর্দ্দশ প্রকার। ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবান্তর ভেদ আছে। গুণ প্রভাবেই জীবের উন্নত লোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট। ঐ বর্ণ প্রভাবে জীব নরকে বাস ও লক্ষ লক্ষ বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোত্তাপাদি সহ্য করিয়া কালযাপন করিতে হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই জীব নীলবর্ণ লাভ করে। যখন তাহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন সে তমোগুণ বিমুক্ত ও রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আপনার বুদ্ধি প্রভাবে শ্রেয়োলাভার্থ যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করে। তৎপরে সে এক কল্প পুণ্য পাপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে শতকল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া অসংখ্য কল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে একোনবিংশতি সহস্র গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রদ কর্ম্মসমুদায় হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধোগতি হইয়া থাকে। জীব সতত দেবলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যদেহে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বিমুক্ত হয়। যদি জীব কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় পাপাচরণ করে

তাহা হইলে তাহারে নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে জীব যে রূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব সাত শত দৈব-কল্প রক্ত হারিদ্র ও শুক্লবর্ণ ভোগ করে। মহাত্মারা শুক্লবর্ণ লাভ করিয়া মনোভিলাষ-লভ্য অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। শুক্লবর্ণের গতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন। জীব যোগৈশ্বর্য্য ভোগে আসক্ত হইলে তাহারে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে বাস করিতে হয়। ঐ কল্প অতীত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনুরাগাদি দোষ-শূন্য হইয়াও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া যোগৈশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তিনি এক শত কল্প ভূঃপ্রভৃতি সপ্ত লোকে বাস করিয়া পরিশেষে তথা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ পূর্ব্বক মহত্ত্ব লাভ করেন। অনন্তর সেই মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধতন লোকে গমন পূর্ব্বক সাত লোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। ঐ সকল লোক অতিক্রম করিবার সময় লোক সমুদায়ের বারংবার জন্মমৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি ঊর্দ্ধ-তন লোক সমুদায়ও অনিত্য বোধ করিয়া ঐ সমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক জীব-লোকেই অবস্থান করেন। তৎপরে তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয়। ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধু ব্যক্তি মুক্তি লাভ কালে ইন্দ্রিয় সমুদায় ও প্রকৃতি প্রভৃ-তির সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভস্মীভূত করিয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। জীবগণ জন্ম লাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে; পরিশেষে প্রলয়-কালে তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ সকলের মধ্যে যে মহাত্মারা সিদ্ধ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহারা প্রলয়কালেও ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সুখ দুঃখে হৃষ্ট ও ব্যথিত না হইয়া যতকাল ইহলোকে অব-স্থান করেন, তাবৎকাল তাঁহার শরীরে বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করিয়া থাকে। ঐ সময় তাঁহারে জীবন্মুক্ত ও সর্ব্ব-ময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য প্রথ-মত বিশুদ্ধ মন দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কার লাভ করে এবং পরিশেষে অন্যের নিতান্ত দুর্লভ মোক্ষ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। হে দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকট নারায়ণের মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

সনৎকুমার এই কথা কহিলে, দানবরাজ বৃত্র তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ। এই বিশ্বসংসার অলীক বলিয়াই আমি বিষণ্ণ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণে আমি নিষ্পাপ ও শোকমোহবিহীন হইলাম। ভগবান নারা-য়ণের এই অনন্ত কালচক্র নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ঐ চক্র প্রভাবেই সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইতেছে। তিনি পুরুষোত্তম এবং তাঁহাতেই এই জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দৈত্যাধিপতি বৃত্র এই কথা কহিয়া পরম ব্রহ্মে আত্মসংযোজন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে

নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় অসীম-তেজঃপ্রভাবে নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশস্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে বিরাট পুরুষেরও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান ঐ সময়ে সলিলশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোক সমুদায় বিনষ্ট হইলে এই অনাদিনিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইহাঁতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবরাজ বৃত্র স্বয়ং আপনার সাক্ষাতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত সর্ব্বদাই সুখে অবস্থান করিতেন। যাঁহারা শুক্লবর্ণে অবস্থিত, শুদ্ধবংশসম্ভূত ও সিদ্ধ, তাঁহারাই তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা হরিদ্র ও রক্তবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দ্দৈবনিবন্ধন তামসিক কার্য্যে আসক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা সুখদুঃখে একান্ত আসক্ত রহিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কৃষ্ণ বা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উভয়ের অন্যতর গতি লাভ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমরা শংসিতব্রত ও বিশুদ্ধ পাণ্ডববংশ সম্ভূত। অতএব তোমরা দেবলোকে গমন করিয়া পুনরায় মর্ত্তভূমিতে আগমন করিবে এবং তৎপরে পুনরায় দেবলোকে গমন পূর্ব্বক সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ পুরুষ মধ্যে গণনীয় হইবে। তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই; সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অতুল তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানবান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অসুররাজ বৃত্রের কি অনির্ব্বচনীয় ধার্ম্মিকতা! তিনি অসুর হইয়া কি রূপে অমিত-তেজা ভগবান্ বিষ্ণুর দুর্জ্ঞেয় মহিমা পরিজ্ঞাত হইলেন? আপনি আমার নিকট বৃত্রের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; আমিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার বিশেষ রূপে বৃত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত পরম ধার্ম্মিক বৃত্র কি রূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অসুররাজ বৃত্র যে রূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন এবং যে রূপে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইল, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে দেবগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া দেখিলেন, পঞ্চশত যোজন উন্নত তিনশত যোজন বিস্তৃত অসুররাজ বৃত্র দানবসৈন্যের অগ্রভাগে পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ সেই ত্রিলোকদুর্জ্জয় মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইলেন। সহসা ভয়ঙ্কররূপ দর্শনে ভয়ে ইন্দ্রের ঊরুস্তম্ভ হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষের বাদিত্রনিঃস্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অসুররাজ বৃত্র ইন্দ্রকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া অণুমাত্র সংভ্রম, ভয় বা যত্ন করিলেন না।

তৎপরে দেবরাজ ও মহাত্মা দানবরাজের ভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অসি, পট্টিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, শিলা, শরাসন এবং অনল ও উল্কা-প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সংগ্রামস্থল সমাকীর্ণ হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ দৈত্যেন্দ্র বৃত্র ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষণ করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক অচিরাৎ সেই প্রস্তরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী দানবরাজ মায়াযুদ্ধে দেবেন্দ্র পুরন্দরকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁহারে প্রবোধিত করত কহিলেন, সুররাজ! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ অসুরঘাতী ও অসাধারণ বলসম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? ঐ দেখ লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবদেব মহাদেব, ভগবান চন্দ্র ও অসংখ্য মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ইতর লোকের ন্যায় বিমোহিত না হইয়া যুদ্ধ বিষয়িণী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাভূত কর। ঐ দেখ সর্ব্বলোকনমস্কৃত লোকগুরু ভগবান্ ত্রিনয়ন তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন; তুমি অচিরাৎ মোহ পরিত্যাগ কর। ঐ দেখ বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমারে স্তব করিতেছেন।

অতুল তেজঃসম্পন্ন দেবরাজ মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া প্রভূত বল ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার উৎকৃষ্ট যোগবলে বৃত্রের মায়া তিরোহিত হইল। অনন্তর অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ বৃত্রের অসীম পরাক্রম দর্শনে লোকের হিতকামনায় দেবদেব মহাদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! অসুররাজ বৃত্র যাহাতে নিপাতিত হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের তেজ জ্বররূপী হইয়া দৈত্যবর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় লোকরক্ষণনিরত সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণুও ইন্দ্রের বজ্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান বৃহস্পতি মহাতেজা বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ লোকপূজিত বাসবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, দেবরাজ! তুমি অবিলম্বে বৃত্রকে জয় কর। দেবদেব মহাদেব পুরন্দরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! এই মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্র সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বত্রগামী ও বহুমায়াসম্পন্ন। এই দানব তোমার প্রধান শত্রু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই ত্রৈলোক্য বিজয়ী অসুররাজকে নিপাতিত কর। ইহারে অবজ্ঞা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে এই অসুর বললাভের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের মহত্ত্ব, মহামায়া, মহাবল ও উৎকৃষ্ট তেজ লাভ করিয়াছে। এক্ষণে আমার তেজ তোমার দেহে প্রবেশ করিতেছে, তুমি সেই তেজঃপ্রভাবে বজ্র দ্বারা অবিলম্বে ইহারে সংহার কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে আপনার সমক্ষেই এই বজ্র দ্বারা এই দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজকে নিপাতিত করিব।

অনন্তর রুদ্রজ্বর মহাসুর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। দেবতা ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে সমুদায় অসুরগণের স্মরণশক্তি বিলুপ্ত ও মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ঐ সময় দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্রকে জ্বরাক্রান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দেবদেব মহাদেব ও ইন্দ্রকে বিবিধপ্রকার স্তব করিয়া সুররাজকে যুদ্ধার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামস্থলে ঋষিগণ স্তব করাতে রথারূঢ় মহাত্মা শতক্রতুর রূপ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অসুররাজ বৃত্র জ্বরাবিষ্ট হইলে তাঁহার শরীরে যে যে চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সময় দানবরাজের মুখ প্রজ্বলিত এবং সর্ব্বশরীর বিবর্ণ, বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি অশিবদর্শনা শিবারূপে দৈত্যেশ্বরের মুখ হইতে বিনির্গত হইল। উল্কাসমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল এবং গৃধ্র, কঙ্ক ও বকসমুদায় একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে চক্রের ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

তখন দেবরাজ রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক বজ্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামস্থ বৃত্রকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তীব্রজ্বর সমন্বিত অসুররাজ বৃত্র জৃম্ভন ও ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা ইন্দ্র বৃত্রকে জৃম্ভনপরায়ণ অবলোকন করিয়া অবিলম্বে কালানলসদৃশ বজ্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিলেন। বৃহৎকায় বৃত্র সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দৈত্যদলন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে এই রূপে নিপাতিত করিয়া বিষ্ণুযুক্ত বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ প্রস্থান করিলে পর দানবরাজ বৃত্রের শরীর হইতে কপালমালিনী রুধিরার্দ্রা, ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা বিনির্গত হইল। উহার বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল, কেশপাশ আলোলয়িত, নেত্র অতি ভীষণ, অঙ্গ কৃশ ও পরিধান চীরবল্কল। ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুরের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সত্বরে বজ্রধারী ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদা বৃত্রহন্তা দেবরাজ পুরন্দর লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ব্রহ্মহত্যা তাঁহারে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখীন হইল। দেবরাজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া মৃণালতন্তুমধ্যে গমনপূর্ব্বক বহুবৎসর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। পরিশেষে তিনি তথা হইতে বিনির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা তাঁহারে আক্রমন করিল। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যার বিনাশার্থ বিশেষ রূপে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মহত্যারে নিরাকৃত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মহত্যারে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, সুশীলে! তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেবরাজকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইব এবং তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।

তখন ব্রহ্মহত্যা কহিল, পিতামহ!

আপনি ত্রিলোকপূজিত ও ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াতেই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার নিকট আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এক্ষণে আমি কোথায় বাস করিব, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনিই লোক সকলকে রক্ষা করিবার বাসনায় লোকে ব্রাহ্মণবিনাশ করিলেই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে, এই নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনারে প্রীত ও প্রসন্ন দেখিয়া ইন্দ্রের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ইন্দ্রের দেহ হইতে তাহারে নিষ্কাসিত করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিকে স্মরণ করিবামাত্র হুতাশন তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমারে কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! আমি অদ্য সুরপতির মুক্তিসাধনের নিমিত্ত এই ব্রহ্মহত্যারে চারি ভাগে বিভক্ত করিব। তুমি ইহার এক অংশ গ্রহণ কর। অগ্নি কহিলেন, পিতামহ! আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে কি রূপে মুক্তিলাভ করিব? আপনি তাহার উপায় ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! যে ব্যক্তি তোমারে প্রজ্বলিত দেখিয়া তমোগুণ প্রভাবে বীজ, ওষধি ও রস লইয়া তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহারে আশ্রয় করিবে। তুমি সন্তপ্ত হইও না। প্রজাপতি এই কথা কহিলে হুতাশন তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বৃক্ষ ওষধি ও তৃণ সমুদায়কে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বহ্নির ন্যায় ব্যথিত মনে তাঁহারে কহিল, পিতামহ! আমাদিগের এই পাপ কি রূপে ধ্বংস হইবে? দেখুন আমরা প্রতিনিয়ত শীত উত্তাপ ও বায়ু সহ্য করিতেছি, আবার মনুষ্যগণ আমাদিগকে সতত ভেদ ও ছেদন করিয়া থাকে। এই রূপে আমরা দৈবকর্ত্তৃক অভিহত হইয়া রহিয়াছি। অতএব যদি আপনি আমাদের ঐ পাপনাশের উপায়বিধান করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনার নিদেশানুসারে উহা গ্রহণ করিব। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে উদ্ভিদগণ! পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে যদি কেহ মোহক্রমে তোমাদিগকে ছেদন করে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহারেই আশ্রয় করিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, তরুগুল্মাদি উদ্ভিদগণ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহারে সৎকার করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে অপ্সরোগণ! এই ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন অপ্সরোগণ কহিল, পিতামহ! আমরা আপনার নিদেশানুসারে ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ক্রমে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায়-অবধারণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বরবর্ণিনীগণ যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে তাহারেই আশ্রয় করিবে। তোমরা দুঃখ পরিত্যাগ কর। প্রজাপতি এই কথা

কহিলে অপ্সরোগণ প্রফুল্ল মনে তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি সলিলকে স্মরণ করিলেন। সলিল স্মরণমাত্রেই তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতামহকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! এই আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? ব্রহ্মা কহিলেন, এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন সলিল কহিল, ভগবন্! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ানুসারে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনি এই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়; সুতরাং এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আপনাভিন্ন আর কাহারে প্রসন্ন করিব। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সলিল! যে ব্যক্তি তোমারে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহারেই আশ্রয় করিবে। তাহা হইলেই তোমার উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা এইরূপ উপায় বিধান করিলে ব্রহ্মহত্যা দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বাসস্থান সমুদায়ে গমন করিল। তৎপরে সুররাজ ব্রহ্মার নিদেশানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলেন এবং পুনরায় আপনার সম্পদ লাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। শিখণ্ড নামক উদ্ভিদ ঐ সময় বৃত্রাসুরের শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। ইহাঁরাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপে সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীতে সকলের অজেয় হইবে। যাহারা প্রতি পর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে এই ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনই পাপ ভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের অদ্ভুত কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম। আপনার মুখে এই বৃত্রাসুর বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনারে আর একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে শ্রবণ করুন। আপনি ইতিপূর্ব্বে কহিলেন যে, দানবরাজ বৃত্র জ্বররোগে মোহিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে তাঁহারে নিহত করিলেন। কিন্তু এই জ্বররোগ কোনস্থান হইতে কি রূপে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা আমি অবগত নহি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত জ্বরোৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুমেরু পর্ব্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্নবিভূষিত ত্রিলোকপূজিত অনুপম শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গে কোন ব্যক্তিই গমন করিতে সমর্থ হইত না। ভগবান্

ভূতভাবন সেই সুবর্ণবিভূষিত সুমেরু শৃঙ্গের শিলাতলে উপবিষ্ট থাকিতেন। শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীও সতত তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। মহানুভব দেবগণ, অমিতপরাক্রম বসুদ্বয়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ পরিবেষ্টিত যক্ষাধিপতি কুবের, মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বাবসু, নারদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, বহুসংখ্যক অপ্সরা এবং অসংখ্য বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও তপোধনগণ তথায় আগমন করিয়া দেবাদিদেবের উপাসনা করিতেন। তথায় নানাগন্ধসমাযুক্ত পবিত্র সমীরণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইত। সকল সময়ে সমুদায় ঋতুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। নানারূপধারী বিকটমূর্ত্তি মহাবলপরাক্রান্ত ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অনুচরগণ সতত শঙ্করের সমীপে সমুপস্থিত থাকিত। ভগবান্ নন্দী প্রজ্বলিত শূল ধারণ করিয়া সতত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। সর্ব্বতীর্থময়ী সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনায় তৎপর থাকিতেন। এই রূপে ভগবান ভূতভাবন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই সুমেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে প্রজাপতি দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ যজ্ঞে গমন করিবার মানসে সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের আদেশানুসারে অনল ও সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন। শৈলরাজদুহিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্রাদি দেবগণ কোন স্থানে গমন করিতেছেন? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাদেব কহিলেন, দেবি! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন। পার্ব্বতী কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন না, আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি? মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে যজ্ঞভাগ কল্পনার সময় দেবগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতিঅনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমারে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না। তখন পার্ব্বতী কহিলেন, মহাভাগ! আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ ও প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনারে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইলাম। পার্ব্বতী পশুপতিরে এই কথা কহিয়া দুঃখিত মনে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীরে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচরগণ সমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিত্যাগ, কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ যজ্ঞাগ্নিতে রুধির বর্ষণ, কেহ কেহ যূপউৎপাটন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ এবং কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া যজ্ঞের পরিচারকদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

মহাদেবের অনুচরগণ এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে যজ্ঞ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে পলায়ন করিতে লাগিল। ভগবান মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসনে শরসংযোজন পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যজ্ঞের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার বিকট ললাট দেশ

হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘর্ম্মবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নিসদৃশ হুতাশন প্রাদুর্ভূত ও ঐ হুতাশন হইতে এক খর্ব্বাকার, মহাবলপরাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সম্ভূত হইল। উহার পরিধান রক্তাম্বর, নেত্র লোহিত, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ এবং শরীর শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অনল যেমন কক্ষকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ সেই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইলেন। বসুমতী সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহাপুরুষের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

এই রূপে সমুদায় লোক নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! ঐ দেখুন সমুদায় লোক উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই সমুদায় ঋষি ও দেবতা আপনার ক্রোধদর্শনে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি অচিরাৎ ক্রোধ সংবরণ করুন। দেবগণ অদ্যাবধি আপনারে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ জ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে, কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থিত থাকিলে সমুদায় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি এই তেজোরাশিরে বহুভাগে বিভক্ত করুন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ভগবান ভবানীপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে তিনি সাতিশয় প্রীতমনে ও গর্ব্বিতবচনে তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভাগ স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব জীবগণের শান্তিবিধানার্থ জ্বরকে নানা প্রকারে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরঃসন্তাপ, পর্ব্বতের শিলা, সলিলের শৈবাল, ভুজগের নির্ম্মোক, গোসমুদায়ের পাদরোগ, পৃথিবীর ঊষরতা, পশুদিগের দৃষ্টি প্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখা ভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, এবং শার্দ্দূলের শ্রমই জ্বর নামে কথিত হইয়া থাকে। আর ঐ জ্বর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। দেবাদিদেব মহাদেবের ঐ জ্বরনামক সুদারুণ তেজ সমুদায় জীবের নমস্য ও মান্য। দানবরাজ বৃত্র ঐ জ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে অসুররাজের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তিনি নারায়ণে একান্ত ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে জ্বরোৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর। যিনি অবহিত চিত্তে এই জ্বরোৎপত্তি বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগশূন্য ও সুখী হইয়া পরমাহ্লাদে অভিলষিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কি রূপে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কি রূপে পার্ব্বতীর দুঃখদর্শনে কোপান্বিত বিশ্বাত্মা দেবদেব মহাদেবকে

প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রাচেতস দক্ষ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষি পরিসেবিত বিবিধ দ্রুমলতা পরিশোভিত হরিদ্বারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণিগণ দক্ষ প্রজাপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ; হাহা, হুহু, তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ; ইন্দ্রের সহিত অপ্সরা, আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধ্যগণ; ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিমান আরোহণে আগমন পূর্ব্বক অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে সেই যজ্ঞস্থল দেবদানবাদিতে পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা দধীচি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে মহাশয়গণ! যে যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্র পূজিত না হন, তাহারে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। হায় কালের কি বিপরীত গতি! তোমরা কেবল বধ ও বন্ধন লাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ। তোমাদের যে বিনাশকাল ও মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, মোহবশত তাহা তোমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। পরমযোগী দধীচি ইহা কহিয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, মহাত্মা নারদ হরপার্ব্বতীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তিরা সকলে একপরামর্শ হইয়া মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করে নাই, বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চ্চনা করে, তাহারে নরহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং কোনকালে মিথ্যা কথা কহিব না; এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণসমাজে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা ভগবান পশুপতি অচিরাৎ এই যজ্ঞে সমাগত হইবেন।

মহাত্মা দধীচি এই কথা কহিলে, দক্ষ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! ইহলোকে জটাজূটধারী শূলহস্ত একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে? তাহা আমি অবগত নহি।

তখন দধীচি কহিলেন, দক্ষ! তোমরা সকলে একপরামর্শ হইয়া দেবদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার তুল্য প্রধান দেবতা আর কেহই নাই। অতএব যখন তুমি নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে।

দক্ষ কহিলেন, মহর্ষে! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবি সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আমি অবশ্যই ঐ যজ্ঞভাগ দ্বারা সেই ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিব। মহর্ষি দধীচি ও দক্ষের এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা হইতে লাগিল।

এ দিকে কৈলাস পর্ব্বতে দেবী পার্ব্বতী আপনার ভর্ত্তার নিমন্ত্রণ না হওয়াতে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কিরূপ দান বা তপোনুষ্ঠান করিলে আমার

পতি ভগবান্ ত্রিলোচন যজ্ঞের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ লাভ করিতে পারিবেন।

সেই নিত্যসন্তুষ্ট দেবদেব মহাদেব স্বীয় পত্নীর এইরূপ সখেদবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৃশাঙ্গি! আমি সমুদায় যজ্ঞের ঈশ্বর। আমার প্রতি কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। আজি তোমার মোহ-বশতই ইন্দ্রাদি দেবতা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মুগ্ধ হইয়াছে। ধ্যানবিহীন অসাধু ব্যক্তিরা কদাচ আমারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। স্তুতিপাঠকেরা যজ্ঞে আমারই স্তব করিয়া থাকে, সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমারেই উদ্দেশ করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র গান করেন; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমারই উপাসনা করেন এবং ঋত্বিক্‌গণ আমারে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন।

দেবী কহিলেন, নাথ! অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসমক্ষে আপনার প্রশংসা ও গর্ব্ব করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আমি আত্মশ্লাঘা করি নাই। এক্ষণে তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর। ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া উমারে এই কথা কহিয়া মুখ হইতে এই ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরই বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। বীরভদ্র মহেশ্বরের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহারে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর। তখন সেই শিব-বদননির্ম্মুক্ত সিংহতুল্য বীরপুরুষ দেবীর ক্রোধশান্তির নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভীষণমূর্ত্তিধারিণী মহাকালী সেই বীরপুরুষের অনুগামিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় অনন্তবলবীর্য্যসম্পন্ন অতুল শৌর্য্যশালী মূর্ত্তিমান ক্রোধস্বরূপ মহাবীর দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার সমুদায় রোমকূপ হইতে অসংখ্য রুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকায় বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া বীরভদ্র সমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থে অবিলম্বে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; পর্ব্বত সমুদায় বিদীর্ণ; বসুন্ধরা কম্পিত; বায়ু বিঘূর্ণিত ও সলিল ক্ষুভিত হইতে লাগিল। অগ্নি ও প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন। চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র সমুদায় আর প্রকাশিত হইল না। দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তত্রত্য ব্যক্তিগণকে প্রহার ও কেহ কেহ যূপউৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও আভরণ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম অন্নপানের স্তূপ সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খণ্ড, শর্কর ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয় সমুদায় নানাপ্রকার মুখ দ্বারা ভোজন ও পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় দন্ত দ্বারা ছেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সুরসৈন্যদিগকে ভীত ও ক্ষুভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ সুরনারীদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে মহাবীর বীরভদ্র ক্রোধ-

প্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্ব্বদেব সুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া মৃগরূপী পলায়মান যজ্ঞের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ বীরভদ্রের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে? তখন বীরভদ্র দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞস্থলে ভোজন বা কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিতে আসি নাই। দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হওয়াতে সর্ব্বাত্মক ভগবান্ রুদ্র স্বয়ং ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমার নাম বীরভদ্র। আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আর দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীরনারী সঞ্জাত হইয়াছেন। ইঁহার নাম ভদ্রকালী। আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের নিদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। অন্য দেবতার নিকট বর গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হওয়াও শ্রেয়।

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে ধার্ম্মিকপ্রধান দক্ষ তাঁহার বাক্যানুসারে মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্তব দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবার বাসনায় কহিলেন, আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর, বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তখন প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশ সম্বর্ত্তকসদৃশ ভগবান রুদ্র প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ভূত পিশাচোপদ্রুত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহসা সমুত্থিত হইলেন এবং দক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি তোমার কি উপকার করিব? প্রজাপতি দক্ষ তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমারে প্রিয়পাত্র বোধে অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক বর প্রদান করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার যে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুকালে বহুযত্নে সঞ্চিত, যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্ফল না হয়। তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভগবান বিরূপাক্ষ তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি রুদ্র হইতে এইরূপ বর লাভ করিয়া ক্ষিতিতলে জানুদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করত মহাদেবের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল নাম শ্রবণ করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি অদ্ভুতকর্ম্মা মহাদেবের গুপ্ত ও প্রকাশিত নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞাবসানে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি অসুরগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। তোমা হই-

তেই বলদৈত্য নিহত হইয়াছে। দেবতা ও দানবগণ প্রতিনিয়ত তোমারে পূজা করিয়া থাকেন। তুমি সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর। তোমার হস্ত, পাদ, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত হইতেছে। তুমি সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি অর্ণবমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক। তুমি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব; তোমারে নমস্কার। গায়ত্রী ও সূর্য্যের উপাসকগণ তোমারেই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে অর্চ্চনা করেন। মনীষিগণ তোমারেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তুমি সমুদ্র ও আকাশের ন্যায় মহামূর্ত্তি। গো-কুল যেমন গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ দেবগণ তোমারই মূর্ত্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি তোমার শরীরমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বৃহস্পতিরে অবলোকন করিতেছি। তুমি কার্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও করণ। তুমিই স্থূল সূক্ষ্মের উৎপত্তি ও নাশের হেতু। তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, অন্ধকঘাতী, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরহন্তা। তুমি চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধারী, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, ঊর্দ্ধদংষ্ট্র, ঊর্দ্ধকেশ, বিশুদ্ধ, বিশ্বময়, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব; তোমারে নমস্কার। তোমার তুল্য আর কেহই নাই। তোমার রূপ নানাপ্রকার। তুমি পরম কল্যাণময়। তুমি সূর্য্যমণ্ডল, তুমি সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যধ্বজ ও সূর্য্যপতাকাসম্পন্ন। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুর্দ্ধর, শত্রুমর্দ্দন ও দণ্ড। তুমি পর্ণচীর পরিধান করিয়া থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি; তোমারে নমস্কার। তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তুমি হোত্র, মন্ত্র ও শুক্লবর্ণ ধ্বজপতাকাযুক্ত। তুমি আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলা স্বরূপ। তুমি আবরকদিগের আবরক, কৃশনাশ, কৃশাঙ্গ, কৃশ ও সংহৃষ্ট। তুমি শয়ান, উত্থিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, জটিল এবং নৃত্য ও গালবাদ্যনিরত। তোমার সর্ব্বাগ্রে পূজা লাভ করিবার অভিলাষ নাই। তুমি সর্ব্বদা গীত বাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলনিসূদন, কালনাথ এবং কল্প, প্রলয় ও উপপ্রলয়স্বরূপ। তুমি দুন্দুভিনিঃস্বনের ভীষণশব্দের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক। তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহুযুক্ত ও কপালপাণি। তুমি চিতাভস্মপ্রিয়, ভীষণ ও ভীষ্ম। তুমি বিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, দংষ্ট্রী, যজ্ঞীয় পক্ক ও অপক্ক মাংসলুব্ধ এবং তুম্বীযুক্তবীণাপ্রিয়। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের হিতকারী, বৃষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ। তুমি বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণিগণের পাককর্ত্তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরস্বরূপ ও বরদ। তুমি বিচিত্র গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরে উৎকৃষ্ট বর প্রদান কর। তুমি রাগবান, রাগবিহীন, ধ্যানকর্ত্তা ও অক্ষমালাধারী। তুমি মিলিত ও পৃথক। তুমি ছায়া আতপ-উষ্মা ও গন্ধস্বরূপ। তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতিশয় ঘোরতর। তুমি শিব, শান্ত ও শান্ততম। তুমি একচরণ, বহুনেত্র, একমস্তক, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্তুতে লুব্ধ ও সংবিভাগপ্রিয়। তুমি বিশ্বকর্ম্মা, শিখণ্ড, শমগুণান্বিত, অরাতিকুলভীষণ ঘণ্টাধারী এবং ঘণ্টানাদ ও অনাহত ধ্বনিস্বরূপ। তুমি শত সহস্র ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাপ্রিয় ও ঘণ্টার ন্যায় শব্দায়মান প্রাণবায়ু স্বরূপ। তুমি হুহুঙ্কারস্বরূপ, হুহুঙ্কারপ্রিয়, দেবশ্রেষ্ঠ, শমদমাদিগুণসম্পন্ন ও গিরিবৃক্ষনিবাসী। তুমি শৃগালের ন্যায়

হৃদয়াদির মাংসপ্রিয়, পাপমোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, যজমান, হুত ও প্রহুত স্বরূপ। তুমি ঋত্বিক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও রজোগুণ সম্পন্ন এবং তট, নদী ও সমুদ্র স্বরূপ। তুমি অন্নপ্রদ, অন্নপতি ও অন্নভোক্তা। তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্র শূলধারী ও সহস্রনেত্র। তুমি বালার্কসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, বালরূপধারী, বালানুচরগুপ্ত ও বালক্রীড়নক। তুমি বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও লোভন। তুমি তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুঞ্জকেশ, ষট্কর্ম্মপরিতুষ্ট ও ত্রিকর্ম্মনিরত। তুমিই সমুদায় বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ। তুমি শব্দিত, শব্দ ও কোলাহল স্বরূপ। তুমি শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ নয়ন সম্পন্ন। তুমি জিতশ্বাস, কৃশ এবং আয়ুধ ও বিদারণ স্বরূপ। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি সাংখ্য, সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগ প্রকাশ কর্ত্তা। তুমি চতুষ্পথ নিকেত ও চতুষ্পথ নিরত। তোমার অঙ্গে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয় রূপে ও ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীতরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি ঈশান, বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহসম্পন্ন, পিঙ্গল কেশযুক্ত, ত্র্যম্বক, অম্বিকাপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন। তুমি তৃপ্ত ও অতৃপ্তের বিচার কর্ত্তা। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন ও সন্ধ্যারাগ স্বরূপ। তুমি মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্যুতি ও মহামেঘ সমূহের সদৃশ। তুমি স্থূল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বল্কলাজিনধারী। তুমি সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত জটাধারী, বল্কলাজিনসম্পন্ন, সহস্রসূর্য্য সদৃশ, নিত্য তপোনুষ্ঠাননিরত ও উন্মাদন। আবর্ত্তসঙ্কুল গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজূট আর্দ্র হইয়াছে। তুমি বারংবার চন্দ্র, যুগ ও মেঘ সমুদায়ের পরিবর্ত্তন করিতেছ। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নস্রষ্টা। তুমি পাককর্ত্তা, পক্কভুক্ এবং পবন ও অনলস্বরূপ। তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর এবং সমুদায় চরাচরের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতেরা তোমারে ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য, মনের উৎপত্তি স্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋক্ বেদ, সামবেদ ও ওঙ্কারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মজ্ঞ সামবেদী মহাত্মারা সামগান সময়ে হায়ি হায়ি হুবা হোয়ি ইত্যাদি স্তোবদ্বারা নিরন্তর তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি ঋক, যজু ও আহুতিস্বরূপ। তুমি বেদ, উপনিষদ ও শ্রুতিতে গীত হইয়া থাক। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদায় স্বরূপ। তুমি মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘনির্ঘোষ, এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি বৃক্ষ সমুদায়ের মূল, গিরি সমুদায়ের শিখর, মৃগগণ মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, সর্পগণ মধ্যে বাসুকি, সমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র, এবং ব্রতমধ্যে সত্যস্বরূপ। তুমি দ্বেষ, ইচ্ছা, রোগ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জয় ও পরাজয় স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন, খট্টাঙ্গ ও ঝর্ঝরধারী। তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহার কর্ত্তা। তুমি সকলকে সৎপথ প্রদর্শন ও সন্তাপ প্রদান করিয়া থাক। তুমি অহিংসাদি দশবিধ লক্ষণ যুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম স্বরূপ। তুমি গঙ্গা, সমুদ্র, নদী, পল্বল, সরোবর, লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধি, মৃগ, পক্ষী ও পশুস্বরূপ। তোমা হইতেই পৃথিব্যাদি ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। তুমি যথাকালে ফল পুষ্প প্রদান করিয়া থাক। তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গায়ত্রী ও ওঙ্কার স্বরূপ। তুমি হরিৎ, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, রক্ত,

অরুণ, কদ্রু, কপিল, কপোত ও মেচকাদি বর্ণস্বরূপ। তুমি বর্ণ বিহীন, তুমি উত্তম বর্ণ এবং তুমিই বর্ণ কর্ত্তা। তোমার উপমা নাই। তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি উৎকৃষ্ট বর্ণে অতিশয় ভক্তিমান। তুমি যম, ইন্দ্র, বরদ, কুবের, অনল, গ্রহণ, রাহু, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয়দ্রব্য স্বরূপ। তুমি সামবেদের ত্রিসুপর্ণ ও যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায় স্বরূপ। তুমি পবিত্রদিগের পবিত্র ও মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ। তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন কর। তুমি জীবাত্মা, পরমাত্মা, দেহ, প্রাণ এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ স্বরূপ। তুমি আয়ু ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা ও জৃম্ভা স্বরূপ। তোমার নেত্র লোহিতবর্ণ, আস্যদেশ ও উদর বিস্তীর্ণ, লোম সমুদায় সূচির ন্যায় ও শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ। তুমি উর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীতবাদ্যে নিতান্ত অনুরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ। তুমি জলচর, মৎস্য, জালস্থিত মৎস্য, সম্পূর্ণ, কোলপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কালস্বরূপ। তুমি মৃত্যু, ক্ষুর, ক্ষৌরকর্ম্মপারগ, মিত্র ও অমিত্র হন্তা। তুমি মেঘমালী, মহাদংষ্ট্র এবং সংবর্ত্তক ও বলাহক মেঘ স্বরূপ। তুমি প্রকাশবান্, অপ্রকাশ, অন্তর্যামী, ঘণ্টাধারী ও রুদ্র। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি অগ্নির স্বাগ, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী। তুমি চারিযুগ, চারিবেদ ও চারিঅগ্নি স্বরূপ। তুমি চারি আশ্রমবাসীদিগের উপদেষ্টা। তোমা হইতেই চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি অক্ষপ্রিয়, ধূর্ত্ত, ভূতগণের ঈশ্বর, রক্তমাল্যাম্বরধারী গিরীশ ও কন্যাপ্রিয়। তুমি প্রচণ্ড, শিল্পী, শিল্পীদিগের অগ্রগণ্য ও সমুদায় শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমিই ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ও নমস্কার স্বরূপ। তুমি গূঢ় ব্রতধারী, গূঢ়তপস্বী এবং প্রণব ও আকাশ স্বরূপ। তুমি সমুদায়ের আদিকর্ত্তা। তুমিই সমুদায় একত্র স্থাপন ও সমুদায়ের সংহার করিয়া থাক। তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান; তোমার আশ্রয় কেহই নাই। তুমি ব্রহ্মা, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলতা স্বরূপ। তুমি জীবের আত্মা এবং তোমা হইতেই আকাশাদি পদার্থ সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের আদিকারণ। তুমি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, শাশ্বত, জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ক্ষমাশীল, দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দান্তদিগের শাসন কর্ত্তা। তুমি মাস, কল্প, সংবর্ত্ত ও সৃষ্টির আদিকারণ। তুমি কাম, রেত, সূক্ষ্ম, স্থূল ও কর্ণিকারমালাপ্রিয়। তুমি নন্দিমুখ, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ, অগ্নিমুখ ও নির্ম্মুখ। তুমি নারায়ণ, নির্লিপ্ত, অনন্ত ও বিরাট। তোমা হইতেই অধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি মহাপার্শ্ব, প্রচণ্ডমূর্ত্তিধারী ও ভূতগণের অধিপতি। তুমি কৃষ্ণাবতার সময়ে গোধন রক্ষাকালে গোনাদ পরিত্যাগ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহাবৃষ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষা কর্ত্তা, গোবিন্দ, ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তোমারে লাভ করা যায় না। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের স্তম্ভ, নিষ্কম্প ও কম্প স্বরূপ। তুমি দুর্নিবার, দুঃসহ ও দুরতিক্রম। তুমি দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রকম্প। কেহই তোমারে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি জয়, দুর্জ্জয়, শীঘ্রগামী, মনোব্যথানাশক এবং চন্দ্র, যম, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও জরা স্বরূপ। তুমি আধি, ব্যাধি ও ব্যাধিনাশক। তুমি মৃগরূপধারী যজ্ঞের ব্যাধ স্বরূপ। তোমা হই-

তেই ব্যাধি সমুদায়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকবনবাসী। তুমি দণ্ডধারী, ত্র্যম্বক উগ্রদণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কর্ত্তা। তুমি জগন্নাথ, সুরশ্রেষ্ঠ, ও মরুৎপতি। তুমি বিষাগ্রগণ্য কালকূট পান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও ব্রহ্মানন্দ অনুভব কর। তুমি হিরণ্যরেতা; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা ও গলিত দন্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বস্রষ্টাদিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহু। চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু দ্বয়, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল, দিবারাত্রি তোমার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তোমার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি সমুদায় আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ তুমি আমারে নিরন্তর রক্ষা কর। তোমারে বারংবার নমস্কার। তুমি ভক্তের প্রতি সাতিশয় কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাক। আমিও তোমার একান্ত ভক্ত; সুতরাং আমার প্রতি অনুকম্পা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া বহু সংখ্য লোককে আবরণ পূর্ব্বক সমুদ্র পারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমারে সতত রক্ষা করুন। যোগিগণ সত্ত্বগুণাবলম্বী নিদ্রাশূন্য জিতশ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহারে জ্যোতি স্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাত্মারে নমস্কার। যিনি জটাজূটমণ্ডিত, দণ্ডধারী ও লম্বোদর এবং যিনি সতত কমণ্ডলু রূপ তূণীর ধারণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাত্মারে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলধর, অঙ্গসন্ধি মধ্যে নদী সমুদায় এবং জঠরে চারি সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাত্মারে নমস্কার। যিনি যুগান্ত কাল সমুপস্থিত হইলে জীবগণকে বিনাশ করিয়া সলিল মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হইলাম। যিনি রাহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রজনীযোগে কুমুদিনীনাথকে এবং দিবাভাগে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমারে রক্ষা করুন। ব্রহ্মাদিদেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রফুল্ল মনে স্বধাস্বাহা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সমস্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল দেহীর দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল জীবরূপী রুদ্র প্রতিনিয়ত আমার রক্ষা ও তৃপ্তি সাধন করুন। যাঁহারা দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্বয়ং রোদন না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন; যাঁহারা স্বয়ং হৃষ্ট না হইয়া দেহীদিগকে হৃষ্ট করিয়া থাকেন, সেই সকল অহঙ্কাররূপী রুদ্রকে আমি প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। যাঁহারা নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গিরিগুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, নিবিড়অরণ্য, চতুষ্পথ, রথ্যা, চত্বর, নদীতট, হস্ত্যশ্বরথশালা, জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক, বিদিক, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যের রশ্মিজাল, রসাতল ও রসাতলের অতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের সংখ্যা, প্রমাণ ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার। হে রুদ্র! তুমি সর্ব্ব ভূতস্রষ্টা, সর্ব্ব ভূতের পতি ও সকলের অন্তরাত্মা; এই নিমিত্ত আমি তোমারে নিমন্ত্রণ করি নাই। ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তোমারই অর্চ্চনা করিতে হয়। তুমি সকলের কর্ত্তা; এই নিমিত্তই আমি তোমারে নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা

আমি তোমার দুরবগাহ মায়াপ্রভাবে একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম ; এই নিমিত্তই তোমারে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রজোগুণাবলম্বী ; এই নিমিত্তই তোমারে অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। এক্ষণে আমি হৃদয়, মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমর্পন করিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই রূপে স্তব করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান্ রুদ্র দক্ষের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তৎকৃত স্তুতবাদ শ্রবণে যাহার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আর স্তব করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং সকল লোকের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিশেষে সতত আমার সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পে তোমার যজ্ঞে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ ; অতএব এই কল্পে আমা কর্ত্তৃক তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। আমি পুনরায় তোমারে আর একটি বর প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নবদনে একমনে তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র হইতে যুক্ত্যনুসারে পাশুপত ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি। ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সুরাসুরগণেরও দুঃসাধ্য। উহারপ্রভাবে সর্ব্বকালে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে। অতি অল্পকাল মধ্যেই উহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উহা সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্রসংযুক্ত ও একান্ত গূঢ়। উহাতে অজ্ঞানীদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের সহিত উহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য নাই ; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই উহার উপযোগিতা অনুধাবন করিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রমত্যাগী পরমহংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্তপাত্র। ঐ পাশুপত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে প্রভূত ফল লাভ হয়। তুমি মৎপ্রদত্ত বর প্রভাবে সেই পাশুপত ধর্ম্মের সমগ্র ফল লাভ কর। তোমার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক। অমিত পরাক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবী পার্ব্বতী ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি এই দক্ষপ্রোক্ত বেদসম্মত রুদ্রস্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে সে নির্ব্বিঘ্নে বহুকাল জীবিত থাকিবে। যেমন ভগবান্ শিব সকল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই দক্ষকৃত শিবস্তবও সমস্ত স্তব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি যশ, রাজ্য, সুখ ঐশ্বর্য্য ও ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করে, সে ভক্তি পূর্ব্বক এই স্তব শ্রবণ করিবে। যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত, তস্করো পদ্রুত, ভীত ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা এই স্তব শ্রবণ করিলে অনায়াসে নির্ভয় হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে এই দেহেই রুদ্রানুচরগণের সাদৃশ্য লাভ এবং অসাধারণ তেজ ও যশঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের গৃহে এই স্তব পাঠ হয়, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ বা বিনায়কগণে তাহাদিগের কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না। যে কামিনী শিবভক্তিপরায়ণ ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলে দেবতুল্য সম্মান লাভ হয় সন্দেহ নাই। যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সতত সমুদায়

কার্য্য সুসম্পন্ন ও অভিলাষ সফল হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে দেবাদিদেব মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীরে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইহাদিগের নাম স্মরণ করে, তাহার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়; সে পরকালে বহুকাল স্বর্গে বাস করে এবং তাহারে কখনই তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! পরাশর পুত্র ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং এই স্তবের এই রূপ ফল শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াগিয়াছেন।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মানবগণ যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহা কিরূপ ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি যে শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞানসাধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাভূতই সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি ও নাশের কারণ। যেমন ঊর্ম্মিমালা সাগরে উদ্ভূত ও সাগরেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিগণের শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্মের অঙ্গ সমুদায় যেমন একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূত সমুদায় মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, জল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুদ্ভূত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই শব্দাদি গুণসম্পন্ন। উহারা বারংবার ভূতকর্ত্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও প্রলয়কালে তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ভূতভাবন পরমেশ্বর পাঁচ মহাভূত দ্বারাই শরীরের সমুদায় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের গুণ; রস, মেদ ও জিহ্বা জলের গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল তেজের গুণ; ঘ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ। এই আমি তোমার নিকট পাঞ্চভৌতিক গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

জগদীশ্বর ঐ সমুদায় শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, কর্ম্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থান করিতেছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন্ গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। মানবগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করে। আত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কাল, কর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিরে ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করে। বুদ্ধি না থাকিলে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত। বুদ্ধিই চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা গন্ধঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহারে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন

বুদ্ধির আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় ও মন দূষিত হইলে বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে। বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয় বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেমন বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিশুদ্ধচিত্ততা ; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও অক্ষমা এবং তমোগুণ উপস্থিত হইলে অজ্ঞান,রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হয়। মনুষ্যের মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহারে সাত্ত্বিক, যে দুঃখযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহারে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, তাহারে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বুদ্ধির গতি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই সমুদায় অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

দেহ ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এই মাত্র বিভেদ যে, দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হয় ; জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। দেহ ও আত্মা স্বভাবত পৃথক ; কিন্তু মৎস্য যেমন সলিল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত জলমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয় সকল আত্মারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিষয় সমুদায় অবগত হইয়া থাকে। লোকে আত্মারে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে ; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে ; আত্মা বিষয় সমুদায়ের পরিদর্শক মাত্র। চেতনাযুক্ত দেহ ভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয় স্থান নাই। কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এইরূপ নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি এবং আত্মা ঐ সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অচেতন ইন্দ্রিয় সমুদায় বুদ্ধিসহকারে প্রদীপের ন্যায় পদার্থ সমুদায়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। যিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই যথার্থ নিরহঙ্কারী। ঊর্ণনাভি হইতে যেমন সূত্রের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দেহনাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না ; উহা লিঙ্গশরীর মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, শরীর নাশ হইলেই গুণ সমুদায়েরও নাশ হইয়া যায়। এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দূষনীয়। কারণ গুণের একবার নাশ হইলে পুনরায় উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। লোকে এই রূপে সমুদায় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিবে। অজ্ঞানান্ধ মূঢ়ব্যক্তিরা এই সুবিস্তীর্ণ মোহজলপরিপূর্ণ অগাধ সংসার নদীতে নিপতিত হইয়া যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই সেরূপ কষ্ট ভোগ করেন না। বিদ্বানেরা জ্ঞানপ্লব অবলম্বন পূর্ব্বক অনায়াসেই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মূঢ়ব্যক্তিরা যাহাতে নিতান্ত ভীত হয়, বিদ্বান ব্যক্তিদিগের তাহাতে ভয়ের লেশমাত্রও

থাকেনা। মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বান্‌দিগের ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় না; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই তুল্যগতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায়ে দোষারোপ করেন এবং কর্ম্মীরা, যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সেই উভয়ই অপ্রিয় বোধ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হন।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ সর্ব্বদাই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; অতএব আমরা যে রূপে ঐ উভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও সমঙ্গের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ মহাত্মা সমঙ্গকে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! তোমারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন তুমি বাহুযুগল দ্বারা ভবনদী সন্তরণ পূর্ব্বক পার হইতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমারে নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও শোক বিহীন দেখিতেছি। তোমাতে অণুমাত্রও উদ্বেগ লক্ষিত হয় না। তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ। ইহার কারণ কি?

সমঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের সমুদায় বস্তুই অলীক এবং কার্য্যের আরম্ভ ও কর্ম্মফল দুঃখের কারণ; আমি এই সমুদায় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া উদ্যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি। প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবন ধারণের কারণ। লৌকিক উদ্যোগ কখনই উহার কারণ নহে। দেখ কি মূর্খ, কি বিদ্বান, কি ধনবান, কি নির্ধন, কি জড়, কি অন্ধ, কি বলবান্ কি দুর্ব্বল সকলে আমাদিগের ন্যায় জন্মান্তরীন কার্য্য দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্ট দ্বারাই রোগ বিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। দেখ কেহ সহস্র মুদ্রার অধিপতি, কেহ বা শত মুদ্রার অধিপতি এবং কেহ বা শোকসন্তপ্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূল শোক পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আমার ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রয়োজন কি? সুখদুঃখ যে অনিত্য, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি উহাতে অভিভূত হই নাই। প্রাজ্ঞব্যক্তিরা কহেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূলকারণ। মূঢ়েন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সমুদায় সর্ব্বদাই মুগ্ধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা মোহবশতই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সুখদুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী হইয়া গর্ব্ব ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেহাভিমানশূন্য মাদৃশ ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান, সন্তাপস্বরূপ এই সংসার স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইষ্টবস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত সুখ দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অন্যের সুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয়লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থ লাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীর্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না। একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। যোগবিহীন ব্যক্তিদি-

গের মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি নাই। যোগ ব্যতীত কেহই সুখলাভে সমর্থ হয় না। দুঃখ ত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গর্ব্ব জন্মে এবং গর্ব্ব জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়। আমি এই নিমিত্তই প্রিয়বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় প্রাণিগণের শোক, ভয় ও গর্ব্ব অবলোকন এবং রাগ দ্বেষ শূন্য ও শোকবিহীন হইয়া অর্থ, কাম, বিষয়তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার ইহলোকে ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম্ম ও লোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অতি কঠোর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি ; এই নিমিত্ত শোক আমারে ব্যথিত করিতে সমর্থ হয় না।

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠান বিহীন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপাসনা ও সতত শাস্ত্র শ্রবণ করাই ঐ সমুদায় ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে গালব নারদ সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা গালব শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া মোহপরিশূন্য, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! পুরুষ যে সমুদায় গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত হয়, আপনি সেই সকল গুণে সমলঙ্কৃত ও বিদ্বান। আমি লোকতত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মূঢ় ; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য আমাদের শ্রেয়স্কর ; অহো আমি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ নহি ; অতএব আপনি তদ্বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। সমুদায় আশ্রমেরই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সকল আশ্রমী স্ব স্ব আশ্রমানুযায়ী মতানুসারে বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। এই রূপে মানবগণকে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিবিধমার্গে গমন করিতে অবলোকন করিয়া আমি কি কর্ত্তব্য তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। শাস্ত্র যদি একরূপ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতেই কর্ত্তব্য নিরূপণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে আমার নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি ; অতএব আপনি আমার সংশয় অপনোদন করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! চারি আশ্রম যেমন পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ চারি আশ্রমের ধর্ম্মও যথাক্রমে পৃথক্‌রূপে নিরূপিত আছে। তুমি ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্য সন্নিধানে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনায়াসেই ঐ সমুদায়ের বিশুদ্ধভাব অবগত হইতে পারিবে। যাহারা সামান্যভাবে ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলোকন করে, ধর্ম্মনিরূপণ বিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহ দূর হয় না। আর যাহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আশ্রমধর্ম্ম সমূহের যথার্থতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই মুক্তিরে সমুদায় আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ

হন। মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রেরনিগ্রহ, ত্রিবর্গ সংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্যসঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ, সরল ব্যবহার, মধুর বাক্যপ্রয়োগ, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কার পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত শাস্ত্র জিজ্ঞাসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাঁহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দাদ্বারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে। আপনার গুণ দ্বারাই নির্গুণদিগকে পরাজয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক আত্মাভিমানী নিগুণব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান্ ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে মানস করিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করে। তাহারা মহাজনগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্বমুখে স্বীয় গুণ-কীর্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্ত্তিলাভ করিয়াথাকেন। পুষ্প সমুদায় যেমন আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধ দ্বারা দশদিক্ সুবাসিত করে; সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয়কিরণজালপ্রভাবে অম্বরতলে দেদীপ্যমান হন, তদ্রূপ মহৎব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে ভূমণ্ডলমধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসা নিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও লোকসমাজে তাহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা উচ্চৈস্বরে বাক্যপ্রয়োগ করিলেও অসারতা নিবন্ধন উহা ব্যর্থ হইয়া যায়; আর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অতি মৃদুস্বরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সারবত্তা নিবন্ধন উহা সমধিক শোভমান হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত মণিসংযোগে আপনার তেজঃ প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তিরা কুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিবিধজ্ঞানলাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান্ হন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায়প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা শ্রেয়োলাভের বাসনা করে, স্বধর্ম্মনিরত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে বাস করা তাহাদিগের কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। বিঘসাশীব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদিবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুর নিকট গমন করিয়া

অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠালাভার্থ যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিতব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। লোভপরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্মসেতু বিলোড়িত হয় প্রজ্বলিত বস্ত্রান্তের ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাৎসর্য্যবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তথায় বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। যে দেশের মানবগণ, পাপকর্ম্ম দ্বারা জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করে, সসর্পগৃহের ন্যায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ব্ববাসনা প্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজন না হইতে অগ্রে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কদাচ বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিতচিত্তে সেই দেশে বাস করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মানবগণ অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সৎকার লাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের নরপতি বিষয়লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করেন, অবিচারিতচিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ভূপালগণ নিরন্তর অধিকারস্থ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার কতদূর অভ্যুদয় লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলত ধর্ম্মবলেই পরমার্থ মোক্ষ পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ ভূপতিগণ কিরূপে সাবধান হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন এবং কোন্ কোন্ গুণ আশ্রয় করিয়া সঙ্গপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি অরিষ্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহারাজ সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্! মনুষ্য কিরূপ

মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া সুখী হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। মহাত্মা সগর এই কথা কহিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা অরিষ্টনেমি তাঁহারে উপদেশের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদি পোষণনিরত ধনধান্যসমাকুল অনভিজ্ঞ লোকেরা কখনই সেই পরমপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মূঢ়ব্যক্তিরা কোনকালেই মোক্ষলাভ করিতে পারে না।

এক্ষণে আমি তোমার নিকট সমুদায় স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইবার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবন ধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহসম্পাদন পূর্ব্বক স্নেহপাশবিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত। পুত্র হউক বা না হউক প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভোগ পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে মোক্ষ লাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইহলোকে যাহারা বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহারা পরম সুখে কালাতিপাত করে। আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে; অতএব ইহলোকে বিষয়নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুক্ষু ব্যক্তি, আমাব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এইরূপে জীবন ধারণ করিবে এই চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখদুঃখভোগী ও স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কার্য্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; অতএব সকল লোকেই স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ড স্বরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে; যখন তুমি পরিবারদিগের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার; যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলে তুমি তাহাদিগের সুখদুঃখ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হও না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যনিবন্ধন সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে; তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গলচিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে, ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার নিতান্ত উচিত।

যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎ-পিপাসাদি জয় করিতে পারে; যে ব্যক্তি মোহবশত দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়; যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোক দর্শনে বিকৃত না হয়, যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম, মরণ ও জীবনধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে; যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত মাত্র ধান্য গ্রহণ করে; প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়; যে ব্যক্তি সমুদায় লোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত, ব্যাধিনিপীড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদায় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়; কি পর্য্যঙ্কশয্যা, কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণনির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদায়েই যাহার সমান জ্ঞান; যে ব্যক্তি সমুদায় লোক পঞ্চভূতসমুদ্ভূত বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে; সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়, অনুরাগ বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমানবুদ্ধি; যে ব্যক্তি এই শরীর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষ পরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত সংযোগ, কৃশতা, বিবর্ণতা, জরানিবন্ধন কুব্জভাব, পুংস্তের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারে; যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়া সমুদায় অনিত্য জ্ঞান করে; প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য নরপতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া থাকে বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়; যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ ও কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ অনর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যাবহার দর্শনে সমুদায় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে। যদি তুমি গার্হস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধন বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মুক্তব্যক্তির ন্যায় ব্যাবহার কর।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমির এই উপদেশ বাক্য শ্রবণে মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহামতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত দেবগণের অপ্রিয় ও অসুরগণের প্রিয়কার্য্যসাধন এবং কি নিমিত্তইবা স্বয়ং দেবর্ষি হইয়া দেবগণের তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার শুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল এবং কি নিমিত্তই বা তিনি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে সমর্থ হন না, এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্তগুলি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ও যতদূর অবগত আছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ভৃগুবংশসম্ভূত মহামুনি শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন দেবতাদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন। যক্ষ রাক্ষসাধিপতি কুবের জগৎপ্রভু ইন্দ্রের

কোষরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। মহামুনি শুক্রাচার্য্য যোগবলে কুবেরের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যোগবলে তাঁহারে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। ধনপতি কুবের এই রূপে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে অমিতপরাক্রম দেবাদিদেব রুদ্রদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! ভগবান্ ভার্গব যোগবলে আমার শরীরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমারে রোধ ও আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া শূল গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মা ভার্গব কোথায়? ঐ সময় মহাত্মা শুক্রাচার্য্য স্বীয় উগ্রতর তপঃপ্রভাবে দূর হইতেই যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন শুক্রকে তথায় অবস্থিত অবলোকন পূর্ব্বক পিনাকের ন্যায় শূলাগ্র সন্নমিত করিলেন। দেবদেবের শূলাগ্র সন্নমিত হইবামাত্র শুক্রাচার্য্য তাঁহার হস্তগত হইলেন। তখন পিনাকী মুখব্যাদান পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এই রূপে মহাদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাদ্যুতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত সেই ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের জঠর হইতে বহির্গত না হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিলেন এবং পরিভ্রমণ করিয়াই বা কি কার্য্য করিলেন? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ কৈলাসনাথ শুক্রাচার্য্যকে গ্রাস করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল ভাবে বহুকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে তিনি মহাহ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মনিরত মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তপোবলে আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্যা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণ প্রভাবে পরিশোভিত হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন। তখন মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জঠরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি বারংবার মহেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার পরিত্রাণ করুন। আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। তখন ভগবান্ শূলপাণি সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, ভার্গব! তুমি আমার শিশ্নদ্বার দিয়া বহির্গত হও। মহেশ্বর এই কথা কহিলে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রথমত স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ উদরমধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন। মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্রনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেবের ক্রোধনিবন্ধনই ঐ মহর্ষি আকাশের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হন না। অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রাচার্য্যকে বিনির্গত দেখিয়া রোষপূর্ণনয়নে শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার বিনাশসাধনে সমুদ্যত হইলেন। দেবী পার্ব্বতী

পশুপতিরে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! এই ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশ্নদ্বার দিয়া নিঃসৃত হওয়াতে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে; অতএব ইহারে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া সহাস্য বদনে তাঁহারে বারংবার কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি প্রীত হইয়াছি, ইহারে যথা ইচ্ছা গমন করিতে বল। তখন মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতীরে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভৃগুনন্দন মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের চরিত্র সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি যত আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি মানবগণ কিরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাযশস্বী জনকরাজা এক দিন মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! কি কার্য্য দ্বারা মানবগণের ইহ লোক ও পরলোকে মঙ্গললাভ হয়? তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাতপা পরাশর তাঁহারে কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের করগ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই চারিপ্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মানবগণ ঐ সমুদায় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। উহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্র যেমন সুবর্ণ বা রজতরসে অভিষিক্ত হইলে তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি ও কর্ম্মব্যতীত সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দেহাবসানে স্ব স্ব সুকৃতবলেই সুখলাভ করিয়া থাকে। চার্ব্বাকেরা কহে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্টকর্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবযোনি প্রাপ্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফলপ্রাপ্তির সময় জন্মান্তরীণ কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে। বেদনির্দ্দিষ্ট বাক্য সমুদায় লোকযাত্রানির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে; ঐ সমুদায় জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসন বাক্য নহে। চার্ব্বাকদিগের এই মত নিতান্ত অবিশুদ্ধ। কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। ভোগব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখদুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসারসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার সুখের ক্ষয় হইলেই পুনরায় দুঃখের আবি-

ভাব হয়। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজঃ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনাপরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদি-কারণ। মনুষ্যমধ্যে কাহারেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, আর যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসার-মধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক পৃথক। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যাভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীররথের শব্দাদিবিষয়রূপ অশ্ব সমুদায়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহারেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিষয়-বাসনা শূন্য হইয়া আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্যদ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া তামস-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মান লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মারা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য দুর্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত পাপকার্য্য দ্বারা আত্মারে নরকভাগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখজনক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা পাপ কার্য্য দ্বারা মহৎফল লাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন। পাপ কার্য্যের ফল অতি কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপকার্য্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া দেহাদিরে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহারে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়; কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুক্লতা সম্পাদন করা যায় না; তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহারে প্রায়শ্চিত্তজনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন, যে অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসা ব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। যাহা হউক আমার মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক, বা জ্ঞানকৃত হউক ভোগব্যতীত কখনই বিনষ্ট

হয় না। ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্মসমুদায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফল রূপে পরিণত হয়; কিন্তু অজ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্য সমুদায়ও ক্ষুদ্র ফল রূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা মহর্ষিগণের ন্যায়-বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক্ক মৃৎপাত্রস্থ জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ক মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীন দশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সমভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজধর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ কর। নরপতি প্রথমত প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয়, যথাবিধি প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদায় প্রাণীরে আপনার ন্যায় দর্শন, শক্তি অনুসারে গুরুজনের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সৎস্বভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবেন।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহারে কিছুই প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকার সাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দূরে থাক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহপরিশূন্য ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে তাহারেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধন গ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন ন্যায়পথে উপার্জ্জিত ও ন্যায়পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৃশংস কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিরে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক সাধ্যানুরূপ সলিল প্রদান করিতে পারিলে অন্ন দানের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা রন্তিদেব ফল, মূল ও পত্র দ্বারা মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। নরপতি শৈব্যও ফলমূল দ্বারা পার্শ্বদগণের সহিত ভগবান্ ভাস্করের সন্তোষসাধন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের, সৎকার দ্বারা অতিথিকুলের, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণপরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ঋচীকতনয় শুনঃশেফ বিশ্বা-

মিত্রের পুত্রত্ব লাভ পূর্ব্বক ঋক্‌বেদ গান দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈত্যগুরু উশনা দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও শুক্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান্, জামদগ্ন্য, জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু ও শ্রুতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋক্‌বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে নিন্দনীয় অনেকানেক ব্যক্তিও একমাত্র বিষ্ণুর স্তবপ্রভাবেই সকলের পূজনীয় হইয়াছে। নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্! ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। আহিতাগ্নি ব্যক্তিরা পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়াবিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ সাগ্নিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাঁদিগকে বিধি পূর্ব্বক সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনাপরিশূন্য হইয়া স্নেহসহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহারেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্রেরা সময়ক্রমে বিপুল ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবাভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশত সমধিক শোভমান হয়, তদ্রূপ শূদ্র জাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। শুক্লবস্ত্র নীল পীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণসমূহে অনুরাগ প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী। অধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। যে নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারে তস্করতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সর্ব্বপ্রথমে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। তৎপরে বিধাতা লোকরক্ষণার্থ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষিগোরক্ষাদি কার্য্যে

নিযুক্ত হয়। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্যরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান মার্জ্জনাদি করাই কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে কখনই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না; ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে। ফলত নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতিকষ্টে কাকিনীমাত্র দান করিলেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। নরপতিদিগের মধ্যে যিনি সমাদর পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ধন দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ মহাফল লাভ হয়। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহার সন্তোষ সাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট। গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দমগুণান্বিত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাঁদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্যের ন্যায়ার্জ্জিত ও শূদ্রের শুশ্রূষা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ত্রিবর্ণের সেবা করা শূদ্রেরই পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতিত হন না; কিন্তু শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাঁহারে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। শূদ্র ত্রিবর্ণ সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে। যে ব্যক্তি কদাপি নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকার্থ ঐ সমুদায় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তির বহুকাল অবধি ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরম ধর্ম্ম লাভ হয় সন্দেহ নাই। ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ রূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকেরাই প্রশংসনীয় ও নানা গুণের আধার হন। পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহারে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত। কিয়ৎকাল পরে অসুরগণ প্রজাগণকে ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিরূপে তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করিল। কামাদি প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রজাগণের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের আবির্ভাব হইল। তৎপরে দর্প হইতে ক্রোধ সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুশীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল। তখন প্রজাগণ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ব-

ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করত, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেবল ধিক্কার প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

এই রূপে প্রজাগণ যাহার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল হইলে, দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শূলপাণি দেবগণের মুখে প্রজাদিগের বিপরীত আচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিরে প্রথমত বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রধান মহামোহকে নিপাতিত করিলেন। মহামোহ বিনষ্ট হইলে মানবগণ পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মানবগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মানবগণের শাসন করিয়া নিরস্ত হইলে, বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়াছিলেন।

যে সময় দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাগণের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসম্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয় হইতে ঐ সমুদায় আসুরভাব অপনীত হয় নাই। সেই সমস্ত ব্যক্তির সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল আসুরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মূঢ় ব্যক্তিরা স্বয়ং তাঁহাদের সেই কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে। অতএব আমি শাস্ত্র সমালোচন পূর্ব্বক তোমারে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে কখনই কল্যাণলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিদ্বান ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হন না। এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিরত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে পুত্র ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। ইষ্ট ও অনিষ্টের সংযোগেই সৌহার্দ্দ ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর গুণে অনুরক্ত হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশ হইলে আহ্লাদিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণ মধ্যেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মশীল, কি বিদ্বান্, কি যাচক, কি অযাচক সকলেরই হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া কাল যাপন করা উচিত। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

ষণ্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তপোনিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রায় সকল গৃহস্থেরই রাজসিক ও তামাসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক মমতা জন্মিয়া থাকে। মানবগণ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না। তাহারা সতত ঐ সমুদায় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে

একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগ বাসনায় একান্ত আক্রান্ত হয়। তখন ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিরেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাস দাসী প্রভৃতির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও তাহাদিগের সন্তোষসাধনার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় নির্ব্বোধ অপত্যস্নেহে যাহার পর নাই অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে নিতান্ত কাতর হয়। গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মান লাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্রাদি রূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইব বলিয়া স্থির করে ; অচিরাৎ সেই সমুদায় হইতেই বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদায় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভ কর্ম্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিনাশনিবন্ধন ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্ল্লভ। তপস্যা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। দয়াদাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপঃপ্রভাবে দমগুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রজাপতি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, বিশ্বেদেব সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব তপঃপ্রভাবে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে যে সমুদায় নরপতি ও মহাবংশসম্ভূত ধনাঢ্য গৃহস্থকে পট্টবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরম রূপবতী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা, উত্তমোত্তম বিবিধ ভোজ্যবস্তু এবং অন্যান্য অভিলষিত সামগ্রী সম্ভোগ করিতে দেখা যায়, তৎসমুদায় তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল। ত্রিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয়। মনুষ্য সুখী হউক বা দুঃখীই হউক স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ সকল দুঃখের আদিকারণ। লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রমনিবন্ধন অভ্যাসবর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। প্রজ্ঞানাশ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রিয় বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয় বস্তু দুঃখজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তপস্যার ফল সুখ ; আর তপস্যা না করিলে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয় ; অতএব তপস্যা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। নিষ্পাপ তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সম্ভোগ ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত অপ্রিয় সংঘটন বিষয়, সম্ভোগজনিত বিবিধ ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্যা ও দানপ্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম-

কার্য্যের কর্ত্তব্যতাসত্ত্বেও মানবগণ অবিহিত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদনজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুঃখের আবির্ভাব হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী ; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ঐ সুখের প্রশংসা করে না। বিবেকী ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভার্থ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। অনায়াসলভ্য বিষয় সমুদায় উপভোগ ও যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিরা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ধর্ম্মভ্রষ্ট মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমুদায় নশ্বর ; অতএব আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে সকল গৃহস্থ কর্ম্মনিরত ; স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেমন নদনদী প্রভৃতি জলাশয় সকল সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমিগণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন, ভগবন্! যখন পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল? তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! পিতাই পুত্র রূপে উৎপন্ন হয়, যথার্থ বটে ; কিন্তু তপস্যার অপকর্ষনিবন্ধন মানবগণের উত্তরোত্তর হীন জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্ম্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়। ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারি বর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পরস্পর সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র লাভ করিল এবং যে সকল মুনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইল? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, বিদেহরাজ! জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। বিশেষত তাঁহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্ কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু

এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাধুব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদায় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বর্ণ সমুদায়ের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম্ম সমুদায় পরিজ্ঞাত আছেন, এক্ষণে আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট চারি বর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তরে সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্যবর্গকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যানুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে অনুরাগ, শৌচ, অসূয়াপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটী সমুদায় বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদোক্ত ধর্ম্মে ইহাদিগের অধিকার আছে। কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধার্ম্মিকেরা স্বকর্ম্মনিরত সাধু ব্যক্তিরে আশ্রয় পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। শূদ্রগণ সংস্কার লাভের যোগ্য নহে এবং কুকর্ম্মনিবন্ধন তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহারা অনৃশংসতাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অনৃশংসতাদি ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। শূদ্রগণ উন্নত হইবার মানসে সাধুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইতর ব্যক্তিরা যেরূপ সদ্ব্যবহার অবলম্বন করে, ইহলোক ও পরলোকে তদনুরূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কি কর্ম্মপ্রভাবে হীন দশা প্রাপ্ত হয়, না জন্মনিবন্ধন উহার হীনত্ব লাভ হইয়া থাকে? তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীন দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি নীচ জাতি হইয়াও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা হিংসাবিহীন হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, বিদেহরাজ! মনুষ্য যে কার্য্য দ্বারা প্রাণীর হিংসা না করিয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সন্তাপবিহীন ও শ্রেষ্ঠপদ সমারূঢ় হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাবান্, বিনয়ান্বিত, দমগুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ফলত অধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্ রূপে ধর্ম্মকার্য্যের

অনুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ইহলোকে যাহারা ভক্তি-বিহীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও সুহৃদ্গণের সেবাজন্য ফললাভে সমর্থ হয় না। যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানতৎপর ও বশবর্ত্তী হয়, তাহারাই ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম পদ অধিকার করেন। যে নরপতি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে দেবদুর্লভ লোকে গমন করিয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগে সমর্থ হন। শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র, রোরুদ্যমান, সমরপরাঙ্মুখ, সহায়বিহীন, উদ্যোগশূন্য, রোগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কদাপি বিধেয় নহে। সমরস্থলে সহায়সংযুক্ত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, সমকক্ষ প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করাই নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনাশই প্রশংসনীয়। ভয়বিহ্বল নীচ ব্যক্তির হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। পাপানুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমায়ু থাকে, তাহারে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না। মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসা দ্বারা অপত্যাদির জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুমূর্ষু গৃহস্থমাত্রেরই তীর্থস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া উচিত। আয়ুঃশেষ হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্ব্বার দেহ লাভ করে। যেমন এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মপথ দ্বারা পুনর্ব্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীব যোগযুক্ত হইলে তাহার ক্রমশ মুক্তি লাভ হয়। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা দেহকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ; বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত; পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং ত্বক্ দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যখন জীব দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা নিশ্চেষ্ট ও বিচেতন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনার কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দেহত্যাগের পর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনাদেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের ন্যায় পরিভ্রমণ করে এবং তৎপরে পুনর্ব্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণিগণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণির মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গমমধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সমজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

যাহারা ইহলোকে স্ব স্ব গুণানুসারে নশ্বর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তের পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহারেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্র মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারেই পুণ্যবান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দস্যু হস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুরে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতি উৎকট পীড়াদি দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা কেবল পুণ্য কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ ঊর্দ্ধদেশ, যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কার্য্যেই নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপ কর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া থাকে।

মনুষ্য অজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুরে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধদিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞা-শরদ্বারা উহারে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভারার্পণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত অরণ্য আশ্রয় করিবেন। আত্মারে এককালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আত্মা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্মদ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই যোনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ যাহাতে কোন ক্রমেই মনুষ্য যোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ হইয়া বেদপ্রমাণানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া কামপরায়ণ হইয়া মনুষ্যের দ্বেষ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহারে নিশ্চয়ই সমুদায় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয়দর্শনে বিমুখ ও শান্তস্বভাব হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে প্রাণিগণকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে কোন ক্লেশভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থ সমুদায়ে গমন পূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্যা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ধনদান করা মনুষ্যগণের নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা স্বীয় গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা শ্মশানে নীত করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ আপনাদিগের হিতসাধনার্থই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, যজন, যাজন, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্দিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে মহাত্মা পরাশর বিদেহরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মিথিলাধিপতি জনক পুনরায় সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ইহলোকে কোন পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন? সদ্গতি কি? কি কার্য্যের বিনাশ নাই ও কোন্ স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজন! সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদান পূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরম স্থান লাভ হয়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে সহস্র সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, তাহার সমুদায় জীব হইতে অভয় লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা প্রভূত বিষয় মধ্যে অবস্থান করিয়াও কদাপি তাহাতে লিপ্ত হন না; কিন্তু অবোধ মূঢ় ব্যক্তিরা অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। অধর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় কখনই জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু উহা কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিরে অনায়াসে আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কদাপি কর্ত্তারে পরিত্যাগ করে না, যথাকালে অবশ্যই তাঁহারে সেই অধর্ম্মজন্য ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু আত্মদর্শী সাধুদিগের কখনই কর্ম্মজন্য ফলভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রমাদবশত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায়ের গতি অবগত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বীতরাগ ও জিতক্রোধ হন, বিষয়মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। নদীমধ্যে সেতু নিবদ্ধ হইলে যেমন ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রূপ লোক বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বেদানুশাসনে নিবদ্ধ হইলে অধর্ম্মে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাহার তপস্যার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ চিত্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেমন তিলমধ্যে বারংবার সুগন্ধী পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগের বারংবার সাধুসংসর্গনিবন্ধন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও বিবিধ সৎক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বাসনার লেশমাত্রও থাকে না। আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়, তাহারা আমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে একান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্যসমুদায় কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার। ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কালনিশ্চয় নাই। মৃত্যু কালপ্রতীক্ষা করে না; সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অভ্যাসবশত অলক্ষিত পথে গমন

করে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগযুক্ত চিত্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে পারেন। জন্ম গ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয়। জন্ম মৃত্যুর অধিকৃত। যাহারা মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন। যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেশভোগ করিতে হয়; আর যাঁহারা একবারে সর্ব্বত্যাগী হন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায়; কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিলে আপনারই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। মৃণাল যেমন উৎপাটিত হইলে কর্দ্দমের সহিত তাহার সংশ্রব থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক এককালে রহিত হইয়া যায়। মন আত্মারে যোগোন্মুখ করে। আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মায় লীন করেন। এই রূপে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই উপাধিবিহীন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহপোষণ করাই স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যক্‌যোনি ও স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা তপস্যা দ্বারা পরিপক্ক দেহে অবস্থিত হইলে অনায়াসে পক্ব মৃণ্ময় পাত্রস্থ দ্রবদ্রব্যের ন্যায় বহুকালস্থায়ী অদৃষ্ট দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহারে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয়। আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হন, তিনিই পরলোকে পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন। জন্মান্ধ যেমন পথদর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞাননীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থ দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে। বণিকেরা যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাদিগের মূল ধনানুরূপ অর্থ লাভ করে, তদ্রূপ প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তদ্রূপ মৃত্যু এই অহোরাত্র পরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে গ্রাস করিতেছে। মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য কি শয়ান, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় সততই তাহারে ফল প্রদান করিতেছে। যে ব্যক্তি সমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পার হইতে ইচ্ছা না করে, তাহারে যেমন মহার্ণবে নিপতিত হইতে হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান বলে এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম বাসনা না করেন, তাঁহারে আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। ধীবর যেমন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে রজ্জু দ্বারা জলে অবসন্ন অর্ণবপোত উদ্ধার করে, তদ্রূপ মন সত্ত্বগুণের অভিনিবেশ দ্বারা সংসারে নিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যেমন নদী সমুদায় সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ যোগসময়ে মন মূল প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মানবগণ অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন ও বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত

বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ ও শৌচকেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি উভয় লোকেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশকর। ঐ সমস্ত দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ উৎপন্ন হয়; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ সন্দেহ নাই। মনুষ্য যত দিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে, তত দিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনগণ তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবারপালনের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতা হইতে পরলোকের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। প্রাণিগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পাথেয়, সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় আত্মারে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাত্মা উপস্থিত কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুরূপ ফলভোগের নিমিত্ত বুদ্ধিরে বিবিধ কার্য্যে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্যোগী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্যই কখন নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তরিত হয় না, তদ্রূপ শ্রী কখনই একাগ্রচিত্ত উদ্যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য, উদ্যোগ, গর্ব্বপরিত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। সমুদায় প্রাণীই গর্ভবাস কালে আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেমন কাষ্ঠচূর্ণকে অন্যত্র নীত করে, তদ্রূপ দুর্নিবার্য্য মৃত্যু জীবননাশক কালকে সহায় করিয়া প্রাণিগণকে লোকান্তরে লইয়া যায়। মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য রাজর্ষি জনক মহাত্মা পরাশরের নিকট এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন; এক্ষণে ঐ সমুদায় বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পূর্ব্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি সুবর্ণময় হংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ সেই হংসকে অবলোকন পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিহগরাজ! আমরা সাধ্যদেব; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তুমি মোক্ষধর্ম্মকুশল, পণ্ডিত, ধীরপ্রকৃতি ও বচনরচনাচতুর। অতএব ইহলোকে কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কোন কার্য্যে তোমার মন অনুরক্ত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়? তাহা কীর্ত্তন কর; আমরা তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব-

গণ! আমি শুনিয়াছি, তপস্যা, দমগুণাবলম্বন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ ও চিত্ত জয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাগাদি হৃদয়গ্রন্থি সমুদায় মোচন পূর্ব্বক প্রিয়বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য প্রয়োগ ও নীচব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বদন হইতে বাক্‌শল্য বিনির্গত হইলেই তন্নিবন্ধন দিবানিশি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত। কারণ অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যে অধিকারী হন। কেহ আমার প্রতি আক্রোশপ্রকাশ বা আমারে নিপীড়িত করিলে আমি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহারে ক্ষমা করিয়া থাকি। সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর, ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, আমি তাঁহারেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধহীন, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশকর্ত্তার সমুদায় পুণ্য সংগ্রহে সমর্থ হন; আর আক্রোশকর্ত্তারে আপনার কুকার্য্যনিবন্ধন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্টবাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোক্য লাভে সমর্থ হন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় তাহারে ক্ষমা করা বিধেয়। তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। আমার সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; তথাপি আমি সর্ব্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি। আমার কার্য্যবাসনা বা রোষের লেশমাত্রও নাই। ধন হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই না এবং ধনলাভার্থে কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না। আমারে কেহ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহারে শাপ প্রদানে প্রবৃত্ত হই না। দমগুণই পুণ্যের দ্বার স্বরূপ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। কোন জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ধীর ব্যক্তিরা মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য্য গুণ প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সমুদায় লোকে যাঁহারে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা এবং যাঁহার প্রতি সকলেই প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযমপ্রভাবে অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তিরা মানবগণের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেমন ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযম করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ,

তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিরা আক্রোশ বা অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা অবমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তারে অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমুদায় কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদায় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটী সুরক্ষিত থাকে, তাঁহারেই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত, পরধনে নিস্পৃহ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতেই দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মানুষলোকে পরিভ্রমণ করিয়া কহিতেছি যে, অর্ণবপোত যেমন সমুদ্রপারের একমাত্র উপায়, তদ্রূপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপানস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও যেরূপ হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্ব্বদাই সাধুদিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু। বায়ু বা চন্দ্র কখনই তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যে ব্যক্তির হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বেষপরিশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহারে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি সর্ব্বভোজী, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বাচালের ন্যায় অনর্থক বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য প্রযোগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! লোকসমুদায় কোন্ পদার্থে সমাবৃত ও কি কারণে অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে; আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না? তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! মনুষ্যেরা অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্যনিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভবশত মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।

সাধ্যগণ কহিলেন, হে হংস! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, কোন্ ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হন এবং কোন্ ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ করেন না? তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হন এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহার সহিত বিরোধ করেন না।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! ব্রাহ্মণগণের দেবত্বসাধক কি? সাধুত্বসাধক কি? অসাধুত্বসাধক কি এবং মনুষ্যত্বসাধকই বা কি? তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন হংসরূপী ব্রহ্মা কহিলেন, হে সাধ্যগণ! বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উহাঁদের সাধুত্ব, অপবাদ উহাঁদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উহাঁদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট হংস ও সাধ্যগণের এই উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীর্ত্তন করিলাম। বস্তুত দেহই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; অতএব আপনি সাঙ্খ্যমত ও যোগ এই দুইটার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা সাঙ্খ্যের এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগিগণ ঈশ্বরব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কিন্তু সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মুক্তিলাভকে সাঙ্খ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই উভয়বিধ যুক্তি, উভয়পক্ষসমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ। এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। এই উভয় মতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ, ও বিবিধ ব্রত ধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন উভয় মতেই ব্রত, শৌচ ও দয়া তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং উভয় মতেরই ফল সমান হইল, তখন ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমুদায় যেমন জাল-বিদারণ পূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান্ মৃগগণ যেমন বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ যোগবলান্বিত যোগিগণ লোভজনিত বন্ধনসমুদায় ছেদন পূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু যে যোগিগণের যোগবল না জন্মে, তাঁহাদিগকে বাগুরানিপতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণ-

বল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলবিহীন যোগীরা বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অল্পমাত্র অগ্নির ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। কিন্তু যে সকল যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে সমীরণসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, কল্পান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোতঃপ্রভাবে দূরে অপনীত হয়, তদ্রূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাস্রোত যেমন মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয়সমুদায় যোগবলসম্পন্ন যোগীদিগকে কোন ক্রমেই বিচালিত করিতে সমর্থ হয় না। যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারেন। যোগবলান্বিত যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্যমাত্র লাভ করিয়া নিরস্ত হন, আর কেহ কেহ সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া থাকেন। সংসারপাশচ্ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগীরা অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যোগবলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণাবিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শন সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিরা যেমন অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ যোগিগণ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। লোকে যেমন স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মারে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্ক চিত্তে অবিলম্বে অর্ণবগত পোত লইয়া পর পার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগবিদ্ মহাত্মারা জীবাত্মারে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সারথি যেমন রথে লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সত্বরে রথীরে অভীষ্ট দেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ যোগিগণের মন ইন্দ্রিয় সমুদায়ের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মারে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যোগবলসমন্বিত যোগীর আত্মা অচিরাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবাত্মারে পরমাত্মাতে সংযোজন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানীদিগের লভ্য সনাতন মোক্ষপদলাভে সমর্থ হন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয়, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সমুদায় স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মারে সম্যক্ রূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্য পাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যোগশীল মহাত্মারা কীদৃশ আহার করিলে ও কি কি

জয় করিতে পারিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃতাদি ভক্ষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিলকল্ক ও তণ্ডুলকণা আহার করেন, যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র রুক্ষ যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করিয়া ক্রমে ক্রমে এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক ঋতু ও এক সংবৎসর যাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাঁহারাই যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিষয়রাগবিহীন যোগশীল মহাত্মারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ভয়, শোক, শ্বাস, শব্দাদি বিষয়, তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শসুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয় পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মারে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে পারেন না। যেমন দুই এক জন যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কন্টক, দগ্ধবৃক্ষ, গর্ত্ত ও তস্করে সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, তদ্রূপ দুই এক জন যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাঘাতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যোগপথে অনেক বিঘ্ন আছে, এই নিমিত্ত সমুদায় যোগী উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করা যায়; কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত যেমন আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদগ্রস্ত করে, তদ্রূপ অসাধু ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা তাহারে বিপৎসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা বিধি পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই জন্মমরণ ও সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট বিবিধ যোগশাস্ত্রনিষ্পন্ন যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই যোগধর্ম্মে দ্বিজাতিগণেরই অধিকার আছে। ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই যোগের পরম ফল। যোগিগণ যোগবলে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, ষড়ানন, ব্রহ্মার কপিলাদি ছয় পুত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূল প্রকৃতি, বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী, সমুদায় তেজ, সুমহৎ ধৈর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণমণ্ডিত নির্ম্মল আকাশ, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং যাবতীয় শৈল, সাগর, নদী, পবন, দিক্‌, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে বহির্গত হইতে পারেন। ঈশ্বরবিষয়ক কথার আন্দোলন করিলে অবশ্যই শুভফল লাভ হয়। যোগিগণ ঈশ্বরোপসানাপ্রভাবেই সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণ স্বরূপ হইয়া অনায়াসে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগমার্গ বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে সাঙ্খ্যমতানুযায়ী বিধি সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাঙ্খ্যমত যে রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সাঙ্খ্যমত অভ্রান্ত ও বহুবিধ গুণযুক্ত। ইহাতে দোষের লেশমাত্র নাই। যাঁহারা জ্ঞানবলে মানুষ,

পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তির্য্যক্‌যোনি, গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয় সমুদায় সদোষ বলিয়া বিবেচনা করেন; যাঁহারা জীবিতকাল, সুখের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াভিলাষী তির্য্যক্‌যোনিসম্ভূত ও নরকনিপতিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ এবং স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাঙ্খ্যজ্ঞানের গুণদোষ সমুদায় বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারেন; যাঁহারা আনন্দ, প্রীতি, উদ্বেগ, খ্যাতি পুণ্যশীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সরলতা, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য এই দশগুণযুক্ত সত্ত্বগুণ; আত্মতত্ত্ববোধ, নির্দ্দয়তা, সুখদুঃখসেবা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও দ্বেষ এই নবগুণযুক্ত রজোগুণ; মোহ, মহামোহ, তম, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্টগুণযুক্ত তমোগুণ; অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দযুক্ত বুদ্ধি; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন এবং বায়ুপ্রভৃতি চারিভূতযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হন; যাঁহারা মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত বুদ্ধি; অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীতপ্রতিপত্তি এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত তমোগুণ; প্রবৃত্তি ও দুঃখ এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত রজোগুণ এবং প্রকাশরূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রলয় ও আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনে সমর্থ হন, তাঁহারাই মঙ্গলকর মোক্ষপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। রূপ দৃষ্টিরে, গন্ধ ঘ্রাণকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বক্‌কে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষ্ণু গমনকে, ইন্দ্র বলকে, অনল জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বায়ুরে, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহত্তত্ত্বকে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিরে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মারে, আত্মা দেবদেব নারায়ণকে এবং নারায়ণ মোক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে। এই বিষয় বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া মোক্ষার্থীদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হন এবং যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্য, ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শগুণে পরিবৃত মানবদেহ, দেহসমাশ্রিত স্বভাব ও চেতনা, উদাসীনস্বরূপ পাপবিহীন পরমাত্মা, পুণ্যপাপের ফলভোগী জীবাত্মা, আত্মসমাশ্রিত ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায়, মোক্ষের দুর্ল্লভত্ব, প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান এবং অধঃস্থিত ও ঊর্দ্ধগত এই সপ্তবিধ বায়ুর গতি, প্রজাপতি ও ঋষিদিগের চরিত্র, পুণ্যের বিবিধ পথ, সপ্তর্ষি রাজর্ষি সুরর্ষি ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মর্ষিদিগের কালক্রমে ঐশ্বর্য্যনাশ, প্রাণিগণের বিনাশ, পাপাত্মাদিগের অশুভ গতি, বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের দুর্গতি, বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ, শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষ শোণিত শুক্র মজ্জা ও স্নায়ু পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় গর্ভে বাস, শিরাশতসমাকীর্ণ অপবিত্র নবদ্বারপুরে অবস্থিত আত্মার বিবিধ যোগ, সাত্ত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিন্দিত মোক্ষবিরোধী ব্যবহার, রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্রসূর্য্যের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পতন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর বিচ্ছেদ, প্রাণিগণের পরস্পর হিংসা, বাল্যনিবন্ধন মোহ, দেহের ক্ষয়, রাগ ও মোহাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষণিক সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের মোক্ষবুদ্ধি অবলম্বন, অলব্ধ পদার্থে অনুরাগ, লব্ধ বস্তুতে ঔদাসীন্য, বিষয়ের বন্ধহেতুতা, মৃত পুরুষদিগের দেহ, প্রাণীদিগের গৃহে অবস্থান ও দুঃখ, ব্রহ্মহত্যা-

কারী পতিত পামর গুরুদারাপহারী দুরাত্মা ও সুরাপাননিরত ব্রাহ্মণগণের নরকগমন, মাতৃসেবাবিহীন দেবার্চ্চনপরাঙ্মুখ, অশুভ-কার্য্যনিরত ও তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণের নানাবিধ দুর্গতি, বেদ সমুদায়ের তত্ত্ব, সংবৎসর ঋতু মাস পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্র সমুদ্র ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি, সংযোগ যুগ পর্ব্বত নদী ও বর্ণসমুদায়ের ক্ষয়, মনুষ্যগণের জরা মৃত্যু জন্ম দুঃখ ও দেহদোষ দুর্গন্ধ এবং স্বীয় আত্মা ও দেহের দোষসমুদায়ের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মোক্ষ লাভে অধিকারী হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যের দেহে কোন্ কোন্ দোষ বিদ্যমান আছে? তাহা আমি বিশেষ রূপে জানিতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কপিলমতানুযায়ী সাংখ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান আছে। ক্ষমাশীল হইলে ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে, সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অল্পাহারনিরত হইলে শ্বাসকে জয় করিতে পারা যায়। বিজ্ঞতম সাংখ্যাচার্য্যগণ গুণ সমুদায় দ্বারা গুণ, দোষ সমুদায় দ্বারা দোষ ও কারণ সমুদায় দ্বারা কারণ সমুদায় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানযোগ প্রভাবে এই সংসারকে সলিলফেনের ন্যায় বিনশ্বর, বিষ্ণুর মায়ায় সমাচ্ছন্ন, চিত্রিত ভিত্তির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, তৃণের ন্যায় অসার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবরের ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুখবিহীন, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অপত্যস্নেহাদি পরিত্যাগ এবং তপোরূপ দণ্ড ও জ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুৎপন্ন গুণ দোষ সমুদায় উচ্ছেদ পূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। সংসার সমুদ্র নিরন্তর দুঃখরূপ জল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাহ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ জলজন্তু, মহাভয়রূপ মহাসর্প, তমোগুণরূপ কূর্ম্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পঙ্ক, জরারূপ দুর্গমস্থান, কর্ম্মরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহাতরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ বায়ু, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাবর্ত্ত, তীক্ষ্ণ ব্যাধিরূপ মহাগজ, অস্থিরূপ সোপান, শ্লেষ্মারূপ ফেন, শোণিতরূপ বিদ্রুম, দানরূপ মুক্তার আকর, হাস্য ও চীৎকাররূপ নির্ঘোষ, নানাজ্ঞানরূপ দুস্তরতা, অশ্রুরূপ ক্ষার, সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণরূপ তরঙ্গ, পুত্র ও বান্ধবরূপ পত্তন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহাপ্রবাহ, বেদান্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ এবং মোক্ষরূপ দুর্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে মহাত্মারা এই সংসারসমুদ্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্থূলদেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মারে হৃদয়াকাশস্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য, মৃণাল তন্তু দ্বারা জলাকর্ষণের ন্যায়, কিরণজাল দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্য সমুদায় আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই সুকৃতীদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে সূক্ষ্ম শীতল সুগন্ধ সুখস্পর্শ বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করে। তদনন্তর সপ্তমারুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ু তাঁহাদিগকে পবিত্র লোক সমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃদয়াকাশে নীত করিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ হইতে ভগবান্ নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মারে লাভ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। হে ধর্ম্মরাজ! সত্যার্জ্জবসম্পন্ন সর্ব্বভূতে

দয়াবান্ বিষয়রাগশূন্য মহাত্মাদিগেরই এইরূপ পরম গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের মোক্ষপদ লাভ হইলে আর জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কি না? কোন বেদে কহে, মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বেদে কহে, মোক্ষলাভ হইলে জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না। এক মোক্ষবিষয়ে এইরূপ দ্বিবিধ মত প্রকটিত হওয়াতে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, যদি জীবন্মুক্ত হইলেও বিশেষজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য মোক্ষকামনার প্রয়োজন কি? সুখসাধ্য স্বর্গাদিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানইত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় ত বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে? এক্ষণে আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ; এ প্রশ্নে মহাত্মা পণ্ডিতগণেরও মহামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাদি মহর্ষিগণও এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতিসূক্ষ্ম জীবাত্মা মানবগণের দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পদার্থ সমুদায় সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় কাষ্ঠের ন্যায় চেষ্টাশূন্য ও অর্ণবসমুত্থিত ফেনার ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়সমুদায় কার্য্যাক্ষম হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশসঞ্চারী সমীরণের ন্যায় মনুষ্যগণের সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে এবং সূক্ষ্ম গতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান সমুদায়ে গমন পূর্ব্বক জাগ্রদবস্থার ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শনস্পর্শনাদি সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, জল ও পৃথিবীর গুণ সমুদায় জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাত্মারে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ঐ সমুদায় গুণ ও শুভাশুভ কার্য্য সমূহে পরিবৃত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় শিষ্যের ন্যায় উঁহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাত্মা যখন সমুদায় কার্য্যকারণ অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন নারায়ণাত্মক পরমাত্মারে প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পুণ্য বা পাপের লেশমাত্র থাকে না এবং আর তাহারে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মারে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহনিপাত পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহারে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করায়; কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে অতি অল্পকালমধ্যে অনায়াসেই দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাঙ্খ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমর্ষিরা শাস্ত্রমধ্যে সাঙ্খ্যমতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাংখ্যমতাবলম্বী ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা যে পরমাত্মার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরম ব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ।

এই পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ; তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগ, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই সাংখ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শান্তি, বল, সূক্ষ্মজ্ঞান, তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্যসমুদায় সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা দেবলোকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। উহাঁরা দেহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা সাঙ্খ্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে যত্নবান্ হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যক্‌যোনিগমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাসজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ণবতুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাংখ্যমত সম্যক্ রূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। সাংখ্যতত্ত্ব ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। ঐ মহাত্মা সৃষ্টি সময়ে এই বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করেন এবং প্রলয় সময়ে সমুদায়ের সংহারপূর্ব্বক স্বশরীরে বিলীন করিয়া পরম সুখে নিদ্রিত হন।

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কহিলেন, পিতামহ! অক্ষর পদার্থ লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং ক্ষর পদার্থ লাভ করিলেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই অক্ষর ও ক্ষর পদার্থ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা যোগিগণ আপনারে জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তর দিকে যাত্রা করিলেই আপনার পরম গতি লাভ হইবে। আপনি কুরুকুলের প্রদীপস্বরূপ। আপনার পরলোক প্রাপ্তির পর আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতিবাক্য শ্রবণ করিব। আপনার মুখে এই সমুদায় অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে ; অতএব আপনি আমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই উপলক্ষে আমি জনকবংশসম্ভূত রাজর্ষি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা মহারাজ করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তপোধনাগ্রগণ্য, আসনোপবিষ্ট ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি পণ্ডিতগণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরমব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর পদার্থের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জগৎকে ক্ষর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া

থাকে। ব্রহ্মার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট-সিদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ভগবান্ নারায়ণের হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বস্থান আচ্ছাদন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান্ বিরিঞ্চি ও অজ নামে এবং সাংখ্য-শাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্য উহাঁ হইতেই সমুৎ-পন্ন হইয়াছে। উহাঁর রূপ নানাপ্রকার বলিয়া উনি বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূত সমুদায় হইতে ক্রমশ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই দশ-টীরেই ভৌতিক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অনন্তর মনের সহিত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও মেঢ্র এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমুদায় দেহেই অবস্থান করিতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ এই তত্ত্ব সমুদায় পরি-জ্ঞাত হইতে পারিলে তাঁহাদিগকে কখনই শোকের বশীভূত হইতে হয় না। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পূতি, কৃমি, মূষিক, কুক্কুর, চণ্ডাল, চৈণেয়, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দূল, বৃক ও গো প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ জীবগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশই প্রাণিগণের আবাস-স্থান। ঐ তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার। ঐ চতুর্ব্বিং-শতি তত্ত্বে বিনির্ম্মিত পদার্থসমুদায় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; এই নিমিত্তই উহাদিগকে ক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই জগৎ মোহাত্মক, ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়; সুতরাং উহারে অবশ্যই নশ্বর বলিতে হইবে।

হে মহারাজ! তুমি ক্ষর পদার্থের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে অক্ষর পদার্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিংশতত্ত্বা-তীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর পদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সমুদায় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহারে পঞ্চবিংশতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিরা-কার সর্ব্বশক্তিমান্ মহাত্মা চেতনরূপে সর্ব্ব-শরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা নির্গুণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। প্রকৃতির সহিত একীভাব নিবন্ধনই ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভি-মান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অভিন্নভাবে অব-স্থান পূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন। তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক ও সত্ত্বগুণ দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতি-

সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যলোকে এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরম সুখে দেবলোকে অবস্থান করে। যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা তির্য্যগ্‌যোনি, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা নিরন্তর পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্ভূত বস্তুরেই ক্ষর এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষর পদার্থ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! এই রূপে জীবাত্মা প্রকৃতিসঙ্গবশত মুগ্ধ ও অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহার তমোগুণপ্রভাবে তির্য্যগ্‌যোনি, রজোগুণপ্রভাবে মনুষ্যযোনি ও সত্ত্বগুণপ্রভাবে দেবযোনি লাভ হইয়া থাকে। তিনি কখন পুণ্যবশত মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গে আরোহণ, কখন পুণ্যক্ষয়নিবন্ধন দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবতরণ, কখন বা পাপবশত মনুষ্যলোক হইতে নরকে গমন করেন। কোশকার কীট যেমন মুখনালসম্ভূত তন্তু দ্বারা আপনারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ গুণাতীত জীব সর্ব্বদা গুণোদ্ভূত কার্য্য দ্বারা আপনারে রুদ্ধ করিয়া রাখে এবং সুখদুঃখবিহীন হইয়াও বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। মস্তকরোগ, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ, জলোদর, তৃষারোগ, গলগণ্ড, বিসূচিকা, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহজনিত ক্ষত, শ্বাস ও অপস্মার প্রভৃতি যে সমুদায় রোগ প্রাণিগণের দেহে উৎপন্ন হয়, জীব আপনারে সেই সমুদায় রোগে আক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং কখন অধোদেশে, কখন অনাবৃত স্থানে, কখন ইষ্টকময় গৃহে, কখন কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরে, কখন ভস্মাচ্ছাদিত প্রস্তরে, কখন ভূমিতলে, কখন পঙ্কে, কখন ফলকে ও কখন বিচিত্র শয্যায় শয়ন; কখন শুক্লবস্ত্র, কখন চতুর্ব্বিধ বস্ত্র, কখন কৌপীন, কখন ক্ষৌমবস্ত্র, কখন পর্ণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, কখন কৃষ্ণাজিন, কখন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কখন সিংহচর্ম্ম, কখন ভূর্জ্জত্বক, কখন কণ্টকময় বস্ত্র, কখন পট্টবস্ত্র ও কখন চীর পরিধান; কখন রজ্জু ধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমন; কখন এক রাত্রির অন্তে, কখন দিবারাত্রির মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ অষ্টম বা ষষ্ঠভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ বা এক মাসের অন্তে ভোজন; কখন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ফল, মূল, বায়ু, জল, তিলকল্ক, দধি, গোময়, গোমূত্র, শাকপুষ্প, শৈবাল, ভক্তমণ্ড বা শীর্ণপত্র ভক্ষণ; কখন বিধিবিহিত চান্দ্রায়ণ ব্রত, কখন চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, কখন পাশুপত ধর্ম্ম ও কখন পাষণ্ডপথ অবলম্বন; কখন পর্ব্বতের ছায়াযুক্ত নির্জ্জন প্রদেশে, কখন প্রস্রবণে, কখন গুহায়, কখন জলশূন্য নদীতটে, কখন নির্জ্জনবনে, কখন পবিত্র দেবস্থানে, ও কখন সরোবরে অবস্থান; কখন বিবিধ জপ্যমন্ত্র জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান, কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপোনুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণধর্ম্ম, কখন ক্ষত্রধর্ম্ম, কখন বৈশ্যধর্ম্ম ও কখন শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয়; কখন বা দীন দরিদ্র ও অন্ধদিগকে দান; কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন;

কখন ধর্ম্ম, কখন অর্থ কখন বা কামের আশ্রয় গ্রহণ; কখন স্বধাকার, কখন বষট্কার, কখন স্বাহাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন; কখন যজন, কখন যাজন, কখন অধ্যয়ন কখন অধ্যাপনা, কখন দান ও কখ নপ্রতিগ্রহ এবং কখন জন্মগ্রহণ; কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ ও কখন সংগ্রামকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অভিমান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকলাপকে কর্ম্মপথ বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি হইতেই সমুদায় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন হইতেছে। দিবাকর অস্তগমনকালে স্বীয় কিরণজাল সংহার করিয়া, উদয়কালে যেমন পুনরায় উহা প্রসারণ করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণসমুদায় সংহার করিয়া একাকী অবস্থান পূর্ব্বক সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিরে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। প্রকৃতিপ্রভাবেই এই জগৎ মুগ্ধ ও সর্ব্বদা সুখদুঃখে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। মনুষ্যগণ নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রভাবেই এ সমুদায় দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে; ঐ সমুদায় আমারেই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে; আমি এই সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তত্রত্য সুখভোগ করিব; ইহলোকের এই শুভাশুভ ফল সমুদায় আমারেই ভোগ করিতে হইবে; যাহাতে সুখোদয় হয়, আমারে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; আমি সকল জন্মেই সুখী হইব; আমারে স্বকার্য্যপ্রভাবে ইহলোকে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; মনুষ্যত্ব মহাদুঃখের কারণ, মনুষ্যত্বনিবন্ধন নরকগামী হইতে হয়; আমি নরক হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইব এবং পুনরায় দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নরক লাভ করিব বলিয়া বিবেচনা করে। যাহারা দেহকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করে, সেই সকল মমতাপরিপূর্ণ মূঢ়কে বারংবার দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ এবং নিরন্তর সেই সেই যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এই রূপে জীবগণ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে যেরূপ পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে তদনুরূপ দেহ ধারণ পূর্ব্বক তৎসমুদায়ের ফল ভোগ করিতে হয়। এই ত্রিলোকমধ্যে প্রকৃতিই শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফল ভোগ করিতেছে। তির্য্যক্‌লোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক এই তিন লোকই প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদিকার্য্য দ্বারা উহার অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহের চৈতন্য দ্বারা উহার সত্ত্বা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্ব্বিকার ও প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক হইয়াও শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসমুদায়কে আত্মকৃত বলিয়া জ্ঞান করেন। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায় সত্ত্বাদি গুণসংযোগে বিবিধ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ছিদ্রবিহীন হইয়াও আপনাদিগকে ছিদ্রবান্, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান্, কালের বশীভূত না হইয়াও কালের বশীভূত, বুদ্ধিমান্ না হইয়াও বুদ্ধিমান্, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞ, অমর হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মযুক্ত, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিহীন হইয়াও গমনযুক্ত, নির্ভীক হইয়াও ভীত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া বোধ করে

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের সংসর্গনিবন্ধন বারংবার কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ প্রভাবে তাহার কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হয়। যেমন ষোড়শকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশকলাই বারংবার ক্ষয় প্রাপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ষোড়শী অমাকলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু লিঙ্গশরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর যেমন প্রলয়কালে ষোড়শীকলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রের সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল দেহের প্রতি মমতা থাকিতে জীবাত্মার কখনই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত নির্ম্মল পরমাত্মার অপরিজ্ঞানবশতই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গ নিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড় দেহের সংসর্গনিবন্ধন জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গনিবন্ধন ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন, ভগবন্! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইল, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীজাতিরা গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগনিবন্ধন সন্তান সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ এবং স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারাও স্ত্রী পুরুষের ন্যায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিয়ত পরস্পর বদ্ধ রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ কি রূপে বিদ্যমান থাকিবে? হে ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষদর্শী; অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি মোক্ষাভিলাষী; যিনি নির্ব্বিকার, নিরাকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অজর, নিত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারে লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐরূপই বটে; কিন্তু তুমি উহার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে তৎপর হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। উহারা কেবল শাস্ত্রের ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সার্থক। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি বিদ্বান্‌সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্ত্তন না করে, সে কখনই গ্রন্থের ফলিতার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহারে সভামধ্যে স্বমত কীর্ত্তন সময়ে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে সাঙ্খ্য ও যোগমতে

যেরূপ যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীরা যোগবলে যাঁহারে দর্শন করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা তাঁহারেই প্রাপ্ত হন। অতএব যাঁহারা সাঙ্খ্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্যদেহে ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি হইতে ত্বগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরম পুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য বা দেহ নাই; সুতরাং গুণ থাকিবার সম্ভাবনা কি? আকাশাদি বিষয়সমুদায় যেমন ত্বগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদায়ে বিলীন হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি গুণসমুদায় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার উহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কখন কখন কেবল শুক্র হইতেই ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছে। পরমাত্মা জীবাত্মা ও জগৎ হইতে পৃথক্। যেমন ঋতুসমুদায় মূর্ত্তিবিহীন হইয়াও ফলপুষ্প দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আত্মসম্ভূত মহদাদিগুণ দ্বারা অনুমানগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ কেবল দেহস্থ চৈতন্য দ্বারাই হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান করা যায়। আদ্যন্তশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহাদির অভিমানবশতই সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নির্গুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই, বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ গুণদর্শী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমুদায়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হয়। সাংখ্য ও যোগবিদ্ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বস্রষ্টা, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। জন্মমরণভীরু জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহারে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। জ্ঞানবান্ পণ্ডিতদিগের জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকে না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মারে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ এক রূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানা রূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশ জীবতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীত ষড়্বিংশ পরমাত্মারে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মে। ঐরূপ বোধ জন্মিলেই তিনি পরমাত্মার এক রূপে দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানা রূপে দর্শনকে অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় তত্ত্ব ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদায় হইতে পৃথক্ ষড়্বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি অক্ষরের একত্ব ও ক্ষরের নানাত্ব কীর্ত্তন করি-

লেন ; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা আত্মারে নানা রূপে এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা উঁহারে এক রূপে অবলোকন করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিবশত ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি চঞ্চলবুদ্ধি প্রভাবে তাহাও বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে নানাত্ব, একত্ব, জ্ঞানবান্, অজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর, এবং সাঙ্খ্য ও যোগ, এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ; আপনি কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর প্রদান, বিশেষত যোগকার্য্য বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দুইপ্রকার, সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজজপঘটিত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপবিহীন প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ ও ভোজনসময় ব্যতীত আর সকল সময়েই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকপর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভন দ্বারা জীবাত্মারে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এই রূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য সম্পাদন করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহাদিগের মন সতত প্রাণায়ামে একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন এবং এই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মন ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিত চিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রিশেষে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগী ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ যখন পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন ; যখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না, সেই সময়ই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সময়ই তাঁহারা নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি ঊর্দ্ধতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার স্বরূপকথনে অসমর্থ হন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। মাদৃশ ব্যক্তিরা কেবল এই পর্য্যন্ত অবগত আছেন, যে পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন ব্রহ্মাববোধক শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধৈর্য্যশীল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যে অনাদি অমৃতময় পর ব্রহ্মকে অবলোকন করেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ও মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন ; কিন্তু কেহই তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত মন দ্বারাই তাঁহারে

অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্ম্মল নিরুপাধি ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগীরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। এই আমি তোমার নিকট যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাংখ্য জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিরেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আট্‌টীরেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শটী ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশ সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই বিলীন হয়, তদ্রূপ গুণসমুদায় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া যায়। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টি সময়ে তাঁহারে বিবিধ রূপধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এই নিমিত্ত তিনি অধিষ্ঠাতা, পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মারে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুরে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিরে অব্যক্ত, ক্ষেত্র, তত্ত্ব ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপিত আছে, তাহারেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাংখ্যমত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা এই সাংখ্যমত বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্ দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন বিষয় দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিরা তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব ও নিরুপাধি সুখলাভ নিবন্ধন দেহত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধি বশত ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হয়, তাহারাই ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগবলে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কখনই দেহের বশবর্ত্তী হন না। ফলতঃ জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে

পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না।

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপুর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রলয়-বিধায়িনী প্রকৃতিরে অবিদ্যা এবং ঐ সৃষ্টি-প্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিরে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিদ্যা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে অতীত। সাংখ্যমতাবলম্বী মহর্ষিগণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যাশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াগিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহা বিশেষ রূপে আনুপুর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়, স্থূলভুত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থূলভুত, মন ও স্থূলভুতের মধ্যে মন, সূক্ষ্মপঞ্চভুত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্মপঞ্চভুত, অহঙ্কার-সূক্ষ্মপঞ্চভুতের মধ্যে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত।

এই আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা ঐ উভয়কে জন্মমৃত্যুবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদন নিবন্ধন প্রকৃতিরে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদিগুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারংবার বিকৃত হইয়া ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, উহাঁরে ক্ষেত্র নামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহদাদিগুণ সমুদায় প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদায় গুণের সহিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও উহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণসমুদায় বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদিগুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদিগুণের অনবস্থান নিমিত্ত নির্গুণতা লাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে স্বভাবত নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিরে গুণবিশিষ্ট ও আপনারে নির্গুণ বলিয়া জানিতে পারেন এবং আপনারে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিরে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন; সেই সময়ে তাঁহারে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণসমুদায়ের নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হন, তখনই তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞান বশত জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশত এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন

বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিরেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশত পরমাত্মারে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমারে ধিক্! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহারে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশত প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এত কাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ংই পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উহাতে আসক্ত হইয়াছি। আমি রূপহীন মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশত রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নির্ম্মম হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম। প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমারে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমারে নানা দেহে নিয়োগ করিতেছে। এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিরে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উহাঁরে এবং অহঙ্কারকৃত মমতারে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন পরমাত্মারে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়; অতএব আমি উহাঁর সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে। জীবাত্মা এই রূপে তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন পরমাত্মারে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আমি সাধ্যানুসারে তোমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিলাম, এক্ষণে যে রূপে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল সূক্ষ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ সময়ে যে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাংখ্য শাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা ষড়্‌বিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণই বেদশাস্ত্রে সাংখ্যের সম্যক্ সমাদর নাই। এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের পরম তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন। এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মহারাজ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পরমাত্মারে বুদ্ধ এবং জীবাত্মারে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা সত্ত্বাদি গুণপ্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে কর্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মারে অবগত হইতে অসমর্থ হন। উনি নির্ব্বিকার হইয়াও নিরন্তর প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন। উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমুদায় অবগত হইতে পারেন, বলিয়া কেহ কেহ ইহাঁরে বুদ্ধিমান্ নামে নির্দ্দেশ করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেও প্রকৃতি কখন তাঁহারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই প্রকৃতিরে জড় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতির বোধশক্তি স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতি জীবাত্মারেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন, সঙ্গবিহীন পরমাত্মারে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গনিবন্ধন বেদে জীবাত্মারে সঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইনি অবিকারী ও অতি সূক্ষ্ম হইলেও ঐ সঙ্গদোষনিবন্ধন কেহ কেহ উহাঁরে মূঢ় বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। উনি পরমাত্মারে যথার্থ রূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন; কিন্তু অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মা উহাঁরে ও প্রকৃতিরে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যকারণগত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারেন। যখন জীবাত্মার আমি স্থূল, আমি গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনারে অবগত হইতে সমর্থ হন না। আর যখন জীবাত্মা প্রকৃতিরে জড় এবং আপনারে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তিনি বিশুদ্ধ নির্ম্মল অত্যুৎকৃষ্ট মোক্ষোপযোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতিরে বিশেষ রূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মসন্দর্শননিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। পণ্ডিতেরা আত্মারেই পরম তত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উহাঁরে তত্ত্ববান্ বলা যায় না। কারণ উনি স্বেচ্ছানুসারে ঐ আশ্রিত তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব আপনারে জরামরণশূন্য পরমাত্মা বলিয়া বোধ করে, তখনই সে জ্ঞানবলপ্রভাবে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত জীব সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মারে অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত দিন তাহার নানাত্ব থাকে; কিন্তু তাঁহারে অবগত হইতে পারিলেই উহার একত্ব লাভ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিলে জীবের আর পাপ পুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতিরে পরিত্যাগ করে।

এই আমি শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট জড়রূপা প্রকৃতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। শাস্ত্রানুসারে এই রূপেই জীবের নানাত্ব ও একত্ব নিরূপণ করা হইয়া থাকে। উডুম্বরস্থিত মশক ও উডুম্বরে এবং সলিলস্থিত মৎস্য ও সলিলে যেরূপ বিভিন্নতা; পরমাত্মার ও জীবাত্মার সেইরূপ বিভিন্নতা অনুমিত হইয়া থাকে। পরমাত্মার

বেত্তা, ষট্‌কর্ম্মশালী ও পিতার সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। পাপ শরীরস্থ মলের ন্যায় অল্প প্রয়াস দ্বারা অল্প পরিমাণে ও অধিক প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যেমন বিরেচন দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে সেই ঘৃত তাহার ঔষধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষশূন্য হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিহীন, অপ্রশান্ত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, প্রশান্ত ও প্রাজ্ঞ হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহাত্মা মহাভিষ অধীরতা নিবন্ধনই স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহানুভব যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়াও কেবল ধৈর্য্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত জ্ঞানবান্ তপস্বিগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ বসুমান্ তাঁহার বাক্যানুসারে বিষয়বাসনায় বিরত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্ত, সর্ব্বসংশয়বিরহিত, জন্মমৃত্যুশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী, বিশুদ্ধস্বভাব ও আয়াসবর্জ্জিত; আপনি তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যজনক-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা জনকবংশীয় দেবরাততনয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার? সগুণ ও নির্গুণ কি এবং জন্মমৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানতাবশত আপনারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুকূল হইয়া আমার সংশয় ছেদন করিয়া দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মহারাজ! যোগশাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় তোমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার। অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই আটটিরে প্রকৃতি; আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, মেঢ্র ও মন এই ষোলটিরে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি

পঞ্চতন্মাত্র বিশেষ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টী সবিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ ও সবিশেষ সমুদায় পঞ্চ মহাভূতেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্যান্য তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত।

অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মহত্তের সৃষ্টিরে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী পঞ্চম সৃষ্টি। ভূতজ্ঞ ব্যক্তিরা উহারে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ষষ্ঠ সৃষ্টি। ইহারে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তৎপরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ ইহারে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃক্ষ ও আরণ্যক পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি। এই উভয় সৃষ্টিরেই আর্জ্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে মহারাজ! এই আমি শাস্ত্রদৃষ্টান্তানুসারে নয় প্রকার সৃষ্টি ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাধুজনকীর্ত্তিত কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তিনি রাত্রি অবসানে জাগরিত হইয়া প্রথমত জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্যডিম্বমধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রহ্মা সমুদায় ভূতের মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি এক বৎসর কাল অণ্ডমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির মধ্যবর্ত্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্তসহস্র কল্পে উহাঁর এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহাঁর এক রাত্রি হয়। ঐ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে অহঙ্কার ও তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতিঃ এই পাঁচ মহাভূতের এবং ঐ পাঁচ মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায় এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চ সহস্র কল্পে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহার এক রাত্রি হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটীর নাম বিশেষ। ইহারা পঞ্চমহাভূতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রভাবেই প্রাণীসমুদায় পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বধ করিয়া থাকে। এই সমুদায় কার্য্যনিবন্ধনই মনুষ্যগণকে দেহত্যাগের পর তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিন সহস্র কল্পে পঞ্চমহাভূত সমুদায়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহাদিগের এক রাত্রি হইয়া থাকে।

সমুদায় ইন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লোকে কহিয়া

থাকে, ইন্দ্রিয়েরই দর্শনাদি জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। মনই সমুদায় জ্ঞানের মূলকারণ। মন বিষয়বোধে উপরত হইলে ইন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থাকে। মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরস্বরূপ। উহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক সৃষ্টি ও কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি সংহারবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারংবার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহারার্থ মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন। সেই রুদ্রদেব সূর্য্যরূপী হইয়া আপনারে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীরে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিতপরাক্রম রুদ্রদেব অনতিবিলম্বে সলিলসঞ্চার দ্বারা পৃথিবীরে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন। তৎপরে কালাগ্নিপ্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালাগ্নি ভয়ানক রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিধারী বলবান্ বায়ু জীবের উষ্মাস্বরূপ সেই প্রজ্বলিত পাবককে গ্রাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুরে গ্রাস করিয়া ফেলে। তদনন্তর মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ অনুপম মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর অণিমাদিগুণসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। উহাঁর হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ চতুর্দ্দিকেই বিরাজিত রহিয়াছে। উনি সমুদায় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি সর্ব্বান্তর্যামী অন্তরাত্মা। মহত্তত্ত্বের নাশের পর সমুদায় পদার্থ উহাঁতেই বিলীন হয়। উহাঁর হ্রাস, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। উনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের স্রষ্টা। উহাঁতে দোষের লেশমাত্রও নাই।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সংহারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য্য উহার অধিভূত এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত এবং দিক্সমুদায় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ত্বগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক ইন্দ্রিয়, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় সমগ্র কীর্ত্তন করিলাম। প্রকৃতি নানা প্রপঞ্চ বিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বারংবার গুণসমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্যেরা যেমন একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নানা প্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব, সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার, অভ্রান্ততা, ইষ্টানিষ্টবিয়োগে নিরপেক্ষতা, লোকরক্ষা, অলুব্ধতা, পরোপজীবনার্থ অর্থোপার্জ্জন ও সর্ব্বভূতে দয়া এই কয়েকটী গুণ সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, বৈরাগ্যাভাব, অকরুণতা, সুখদুঃখোপভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা, পরিতাপ, চৌর্য্যবৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ এই কয়েকটী গুণ রজোগুণ হইতে সম্ভূত হয়। মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায়, অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্যগীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ এই কয়েকটী গুণ তমোগুণসমুদ্ভূত।

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকে অবস্থান করিতেছে। এই তিন গুণের কখনই ধ্বংস হয় না। অব্যক্তরূপ পরমাত্মা এই সমুদায় গুণের বিকার দ্বারা অসংখ্য রূপে আপনারে প্রকাশিত করিতেছেন। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যমস্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ হয়। যাহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবলোক, যাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা কেবল অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই

এক্ষণে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ সংযুক্ত হইলেই গুণের দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দেবলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনুষ্যলোক এবং রজ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগের তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হইয়া থাকে। সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহারা এই তিন গুণেই আসক্ত হইয়া কালহরণ করে, তাহাদিগকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পুণ্যপাপবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যুনাশক, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন অক্ষয় স্থান লাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে তুমি পরমাত্মার বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাঁহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান

করিলেও তাঁহারে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন ; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি অবিনশ্বর মূর্ত্তিবিহীন অচল অপ্রচ্যুতস্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিরে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষ রূপে মোক্ষধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট সবিস্তরে মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি ; এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, একত্ব ও প্রকৃতির সহিত পৃথগ্‌ভাব এবং শরীরসমাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগ ও মৃত্যুসূচক লক্ষণ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদায় হস্তগত আমলকের ন্যায় আপনার আয়ত্ত আছে।

ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজর্ষে! কেহই নির্গুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি নির্গুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহারে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহারে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি গুণাত্মক ; সুতরাং গুণকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা দোষেই গুণসমুদায় আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবত জ্ঞানী। তিনি আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্বপ্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিরে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন পুরুষ অজ্ঞানবশত বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনারে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে অসমর্থ হন। পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারে সর্গধর্ম্মাবলম্বী, যখন যোগানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারে যোগধর্ম্মাবলম্বী, যখন প্রাকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহারে প্রকৃতিধর্ম্মাবলম্বী এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারে বীজধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি গুণসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্ ; এই নিমিত্ত অধ্যাত্ম বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিরে অনিত্য ও নানাপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিরে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের মতে পুরুষ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্‌ভাব কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন ঈষীকা ও শরমুঞ্জ, উডুম্বর ও মশক, মৎস্য ও জল, চুল্লী ও অগ্নি এবং পদ্মপত্র ও সলিল, একত্র অবস্থিত হইলেও পরস্পর নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থান করিলেও পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত হন। যাহারা সম্যক্ রূপে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্‌ভাব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, সেই অধম ব্যক্তিদিগকে বারংবার ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাংখ্যতত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। সাংখ্যবিদ্

পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তত্ত্ববিষয়ে কুশল, তাঁহারা সাংখ্যমত দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

সপ্তদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সাধ্যানুসারে যোগজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই। এই উভয় মতেই শমদমাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে এবং এই উভয় মতই মুক্তিসাধক। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করে। আমরা এই উভয় মতকেই একরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সাঙ্খ্য এবং যোগশাস্ত্রকে যাঁহারা তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় যোগ সাধনের প্রধান অবলম্বন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমুদায়কে বশীভূত করিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টগুণ লাভ করিয়া সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করা যায়। বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ যমনিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম; আর অণিমাদি অষ্টগুণ ইহা অপেক্ষা স্থূল। যোগ দুইপ্রকার; সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত যোগকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণায়াম আবার দুইপ্রকার; সবীজ ও নির্ব্বীজ। মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতাসকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য হয়; অতএব তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। রজনী উপস্থিত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া শেষযামে দ্বাদশ এই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বায়ুধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বায়ুধারণা দ্বারা দুর্দ্দান্ত মনকে নিগৃহীত করিয়া জীবাত্মারে পরমাত্মায় সংযোগ করা দমগুণান্বিত শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত, স্থির, জরামৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য।

অতঃপর নিত্যসমাধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ যোগী সতত প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করেন। পাষাণ যেমন মেঘনিপতিত জলবিন্দু দ্বারা আহত হইয়াও বিকম্পিত হয় না, সেইরূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হইবার নহেন। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বিবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাঁহার যোগভঙ্গ করা নিতান্ত দুষ্কর। যেমন স্থিরস্বভাব ব্যক্তি তৈলপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণ করিবার কালে কৃপাণপাণি পুরুষ কর্ত্তৃক তর্জ্জিত ও ভীত হইয়াও বিন্দুমাত্র তৈল নিক্ষেপ করে না, তদ্রূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয়সমুদায়ের স্থৈর্য্যনিবন্ধন কোনক্রমেই যোগ হইতে বিচলিত হন না। যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তর অন্ধকারমধ্যে অবস্থিত অনলতুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য একমাত্র যোগ দ্বারাই এই বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ

লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট যোগীদিগের যোগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।*

অষ্টাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! এক্ষণে মনুষ্যগণের মরণ কালে জীবাত্মা শরীরের যে যে স্থান দ্বারা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা চরণ-দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণু-লোক, জঙ্ঘা দ্বারা নির্গত হইলে অষ্ট বসুর লোক, জানু দ্বারা নির্গত হইলে সাধ্যগণের লোক, পায়ু দ্বারা নির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতি লোক, পার্শ্ব দ্বারা নির্গত হইলে মরুল্লোক, নাসাপথ দ্বারা নির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহু দ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক, গ্রীবা দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেবগণের লোক, শ্রোত্র দ্বারা নির্গত হইলে দিগদেবতাদিগের লোক, ঘ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নেত্র দ্বারা নির্গত হইলে সূর্য্যলোক, ভ্রূ দ্বারা নির্গত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের লোক, ললাট দ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

এই আমি তোমার নিকট মৃত ব্যক্তি-দিগের যে যে স্থান হইতে জীবাত্মা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আসন্নমৃত্যুর চিহ্নসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অরুন্ধতী, ধ্রুব তারা এবং অন্যের নেত্র-তারামধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও দীপের প্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দর্শন করে, তাহারা এক বৎসরমাত্র জীবিত থাকে। যাহারা লাবণ্য-শালী হইয়া লাবণ্যবিহীন, জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান্ ও শ্যামবর্ণ হইয়া ধূসর বর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, তাহা-দিগের পরমায়ু ছয় মাসের অধিক থাকে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে ঊর্ণনাভিচক্রের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি বস্তু সমুদায়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের ন্যায় বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহা-দিগের নাসা কর্ণ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদায় অঙ্গ উষ্মরহিত, অকস্মাৎ বাম-চক্ষু হইতে জলধারা ক্ষরিত ও মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহাদিগকে সদ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এইরূপ মৃত্যুলক্ষণ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া দিবানিশি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ পূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহাদের মৃত্যুইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা গন্ধাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ ও সাংখ্য-তত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক যোগবলে পরমাত্মারে নির্ম্মল ও মৃত্যুরে পরাজিত করিয়া পরি-শেষে প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুর্লভ অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন।

একোনবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তুমি যে পরব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। আমি প্রণতভাবে ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দিবাকর হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত

ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। একদা তিনি আমার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া আমারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমারে প্রসন্ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তোমার অবিচলিত ভক্তি দর্শনে তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; উহা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তোমারে প্রদান করিব। ভগবান্ প্রভাকর প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে আমি তাঁহারে নমস্কার করিয়া কহিলাম, ভগবন্! যজুর্ব্বেদ আমার অভ্যস্ত নাই; উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। তখন সূর্য্যদেব কহিলেন, আমি অচিরাৎ তোমারে যজুর্ব্বেদ প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে আস্যদেশ বিবৃত কর; দেবী সরস্বতী তোমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন। দিবাকর এই কথা কহিলে আমি তাঁহার নিদেশানুসারে মুখব্যাদান করিলাম। মুখব্যাদান করিবামাত্র সরস্বতী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাগ্দেবী শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তর্দ্দাহে নিতান্ত দগ্ধ হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে সূর্য্যের প্রতি আমার অতিশয় অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব আমারে একান্ত সন্তপ্ত দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাক; অবিলম্বেই তোমার কলেবর শীতল হইবে। ভগবান্ সূর্য্য এই কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার শরীর সুশীতল হইল। তখন তিনি আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরশাখা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিবে এবং তুমি সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। দিবাকর এই বলিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবী সরস্বতীরে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বাগ্দেবী স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে বিভূষিত হইয়া ওঁকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। আমি তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র চিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহারে ও সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে রহস্য ও সঙ্গ্রহশাস্ত্রের সহিত সমগ্র বেদ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তখন আমি অসংখ্য শিষ্যপরিবৃত মাতুল বৈশম্পায়নের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এক শত শিষ্যকে ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং অবিলম্বেই সেই শিষ্যগণে পরিবেষ্ঠিত হইয়া করজালমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। তথায় মহর্ষি দেবলের সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত বেদপাঠের দক্ষিণা লইয়া আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি তাঁহারে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, তোমার পিতা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ আমার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

এই রূপে আমি সূর্য্যদেব হইতে পঞ্চদশ যজুসংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আমি মহর্ষি রোমহর্ষের নিকট পুরাণ পাঠ করিয়াছি। অনন্তর আমি ভগবান্ ভাস্করের প্রভাবে সরস্বতীর অনুকম্পায় ঐ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিষ্যগণকে সঙ্গ্রহের সহিত সমস্ত বেদ উত্তম রূপে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহারাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে

গমন করিল। অগ্রে সূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনুশীলন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য।

একদা বেদবেদান্তবেত্তা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণসমূহের হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বিশ্ব, অবিশ্ব; অশ্বা, অশ্ব; মিত্র, বরুণ; জ্ঞান, জ্ঞেয়; অজ্ঞ, জ্ঞ; তপাঃ, অতপাঃ; সূর্য্যাদ, সূর্য্য; বিদ্যা, অবিদ্যা; বেদ্য, অবেদ্য; অচল, চল এবং অক্ষয় ও ক্ষয্য এই কয়েকটী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্ক দ্বারা কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে? গন্ধর্ব্বরাজ এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহারে কহিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ! আমি এই কয়েকটী প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছি, তুমি কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি এই কথা কহিলে গন্ধর্ব্বরাজ আমার বাক্যে স্বীকার করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন আমি দেবী সরস্বতীরে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহারে স্মরণ করিবামাত্র দধি হইতে ঘৃত যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপ যে যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায়, তৎসমুদায় আমার স্মৃতিপথে উত্থিত হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ ও আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা মানবগণের মোক্ষোপযোগী। উহারে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনন্তর আমি বিশ্বাবসুরে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জন্মভয়যুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং অবিশ্বকে নির্গুণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ অশ্বা প্রকৃতি ও অশ্ব পুরুষ, বরুণ প্রকৃতি ও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ, অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি ও বিদ্যা পুরুষ; অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যাদ প্রকৃতি ও সূর্য্য পুরুষ, চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষ নামে কীর্ত্তিত হন। মতভেদে প্রকৃতিরে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাঁরা উভয়েই অজ্ঞ, নিত্য, অক্ষয় ও জন্মমৃত্যুবিহীন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উহাঁদের জন্ম নাই বলিয়া উহাঁরা অজ ও ক্ষয় না থাকাতে অক্ষয় নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্ত্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন প্রকৃতিরে অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতানুসারে বিশ্বাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্কদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব যে রূপে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। গুরুর উপাসনা দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা সাঙ্গবেদাধ্যয়নে একান্ত আসক্ত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূতসমুদায়ের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মারে অবগত হইতে না পারে; তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ঘৃতার্থী হইয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত উৎপন্ন হয় না; প্রত্যুত বিষ্ঠাতুল্য দুর্গন্ধ পদার্থই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন একান্ত নিস্ফল। যত্নপূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত

সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না। কর্ম্মকাণ্ডবেদোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষর ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহরহ জীবাত্মারে বিশুদ্ধ রূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিরে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মূঢ় ব্যক্তিরা শাশ্বত পরমাত্মারে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে; কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা তাঁহারে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তখন বিশ্বাবসু পুনরায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি জীবাত্মারে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু জীবাত্মা বস্তুত অবিনশ্বর কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি যদিও ধীমান্ জৈগীষব্য, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিসেন, গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্রাচার্য্য, পিতা কশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ এবং দেবতা, পিতৃলোক ও দৈত্যেয়গণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়াছি; তথাপি আপনার প্রমুখাৎ ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও শ্রুতিনিপুণ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই; দেবলোক, পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকগত মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ ভাস্কর সতত আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সাংখ্যতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যক্রূপ অবগত আছেন; এই নিমিত্তই আপনার নিকট এই অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।

তখন আমি কহিলাম, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি শ্রুতিধর; অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সাধ্যানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা জড়রূপা প্রকৃতিরে অবগত হইতে সমর্থ হন; কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহারে অবগত হইতে পারে না। সাঙ্খ্য ও যোগবিৎ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই উহাঁরে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা দেহের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে কখনই পরমাত্মারে অবলোকন করিতে পারেন না; কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন হইলেই অনায়াসে তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। পরমাত্মা কি জীব, কি দেহ, উভয়কেই সতত সন্দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখনই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। সলিলমধ্যস্থ মৎস্যকে কেহ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে সে যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণানিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। জীব যখন দেহের সহিত একত্র বাস ও অভেদবুদ্ধিনিবন্ধন স্নেহপরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আর যখন সে আপনার সহিত পরমাত্মারে অভিন্ন জ্ঞান করে, তখন সে সংসারসাগর হইতে উত্থিত হয়। যখন জীব আপনারে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধুব্যক্তিরা উহাঁদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যখন জীব আপনারে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মারে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীব রূপে দর্শন না করিয়া তাঁহারে জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এই রূপে

পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া উহাঁরে অবিনশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! এই আমি শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

আমি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য কীর্ত্তন করিলে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবপ্রধান ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন। অতএব আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। দিব্যরূপধারী গন্ধর্ব্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতিসহকারে আমারে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরাৎ ভূলোক, দ্যুলোক ও নাগলোকে সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট সেই মদুপদিষ্ট উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগধর্ম্মনিরত ও অন্যান্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ অতিশয় শ্রেয়স্কর। জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ; জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলত সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ, অতি পূর্ব্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি আমারে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমুদায়ের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সবিশেষ অনুধাবন করিয়া প্রীতিলাভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য এই রূপে মিথিলাধিপতি দেবরাততনয়কে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় আসীন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এক এক কোটি গোধন, এক এক কোটি সুবর্ণ ও এক এক অঞ্জলি রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় পুত্রকে বিদেহরাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক অজ্ঞানমূলক ধর্ম্মাধর্ম্মের নিন্দা করত যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক আপনারে সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা ও জন্মমৃত্যু সমুদায়ই বৃথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সাংখ্য ও যোগজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকার্য্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরাৎপর পরম ব্রহ্মকে

ইষ্টানিষ্টবিনির্ম্মুক্ত নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; অতএব তুমিও পবিত্র-ভাব অবলম্বন কর। দাতা, দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই ; ইহাই সতত চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগের তীর্থপর্য্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞদ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মকে অবগত হইতে পরিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা মহত্তত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব এবং যাঁহারা অহঙ্কারের উপাসনা করেন, তাঁহারা অহঙ্কারের স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াতীত অতি উৎকৃষ্ট স্থানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহাত্মা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এই জ্ঞান লাভ করেন ; তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ; কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুরুষকারসাধ্য নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা স্বর্গ লাভ হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি পবিত্রমনে পরম পাবন সুনির্ম্মল শান্তিজনক পরব্রহ্মের উপাসনা কর ; তাহা হইলেই তুমি সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে পারিবে। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার নিকট শাশ্বত অব্যয়-তত্ত্ব কীর্ত্তন পূর্ব্বক যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই অনায়াসে শোকশূন্য অমৃতময় মোক্ষ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ধন, দীর্ঘ আয়ু, বিপুল তপস্যা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অধ্যয়ন ও রসায়নপ্রয়োগ এই সমুদায়ের মধ্যে কোন উপায় দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চশিখজনকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহরাজ জনক ধর্ম্মার্থ সংশয়-বিহীন বেদবিদ্ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমুদায়ের মধ্যে কোন উপায় দ্বারা মনুষ্য জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহারাজ জনক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্ববেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! কেবল জীবন্মুক্ত যোগীরাই জরামরণ অতিক্রম করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই মাস ও দিবারাত্রির ন্যায় জরা ও মৃত্যুরে নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা নাই। মূঢ়স্বভাব মানবগণ চিরকাল অনিত্য সংসার-পথ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা জরামৃত্যু রূপ জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্লববিহীন কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে ; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন অপরাপর পথিকদিগের সহিত মিলন হয়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কেহই কাহারও সহিত চিরকাল বাস করিতে সমর্থ হয় না।

মেঘজাল যেমন বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কালপ্রেরিত হইয়া বারংবার শোকসূচক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। জরা মৃত্যু বৃকের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি মহৎ, কি নীচ, সকলকেই গ্রাস করিতেছে। এই নিমিত্তই নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও বিনাশে শোক অনুভব করেন না। তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায় গমন করিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কেহই কাহার প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে না; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

একবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর কি রূপে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহারে বলে? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই উপলক্ষে আমি সুলভা-জনকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে মিথিলানগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়সমুদায়কে বশীভূত করিয়া সুনিয়মে এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহার সাধুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে বাঞ্ছা করিতেন।

ঐ সময় সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একাকিনী সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমন করিতেন। তিনি একদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডধারী মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ ও অতি মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষমধ্যে বিবিধ জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহনগরে গমন করিয়া ভিক্ষাগ্রহণের ছলে মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা হইতে আগমন করিলেন? এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পাণীয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী সুলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্ম্মবেত্তা কি না? এই সংশয় অপনোদন করিবার মানসে বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত নরপতিরেই উহা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে ও নেত্র দ্বারা তাঁহার নেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক যোগবলে তাঁহারে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই বাহ্য শরীর কার্য্যাক্ষম হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহরাজ সুলভার অভিপ্রায়

পরিজ্ঞাত হইয়া লিঙ্গদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আগমন করিলে এবং কোথায় বা গমন করিবে? কেহই জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এক্ষণে মৎসন্নিধানে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অতঃপর তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাশরগোত্রসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। সেই মহাত্মা হইতেই আমি মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার তুল্য বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের হেতুস্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়বিহীন হইয়াছি। পূর্ব্বে সেই সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বর্ষাকালে চারি মাস আমার আলয়ে বাস করিয়া আমারে ঐ ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই। আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া সেই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কাল হরণ করিতেছি। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান প্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুরে অতিক্রম পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিতে পারে। আমি সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখদুঃখাদিবিহীন হইয়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মই মনুষ্যগণকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভর্জ্জিত বীজ যেমন সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অনুগ্রহে আমার বিষয়জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতেছে না। আমি স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও শক্রর প্রতি ক্রোধ করি না। যে ব্যক্তি আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দন লেপন ও যে ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বামহস্ত ছেদন করে, আমি তাহাদের উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি। যখন আমি লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান, মুক্তসঙ্গ ও পুরুষার্থে অনুরক্ত হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিয়াও সুখে কালহরণ করিতেছি, তখন আমারে অন্যান্য ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মোক্ষবিদ্ পণ্ডিতেরা মোক্ষকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে এবং কেহ কেহ সমধিক কর্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নিরূপণ করেন; কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদিগেরও যখন যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ ও স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁহাদিগের সহিত গৃহস্থদিগের প্রভেদ কি? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয়, আর ছত্রাদি ধারণ করিলে মোক্ষলাভ হয় না, ইহার বিনিগমনা কি? ইহলোকে সকলেই স্বার্থসাধনের উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থধর্ম্মের দোষ দর্শন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ

করিয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, তাহারেও একের পরিত্যাগ ও অন্যের গ্রহণনিবন্ধন সঙ্গত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন ভিক্ষুকেরাও রাজাদিগের ন্যায় নিগ্রহ অনুগ্রহরূপ আধিপত্য প্রকাশ করেন, তখন ভিক্ষুদিগেরই যে মোক্ষলাভ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমার মতে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে। কটুকষায় ফলমূল ভক্ষণ, মস্তকমুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মের চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সমুদায় চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষ লাভ জ্ঞানসাপেক্ষ হইল, তাহা হইলে ঐ সমুদায় চিহ্ন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? অথবা দুঃখশৈথিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে দুঃখনিবারণের নিমিত্ত ছত্রাদিগ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না। নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিলে মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্য নির্দ্ধন হউক বা ধনবান হউক, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। আমি এই নিমিত্তই বন্ধনের আয়তনস্বরূপ ধর্ম্মার্থকামসংকুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্ম্মরূপ প্রস্তরে শাণিত ত্যাগরূপ অসি দ্বারা ঐশ্বর্য্যরূপ পাশ ও স্নেহরূপ বন্ধন ছেদন করিয়াছি।

হে দেবি! পূর্ব্বে আমি তোমারে সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ড ধারণের নিতান্ত অননুরূপ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিরত যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি ত্রিদণ্ডধারিণী হইয়াও যোগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ না। এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমারে যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচার দোষ সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং কাহার সাহায্যেই বা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে? দেখ প্রথমত তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ; সুতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রমসঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়ত তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা আমি অবগত নহি এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা হইলে গোত্রসঙ্কর দোষ উপস্থিত হইবে। চতুর্থত যদি তোমার স্বামী জীবিত থাকিয়া দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্য্যা ও অগম্যা; আমি তোমারে গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসঙ্কর করা হইবে। এক্ষণে তুমি কি কোন কার্য্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতা প্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি স্বদোষনিবন্ধন এইরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাতে তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা হইল। এক্ষণে তোমার বিলক্ষণ দুরভিসন্ধি লক্ষিত হইতেছে। তুমি জয়লাভার্থী হইয়া কেবল আমারে নয়, আমার সভাস্থ মহাত্মাদিগকেও পরাজয় করিতে বাসনা করি-

য়াছ। তুমি আমার সভাস্থ পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, আত্মপক্ষের উন্নতি ও মৎপক্ষীয়দিগের অপকর্ষসাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার উন্নতি দর্শনে ঈর্ষান্বিত ও যোগৈশ্বর্য্যদর্পে দর্পিত হইয়া প্রীতিলাভ বাসনায় আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত নহি; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া মিলিত হইলে উহাদের মিলন অমৃততুল্য হয়; কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জন বিরক্ত ও এক জন অনুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, এক্ষণে আর তুমি আমারে স্পর্শ করিও না, আমারে সাধু বলিয়া স্থির কর এবং আপনার সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। আমি জীবন্মুক্ত কি না, তুমি তাহা জানিতে পারিলে। এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য্য বা অন্য কোন মহীপতির কার্য্যসাধনার্থ প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট ব্যক্ত কর। রাজা ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উহাঁদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহারে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। নরপতিদিগের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতিদিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদ্গত ভাব, স্বভাব ও আগমনপ্রয়োজন যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর।

মিথিলাধিপতি জনক এইরূপ অসুখকর অযুক্ত বাক্যবিন্যাস দ্বারা চারুদর্শনা সুলভারে তিরস্কার করিলে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। প্রত্যুত অতি সুমধুর বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদসমুদায়কেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্ম্য; যাহা দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাঙ্খ্য; যদ্দ্বারা পৌর্ব্বাপৌর্য্য ক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম; পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদায় সার্থক, প্রসিদ্ধপদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিকটু, অশ্লীলপদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গতপদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদিদোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জ্জিত, অন্যপদসাপেক্ষ, লক্ষণাযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

হে মহারাজ! আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমান বশত আপনারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না। আপনারে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতারে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বিত ভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না। আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি

আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্য-বিন্যাস করেন, তাঁহারেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমারে তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোথা হইতেই বা এখানে সমাগত হইয়াছ ? বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন ; এক্ষণে আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যেমন জতু ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করে না ; উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। চক্ষু আপনারে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্র ও আপনারে শ্রবণ করিতে পারে না। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পরসংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্য গুণসমুদায়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটী দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন তিনটী হেতু বিদ্যমান আছে। পদার্থজ্ঞানবিষয়ে মনকেও একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উহা সতত সদসৎ বিচার করিয়া থাকে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এই একাদশটীরে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ ; উহা বিষয়জ্ঞানসময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ ; উহার কার্য্য দ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধ ভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ ; উহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্ম-পর বিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশ গুণ ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শ গুণ। মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ। সুখাসুখ, জরামৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্বযোগ উনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ। এই কালপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্র, বল ও বিধি এই দশটীরেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল। এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিরে, কেহ কেহ পরমাণুরে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীবগত অবিদ্যা এই চারিটীরে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সমস্ত গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ ! সমুদায় প্রাণীই শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। শুক্রশোণিতের সহযোগকে কলল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্বুদ্ জন্মে। বুদ্বুদ্ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে শুক্রশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহারে চিহ্নানুসারে উহারে স্ত্রী বা পুরুষ নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে কৌমারা-

বস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহারে আক্রমণ করে। প্রাণীর যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় প্রাতুর্ভূত হয় না। যেমন প্রদীপশিখার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপে যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহারে এবং কোন স্থান হইতেই বা উপস্থিত হইল, তাহা কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফলত আপনার দেহের সহিত প্রাণিগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেমন অয়স্কান্ত মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণসমুদায় হইতে প্রাণিগণ সঞ্জাত হইয়া থাকে। তুমি আপনারে যেরূপ জ্ঞান কর, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি আপনারে ও অন্যকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাক, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমারে তুমি কে ও কাহার ভার্য্যা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? যখন তুমি স্বার্থপরার্থজ্ঞানশূন্য হইয়াছ, তখন আমারে তুমি কাহার ও কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ? এইরূপ প্রশ্ন করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে মহীপাল শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সন্ধি ও বিগ্রহে যাঁহার সম্যক্ আসক্তি রহিয়াছে, তাঁহারে কি রূপে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি ত্রিবর্গের তত্ত্ব সবিশেষ অবগত না হইয়া উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারে কখনই মোক্ষপথের পথিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব তুমি মোক্ষের অনুপযুক্ত হইয়াও আপনারে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান কর, তদ্বিষয়ে তোমারে নিবারণ করা তোমার সুহৃদ্গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কুপথ্যশীলের ঔষধের ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভে যত্ন নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি স্ত্রীপ্রভৃতি সংসর্গের বিষয় সমুদায় আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তিরেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

এক্ষণে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদনবিষয়ক কতকগুলি সূক্ষ্ম সঙ্গস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবীর শাসন করেন, তাঁহারে প্রতিনিয়ত একমাত্র পুরমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। রাত্রিযোগে আবার তিনি সেই পুরমধ্যস্থ একমাত্র নির্দ্দিষ্ট গৃহের একাংশে একখানি খট্টার উপর শয়ন করেন। তৎকালে সেই খট্টারও সমুদায় অংশে তাঁহার অধিকার থাকে না। তাঁহার পত্নী উহার অর্দ্ধাংশ অধিকার করে। অতএব যখন নরপতির একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা তাঁহার নিতান্ত নিষ্ফল। ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদনবিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। আর দেখুন, রাজারে সতত পরাধীন থাকিতে হয়। যখন রাজারে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া, বিহার, অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণ দোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে সময়ে রাজা অন্যকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারে কার্য্যের অধীন হইতে হয়।

তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে সুখে শয়ন করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাঁহারে গাত্রোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষগণ রাজারে স্নান, স্পর্শ, ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্যপ্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহারে ঐ সমুদায় কার্য্যের অধীন করিয়া থাকে। অর্থিগণ সর্ব্বদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ধন প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যের অধীন হইয়া তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। দান করিলে কোষক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত রাজারে অনেক সময় ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিরক্তভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি ধনবান্, কি জ্ঞানী, কি বলশালী, কি নির্ভয়, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই রাজারে ভীত হইতে হয়। উহারা অনায়াসেই রাজার অনিষ্ট করিতে পারে।

আর দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব গৃহে আধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতেছে; অতএব সকল ব্যক্তিই রাজার তুল্য। রাজাদিগের ন্যায় সকলেরই পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থসংগ্রহ আছে। দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দগ্ধ ও প্রধান হস্তী মৃত হইলে নরপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করেন এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ ও শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হন। বিশেষত তাঁহাদিগকে দিনসংখ্যা নিরূপণ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য পালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল, তৃণাগ্নি ও ফেনবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার পুর, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্ব্ব কর, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেরই ঐ সমুদায় বিদ্যমান আছে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা রাজ্যের এই সাতটী অঙ্গই ত্রিদণ্ডের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী নহে। যখন যে অঙ্গ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মিত্রাদি সাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ শক্তি এই দশ বর্গই একত্র মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করে। যে রাজা উৎসাহশালী ও ক্ষত্রধর্ম্মে অনুরক্ত হন, তিনিই প্রজাগণের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যান্য ভূপতিগণ কখনই উহাতে সন্তোষ লাভ করেন না। কোন রাজ্যই ভূপতিশূন্য নাই এবং কেহই অদ্বিতীয় রাজা নহেন; অতএব আমার রাজ্য ও আমি রাজা বলিয়া গর্ব্ব করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। রাজা অহঙ্কৃত হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ হয় না। রাজা নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার পৃথিবী দানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে। আমি রাজাদিগের এইরূপ সহস্র সহস্র কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

যাহা হউক আপনি আমারে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় দেহের

সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই; সুতরাং অন্য শরীর সংস্পর্শ করা কি রূপে সম্ভবপর হইবে? আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখাৎ উপায়, উপনিষদ্, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব আমারে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি আপনি কামাদি রিপুবর্গ পরাজয় পূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত আপনার সম্পর্ক রহিয়াছে কেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে আপনি কখনই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই; আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কোন ফলোদয় হয় নাই; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া উহার তুল্য অন্য কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ফলত আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই; আপনি কেবল লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি সত্ত্বগুণবলে আপনার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি আপনি জীবন্মুক্ত হন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? বনমধ্যে শূন্যগৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি; ইহাতে আমার দোষ কি? আমি হস্ত, পদ, উরু বা অন্য কোন অবয়ব দ্বারা আপনারে স্পর্শ করি নাই। আপনি মহদ্বংশসম্ভূত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী; অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভামধ্যে কীর্ত্তন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই সমুদায় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক যেমন আপনার পূজ্য তদ্রূপ আপনিও তাঁহাদিগের মাননীয়। এই রূপে আপনারা পরস্পর পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে বাচ্যাবাচ্য বিবেচনা করিয়া সভামধ্যে স্ত্রীপুরুষসংযোগবিষয় ব্যক্ত করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। যদি ইহাতেও আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চশিখের প্রসাদে যে আপনার জ্ঞান বিষয়সংসর্গবিহীন হইয়াছে, তাহা কি রূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবে? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট অথচ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া বৃথা মুমুক্ষু নাম ধারণপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। মুক্তের সহিত মুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে? যাহারা আত্মারে দেহ হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান এবং বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সন্দর্শন করে, তাহাদিগেরই বর্ণসঙ্কর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমার দেহই তোমার দেহ হইতে পৃথক্; কিন্তু আমার আত্মা কখনই তোমার আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ইহা যখন আমি সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, তখন আমার বুদ্ধি যে তোমাতে অবস্থান করিতেছে না, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত দুগ্ধ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও কদাপি পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সমুদায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও উহা হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করে।

হে মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি। আমি আপনার সজাতি ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূত। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যজ্ঞস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র, দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও

চক্রদ্বার প্রভৃতি পর্ব্বতসমুদায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। আপনি রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম সুলভা; গুরুজনেরা আমার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া আমারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তাঁহাদের উপদেশানুসারে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া একাকিনী ইতস্তত বিচরণ করিতেছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরস্বাপহারিণী নহি। ধর্ম্মসঙ্কর করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছি। কখনই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখী হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্য প্রয়োগ করি না। এক্ষণে আমি সবিশেষ বিচার না করিয়া আপনার নিকট আগমন করি নাই। আপনি মোক্ষধর্ম্মে সুনিপুণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে অপক্ষপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি বিতণ্ডাপরায়ণ হয়, সে কখনই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না; আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক যেমন তথায় যামিনীযাপন করে, তদ্রূপ আজি আমি আপনার শরীরমধ্যে রজনী অতিবাহিত করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। আমি আপনার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই যামিনী যাপন করিয়া কল্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মনস্বিনী সুলভা এইরূপ সার্থক ও হেতুগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহারাজ জনক তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে বেদব্যাসতনয় শুকদেব কি রূপে বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? কার্য্যকারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব কি এবং ভগবান্ নারায়ণের লীলাই বা কিরূপ? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে; আপনি আমার নিকট ঐ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সামান্য লোকের ন্যায় অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহারে সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুতীক্ষ্ণ হিমাতপ, বায়ু ও ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক ধর্ম্মের আলোচনা, বিধিপূর্ব্বক সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনৃশংসতাদি সদ্গুণ সমুদায় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া দেবতা ও অতিথিদিগের প্রসাদলব্ধ ভক্ষ্য দ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ কর। দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর; জীবাত্মা তথায় বৃক্ষস্থিত পক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সহবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদি রিপু সমুদায় সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, জাগরিত ও উদ্বেগশীল হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। তুমি বালকত্বপ্রযুক্ত উহা বুঝিতে পারিতেছ না। দিন সমুদায় বিগত ও প্রতিদিন পরমায়ু পরিক্ষীণ হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরুর শরণাপন্ন হইতেছ না? নাস্তিকেরাই ইহলোকে মাংসশোণিতবর্দ্ধনে

মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। যাহারা নিতান্ত মূঢ় ও ধর্ম্মদ্বেষ্টা, তাহাদের সহবাস করিলেও যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্ম্মপথারূঢ়, নিত্যসন্তুষ্ট, বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে আপনার কুপথগামী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্ত্তমানদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে; খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই; সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারতবর্ষকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। অতঃপর ধর্ম্মসোপান অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানবিহীন হইয়া ধর্ম্মসোপান অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ কর। কোষকার কীটের ন্যায় আপনি আপনারে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ; অচিরাৎ কুলান্তক নিয়মহীন নাস্তিকদিগকে বেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ কামক্রোধাদিরূপ জলজন্তুসঙ্কুল ও জন্মরূপ বিষম দুর্গসংযুক্ত সংসারনদী উত্তীর্ণ হও। প্রতিদিনই লোকের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে এবং লোকসমুদায় নিরন্তর জরা মৃত্যুতে সমাক্রান্ত হইতেছে; অতএব ধর্ম্মপোত আশ্রয় করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন কি শয়ান, কি উপবিষ্ট সকলকেই অন্বেষণ করিতেছে, তখন সকলেই অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নির্বৃতিসম্ভাবনা কোথায়? বৃকী যেমন মেষ লইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থসঞ্চয়নিরত কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিময় জ্ঞানদীপ ধারণ কর। নতুবা তোমারে অচিরাৎ অন্ধকারময় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে। প্রাণিগণ অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণযোনি লাভ করে। তুমি এক্ষণে সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন না। তাঁহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ বিবিধ তপোনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিষয়ভোগের অনুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্‌যোগশীল হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দমগুণের অনুশীলন করিতে যত্নবান্ হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব নিতান্ত সূক্ষ্ম, বয়ঃক্রমরূপী অশ্ব নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ড মুহূর্ত্তাদি ঐ অশ্বের শরীর, মাস উহার অঙ্গ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ উহার নেত্রদ্বয় এবং ক্ষণ, ত্রুটি ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অশ্বকে নিরন্তর বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুবিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা ইহলোকে সর্ব্বদা কামাসক্ত ও অনিষ্টসংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ অধর্ম্মক্রিয়ানিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অধম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সং-

কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে পুণ্য-লোক লাভ করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণকায় কুক্কুর, অয়োমুখ, বল ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহ-লোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, স্বরপ্রণিধান, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্ম-চর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশবিধ বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মা-দিগকে যমালয়স্থ অসিপত্র নামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহলোকে লুব্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্য্যপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্ম্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পরলোকে উষ্ণ বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন, অসিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবন নরকে শয়ান হইয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ দর্শন করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং যাহার প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিষয়েও তোমার কিছু-মাত্র অনুধাবন নাই। এক্ষণে মোক্ষপথে গমন কর; কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ; অচিরাৎ সুখনাশক মহাভয় উপ-স্থিত হইবে; অতএব অবিলম্বে মুক্তিসুখ লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হও। তুমি যম-রাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যমপুরে নীত হইবে; অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কৃচ্ছ্রোপবাসাদি দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা কর। পরদুঃখানভিজ্ঞ কৃতান্ত নিশ্চ-য়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে; কেহই তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরাৎ পরলোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত ব্যাকুল ও যমদূতের বশীভূত হইয়া দশ দিক্ বিঘূর্ণমাণ দেখিতে দেখিতে যমলোকে গমন করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি অচিরাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে তোমারে পরলোকে প্রমাদ-পরিপূর্ণ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য স্মরণ করিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহর রূপহারিণী জরা তোমার কলেবর জর্জ্জরীভূত করিবে; অতএব কদাপি জ্ঞান-সঞ্চয়ে আলস্য করিও না। কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া তোমার প্রাণনাশের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দেহভেদ করিবে; অতএব অচি-রাৎ তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। দেহস্থ কামাদি রিপু তোমারে নানা বিষয়ে প্রলো-ভন প্রদর্শন করিবে; অতএব প্রযত্নসহ-কারে পুণ্যসঞ্চয় কর। অতি অল্পদিনের পরে তোমারে একাকী অন্ধকার দর্শন ও পর্ব্বতশিখরে সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতে হইবে; অতএব সর্ব্বতোভাবে সৎ-কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। যে সকল ইন্দ্রিয় তোমার নিকট আপনাদিগকে মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা তোমার শত্রু; উহারা অনায়াসে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিবে। অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরম পদার্থের অন্বেষণ কর। যাহাতে রাজভয় ও চৌরভয় নাই, দেহান্তেও যাহাতে অধি-কার থাকে, সেই ধন উপার্জ্জন করা সর্ব্ব-তোভাবে বিধেয়। ঐ ধন কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না। যদ্দ্বারা পরলোকে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সাধারণকে সেই জ্ঞান-রত্ন প্রদান কর এবং যাহা অনশ্বর, স্বয়ং সেই ধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও। তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিপথাবলম্বী হইবে, কিন্তু তোমার

ঐরূপ অভিসন্ধি নিতান্ত নিষ্ফল ; কারণ বিষয় ভোগ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; অতএব তুমি অচিরাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। লোকের পরলোকগমন সময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না। কেবল শুভাশুভ কর্ম্মসমুদায়ই ঐ সময় সহচর হইয়া থাকে। সমুপার্জ্জিত ধন রত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্য্যসাধক হয় না। আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া থাকে। আত্মার তুল্য সাক্ষী আর কেহই নাই। মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার জীবাত্মা ভোগদেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্যসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শরীরস্থিত সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু ইহাঁরাও মনুষ্যের পাপ পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। প্রকাশশীল দিবা ও গোপনশীল রাত্রি প্রতিনিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে ; অতএব তুমি অনন্যমনে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। পরলোকমার্গে নানাবিধ ভয়ানক শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব তুমি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া থাকে। সে স্থলে কেহ কাহারও কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। মহর্ষি ও অপ্সরোগণ স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা ইহলোকে যেরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পরলোকে তাঁহাদের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহানুভব গৃহস্থেরা উত্তম রূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতিলোক, কেহ কেহ বৃহস্পতি লোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। হে পুত্র ! আমি সহস্র সহস্র বার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে নীত করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সমুপস্থিত হইয়াছ ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত হইতেছে না। কৃতান্ত তোমার ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগবিহীন না করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সত্বর হও। অচিরাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কর। দেহ বা পুত্রাদিতে তোমার প্রয়োজন কি ? ভয়নিবারণ পরলোকহিতকর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়। কাল সকলকেই সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকে। কেহই তাহারে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র ! আমি এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে তোমারে যে সদুপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও। যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান ও সমুদায় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহারে আর অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই পুরুষার্থ জ্ঞান শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের উপদেশবলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে একান্ত অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়। পাপাত্মারা কখনই ঐ পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না ; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করেন। যখন তোমারে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও বিভবে প্রয়োজন কি ? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা

কোথায় গমন করিয়াছেন? এক্ষণে পরম প্রযত্নে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা কর। কল্য যাহা করিতে হইবে, তাহা অদ্যই সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পাদন করা উচিত। কারণ মৃত্যু মনুষ্যের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক বা না হউক কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহারে লইয়া প্রস্থান করে। মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হইলেই জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকে। কেহই তাহার সহগমন করে না। অতএব তুমি পাপমতাবলম্বী নির্দ্দয় নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলস্যশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মার অন্বেষণ কর। যখন সমুদায় লোকই কালকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, তখন আর কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ; দৃঢ়তর ধৈর্য্য সহকারে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যক্ রূপে অবগত হন, তিনি ইহলোকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহান্তরে আর মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের পদবীতে পদার্পণ করিলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। যাঁহারা উত্তরোত্তর ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত; আর যাহারা ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয় তাহারা নিতান্ত মূর্খ। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যানুসারে স্বর্গাদি ফললাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। স্বর্গের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে উহা হইতে আর পরিভ্রষ্ট হইতে না হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অতিক্রম না করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুধাবন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারে পুণ্যকর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরমকালে তাঁহার নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য নহে। চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়রূপে কর্ত্তব্য কার্য্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয় এবং ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা তপোবনে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক ভোগের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় উপরত হয়, তাহাদিগের অল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গৃহস্থাশ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ ও তপোনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্ম্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। ইহলোকে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা মাতা ও শত শত স্ত্রী পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। সকলেই যেমন স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে ফল লাভ করে, তুমিও তদ্রূপ আপনার কার্য্যানুসারে ফল লাভ করিবে; সুতরাং অন্যের সহিত সংস্রবে প্রয়োজন কি? ইহলোকে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাদিগেরই সহিত সকলে আত্মীয়তা করে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের সহিত কেহই আত্মীয়তা করে না; অতএব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ। মানবগণ স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তাহার সন্তোষসাধনার্থ নানাবিধ অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে উভয়লোকে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব দারপরিগ্রহ না করাই বিধেয়। ফলতঃ এই জীবলোক ক্ষণবিনশ্বর; অতএব আমি যে রূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে

কার্য্যানুষ্ঠান কর। যাহার পরলোকে মঙ্গললাভের বাসনা আছে, শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাল মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী, সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সমুদায় জীবকে পাক করিতেছে। যাহা হউক, যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিসীম শক্তি থাকিতেও শত্রুসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবিতসত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ঐ বৃথা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি?

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে মোক্ষলাভে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা করিলে কি রূপ ফললাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণ তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র পুণ্যবান ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান হইয়া স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিকদিগকে নিরন্তর ব্যাঘ্র, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ তস্করগণে সমাকীর্ণ দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবাতিথিপ্রিয় বদান্য যজ্ঞশীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছধান্য ও পক্ষীর মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই। মানবগণ গমন, শয়ন বা অন্যান্য যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল সর্ব্বদাই ভূত সমুদায়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফল পুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মান অপমান, লাভ অলাভ, এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই সমুদায় প্রতিনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যগণ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ধেনু একত্র সমবেত থাকিলেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেনুগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কর্ত্তারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন সলিলদ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাত্মারা উপবাসাদিদ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের সলিল মধ্যে গতি নিরূপণ করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবানদিগের গতি নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, পিতঃ! আপনি মোক্ষধর্ম্ম কুশল; অতএব যাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। শুকদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় অধ্যয়ন কর। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট নিখিল যোগশাস্ত্র ও কপিল মত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে বেদব্যাস পুত্রকে মোক্ষধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমারে মোক্ষ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ অবলম্বন না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অতি বিনীতভাবে তথায় গমন করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অন্বেষণ করিও না। তাহা করিলে তোমারে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলাধিপতি আমাদের যজমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করিও না। সর্ব্বদাই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিবে। তাহা হইলেই তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ ও আমার যজমান। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষ পথে সসাগরা পৃথিবী অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু পিতৃআজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গ অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ অটবী, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীন ও হূণ সেবিত বিবিধ জনপদ সন্দর্শন করিতে করিতে আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমশ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন ততই রমনীয় পত্তন, সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র বসন, সুবিস্তীর্ণ অতি মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি অতি সত্বরে ধর্ম্মাত্মা জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত। সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, গোকুলসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ঘোষপল্লী সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোধূমে সঙ্কীর্ণ, হংস ও সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনী কামিনীজনে পরিপূর্ণ। মহাত্মা শুকদেব সেই সমৃদ্ধজনসেবিত বিদেহ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথিলার অতি রমণীয় উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ উপবনে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বিবিধ স্ত্রী পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার জন্মিল না। পরিশেষে তিনি সেই তপোবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলা নগরে সমুপস্থিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে উহার প্রথমকক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতিকঠোর বাক্যে তাঁহারে নিবারণ করিল। তিনি তাহাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপতাপিত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ক্ষুধা,

পিপাসা, রৌদ্র ও পথশ্রম জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। অনন্তর ঐ দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার যথাসাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষ বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কি সুশীতল ছায়া কি প্রচণ্ড রৌদ্র উভয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

মহাত্মা শুকদেব এইরূপে দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবিষ্ট ও সমাসীন হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সমাগত হইয়া তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষায় কেলিসরোবরসম্পন্ন, পুষ্পিত পাদপসমাকীর্ণ, অমরাবতী সদৃশ অতি রমণীয় প্রমদাবনে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে আসনপ্রদান করিতে আদেশ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রীবর প্রস্থান করিলে নিবিড়নিতম্বিনী, সূক্ষ্ম রক্তাম্বরধারিণী, তরুণবয়স্কা পঞ্চাশৎ বারবিলাসিনী তথায় আগমন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান করিয়া অনতি বিলম্বে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিল। ঐ বারবিলাসিনীরা সকলেই প্রিয়দর্শন, উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত, আলাপকুশল, নৃত্যগীতে সুনিপুণ, হৃদয়জ্ঞ ও কামোপযোগী ব্যবহারে দক্ষ এবং সকলেই ঈষৎহাস্যবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের আহার সমাপ্ত হইলে ঐ সকল বারবিলাসিনী তাঁহারে সমভিব্যবহারে লইয়া হাস্য, গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই প্রমদাবনের সমুদায় স্থানের শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ক্রোধবিজয়ী বিশুদ্ধাত্মা দ্বৈপায়নতনয় কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে বারবনিতাগণ শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ সমাস্তীর্ণ রত্নজাল ভূষিত দিব্যশয়নীয় ও আসন প্রদান করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সেই পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যাননিরত হইয়া পূর্ব্বরাত্র অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শৌচক্রিয়া সমাধান করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যান সময়েও বারবনিতাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারে নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা শুকদেব এইরূপে জনকরাজভবনে এক দিবারাত্র অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজর্ষি জনক স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ গ্রহণ পূর্ব্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ সমভিব্যাহারে গুরুপুত্র শুকদেবের সমীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাস্তৃত আসন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহারে পাদ্য অর্ঘ ও গো দান পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা শুকদেব যথাবিধি জনকের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে যথোচিত সম্মান ও তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি

করিলেন। রাজর্ষি জনক গুরুপুত্রের আজ্ঞাক্রমে অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহারে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

তখন মহাত্মা শুকদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতা বেদব্যাস আমারে কহিয়াছেন, বৎস! প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গে যদি তোমার সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজমান মোক্ষধর্ম্মবিশারদ বিদেহরাজ জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। আমি পিতার এই আদেশানুসারে সংশয় নাশের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই দুইটীর মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন ভগবন্! ব্রাহ্মনগণের জন্মাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়া পরিত্যাগ, গুরুরপ্রতি ভক্তিপ্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুরে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। তৎপরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অসূয়াবিহীন, আহিতাগ্নি ও স্বদারনিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও সুখদুঃখ পরিবর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নিসংস্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যদি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বেই হৃদয়ে মোক্ষধর্ম্মের মূল সনাতনজ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে বাস করা কর্ত্তব্য?

জনক কহিলেন, ভগবন্! যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরুসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে সংসার সাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্লবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ লোকসমুদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াগিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বহুজন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহুজন্মের সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদা রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মারে নিবেশিত করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

জলচর যেমন সলিলে অবস্থান করিয়াও

উহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মনুষ্য সমুদায় প্রাণীতে আপনারে ও আপনাতে সমুদায় প্রাণীরে অবস্থিত দেখিয়াও নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিবে। যে মহাত্মা ইহলোকে সুখদুঃখপরিত্যাগী ও দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি পরলোকে পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হইয়া অনন্তসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহারাজ যযাতি যেরূপ মোক্ষ বিষয়ক বাক্য কহিয়া গিয়াছেন, মোক্ষবিশারদ ব্রাহ্মণগণ যাহা সবিশেষ অবগত আছেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সমাহিতচিত্ত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সমুদায় প্রাণীর অন্তর্গত একমাত্র পরমাত্মারে দর্শন করিতে পারেন। মনুষ্য যখন অন্যকে ভয় প্রদর্শন অথবা অন্য হইতে আপনার ভয়ের আশঙ্কা না করিয়া কামনা ও দ্বেষ এককালে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়; যখন কায়মনো বাক্যে প্রাণিগণের কোন অনিষ্টাচরণ না করে; যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া মনের সহিত জীবাত্মারে সংযোজিত করিতে পারে, যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু দর্শনে কিছুমাত্র আহ্লাদিত বা শোকান্বিত না হয় এবং যখন স্তুতি নিন্দা, কাঞ্চন লোহ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয় ও জীবন মরণ সমান বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই তাহার পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিবেন। যেমন দীপদ্বারা অন্ধকারাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মা লক্ষিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি এক্ষণে মোক্ষোপযোগী যে যে কর্ম্মগুণ কীর্ত্তন করিলাম তৎসমুদায় এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য মোক্ষোপযোগী বিষয় সমুদায় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার আগমন বৃত্তান্ত ও আপনারে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে অসমর্থ রহিয়াছেন। বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বালকত্ব, সংশয় বা ভয় প্রযুক্ত আপনার পরম গতিলাভ হইতেছে না। মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ আচার দ্বারা পরম গতিলাভ করিতে পারেন। আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি ও লোভবিহীন হইয়াছেন; কেবল অনুষ্ঠানের অভাব বশতঃ আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না। সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃত্যগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রু ভয় ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইয়া হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্ব্বত সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণের

আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পানিকপোত, খঞ্জন, জীবজীবক, বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কোকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ। বিহগরাজ গরুড় প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল চতুষ্টয় জগতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্ব্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তিকেয় ত্রিলোক তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, যদি এই ত্রিলোক মধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্, ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মন্নিক্ষিপ্ত শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন। কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেব, অসুর ও রাক্ষসপ্রভৃতি সমুদায়কে সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কার্ত্তিকেয়ের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্ব্বক বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি কম্পিত হইবামাত্র পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ সমুদায় পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু ঐ সময় কার্ত্তিকেয়ের গৌরব রক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যরাজ! কার্ত্তিকেয়ের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদ তাঁহার তাদৃশ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই উহা কম্পিত করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্ বৃষভধ্বজ ঐ পর্ব্বতের উত্তরদিকে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অদ্যাপি প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিবেষ্টিত ও আদিত্যপর্ব্বত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পাপাত্মা মনুষ্য দিগের গমন করা দূরে থাক যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণও সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাবৃত। ভগবান্ হুতাশন মহাদেবের বিঘ্নবিনাশার্থ মূর্ত্তিমান হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূতপতি ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সহস্র বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়াছিলেন।

পরাশরপুত্র মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই পর্ব্বতপ্রধান হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, ও পৈলকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমনীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, শরাসন নির্ম্মুক্ত শরযষ্টির ন্যায় অন্যের সুদুঃসহ যোগযুক্ত পুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা এবং পরিশেষে মহা আহ্লাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনক রাজার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহারে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয় পর্ব্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ দ্বৈপায়নের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের যথেষ্ট তেজ ও যশ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমারে তোমাদিগের কি হিতসাধন করিতে হইবে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ কর। মহাত্মা দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, শিষ্যগণ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রীত হওয়াতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের এই বরপ্রার্থনা যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য যেন আমাদিগের তুল্য খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা চারিজন এবং গুরুপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।

শিষ্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশুশ্রূষু এবং ব্রহ্মলোকগমনে একান্ত যত্নশীল ব্যক্তিরে বেদোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উত্তমরূপে বেদ বিস্তার কর। শিষ্য, ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারেও বেদোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যা দান করা নিতান্ত অনুচিত। অগ্নিতে দাহন, শিলায় ঘর্ষণ ও ছেদনদ্বারা যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কখন শিষ্যকে অনুচিত বা ভয়াবহ কার্য্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চারিবর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশত বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, তাহাকে সেই নিন্দানিবন্ধন নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে প্রশ্ন এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান না করে, তাহারা উভয়েই অধর্ম্মভাগী ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনা বিধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা বিস্মৃত না হইয়া শিষ্যদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত হও।

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ পরমানন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুরু উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে যে রূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কখনই তাহা বিস্মৃত হইব না। শিষ্যগণ পরস্পর এই রূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনর্ব্বার বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমরা এই পর্ব্বত হইতে পৃথিবীতলে গমন করিয়া বেদ সমুদায় বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করি। তখন

ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! কি ভূলোক, কি দেবলোক, তোমাদিগের যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয় সেই স্থানেই গমন কর; কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কালযাপন করিবে। অতি অল্পকালমাত্র আলোচনা না করিলেই বেদশাস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মেনিরত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যগণের পৌরহিত্য দ্বারা জনসমাজে বিখ্যাত ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয়পুত্র শুকদেবের সহিত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তাকুলের ন্যায় কি নিমিত্ত মৌনভাবে কালযাপন করিতেছেন? এই পর্ব্বত বেদধ্বনি বিহীন হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত শোভাশূন্য হইয়াছে। এই পর্ব্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু বেদধ্বনি না থাকাতে ইহা ব্যাধমন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব বিষয়ে কৌতূহল সম্পন্ন। আপনি আমারপ্রতি আমার অনুকূল বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি মৌনভাবে অবস্থান করিতেছি। যাহা হউক, অতঃপর আপনি আমারে যে কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

নারদ কহিলেন, মহর্ষে! পণ্ডিতেরা অনাবৃত্তিরে বেদের, অব্রতকে ব্রাহ্মণের, বাহীকজাতিরে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া বেদ নিনাদ দ্বারা নিশাচরভয়জনিত মোহ নিরাকৃত করুন।

মহাত্মা নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া লোক সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পিতাপুত্রে বেদ অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা শব্দায়মান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাত্মা বেদব্যাস অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারিত হইবামাত্র বেদপাঠে বিরত হইয়া পিতারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! বায়ু কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এবং উহার কার্য্য কি রূপ আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি বেদব্যাস অনধ্যায়কালে বালক পুত্রের সেই বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রশ্ন শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার দিব্য জ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিমুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মারে দর্শন করিতেছ। এক্ষণে

স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদসমুদায় বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলেই অবগত হইতে পারিবে। পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবযান ও তমোগুণ সম্ভূত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহান্তে যাঁহারা দেবযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে, আর যাঁহারা পিতৃযানে আরোহণ করেন তাঁহাদিগকে বারংবার অধঃপতিত হইতে হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা দুর্জ্জয় সমান বায়ুরে ইন্দ্রিয়গণের, উদান বায়ুরে সমানের, ব্যান বায়ুরে উদানের, অপান বায়ুরে ব্যানের এবং প্রাণ বায়ুরে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ বায়ু অনপত্য। সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটি বায়ুর অপর পাঁচটি নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটী বায়ু আছে।

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ মেঘজালকে সঞ্চালন পূর্ব্বক আকাশ পথে বিদ্যুদগ্নি হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণিগণের শরীরস্থ সমুদায় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণনামে অভিহিত হয়। আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয়ক্রিয়া সম্পাদন করে। উহার অপর নাম অপান। উদ্বহ নামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘ সমুদায়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে। উহার আর একটী নাম উদান। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘ সমুদায়কে পৃথক রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারি বর্ষন ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম সমান। বিবহনামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ড বেগে বৃক্ষ সমুদায় উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। উহার অপর নাম ব্যান। পরিবহ নামক ষষ্ঠবায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন করিয়া রাখিয়াছে। সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য এক রশ্মির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত করে। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধবুদ্ধিদ্বারা উহারে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। দক্ষপ্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ঐ বায়ুরে স্পর্শ করিতে পারিলে আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। এই অদ্ভুত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র। ইহারা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ সেই সাত বায়ুর প্রভাবে এই ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদায় বায়ু বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদায় জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্

পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন। ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে, বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে। ব্যাসদেব পুত্রকে ইহা কহিয়া বায়ুবেগ নিবৃত্তির পর তাঁহারে বেদাধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক মন্দাকিনী-তীরে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বেদব্যাস গমন করিলে দেবর্ষি নারদ আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধ্যায়নিরত মহাত্মা শুকদেবের সমীপে পুনরায় সমুপস্থিত হইলেন। ব্যাসতনয় নারদকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে বেদবিধি অনুসারে তাঁহারে অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ শুকের ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি তোমার কোন্ শ্রেয়স্কর কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা কীর্ত্তন কর। শুকদেব কহিলেন, দেবর্ষে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে যাহা হিতকর, আপনি আমারে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ ভগবান সনৎকুমারের নিকট তত্ত্ব-কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যার সদৃশ চক্ষু, সত্যতুল্য তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তি, পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এই দুঃখনিদান মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে আসক্ত হন, তাঁহারেই মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি আর কখন দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হন না। ফলত বিষয়াসক্তিই দুঃখের মূল কারণ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সতত বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোক, কি পরলোক উভয় লোকেই অনন্তকাল দুঃখভোগ করে। কাম ও ক্রোধ শ্রেয়োনাশের আদিকারণ। অতএব ঐ দুই শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধ হইতে তপস্যারে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীরে, মানাপমান হইতে বিদ্যারে এবং প্রমাদ হইতে আত্মারে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনৃশংসতার সদৃশ ধর্ম্ম, ক্ষমার তুল্য বল, আত্মজ্ঞানের সমান জ্ঞান এবং সত্যের সমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই। সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্য বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। আমার মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই সত্য বাক্য। যিনি দারপরিগ্রহ না করেন এবং আহারাদি সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত। যাঁহারা শান্তচিত্ত ও নির্ব্বিকার হইয়া ইন্দ্রিয়সমুদায়কে আত্মার বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা অচিরাৎ মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। যাঁহাদিগের কোন জীবের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা বিধেয় নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদায় বিষয়ে অনৈশ্বর্য্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচপলতাই পরম শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাঁহারে আশ্রয় করিলে কি ইহলোকে কি পরলোকে কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র

থাকে না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। লোভবিহীন ব্যক্তিরা কিছুতেই শোকযুক্ত হন না। অতএব লোভ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি তপোনুষ্ঠাননিরত, দমগুণসম্পন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন, সঙ্গপরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়াসক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাঁহারে কখনই দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দাম্পত্যসুখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিরে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহারে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কর্ম্মবশীভূত মানবগণ শুভকার্য্যবলে দেবত্ব, শুভাশুভকার্য্যবলে মনুষ্যত্ব এবং অশুভ কর্ম্মফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্যই যে জরামৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি অহিতকে হিত, অধ্রুবকে ধ্রুব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং কি নিমিত্তই বা মোহবশত কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছ। পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর। অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখলালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে একান্ত অনুরক্ত হইলে পঙ্কনিমগ্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইতে হয়। মানবগণ জ্ঞান দ্বারা জল হইতে সমুদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধনসমুদায় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্য পাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন তোমারে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কি নিমিত্ত স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হইয়া অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ? তুমি অবলম্বন ও পাথেয় সঞ্চয় না করিয়া কি রূপে একাকী পরলোকগমনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম পথে গমন করিবে? তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে সুকৃত ও দুষ্কৃত ব্যতীত আর কেহই তোমার অনুগমন করিবে না। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থ সিদ্ধি হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ হইতে হয়, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু দুরাত্মারা কোন ক্রমেই উহা ছেদন করিতে পারে না। সংসারনদী অতি ভীষণ। রূপ ঐ নদীর কূল, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষমারূপ ক্ষেপণীসম্পন্ন ধর্ম্মস্থৈর্য্যরূপ আকর্ষণরজ্জুযুক্ত দানবায়ুপরিচালিত শরীরনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি প্রথমত সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্ম, লোভ পরিত্যাগ দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা এবং পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয় দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিস্নায়ুযুক্ত, মাংসশোণিতলিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মূত্রপুরীষপরিপূর্ণ, জরাশোকসম্পন্ন রোগের আকরস্বরূপ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ কর। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুদ্ভূত। পঞ্চ মহাভূত, পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বাদিগুণ এই সপ্তদশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পঞ্চ বিষয় এবং অহংতা ও মমতা এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চতু-

বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে সংযুক্ত হইলেই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতি সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিতান্ত দুঃখাবহ। যিনি যথার্থ রূপে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞেয় পদার্থ সমুদায় পারম্পর্য্যক্রমেই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুমেয় পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মারে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অবলোকন করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বদা সমুদায় জীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জ্ঞানবলে মোহজনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই অশুভ সন্দর্শন করিতে হয় না এবং তিনি কখনই স্বীয় বুদ্ধি প্রকাশ দ্বারা চিরাচরিত মার্গ অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমাত্মারে জন্মমৃত্যুবিহীন শরীরস্থিত নিরাকার নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহারে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখজ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধবিহীন ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজয়ী ও সিদ্ধ হও। পূর্ব্বকালে অনেক মহাত্মা তপোবলে সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসংবর্দ্ধনী সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

একত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! শোকনাশন শান্তিকর শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিশুদ্ধবুদ্ধি লাভ ও পরম সুখ অনুভব হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র প্রকার শোক ও ভয় প্রতিদিন মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে; পণ্ডিতেরা কখনই ঐ সমুদায়ে অভিভূত হন না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্ট নাশের নিমিত্ত তোমারে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধিরে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগ নিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর গুণচিন্তা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোন কালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। মহাত্মারা কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম অর্থ ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতি কষ্টে কাল হরণ করিতে হয়। অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না। সমুদায় প্রাণীই কখন প্রিয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদায় ঘটনা দ্বারা শোকযুক্ত হয় না। যাহারা মৃতব্যক্তির

উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহারা দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা ইহলোকে জন্ম মরণ প্রবাহ অবলোকন করিয়া ইষ্টবিয়োগে শোক প্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন, তাঁহারাই যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী। কোনপ্রকার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি প্রভূত যত্ন দ্বারাও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে ঐ দুঃখের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। চিন্তা না করাই দুঃখ শান্তি করিবার মহৌষধ। চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভাবেই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিতান্ত বালকের ন্যায় শোক হর্ষা-দিতে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই ঐ সমুদায় বিষয়ে আসক্ত হন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদি-বিয়োগ হইতেছে; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্ন সহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদায় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহ-বশত বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুরে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা তাঁহারে ইহ-লোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না। অর্থ উপার্জ্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনু-ষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে; অতএব অর্থনাশ-নিবন্ধন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতি লাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমেই সমুদায় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদায় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখের মূল; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরম ধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আয়ু নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; নিমেষ-মাত্রও উহার বিশ্রাম নাই। অতএব শরীর যখন চিরস্থায়ী নহে, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা মনের অগোচর সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মারে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরম গতিলাভে সমর্থ হন। ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থান্বেষণপরায়ণ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অত-এব মৃত্যুযন্ত্রণা মোচনের উপায় চিন্তা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ শোক-বিহীন হইয়া কার্য্যারম্ভ এবং বিষয়মুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান, কি নির্ধন যে ব্যক্তি যে সময়ে রূপ রসাদি বিষয় সমুদায় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখলাভ হয়; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশ-মাত্রও থাকে না। যখন পরস্পর সংযো-গের পূর্ব্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক করা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। মানবগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ

এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কাল হরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মারে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবত সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিরে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মারে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক ও মানসিক রোগ সমুদায় ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনুর্দ্ধরনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কের ন্যায় শরীরকে নিতান্ত নিপীড়িত করে। রোগার্ত্ত একান্ত অবসন্ন জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও রজনী জীবগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে। সূর্য্য স্বয়ং অজর; কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হইয়া জীবগণের সুখ দুঃখ জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রিও মানবদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ইষ্টানিষ্ট ঘটনাসমুদায়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

যদি ক্রিয়াফল সমুদায় পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে যাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অনেক নিয়মধারী কার্য্যদক্ষ মতিমান্ ব্যক্তিও সমুদায় সৎকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে; কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

আর দেখ, মানবদিগের বীর্য্য এক স্থানে সম্ভূত হইয়া পুনরায় অন্য স্থানে গমন পূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ভ উৎপাদন না করিয়াই চূতকুসুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; আবার কেহ কেহ বা গর্ভকে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করিতেছে। অনেকানেক কুলকামিনী পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে। কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধনধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে। আবার কেহ কেহ বা চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না। সকলকেই মূত্র পুরীষের আধার গর্ভমধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিতে

হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বাবির্য্য ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশাসমুদায় দেহকেই আক্রমণ করে; আত্মারে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সে আরোগ্য লাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসকগণকে বিপুল অর্থ প্রদান করে; কিন্তু চিকিৎসকগণ যাহার পর নাই যত্নবান্ হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহারা বিবিধ কটুকষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ মৃগপক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না; অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্থ শরীরে কাল হরণ করিতেছে। কিন্তু উগ্রতেজা দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ পাইতেছেন। এই রূপে মানবগণ সংসারসাগরের প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্‌যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহারেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ সমুপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায় বিধান করিবার পূর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ফলের বিষম বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে। কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিরহে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এই রূপে সমুদায় প্রাণীরেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিলে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হয়, আর বেদবিদ্যার অনুশীলনও সামান্য পরিশ্রমের সাধ্য নহে। অতএব অল্পায়াসসাধ্য নিত্যস্থান লাভ

করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ স্থান কিরূপ? মহাত্মা শুকদেব এই রূপে অতি অল্পকালমাত্র তর্ক বিতর্ক করিলেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনরায় মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! আমি কিরূপে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব। ঐ স্থানে গমন করিলে আর আমারে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে না; আমার আত্মা এককালে শান্তিলাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পরম পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয় না। অতএব আমি যোগবলে এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত ও পুনর্ব্বার স্বর্গে অধিরূঢ় হন এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি নিরন্তর তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোকসমুদায়কে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মারে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমুদায়, আকাশ, দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদায় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা শুকদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহারে যোগানুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমারে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি। বেদব্যাস এইরূপ সস্নেহ বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণনিষেবিত কৈলাসপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন জনশূন্য সমতল প্রদেশে উপবেশন করিয়া পাদ অবধি কেশাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে একমাত্র আত্মারে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে দিবাকর উদিত হইলে পূর্ব্বাস্য হইয়া বিনীতভাবে কর চরণ সংযমন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারমাত্র রহিল না। তিনি অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মারে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, তপোধন! আপনি আমারে যোগপথ প্রদর্শন

করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার অনুকম্পায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতি লাভ করিব। দ্বৈপায়নতনয় শুক এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় যোগে মনোনিবেশ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারে মনোমারুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যজ্বলনসঙ্কাশ মহাত্মা শুকদেব ত্রিলোককে আত্মময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী তাঁহারে অব্যগ্রমনে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধ লম্বিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; ইনি কে?

অনন্তর সেই পরম ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিলোকবিশ্রুত মহাত্মা শুকদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গভীর শব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোগণ তাঁহারে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতিলাভ পূর্ব্বক বিমুক্তের ন্যায় নিস্পৃহভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন; ইনি কোন্ দেবতা? অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয়পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। ঐ পর্ব্বতে অপ্সরা উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিরে কহিল, দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা! ইনি পিতৃশুশ্রূষা দ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকাল মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার অতিশয় প্রিয়। ইহাঁর পিতা ইহাঁরে কি রূপে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দিক, শৈল, কানন, সরিৎ ও সরোবরসমুদায়ের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্ভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই শৈলকাননপ্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা আমার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আমারে আহ্বান করিতে করিতে আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তোমরা সকলে সমাহিতমনে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এই বাক্যটী অবশ্য অবশ্য রক্ষা করিও। মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে দিঙ্মণ্ডল, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদীসমুদায় তাঁহারে কহিল, মহাত্মন্! আপনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি ব্যাস আপনারে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মহাতপস্বী শুকদেব শৈলকাননপ্রভৃতিরে এইরূপ অনুরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ব্বিধ দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ মহাত্মা পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা ও পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদায় নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, নির্ঘাত-শব্দে হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাস্করের প্রভা একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইল এবং হ্রদ, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয়সমুদায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র সুগন্ধ বারি বর্ষণ ও পবনদেব দিব্য গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শুকদেব উত্তর দিকে হিমাচল ও মেরু পর্ব্বতের পরস্পরসংশ্লিষ্ট সুবর্ণ ও রজতময় শতযোজনবিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহারা তাঁহার গতি-রোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারে পথ প্রদান করিল। শুক-দেব অচিরাৎ সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতাদিগের ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং ঐ হিমালয়নিবাসী যাবতীয় প্রাণী মুক্তকণ্ঠে দ্বৈপায়নতনয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে পুষ্পিত বৃক্ষ ও উপবনযুক্ত অতিরমণীয় মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরোগণ বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুকদেবকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের ঊর্দ্ধ-প্রয়াণের বিষয় অবগত হইয়া পুত্রস্নেহনিব-ন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতা শূন্য হইয়া বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হই-লেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যোগগতিপ্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব যে স্থান হইতে সর্ব্ব-প্রথমে আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুকদেব পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় মহর্ষি-গণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট সমা-গত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের ঊর্দ্ধপ্রয়াণবার্ত্তা সবিশেষ অবগত হইয়া হা বৎস! হা বৎস! বলিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করত ত্রিলোক অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্ব্বগামী হইয়া পর্ব্বতাদি সকল পদার্থ হইতে 'ভো' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সমুদায় বিশ্বমধ্যে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল। সেই অবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতি-শব্দ প্রাদুর্ভূত হয়।

ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এই রূপে শব্দাদি গুণ-সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজা স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শন পূর্ব্বক সেই হিমালয়-প্রস্থদেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অনু-

ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্দাকিনীতীরস্থিত বিবস্ত্র অপ্সরোগণ তাঁহারে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলে নিমগ্ন, কেহ কেহ বনমধ্যে প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বসনগ্রহণে একান্ত তৎপর হইল। মহাত্মা ব্যাসদেব তদ্দর্শনে পুত্রকে মুক্ত ও আপনারে বিষয়াসক্ত বিবেচনা করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় সমাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান পিনাকপাণি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও তোমারে তোমার প্রার্থনানুরূপ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরম গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ। নগর ও পর্ব্বতসমুদায় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে। এক্ষণে আমি তোমারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বীয় পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিতে পারিবে। ভগবান্ ভূতপতি ব্যাসদেবকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তিনি পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমারে ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের জন্ম ও সদ্গতি প্রভৃতি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী বেদব্যাস বারংবার এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি এই মোক্ষধর্ম্মযুক্ত পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে শান্তগুণাবলম্বী হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের বাসনা করিবেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য? তিনি কাহার প্রসাদে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করা তাঁহার আবশ্যক? লোকে মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে এবং কোন্ পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? এই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে তর্কশাস্ত্রানুসারে শতবর্ষেও ঐ সমুদায়ের উত্তরপ্রদানে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণনারদসংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা আমারে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়ে বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। তৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, দেবগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি

প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষ দ্বয়ের ইচ্ছানুসারে সুমেরু-শৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আহ্নিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! এই স্থান দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদায় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে ভগবান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজি সেই ভগবানের অংশ নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির অনুগ্রহে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জন সফল হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাত্মা নর ও নারায়ণ এই স্থানেই তপস্যা করিতেছেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষদ্বয় এক্ষণে আহ্নিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইহাঁরা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহাঁদিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইহাঁরা সর্ব্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধান পূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

তখন তপোধনাগ্রগণ্য নারদ, নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বেদ বেদাঙ্গ ও পুরাণসমুদায়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃতস্বরূপ। তোমাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমারে নানা রূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমারেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তি দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত; পণ্ডিতেরা যাঁহারে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে; যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মারেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা

এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার প্রসাদে দৈব ও পৈত্র কার্য্যসমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবত নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহারে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যায়নিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরম পদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তোমার নিকট এই সমুদায় গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সকল লোকের আশ্রয়স্থান ভগবান্ নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভূ হইয়াও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বকার্য্য সাধন কর। আমি অদ্য তোমার শ্বেতদ্বীপস্থিত আদ্য মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি। আমি সতত গুরুলোকের অর্চ্চনা করিয়া থাকি; অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাচ প্রকাশ করি নাই; যত্ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, অন্যায়লব্ধ দ্রব্যে উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্র স্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দানগ্রহণ করি নাই; শত্রু ও মিত্রকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি এবং নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই আদি দেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে। তখন মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে নিত্যধর্ম্মের রক্ষক ভগবান নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন কর।

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উহার শিখরদেশে ক্ষণকাল উপবেশন পূর্ব্বক বায়ুকোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর দিকে শ্বেতনামে অতি বিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সুমেরু পর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎসহস্র যোজন ঊর্দ্ধ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন পুরুষ বাস করেন। উহাঁরা প্রাকৃতিক স্থূলদেহবিমুক্ত, শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও পাপবিরহিত। পাপাত্মারা উহাঁদিগকে অবলোকন করিলে তাহাদের নেত্র দগ্ধ হইয়া যায়। উহাঁদিগের দেহ বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও চরণতল রেখাশতসংযুক্ত। উহাঁরা মান ও

অপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উহাঁদিগের মুষ্ক চারিটী, ক্ষুদ্র দন্ত ষাট্‌টী ও দীর্ঘ দন্ত আট্‌টী। ঐ সমস্ত অলৌকিক-রূপযৌবনসম্পন্ন যোগপ্রভাবলব্ধবলবীর্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশান্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রিয়-শূন্য, নিরাহার, স্পন্দবিরহিত, সুগন্ধযুক্ত শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষেরা কি রূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের কিরূপ সদ্গতিই বা লাভ হইবে? ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপ-নিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হন? আপনি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছেন; অত-এব এক্ষণে আমার এই সংশয় ছেদ করুন। ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট কথা কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে উপরিচর নামে হরিভক্তিপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। উহাঁর তুল্য পিতৃভক্তি-পরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত উহাঁর সবিশেষ সখ্যভাব ছিল। ঐ মহীপাল পূর্ব্বে নারায়-ণের বরপ্রভাবে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া-ছিলেন। উনি সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চ-রাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করি-তেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তি-দিগকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ সত্যপরায়ণ ও দয়াবান ভূপতি অনাদি অনন্ত লোকস্রষ্টা দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তিপ্রদর্শন করি-তেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া উহাঁর সহিত একশয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন করিতেন। রাজা উপরি-চর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও যান-বাহন প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্য বস্তু নারায়ণ-প্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহারেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অব-লম্বন পূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার আলয়ে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান প্রধান শ্রোত্রি-য়েরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিতেন। ঐ মহীপাল যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যা বাক্য বিনিঃসৃত বা মনোমধ্যে কোনরূপ অসৎ কল্পনা সমুদিত হইত না। অতি অল্পমাত্র পাপ কার্য্যে-রও অনুষ্ঠান করিতেন না। ঐ রাজা সুর-গুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন। এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র যে রূপে প্রণীত হইল, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করি-তেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উহাঁদিগের অষ্টম। ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংযমী ত্রিকালজ্ঞ সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোক-সকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাঁরা একমতাবলম্বন পূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়সমুদায় পর্য্যালো-চনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম,

অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের নানাপ্রকার নিয়ম-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সমস্ত মহর্ষি অন্যান্য তপোধনের সহিত দেবমানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী সরস্বতীরে উহাঁদের শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত উহাঁদের শরীরে প্রবেশ করেন। তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দেবী সরস্বতীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুগর্ভ শাস্ত্র প্রণয়নে কৃতকার্য্য হন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়। মহর্ষিগণ এই ওঁঙ্কার স্বরসমলঙ্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক নারায়ণকে শ্রবণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্র শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা এই যে লক্ষ শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব বেদের অবিরোধী; সুতরাং ইহাই লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। ব্রহ্মার প্রসন্নতা, রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদিগের প্রজাসৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয়বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেইরূপ আমি কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারই সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন। ইহাঁরা সর্ব্বত্র এই শাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা লাভ করিবেন। সেই রাজা সদ্ভাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তিপরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদিগের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তোমাদের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্য বিষয় সমুদায় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া পুত্র লাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন। উপরিচরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে। পুরুষোত্তম নারায়ণ এই বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিলে সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদাঙ্গমূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার সমর্পণ করিয়া তপোনুষ্ঠানার্থ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৎস! মহাকল্পের অবসানে নানাগুণসম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের পৌরহিত্য গ্রহণ করিলে দেবগণ যার পর নাই সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজ উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রণীত সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ রাজা দৈববিধি অনুসারে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য পালন করিতেন। উনি মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুষাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি,

বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কণ্ব ও দেবহোত্র, সদস্য হইয়াছিলেন। নরপতির আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞভূমিতে সমুদায় যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল। মহারাজ উপরিচর এরূপ অহিংসাপরায়ণ ছিলেন, যে তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই; অরণ্যসম্ভূত বস্তু দ্বারাই যজ্ঞভাগ সমুদায় কল্পিত হইয়াছিল। সংসারভারহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহারেই আত্মরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, মহারাজ! এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা তিনি মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সমক্ষে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞে সমুদায় দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তখন মহারাজ উপরিচর ও সদস্যগণ বৃহস্পতিরে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ক্রোধ করা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি যে দেবতার ভাগ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহাত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই উহাঁরে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই তাঁহারে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই। তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব্বে আমরা দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদসাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ঐ তপোনুষ্ঠান সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃত স্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে এই আকাশবাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ বটে; কিন্তু তাঁহারে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপ নামে এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উহাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়বিহীন, স্পন্দহীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে। অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিবে।

এইরূপ দৈববাণী হইলে আমরা উহা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৈবনির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম; কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদিগের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া

গেল। তখন আমরা সেই পরম পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হইলে আমরা, কঠোর তপোবল না থাকিলে কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, এই বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। আমাদিগের ঐ তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাঙ্মুখ ও কেহ উদঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যুগক্ষয়ে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভাসম্পন্ন। আমরা তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তিরে তুল্যরূপ তেজঃসম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তেজের আবাস বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ সময় সেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী মহাত্মারা আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিব, এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করত সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদিগের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদায় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এইমাত্র শব্দ আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমারে নমস্কার। ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্য পুষ্প ও ওষধি বহন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ পরম ভক্তিসহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার সমুদায় প্রদত্ত হইলে, আমরা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলাম। ঐ সময় সেই বিশুদ্ধযোনিসম্ভূত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে একজনও আমাদিগের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সকলেই সুস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া রহিলেন।

এই রূপে আমরা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে নিষণ্ণ হইলে ক্ষণকাল পরে এই আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল যে, হে মুনিগণ, তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিলে, ইহাঁরা বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য; ইহাঁরা ভগবান্ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন। তোমরা অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান কর। ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একেবারে তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ্য, নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তোমাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্যযুগ অতীত হইয়া বৈবস্বত কল্পে পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাদিগকে তাঁহাদের সহচর হইতে হইবে।

হে সুরাচার্য্য! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করি-

বামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা ঐতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্য কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কি রূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, হব্যকব্যভোজী, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।

হে ধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এই রূপে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন, মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ নরপতি উপরিচর পরম সুখে প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণের মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহারই প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা উপরিচর অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুরেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ, অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষত ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশু হিংসা করা কি রূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, সুরগণ! এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর; ফলত ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ। তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন,

যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর। তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজি অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপ প্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপ গ্রস্তহইয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টমনে উপরিচরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমারে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ দোষে যত দিন ভূগর্ভে বাস করিবে, তত দিন, যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইবে। ঐ ঘৃতধারারে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি যখন ভূবিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমারে কোন ক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা তোমারে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্ব্বদেবপ্রধান ভগবান বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমারে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চ কালে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তি দর্শনে যাঁহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ প্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে অবিলম্বে ঐ রাজারে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর। তখন বিহগরাজ

পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিল। গরুড় পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবাদিদেব হরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরাৎ তাঁহার শাপ শান্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট উপরিচর রাজার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে নারদ যে রূপে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্রস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার পূজার্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি ভগবান্ নারায়ণের দর্শনাভিলাষে জপপরায়ণ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ষ, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কার্য্যকারণ দ্বারা কখন তোমারে জ্ঞাত হওয়া যায়; আবার কখন অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদায় কর্ম্মের ফলপ্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, উর্জ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, বৃহস্পতি, বনস্পতি, মরুৎপতি, সলিলপতি, পৃথ্বীপতি ও দিক্‌পতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ্য ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে তোমারেই মহারাজিকাদি গণচতুষ্টয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি যজ্ঞের প্রধান সাত ভাগ অধিকার করিয়া থাক। তুমি চতুর্দ্দশ যম, যমপত্নী, চিত্রগুপ্তাদিস্বরূপ। তোমারে তুষিত ও মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয় এবং স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, ঋত্বিক্, বেদ, অগ্নি ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। যজ্ঞে তোমারেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদায় যজ্ঞভাগ অধিকার কর। তুমি দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর এই পঞ্চ কাল বিধাতার অধিপতি। পঞ্চরাত্র বেদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদায় নামের সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি বেদব্রত সমাপন করিয়া অবভৃতে পূত হইয়াছ। লোকে তোমারে হংস, পরমহংস, মহাহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্রজল, বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমারে অমৃতেশয়, হিরণ্যেশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয় ও পদ্মেশয় এই ছয় নামে আহ্বান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মা, জগতের আদিকারণ ও প্রকৃতি। তোমার আস্যদেশ অগ্নিস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আহুতি, সারথি,

বষট্কার, ওঙ্কার, স্ব...ন্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আজ্য, সূর্য্য, শিপিবিষ্ট, দিগ্ভানু, বিদিগ্ভানু, হয়গ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি, ষড়ঙ্গবেদ, প্রাগ্জ্যোতিষজ্যেষ্ঠ, সাম্‌গ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী, অথর্ব্বশিরাঃ, পঞ্চ মহাকল্প, ফেনপাচার্য্য, বালখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ, পরিসঙ্খ্যাবিহীন, যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত ও পুরুহুতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি নাচিকেত নামক অগ্নিতে তিন বার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্ত-মধ্যবিহীন। তুমি ব্রতাবাস, সমুদ্রাধিবাস, যশোবাস, তপোবাস, দয়াবাস, লক্ষ্ম্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্ব্বাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্ব্বচন্দ্রক, হরিহয়, অশ্বশিরা, যজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ, অতিকৃচ্ছ ও সর্ব্বকৃচ্ছ। তুমি নিয়মধর, শ্রমবিহীন ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, বেদক্রিয়, অজ, সর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময়শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজাসমূহের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডী, বরপ্রদ ও পুরোডাশভাগহারী। তুমি সমুদায় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তৃষ্ণা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত, আবার সমুদায় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমারে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।

চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এইরূপ পরম গুহ্য নামসমুদায় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যনেত্র অসংখ্যমস্তক অসংখ্যবাহু ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীরের কোন স্থান চন্দ্রের ন্যায়, কোন স্থান অগ্নির ন্যায়, কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান স্ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীল কজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান সুবর্ণের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান শ্বেত বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরগ্রীবার ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তাহারের ন্যায় বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিরন্তর আবৃত। তিনি এক মুখে ওঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখ সমুদায়ে আরণ্যক প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার করে বেদী, কমণ্ডলু, বিবিধ শুভ্র মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড কাষ্ঠ ও জ্বলিত হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছে। চরণে অপূর্ব্ব পাদুকা শোভা পাইতেছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের সেই অপরূপ রূপ দর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহারে অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন সেই দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমার দর্শনলালসায় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা আমারে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে কেহই আমারে দেখিতে পায় না। তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তপরায়ণ, এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভে সমর্থ

হইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের গৃহে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তুমি নিরন্তর সেই সমুদায় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। আজি আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব যদি তোমার কোন বরলাভের বাঞ্ছা থাকে, তাহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনারে দর্শন করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিলাম। যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার অদ্য অন্য বরে প্রয়োজন কি?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে নমস্কার কহিলেন, বৎস! এই চন্দ্রের ন্যায় দীপ্যমান জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ আহারবিহীন হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এই স্থানে অবস্থান করিলে ইহাদের বিঘ্ন হইতে পারে; অতএব অবিলম্বে অন্যত্র গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মহাত্মারা রজ ও তমোগুণ হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বিহীন, ত্রিগুণাতীত এবং সর্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষিস্বরূপ; প্রাণিগণের দেহনাশে যাঁহার নাশ নাই; যিনি অজ, নিত্য, নির্গুণ, নিরাকার, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াবিহীন ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া অভিহিত হন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মারেই বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হন না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ জীবমাত্রেরই দেহে নিরন্তর অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমুদায় গুণের ভোক্তা; কিন্তু পরম... পৃথক্। তিনি নির্গুণ, গুণ... ও গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। জগৎ সলিলে, সলিল জ্যোতিতে, জ্যো... বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হন না; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই অনিত্য; কেবল সেই সর্ব্বভূতের অন্তর্ভূত সনাতন বাসুদেবই নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত শরীর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীবভিন্ন শরীরস্থ বায়ু কোন ক্রমেই সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা সেই জীবাত্মারেই ভগবান্, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহারে ঈশান ও সর্ব্বকার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন ও প্রদ্যুম্ন মন হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমা হইতেই সৎ, অসৎ, ক্ষর ও অক্ষর সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

হইয়া আমাতেই থাকে। পণ্ডিতেরা আমা-বংশতিতত্ত্বাতীত নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, নিদ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমারে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ; কিন্তু বস্তুত আমার রূপ নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এই রূপ সংহার করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াপ্রভাবেই আমারে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা আমারেই জীবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। জীব দৃশ্য পদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাত্মার দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণিগণের দেহ বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোকৈকনিদান বেদপাঠনিরত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধপ্রযুক্ত আমার ললাটদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণ পার্শ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বাম পার্শ্বে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পৃষ্ঠভাগে দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্যা, নিয়ম, সংযম, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পৃথিবী, বেদমাতা সরস্বতী, জ্যোতিশ্রেষ্ঠ ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসমুদায়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান চতুর্ব্বিধ পিতৃগণ সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা। আমি হয়গ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর সমুদ্রমধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হব্য কব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমি যজ্ঞরূপী; পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন, আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহারে এই বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সমুদায় লোকের অধ্যক্ষতা ও পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যদ্বারাই নানাবিধ নাম লাভ করিবে। তুমি যে সীমা নির্দ্দেশ করিবে তাহা কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বরাভিলাষীদিগকে বর প্রদান করিতে পারিবে। দেব, অসুর ঋষি, পিতৃ ও বিবিধ জীবগণ তোমার উপাসনা করিবে। আমি দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে তুমি আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে। হে তপোধন! আমি ব্রহ্মারে এইরূপ বিবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি। নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম; অতএব নিবৃত্তি অবলম্বন করাই সকলের কর্ত্তব্য।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যেরা আমারে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ও যোগশাস্ত্রে যোগানুরক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সহস্রযুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমার আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর

এই রূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্তগমন করিলে, কাল যেমন বলপূর্ব্বক পুনরায় তাহারে স্বস্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সাগরা ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহারে স্বস্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুরে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপুবিনাশের পর বিরোচনের বলি নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহারে বিনাশ করিতে পারিবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে। মহাবলপরাক্রান্ত বলি এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবেন্দ্র বলিরে পাতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে একেবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিব। তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। ঐ সময় একত ও দ্বিত নামে মহর্ষিদ্বয় ত্রিত মহর্ষির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব লাভ করিবেন। উহাদিগের বংশে যে সকল বানর জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা ইন্দ্রতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত হইবে। আমি দেবকার্য্যসাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে। ঐ স্থানে আমি সুরবৈরী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, মরু ও পীঠনামক অসুরগণকে হনন করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণরাজের প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজয় এবং বলিতনয় সহস্রবাহুসম্পন্ন বাণরাজারে পরাজয় করিয়া সৌভবিমাননিবাসী সমস্ত অসুরকে সংহার করিব। আমার কৌশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় সমুদায় ভূপতির বিরোধী মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অসুর গিরিব্রজের রাজা হইবে। সেই দুরাত্মা আমার অপ্রিয়াচরণ করিয়া আমার বুদ্ধিপ্রভাবেই মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিবে। জরাসন্ধ বিনাশের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি তাঁহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুন রূপে ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর আমি স্বেচ্ছানুসারে ভূভার হরণার্থ দ্বারকাপুরী উন্মূলিত করিব। আমারই প্রভাবে যদুবংশীয়গণ মোহান্ধ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে। এই রূপ আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তি চতুষ্টয় ধারণ পূর্ব্বক প্রভূত কার্য্য সমাধান করিয়া স্বীয় লোক সমুদায় লাভ করিব। আমিই হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী এই দশ রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি

বিনষ্ট হইলে আমি তাহার উদ্ধার সাধন করি। বেদও সত্যযুগে প্রস্তুত হইয়াছে; পুরাণে তাহার তাৎপর্য্যার্থ বর্ণিত আছে। আমার মূর্ত্তিসমুদায় বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া লোককার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে নারদ! আজি তুমি একান্ত মনে আমার যে রূপ দর্শন লাভ করিলে, ব্রহ্মারও এই রূপ দর্শন লাভ কখনই হয় নাই। তুমি আমার পরম ভক্ত; এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট পুরাণ, ভবিষ্য ও রহস্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

বিশ্বস্বরূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া অচিরাৎ অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি নারদও অভিলষিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি এই নারায়ণ মুখনিঃসৃত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন না? সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুরে আপনা হইতে অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার জ্ঞানগম্য হয় নাই। এজন্য তিনি নারদের মুখে ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকের আলয়ে যে সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার ষষ্টি সহস্র অগ্রগামীর নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঐ সমস্ত সূর্য্যসহচর সুমেরুপর্ব্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমারে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাঁহারা এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাও পরমাত্মা বিষ্ণুরে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাঁহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ কীর্ত্তন করিও না। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, উহা তৎসমুদায়ের সার। যেমন সুরাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ অনেক উপাখ্যান মন্থন করিয়া এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মহাত্মা একান্ত মনে নির্জ্জনে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া সহস্রার্চিঃ নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পীড়িত ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই রোগনির্ম্মুক্ত হয়। যাঁহার এই মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইতে অভিলাষ হয়, তাঁহার ইচ্ছা সকল সফল হইয়া থাকে এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ভক্তিসহকারে সতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের অর্চ্চনা কর। তিনি সকলের মাতা,

পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের মুখে ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইলেন এবং বারংবার "নারায়ণের জয় হউক" এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ এবং আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে আগমন করেন।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলে, রাজা তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ। আপনারা মহর্ষি শৌনকের যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদির অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার নিকট এই পরম্পরাগত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! বেদবেদাঙ্গবিদ্ ভগবান্ নারায়ণ একাকী কিরূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্ত্তা হইলেন এবং কি নিমিত্তই স্বয়ং নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত ক্ষমাশীল ও নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র মহাত্মারে নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবতারে প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ী যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বিশেষ রূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব আমার এই সংশয় দূর করিয়া দেও।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার সংশয় দূরীভূত হইবে। একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরম সুখের মূল। যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই অতুলতেজঃসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন অমর ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া হব্যকব্য ভোজনে আসক্ত হইয়াছেন, তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষধর্ম্ম নিতান্ত দুরনুষ্ঠেয়। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায় পরিজ্ঞাত নহেন। সেই নিমিত্তই কি তাঁহারা শাশ্বত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারংবার স্থানচ্যুত হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন মোক্ষধর্ম্মকে কি রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হে দ্বিজবর! এই সংশয় হৃদয়নিখাত শল্যের ন্যায় আমারে উদ্বেজিত করিতেছে। অতএব আপনি, দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগহারী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা লোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে, বিশেষত যে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কাহারে ভাগ প্রদান করেন,

এই সমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহই ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐরূপ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ, জিত-ক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারি বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণসেবিত পরমরমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে, অজ্ঞাননাশী পরাশরপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। সেই তপোবলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদনিবাসী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার ত্রৈকালিক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সমুদায় ঘটনা অবলোকন করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহারে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মারে সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহা হইতেই পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টির পর উহাদের গুণসমুদায়ের সৃষ্টি হয়। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারাই এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গবেদ ও সাঙ্গযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মহারুদ্র সমুৎপন্ন হইয়া অন্য দশ রুদ্রেরে সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এই রূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষি সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন, এক্ষণে আমরা কে, কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কি রূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, আমারও ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কি রূপে ত্রিলোকের সংস্থান এবং কি রূপেই বা তোমা-

দিগের ও আমার বল রক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে চল, আমরা সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশ্যরূপী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই; তিনিই আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর কূলে গমন পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিয়ম নামে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলা। একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে স্থাণবৎন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে দেব-মানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! হে তপোধনগণ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা ত্রিলোকহিতকর মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের সংবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার্থ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেব দেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতপ্রফুল্লচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ, সক-লেই মায়াতীত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহারে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ, তৎসমুদায়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতিযুগেই প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করিবেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদ-মধ্যে আমিই এরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছি। তোমরা সকল লোকের হিতচিন্তা করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকসকল প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। এই জীবলোকে প্রবৃত্তিফলমূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে পারিবে। তোমরা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পশ্চাৎ আমার সৎকার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমাদেরই প্রীতিসাধনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলেই তোমরা প্রীত হইবে। যে পর্য্যন্ত কল্পক্ষয় না হয়, তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করিবে; অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ,

ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই ...জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বেদাধ্যেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্য কর্ম্মপ্রবৃত্ত। ইহাঁরা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন।

যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তিধর্মাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইহাঁরা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁরা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ তিনিই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হয়।

হে দেবগণ! এই ব্রহ্মা সর্ব্বলোকগুরু, জগতের আদিকর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতামাতার স্বরূপ। ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রুদ্রদেব ইহাঁর ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করিবেন। এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া আপন আপন অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় সমালোচন কর। এই সত্যযুগ সকল কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এই যুগে ধর্ম্ম চারি পদ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তৎকালে যাগযজ্ঞে পশুসকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইবে; ধর্ম্ম পাদদ্বয় বিহীন হইবে। ঐ সময় পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র বিরাজিত থাকিবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে? আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারায়ণ কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! ঐ সময় যথায় বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ সময় যথায় অবস্থান করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানেই বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কমণ্ডলু ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সাঙ্গবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিতপরাক্রম হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া ত্রিলোকের

হিতসাধনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্র-ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সমুদায় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতের নিয়ন্তা। আমি তোমার উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগগ্রাহী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান দ্বারা স্বয় উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধানগতি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য। তিনি প্রজাগণের বিধাতা, ধ্যেয়, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রা-সুখ অনুভব, আবার যুগের আদিসময়ে জাগরিত হইয়া পুনরায় সমুদায় জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি নির্গুণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজঃস্বরূপ। তিনি পঞ্চ মহাভূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, [illegible], বাক্য ও নদীসমুদায়ের অধিপতি। তিনি সমুদ্রবাসী, নিত্য, মুঞ্জ-কেশী ও শান্তস্বরূপ। জীবগণ তাঁহা হই-তেই মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করে। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমান্, বিবস্বান্, হয়গ্রীব, চতুর্ম্মূর্ত্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানদৃশ্য, ক্ষর ও অক্ষর। তিনি অব্যাহতগতিপ্রভাবে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়। হে শিষ্যগণ! অপনোদন পূর্ব্বক এই রূপে এই সমুদায় অবগত তোমরা জিজ্ঞাসা করাতে বি[illegible] সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তোমরা আমার বচনানুসারে বেদপাঠ দ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতিগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় একান্ত অনুরক্ত হও।

হে জনমেজয়! ধীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋগ্বেদ পাঠ দ্বারা নারায়ণের স্তব করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের আচার্য্য বেদব্যাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার রোগের লেশমাত্রও থাকে না। প্রত্যুত তিনি অলৌকিক রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া থাকেন। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। কামী ব্যক্তিরা পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ুযুক্ত হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যাতা দোষ দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বজ্ঞতা, ক্ষত্রিয়েরা বিজয়, বৈশ্যগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য, শূদ্রগণ সমুদায় সুখ, পুত্রবিহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পতি লাভ করে। গর্ভিণী গর্ভ-বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্র প্রসব করে। পান্থ-জনেরা পথিমধ্যে এই স্তব পাঠ করিলে নিরাপদে পথ অতিক্রম করিতে পারে। ফলতঃ এই স্তব পাঠ করিলে যে যাহা কামনা করে, সে অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। [illegible]গণ এই মহর্ষি বেদব্যাসের মুখনির্গত নারায়ণমাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগম-

...নায়াসে পরম সুখে থাকেন।

...শদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

...নমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্যাস শিষ্যগণের সহিত যে সমস্ত নামো-চ্চারণ পূর্ব্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়া-ছিলেন, সেই সকল নামের প্রকৃত অর্থ কি? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি তাহা শ্রবণ করিয়া শরৎকালীন বিমল শশাঙ্ক-মণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগ-বান্ হরি অর্জ্জুনের নিকট আপনার গুণ ও কর্ম্মানুসারে নাম সমুদায়ের যেরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা অর্জ্জুন বাসু-দেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অধিপতি। তুমি লোকসকলকে অভয়প্রদান করিয়া থাক। এক্ষণে মহর্ষিগণ বেদ ও পুরাণমধ্যে তোমার যে সমস্ত গুণকর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তন করি-য়াছেন, তৎসমুদায়ের অর্থ জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া উহা ব্যক্ত কর। তোমা ব্যতিরেকে উহা কীর্ত্তন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহর্ষি-গণ বেদচতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে আমার প্রভূত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কর্ম্ম-সম্ভূত নাম সমুদায়ের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পর-মাত্মারে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তিস্থান। তিনিই ভূলোক ও দ্যুলোক-রূপে লোকসকলকে ধারণ করিয়া রহিয়া-ছেন। তিনি কর্ম্মফল ও চিন্মাত্রস্বরূপ। তিনি সকল লোকের আত্মা ও আরাধ্য। তাঁহা হইতেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতেছে। তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক, চিরন্তন পুরুষ ও বিরাট তিনি লোকের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই অনু-গ্রহে একটী পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাঁহারই প্রসাদে ঐ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক রুদ্র প্রাদুর্ভূত হন। এই রূপে ব্রহ্ম ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র। জটাজূট সম্পন্ন শ্মশানালয়বাসী কঠোরব্রত-পরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষযজ্ঞ-বিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাটক রুদ্রদেব নারায়ণের অংশস্বরূপ। আমি সকলের আত্মা; রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ; এই নিমিত্তই আমি তাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। যদি আমি তাঁহার অর্চ্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না। আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। নিয়মসমুদায় সকলেরই আদরণীয় হয়; এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আমার পূজায় নিরত করিবার অভিলাষে রুদ্র-দেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি। যিনি রুদ্রদেবকে জানেন, তিনি আমারেও জ্ঞাত আছেন; যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমারও অনুগত। রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা। আমরা আত্মরূপে

সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উঁহাদিগকে কার্য্যসমুদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। রুদ্রভিন্ন আর কেহই আমারে বরপ্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্র দেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোন দেবতারেই প্রণাম করি না। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের পূজ্য নারায়ণকে অর্চনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও ক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা, বরদাতা হরিরে নমস্কার কর।

এই জগতে আমার ভক্তেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একান্ত ভক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা আমা ভিন্ন আর অন্য দেবতার উপাসনা করে না। আমিই তাহাদিগের অনন্যগতি। তাহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর ভক্তগণ ফল কামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সুতরাং চরমে তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা একান্ত ভক্তিসহকারে ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সেবা করিয়াও চরমে আমারে প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর ও নারায়ণ। আমরা কেবল পৃথিবীর ভার লাঘবের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি যে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ অবগত আছি। অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি মানবদিগের একমাত্র আশ্রয়

সলিল নর হইতে উঁহার নাম নার। ঐ নার অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল; আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে। বসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করি এবং সমুদায় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম বাসুদেব। বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান। আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা, আমি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতে সমুদায় জীব সম্ভূত ও পুনরায় আমাতে লীন হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। মানবগণ দমগুণ দ্বারা সিদ্ধিলাভ বাসনায় ত্রিলোকস্বরূপ আমারে কামনা করে বলিয়া আমার নাম দামোদর হইয়াছে। পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত। ঐ বেদাদি পদার্থ সমুদায় আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে; এই কারণে আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপে নিপাতিত করিলে, ত্রিত "হে পৃশ্নিগর্ভ! আমারে উদ্ধার কর, এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাতে উদপান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল কিরণজাল প্রকাশিত হয়, সে সমুদায় আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমারে কেশব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা উতথ্য স্বীয় পত্নীতে গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উতথ্যপত্নীর সহবাস-বাসনায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি আগমন করিলে ঐ

সম্বোধন করিয়া ... ! আমি জননীর গর্ভে ... তেছি ; অতএব আপনি আর ... জননীরে আক্রমণ করিবেন না। ... গর্ভস্থ বালক এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহারে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, যখন তুমি আমারে সম্ভোগসুখে বঞ্চিত করিলে, তখন নিশ্চয়ই জন্মান্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্ধ হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়; কিন্তু পরিশেষে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বারংবার আমার 'কেশব, এই নাম কীর্ত্তন করিয়া চক্ষুলাভ করে। তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! কি দেবতা, কি ঋষি যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার "কেশব,, এই নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাঁহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। অনল ও চন্দ্র ইহারা উভয়ে একস্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছে। উহারা তাপপ্রদান ও বস্তুপ্রকাশন দ্বারা লোকসমুদায়কে আহ্লাদিত করে বলিয়া হৃষীনামে অভিহিত হয়। ঐ অগ্নি ও চন্দ্র আমার কেশস্বরূপ বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অগ্নি ও চন্দ্র এক যোনি হইতে কি রূপে উৎপন্ন হইলেন? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি উহা নিরাকৃত কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্ভূত একটী পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেবমানের সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদায় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ অহিংসক চিন্তামণিস্বরূপ প্রবৃত্তিবিশেষপ্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। এই স্থলে শ্রুতিমূলক একটী দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। "মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না; কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন, তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের রজনীস্বরূপ।"

অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণ বিষয়ে প্রধান হইলেন, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতিপ্রদান করা হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতসমুদায় সৃষ্টি করিয়া লোক প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিরে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কর্ত্তা এবং দেবতামনুষ্যাদি সমুদায় লোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি

মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রবলে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক যজ্ঞে আহুত সমুদায় সোমরস পান, এক মুখ দ্বারা অন্নভোজন ও অপর মুখ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজ হ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরস পানে বিশ্বরূপকে পুলকিতগাত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! বিশ্বরূপ সমুদায় যজ্ঞে সোমরস পান করিতেছে। আমরা একেবারে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশ হীনবীর্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! মহর্ষি দধীচি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

ভগবান্ কমলযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নির্ব্বিঘ্নে আপনার তপোনুষ্ঠান হইতেছে ত? তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমারে তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা আমারে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। তখন দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকের হিতার্থে আপনারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবগণ এই কথা কহিলে মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তথাস্তু বলিয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিলেন। দধীচি দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রহ্মাস্থিসম্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাহার শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। সুররাজ তাহারেও অচিরাৎ বজ্র দ্বারা বিনাশ করিলেন।

এই রূপে দুইটী ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত দেবরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া মানসসরোবরসম্ভূত নলিনীর মৃণালসূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকনাথ শচীপতি ব্রহ্মহত্যাভয়ে পলায়ন করিলে, জগৎ ঈশ্বরশূন্য হইল; দেবতাদিগের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল; মহর্ষিদিগের মন্ত্রে প্রভাব রহিল না; চতুর্দ্দিকে রাক্ষসকুল বদ্ধমূল হইতে লাগিল; বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং ত্রিলোক বলবীর্য্যবিহীন ও সুতেজঃ হইয়া উঠিল।

এই রূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইলে মহর্ষি ও দেবগণ একত্র হইয়া আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। নহুষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ব্বভূততেজোহর প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম প্রীত হইল। কিয়দ্দিন পরে রাজর্ষি নহুষ, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি শচীব্যতীত ইন্দ্রো-

...অধিকার করিয়াছি; ...শচীরে অধিকার করিবার... তাঁহার নিকট গমন করি। আয়ুঃপু... বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি; অতএব তুমি আমারে ভজনা কর।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি ভাবত ধার্ম্মিক, বিশেষত চন্দ্রবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব পরস্ত্রী স্পর্শ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। নহুষ কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি। তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত; অতএব তোমারে অধিকার করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তখন ইন্দ্রাণী মনুষ্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি একটী ব্রত প্রতিপালন করিতেছি, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। কয়েক দিন মধ্যে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব। শচী এই কথা কহিলে, নরপতি নহুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী নহুষভয়ে নিতান্ত কাতরা হইয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগুরু শচীরে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া ধ্যানবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, সৌভাগে! তুমি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবী উপশ্রুতিরে আহ্বান কর; তাঁহার প্রভাবেই তোমার ভর্ত্তৃসন্দর্শন লাভ হইবে। শচী তখন পতিব্রতানিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিরে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রাণী আহ্বান করিবামাত্র উপশ্রুতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্রাণি! এই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে তোমারে কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন শচী তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে সত্যময়ি! আমি যাহাতে ভর্ত্তৃসন্দর্শন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। শচী এই কথা কহিলে, দেবী উপশ্রুতি অচিরাৎ তাঁহারে মানস সরোবরে উপনীত করিয়া, মৃণালগ্রন্থিপ্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহধর্ম্মিণী শচীরে একান্ত কৃশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট ইতিপূর্ব্বে আমি সমুদায় লোকের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজি আমি এই মৃণালতন্তুমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছি। দেবী শচী আমার অনুসন্ধান করিয়া দুঃখিত মনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মৃণালসূত্র হইতে নির্গত হইয়া শচীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! এক্ষণে কেমন আছ? শচী কহিলেন, নাথ! রাজা নহুষ আমারে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে। আমিও তাহারে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র শচীর নিকট সেই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি রাজা নহুষের নিকট গমন করিয়া বল, মহারাজ! ইন্দ্রের মনঃপ্রীতিকর নানাপ্রকার বাহন আছে, আমি তাহাতে অনেক বার আরোহণ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব্ব ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আমারে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর। বাসব এই কথা কহিলে শচী পুলকিত মনে অবিলম্বে নহুষসন্নিধানে গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও মৃণালগ্রন্থি মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন।

শচী নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইবামাত্র

নহুষ তাঁহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, সুরসুন্দরি! তুমি আমারে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে? শচী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনারে ভজনা করিব; কিন্তু আমার মনে একটী অভিলাষ আছে, আপনারে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ইন্দ্রের সহিত নানাপ্রকার যানে আরোহণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমারে আমার বাসস্থান হইতে আনয়ন কর।

শচী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে, মহারাজ নহুষ ঋষিবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক শচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরে যানের গতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত বাহক মহর্ষিগণকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্য দেব বাস করিতেছিলেন। তিনি আপনার দেহে নহুষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! তুই নিতান্ত অকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। অতএব এক্ষণে আমি তোরে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, তদবধি তুই সর্প হইয়া তথায় অবস্থান কর। অগস্ত্য দেব এই কথা কহিবামাত্র নহুষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

নহুষ নিপতিত হইলে ত্রিলোক পুনরায় ইন্দ্রশূন্য হইল। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহারে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। বরদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে [illegible]নার পদলাভে সমর্থ হ[illegible]। এই কথা কহিলে, দেবতা ও মহা[illegible] অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কু[illegible] তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা শচীরে কহিলেন, সুভগে! তুমি অবিলম্বে দেবরাজকে আনয়ন কর। তখন দেবী শচী পুনরায় সেই মানসসরোবরে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্রও শচীর বাক্য শ্রবণে অচিরাৎ সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণবর্ণ অতি পবিত্র এক অশ্ব প্রোক্ষিত করিয়া সেই অশ্বেই ইন্দ্রকে আরোপণ পূর্ব্বক স্বস্থানে উপনীত করিলেন। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বনিতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো সমুদায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুবধ করিয়া পুনরায় দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। এই অবসরে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহারে দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গার সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থল আহত হইবামাত্র তাহাতে শ্রীচিহ্ন অঙ্কিত হইল। সেই অবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১ অদিতি দেবতারা এই
... দিয়া অসুরগণকে বিনাশ
তাহার করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্ন
... বিক্রিরিয়াছিলেন। তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে বুধ ব্রতসমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদিতি দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য ব্যক্তি অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না, এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বুধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বুধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদিতিরে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার উদরে একটী ব্যথা জন্মিবে।

প্রজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, ধর্ম্মকে দশটী, মনুরে দশটী এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটী প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নিশানাথ রোহিণীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অপর পত্নীগণ নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। কন্যাগণ এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে সমাক্রান্ত হইবে। অনন্তর চন্দ্র দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষ্মরোগে সমাক্রান্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, বৎস! তুমি আমার কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রকাশ কর নাই বলিয়া, আমি তোমারে শাপ প্রদান করিয়াছি। ঐ সময় ঋষিগণ চন্দ্রকে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাপতে! তুমি যক্ষ্মরোগপ্রভাবে ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম সমুদ্রেরও সমীপে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন করিয়া স্নান কর, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে। ঋষিগণ এই কথা কহিলে, চন্দ্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রমা ঐ তীর্থজলে অবগাহন পূর্ব্বক দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান চন্দ্রমা প্রতি পৌর্ণমাসীর পর দিন দিন এক এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত হন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার শরীরে মেঘলেখা সদৃশ শশলাঞ্ছন পরিস্ফুট রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে একদা স্থূলশিরা নামে এক মহর্ষি সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্ব দিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শীতল সমীরণ স্পর্শ হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ তপোময় মহর্ষি বায়ুস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিরে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি স্থূলশিরা তদ্দর্শনে তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি আর তোমরা সকল সময়ে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ বড়বামুখ নামে মহর্ষি হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে তপশ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় রোষ-

জনিত গাত্রোত্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত এবং স্বেদজল সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহারে কহিলেন, হে নদীনাথ! অদ্যাবধি তোমার জল অপেয় হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, সেই সময়ই তোমার জল সুমধুর হইবে। এই কারণবশতঃ অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলেই সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করাতে হিমালয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। হিমাচল রুদ্রদেবকে কন্যাপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিবার পর মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পর্ব্বতেশ্বর! তুমি আমারে তোমারই কন্যাটী সম্প্রদান কর। তখন হিমালয় কহিলেন, মহর্ষে! আমি রুদ্রদেবকে কন্যাসম্প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। হিমাচল এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহারে কহিলেন, যখন তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপপ্রভাবে আজি অবধি আর তুমি রত্নভাজন হইবে না। অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে হিমাচল রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয়। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সসাগরা ধরিত্রী উপভোগ করিতেছেন। এই রূপে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি ও সোমকর্ত্তৃক জগৎসংসার রক্ষিত হইতেছে।

অগ্নিস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নিরন্তর এই জগতের হর্ষবিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণজাল আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত আমি হৃষীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্রকর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিম্মণির ন্যায়, এই নিমিত্ত লোকে আমারে হরি বলিয়া থাকে। আমি সমুদায় প্রাণীর ধামস্বরূপ এবং আমা হইতেই ঋত অর্থাৎ সদ্বিচার নিষ্পত্তি হয়; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা আমারে ঋতধামা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত দেবগণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন। আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি; এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি যাস্ক সমুদায় যজ্ঞে আমারে ঐ গূঢ় নামে স্তব করিয়া আমার প্রসাদে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছে। আমি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করি। কোন কালে জন্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল অথবা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদায় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমারে সত্যনামে কীর্ত্তন করেন। আমি কখন সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হই নাই। আমা হইতেই সত্ত্বগুণের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সত্ত্বগুণসহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই আমারে দর্শন করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত আমার সাত্বত নাম বিখ্যাত হইয়াছে। আমি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই নিমিত্ত আমি কৃষ্ণনাম ধারণ করিয়াছি। আমি কুণ্ঠিত না হইয়া সলিলের সহিত পৃথিবীরে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুরে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ

আমি কখনই নির্ব্বাণ-হইতে চ্যুত হই নাই ; এই আমার নাম অচ্যুত। অধঃশব্দে পৃথিবী, অক্ষশব্দে আকাশ ও জশব্দে ধারণকর্ত্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে। শব্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইয়া আমার অধোক্ষজ নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্তব করেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহারেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না। প্রাণিগণের প্রাণধারণের হেতুভূত ঘৃত আমার তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমারে ঘৃতার্চ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পিত্ত, শ্লেষ্ম ও বায়ু এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতু প্রভাবেই প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি সেই তিন ধাতুস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি। এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা আমারে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবান ধর্ম্ম জনসমাজে বৃষ নামে বিখ্যাত আছেন। এই নিমিত্ত নৈর্ঘণ্টক নামক বৈদিক কোষে আমারে বৃষ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিতেরা কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি আমারে বৃষাকপি নাম প্রদান করিয়াছেন। কি দেবগণ, কি অসুরগণ কেহই আমার আদি মধ্য ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি পাপস্পর্শনা করিয়া পবিত্র বাক্য সমুদায় শ্রবণ করি, এই নিমিত্ত আমার নাম শুচিশ্রবা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি একদন্ত ও ত্রিককুদ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম ; এই নিমিত্ত একশৃঙ্গ ও ত্রিককুদ নামে বিখ্যাত হইয়াছি।

সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা যাঁহারে বিরিঞ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পণ্ডিতেরা আমারে বিদ্যাসহায়বান্ আদিত্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা বেদমধ্যে সংস্তুত হইয়া থাকেন এবং যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা পূজিত হন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ। আমি একবিংশতি সহস্র শাখাসম্পন্ন ঋগ্বেদ, বেদবিৎ মহর্ষিগণগীত আরণ্যক বেদমধ্যে সহস্রশাখাযুক্ত সামবেদ, ষট্পঞ্চাশত অষ্ট ও সপ্তত্রিংশত শাখাযুক্ত যজুর্ব্বেদ এবং মারণোচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক কার্য্য পরিপূর্ণ পঞ্চকল্পাত্মক অথর্ব্ব বেদস্বরূপ। বেদমধ্যে যে সমস্ত শাখাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সমস্ত শাখায় যে সকল গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদায় গীতের যে সকল স্বর ও বর্ণোচ্চারণপ্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মৎকৃত। আমি বরদাতা হয়গ্রীব ; আমি বেদপাঠের পদ বিভাগ ও অক্ষর বিভাগ সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। মহাত্মা পাঞ্চাল আমারই অনুগ্রহে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদ বিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব্বমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে বর লাভ ও অত্যুৎকৃষ্ট যোগ লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদ বিভাগ ও শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ডরীক সাত জন্ম জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমারই অনুগ্রহে যোগসিদ্ধি লাভ করেন। আমি কোন কারণবশত ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মযানে

আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংশ করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রনিক্ষিপ্ত শূলের প্রখর তেজঃপ্রভাবে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হইয়া গেল। এই নিমিত্ত আমার নাম মুঞ্জকেশ হইয়াছে। অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নরনারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠগ্রহণ করিলে নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবামাত্র পরশুর আকার ধারণ করিল। তখন নর সেই পরশু রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তদণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই কারণ আমার নাম খণ্ডপরশু হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! রুদ্র ও নরনারায়ণের সেই ত্রৈলোক্যবিনাশন যুদ্ধে কে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এইরূপে রুদ্র ও নরনারায়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় লোক অতিশয় ভীত হইল। ঐ সময় হুতাশন যজ্ঞীয় হ. মহর্ষিগণের মুখে বেদ রজ ও তমোগুণ দেবগণের অ. মণ করিল। আকাশস্থ সমস্ত পদ. তিত হইতে লাগিল। চন্দ্রসূর্য্যপ্রভৃ.. জ্যোতিষ্কসমুদায় জ্যোতির্হীন হইয়া গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। সাগর শুষ্কপ্রায় ও হিমাচল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থলে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! আপনি বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দ্দ্বন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা; এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি। ইঁহারা এক্ষণে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণ বশতঃ সেই [illegible]ের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমার [illegible] অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত [illegible] বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। অচিরাৎ ত্রিলোকের শান্তিলাভ হউক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব ক্রোধ পরিসংহার পূর্ব্বক আদিদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া মহেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রুদ্র! যে ব্যক্তি তোমারে জানে, সে আমারেও জ্ঞাত আছে। আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমা

...মোদিগের উভয়ের ...প্রভেদ নাই। এ ...যেন বিপরীত সংস্কার না ...আমার বক্ষঃস্থলে তোমার নিক্ষিপ্ত ...লের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা শ্রীবৎস নামে প্রথিত হইবে এবং আমি তোমার কণ্ঠ গ্রহণ করাতে, উহাতে একটী করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম শ্রীকণ্ঠ হইবে।

রুদ্র ও নারায়ণ এই রূপে পরস্পর পরস্পরের চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ বিদায় হইলে তপোধনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনরায় স্থিরচিত্তে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রনারায়ণসংগ্রামে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দ্দিষ্ট আমার নামের প্রকৃত অর্থসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। আমি এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া জয় লাভ করিয়াছ। তোমার সংগ্রামের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমারে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি যে সমস্ত শত্রুসংহার করিয়াছ; তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তুমি কেবল উপলক্ষমাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতিরে পূতমনে নমস্কার কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! মহর্ষিগণ তোমার মুখে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। নারায়ণকথা শ্রবণ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সমুদায় আশ্রমে গমন ও সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হয় না। এই সর্ব্বপাপবিনাশন পরমপবিত্র নারায়ণকথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণের অদৃশ্য। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অনুগ্রহবশতই তাঁহারে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি কারণে পুনর্ব্বার নর ও নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! সর্পসত্রের অবসানে অন্যান্য কার্য্যসমুদায় আরব্ধ হইলে, মহারাজ জনমেজয় বেদনিধান ভগবান্ বেদব্যাসের তুল্য মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত কতকাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ধৃত হয়, যেমন বেদ হইতে আরণ্যক ও ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যানপরিপূরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ নারা-

য়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই। আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা অর্জ্জুন যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রিয়সখা, বোধ হয় ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল না থাকিলে যাঁহারে দর্শন করা যায় না, সেই লোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে। অতুলতেজঃসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য। কারণ তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহপ্রভাবে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায় কত দিন অবস্থান করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি অমিততেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধন নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া তৎ . . . করিতে করিতে সুমেরু . . . করিলেন এবং তথায় সমু . . . "আমি এতাদৃশ দূরপথে গমন . . . কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলাম," এই চিন্তা করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সুমেরু পর্ব্বত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপশ্চরণনিরত ব্রতধারী আত্মনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভা সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে জটাভার, চরণতলে চক্রচিহ্ন, করতলে হংসচিহ্ন, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল অতিসুবিস্তীর্ণ। তাঁহারা উভয়েই মুষ্কচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং ষষ্টিসংখ্যক ক্ষুদ্র ও আটটী বৃহৎদন্ত যুক্ত। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় অতি গভীর, মুখমণ্ডল অতি রমণীয়, ললাটদেশ অতি প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রূযুগল, হনু ও নাসিকা অতি মনোহর। দেবর্ষি নারদ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারাও তাঁহারে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক "আমি শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এই মহাপুরুষদ্বয়ও সেইরূপ," এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ শমদমাদিগুণসম্পন্ন নরনারায়ণ পূর্ব্বাহ্নকৃত . . . সমাপন পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা

...নম করিলেন। এই ...র্ন জন একত্র উপবিষ্ট ...দিগের তেজঃপ্রভাবে হুত হুতা-প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেমন সুশোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল।

অনন্তর নরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতক্লম দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান পরমাত্মার স...হিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না, তাহা কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, শ্বেতদ্বীপে বিশ্ব...পী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ...কার লাভ করিয়াছি। দেবতা ও ঋষিগণসম-বেত সমুদায় লোক তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনাদিগের উভয়কে সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হই-তেছে, যেন আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবলোকন করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পার্শ্বে আপনাদিগকে সন্দর্শন করিয়া-ছিলাম, আবার অদ্য এ স্থলে আগমন করি-য়াও আপনাদিগকে দর্শন করিতেছি। আপ-নারা ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই তাঁহার সদৃশ শ্রীমান্, তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদায় ধর্ম্ম এবং স্বয়ং যে যে রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যে সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞ ও নারায়ণ-ভক্ত এবং সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বসংহারকর্ত্তা, সর্ব্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার তুল্য বল ও দ্যুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপশ্চরণ পূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপ-নাকে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত করি-ছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। তিনি অবনী-তলে অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান ও সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া অতি কঠোর তপোনু-ষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদায় হব্যকব্য প্রদান করেন, তৎসমুদায়ই সেই পরমপুরুষের চরণে নিপ-তিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমু-দায় তিনি শিরোধার্য্য করেন। সুতরাং ত্রিলোকমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনু-রক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে, একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্ব্বা-পেক্ষা প্রিয়তর। আমি এই রূপে শ্বেত-দ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি অবলোকন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক এস্থলে আগমন করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগের সহিত এই আশ্রমে অবস্থান করিব।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নর-নারায়ণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি যে শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধ-

মূর্ত্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়াছ ; অতএব তুমি ধন্য ও ভগবানের অনুগৃহীত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহেন। সেই অব্যক্তপ্রভব ভগবান্ নারায়ণের সন্দর্শন লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তোমারে আপনার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ব্যতিরেকে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্য বস্তু দ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া উহাঁরে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সত্ত্বোৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর। তমোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ, অদৃশ্য ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, [illegible] স্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে [illegible] হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে তপোধন! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের আলয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যে সমস্ত মূর্ত্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদায়ের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছি। আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত সমুদায় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমায় শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান্ নারায়ণের সহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সংকল্প করিয়াছ, তাহাও অবগত হইয়াছি। সেই দেবাদিদেব এই বিশ্বমধ্যে যে সমস্ত শুভাশুভ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তোমার নিকট তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মহাত্মা নরনারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমপুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্রজপে একান্ত অনুরক্ত ও সেই নরনারায়ণের পূজায় নিতান্ত নিরত হইয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্য সমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপো-

...র কার্য্যে প্রবৃত্ত ...ভের নিমিত্ত কাহার ...ছ, তাহা আমার নিকট ...।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনিই কহিয়াছিলেন দেবগণের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবই পরম যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে নিরন্তর নারায়ণের উপাসনা করিতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়াও অভিশাপবশত সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহস্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার উপাসনা করিতেছি। শ্রুতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, দেবগণ অগ্নিস্বাত্তাদিরে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিস্বাত্তাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিস্বাত্তাদির নিকট বেদাধ্যয়ন করাতে অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ ও পিতৃগণ যে ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পিণ্ডত্রয় প্রদান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে পিতৃগণ কি রূপে পিণ্ডসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারা সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীরে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে কর্দ্দমাক্তিত দেহে পূর্ব্বাস্য হইয়া ভূমিতে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসমুদ্ভূত স্নেহগর্ভ তিল দ্বারা সেই কুশ প্রোক্ষণ পুরঃসর দংষ্ট্রা দ্বারা তিনটী মৃণ্ময় পিণ্ড উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকের নিয়ম সংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, আমিই লোকসমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার দন্ত দ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়াছে; এই নিমিত্ত অদ্যাবধি পিণ্ডসমুদায় পিতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি এই যে পিণ্ডত্রয়ের সৃষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক। পণ্ডিতেরা আমারেই পিণ্ডত্রয়ে অবস্থিত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য কেহই নাই। কেহই আমার পিতা নহে। আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহস্বরূপ। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ ইহা কহিয়া বারাহপর্ব্বতে পিণ্ডদান পূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি পিতৃগণ পিণ্ডনামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফল লাভ হইয়া থাকে। সুখদুঃখবিহীন ভগবান্ নারায়ণ নিরন্তর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ নরনারায়ণের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি নরনারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথায় বিশ্বরূপ হরিকে সন্দর্শন করিয়া হিমালয়পর্ব্বতস্থিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নরনারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। আজি তুমি আমার নিকট এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সেই অনাদিনিধন নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি তাহার নিস্তার নাই। যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্বেষ করে, সে সকলেরই দ্বেষ্য ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনন্তকাল ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তাঁহার দ্বেষ করিলে আত্মদ্বেষী হইতে হয়। আমাদিগের উপাধ্যায় গন্ধবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও ধর্ম্মবিধি বিবিধ ধর্ম্মোপদেশপ্রদানে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধযজ্ঞের সংকল্প করিয়াছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সমারব্ধ হউক।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক ! নরপতি জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তুমি এই সমুদায় মহর্ষিসমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এ... লাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি না... গণ ও মহর্ষিসমুদায়ের সম... স্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন... ছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সমুদায় মহা... ত্রিভুবনের অধিপতি। তিনি বেদের বিধাতা তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শমদমাদি নিয়মসমুদায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে পূজা করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের হিতার্থে অসুরদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন। তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও অভয়দাতা। তিনি সগুণ ও নির্গুণ বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও খাতাদির ফলভাগহারী। সেই দুর্জ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিদিগকে উৎকৃষ্ট গতিবিধান করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহারে ত্রিলোকের আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই ত্রিলোকসাক্ষী জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন ; অতএব আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে ! আমি তোমার মুখে সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য, ধর্ম্মের আলয়ে নরনারায়ণ রূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহকৃত পূর্ব্বতন পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে ঈশাণকোণে হব্যকব্যভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ হয়গ্রীবের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হয়গ্রীবকে

...এক্ষণে জিজ্ঞাসা ...লিক হয়গ্রীবের রূপ ...ই বা কি প্রকার? আর ...পিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত পবিত্র ...নিরীক্ষণ করিয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীর্ত্তন কর। তুমি পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তির বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হয়গ্রীব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কি কারণে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়? আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইহলোকে যে সমস্ত দেহাদি দৃশ্যপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের সংকল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যে রূপে প্রলয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয়, তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, ...ন মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মায় ও জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। তখন সমুদায়ই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না।

এক্ষণে যে রূপে উৎপত্তি হয়, তাহাও শ্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মাই প্রকৃতির মূল ও অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক। সেই অনিরুদ্ধনামক হরি বিদ্যাসহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকার পূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদায় জলময় নিরীক্ষণ করিয়া, সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতসমুদায়ের সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যসঙ্কাশ পদ্মের পত্রে নারায়ণনিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদ্দর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ কহিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধু দৈত্য উৎপন্ন হউক। তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অতিশয় কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অসুরদ্বয় ঐ পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মারে বেদসৃষ্টি করিতে দেখিয়া তাহাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা কমলযোনির নিকট হইতে সেই বেদগ্রহণ পূর্ব্বক

সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্! বেদ আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল; বেদ আমার তেজ ও উপাস্য বস্তু। এক্ষণে মধুকৈটভনামক দানবদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিয়াছে। বেদবিরহে আমি লোকসমুদায় অন্ধকারময় দেখিতেছি। বেদব্যতীত আমি কি রূপে লোক সৃষ্টি করিব? ফলত বেদ বিনষ্ট হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। আজি কোন্ ব্যক্তি সেই বেদসমুদায় আনয়ন করিয়া আমারে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবে। কমলযোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ দুঃখপ্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে স্তব করত কহিলেন, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পূর্ব্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাঙ্খ্যযোগনিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও শ্রেয়পথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভূ, তোমারে নমস্কার। আমি তোমার অনুগ্রহেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। প্রথমে তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার অণ্ডমধ্য হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে আমি তোমার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভূ। আমি তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুস্বরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয় আজি আমার সেই চক্ষু অপহরণ করাতে আমি এক্ষণে অন্ধ প্রায় হইয়াছি। অতএব একবার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] কর। তুমি আমার প্রতি [illegible] আমিও তোমার প্রতি সেইরূ[illegible] করিয়া থাকি।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদোদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। ঐ সময় তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার শরীর ও নাসিকাদি অবয়ব সমুদায় চন্দ্রতুল্য কমনীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যকিরণ কেশপাশ, আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়, মহাসমুদ্রদ্বয় ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্ত সমুদায়, গোলোক ও ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ঘোরতর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক উদাত্তাদি স্বরসমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধুকৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল। অসুরদ্বয় বেদ নিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমুদায় বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহাসমুদ্রে ঈশানকোণে স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন [illegible] স্বয়ং পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রিত [illegible]লেন।

এ দিকে মধুকৈটভ [illegible] সেই শব্দের

...ক কুত্রাপি কিছুমাত্র ...করিয়া পরিশেষে যে স্থানে ...রূপ করিয়াছিল, তথায় আগমন বেদ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্ব্বেই বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা ঐ স্থানে উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহারা পুনরায় রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ অমিতপরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদিপুরুষ নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্ত-শয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করা ইহারই কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা অসুরদ্বয় এই স্থির করিয়া নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক এ কে, কি নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে? উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্যবিন্যাশ পূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকন পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদিগের উভয়কেই এককালে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মায় শোকাপনোদন হইলে কমলযোনি বেদ ও নারায়ণের সহায়-বলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে মধুকৈটভের বিনাশসাধন, ব্রহ্মার অন্তরে লোক সৃষ্টির বুদ্ধি প্রতিষ্ঠান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এই রূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণবৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন, তাঁহার কখনই বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন জন্মে না। পূর্ব্বে পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক হয়-গ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণকে আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমারে ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তিনি কার্য্য-সাধন করিবার নিমিত্ত যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাসনা করেন, তখনই সেই-রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। তিনি সাঙ্খ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম। যজ্ঞসমুদায় তাঁহারই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরমগতি সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মস্বরূপ। ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা সমুদায় নারায়ণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ফলত নারায়ণই এই সমুদায় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ। তিনিই অধিষ্ঠানকর্ত্তা, পৃথক্‌বিধ করণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব। যাঁহারা হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরিই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যতি-দিগের মনোভিলাষ সমুদায় পরিজ্ঞাত হই-তেছেন; কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মারা কোন-ক্রমেই তাঁহার অভীষ্ট অবগত হইতে সমর্থ হন না। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহাঁরা দৈব ও

পৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহারে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিভূতি ও নির্গুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেমন ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহারে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঊনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণ একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি পুণ্যপাপবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগের পরমগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত একান্ত ভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। যখন একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্ত্তি বাসুদেবে লীন হন, তখন একান্তধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারা নিরন্তর যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কি রূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, অত এব আপনি ঐ সংশয় অপনোদন পূর্ব্বক আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহারে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনর্ব্বার স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষিদিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগতের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদনবিনিঃসৃত আরণ্যকবেদের সহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যুগধর্ম্মের বিবাহ, বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে ঐ ধর্ম্ম শিক্ষা করাইয়া মায়াতীত পরম স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্ব্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণমুখনির্গত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুরে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্মই কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুক্ষিনামারে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভূত ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধিপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ্‌নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীরে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা

দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুরে, এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুরে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান্ রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম কীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন। ঐ মহাত্মারে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিতে এবং কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবমূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণসমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পঞ্চইন্দ্রিয়স্বরূপ। উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা, কার্য্য ও কারণ। উনি ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদবলে তোমার নিকট দুর্জ্ঞেয় ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এই জগৎ হিংসাপরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। সমুদায় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকট এই রূপে এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। একান্ত অনুরক্ত নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা চরমে চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকেন।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রতপরায়ণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিনপ্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উহাঁরা সত্ত্বগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে সমর্থ হন এবং মুক্তি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহারে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল যতি মোক্ষলাভার্থ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা যাহাঁদের জন্মমরণদুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হন। নারায়ণাত্মক মুক্তি লাভের নিমিত্ত একান্তমনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সাঙ্খ্য ও যোগধর্ম্মের অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানবান্ মনুষ্য সেই ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্ম-

মৃত্যুজনিত দুঃখভোগসময়ে নারায়ণকর্তৃক কৃপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞানলাভ করে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিরে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষকে বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না। ঐরূপ ব্যক্তি লোক পিতামহ ব্রহ্মারই কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাহাদিগকে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ কি রূপে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ যখন মোক্ষার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্মস্বরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যযোগ, আরণ্যকবেদ ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্র সমুদায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত। মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সলিলপ্রবাহ যেমন মহাসাগর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সেই মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানসমুদায় সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা ব্যাস ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রীতিপূর্ব্বক এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর; এই নিমিত্ত অনেকেই উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, তুমি তাঁহার প্রতিই একান্ত ভক্তি প্রদর্শন কর।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সাংখ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞানশাস্ত্র সমুদায় লোকে প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদায় কি এক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, না পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা যথাবিধি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা তাঁহারে নারায়ণাংশসম্ভূত, বিভূতিযুক্ত, বেদনিধি, দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; অতএব কি রূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে

আমার গুরু ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমালয়ের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা এই পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার নিরন্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থ পাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণপরিবেষ্টিত ভূতপতির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

এক দিন আমরা অবসরক্রমে গুরু বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকট সমুদায় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। তখন তত্ত্ববিদগ্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে আমাদিগের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে যে রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তপোবলে তাহা আমার বিদিত আছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্জ্জিত ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে সপ্তমবার জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এক্ষণে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি কর। তখন ভগবান্ কমলযোনি দেবদেব নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তাঁহারে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনি উহার উপায়বিধান করুন

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কহিলে, নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিরে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবদেব নারায়ণ স্বয়ং তাঁহারে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি প্রজাগণের সৃষ্টি সাধনার্থ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ কর। মহাত্মা নারায়ণ এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে বুদ্ধি অবিলম্বে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নারায়ণ ব্রহ্মারে বুদ্ধিসমন্বিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে; অতএব সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টিবিধান কর। নারায়ণ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ অবিলম্বে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নারায়ণের মনে এই উদয় হইল যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বসুমতী দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরলাভ পূর্ব্বক অপরিমিত বলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করিবে; অতএব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা পৃথিবীর ভারাবতরণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নাগমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া, ইনি এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহাঁর পরিত্রাণ করা আমার [illegible] কর্ম্ম। অতঃপর আমারে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য

প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বিনীত দেবারিগণকে বিনাশ করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ "ভো" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল। অপান্তরতমা সমুদ্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তোমারে বেদ বিভাগ করিতে হইবে। নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মহর্ষি অপান্তরতমা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বেদবিভাগকার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংযমদ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, তুমি প্রতিমন্বন্তরে এইরূপ জন্মলাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমারে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কলিযুগ সমুপস্থিত হইলে, ভরতবংশে কৌরব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সম্ভূত হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকাতে তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া শমনসদনে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদ বিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কখনই বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুরাগপরিশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও তপোধনাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার তেজঃপ্রভায় সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশর নামে মহর্ষি জন্মপরিগ্রহ করিবেন; তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না এবং কিছুতেই তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। তুমি তপোবলে অনায়াসে অতীত যুগসমুদায় অবগত হইতে পারিবে এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্রধারণ পূর্ব্বক তোমার নয়নগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদায়ই আমা হইতে সম্ভূত। যে যেরূপ কামনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমারে এই কথা কহিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে আদেশ করিলেন।

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্ব্বে ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। এই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আমাদিগের উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্যযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যের, পুরাতন পুরুষ

ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাংখ্যযোগাদি সমুদায় শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহারে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ ঐ নারায়ণকেই অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বেদ ও অনুমানাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দিহান হয়, তাহারা কখন তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহারাজ! মহর্ষিগণ সাংখ্য, যোগ ও বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত হয়, সে সমুদায়ই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হওয়া উচিত।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে এবং সকলের উৎপত্তিস্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণ রূপে অভিহিত হন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছেন, সেই সর্ব্ববেদপ্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে ত্র্যম্বক-ব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবিহিত মনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণসপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাটদেশসমুৎপন্ন ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ কমলযোনির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রীত-মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহারে গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহারে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে তোমার তপ ও বেদাধ্যয়নের ত কুশল?

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল। সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলাম। আপনারে এই নির্জ্জন [illegible] অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার [illegible] যাহার পর নাই কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বত-

বাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই সুরাসুরসেবিত, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসা-শূন্য, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বহুসংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহারে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাকরণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! আমি বহুপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত হইয়া সধানবলে নির্গুণ হইতে পারিলে সেই নির্গুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন।

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান্ নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শম[illegible]াদিবিহীন মূঢ়দিগের জ্ঞানের অগোচর। [illegible] নিরাকার পুরুষ সমুদায় লোকের [illegible] অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্য্যস[illegible] নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদি[illegible] সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; [illegible]থচ আমরা কেহই তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরমসুখে সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে; এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি [illegible]রূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাংখ্য, বিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি, কিন্তু কোন রূপেই সেই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হুতাশন বিবিধ রূপে প্রজ্বলিত হন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভ কার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই নির্গুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রত্যু-

ম্নের, প্রত্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদন পূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগবিদ্ পণ্ডিতেরা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মারে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতেরা পরমাত্মারেই নির্গুণ, সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষ প্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহারে লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুত পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষই মন্তা ও মন্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রেয়, স্পর্শকর্ত্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শনীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনিই সমুদায় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ তাঁহারেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে পুত্র! সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরম তত্ত্ব বর্ণিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট এই রূপে নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ পিতামহের মুখে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কখন নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিলোকপূজিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অব্যাহত গতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রা[illegible]য় উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহারে য[illegible] সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক [illegible]প উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে[illegible]বর্ষে! আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সা[illegible]র ন্যায় এই

চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, উহা কীর্ত্তন করুন। দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রিবংশসম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যানুরক্ত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সদ্বৃত্তিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টসমাচরিত ধর্ম্ম এই তিনপ্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আ[illegible] উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহারে [illegible]ন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে [illegible] করিলেন। অতিথিও ব্রাহ্মণ[illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে তথায় [illegible]ষ্ট হইয়া পরিশ্রম শান্তি করিতে লা[illegible]লেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমধুর বাক্য শ্রবণে অতি[illegible] সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনারে [illegible]ভাবে কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে [illegible] শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে; কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব। এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মফলপ্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেছেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয় পূর্ব্বক আমারে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে। কিন্তু কোন্‌টী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা

নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোন ক্রমেই অপনীত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্সংযমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহপরিত্যাগ, কেহ কেহ উঞ্ছব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোন্টী শ্রেয়, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণসঞ্চালিত জলদের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

ষট্পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমারে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বসৃষ্টি সময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থিত নৈমিষারণ্যমধ্যে একটী নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই নাগ সদ্বংশসম্ভূত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভীষ্টগুণসম্পন্ন, সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, অনুকূলবাদী, নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ। তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করুন। তিনি অবশ্যই আপনারে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্ট ভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যাহার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে অপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন দিবাকর করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন; রাত্রি [illegible]য় উপস্থিত হইল। অতএব আপনি এই [illegible] আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন, [illegible]ত গমন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহি[illegible] সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকা[illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক

তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবর সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্টচিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমারে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুরবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ, এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শন লাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাঁহার দর্শন লাভের নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্! আমার পতিরে এক বৎসরের মধ্যে একমাস সূর্য্যের রথবহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথবহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশগমনের কারণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি আমারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শন লাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সুতরাং অবশ্যই আমারে তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না। ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র

আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং অতিথিসৎকারই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদের প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল, বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণ মাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইতে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে গমন কর। আমার এই ব্রতের বিঘ্ন করা তোমাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতমনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্য কর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীরে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত? আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই।

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্যপ্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথি সেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণ শুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমারে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য [illegible]দশ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য [illegible]লক্ষে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। [illegible] কোন রূপেই আমার নিকট স্বী[illegible]য় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সা[illegible]সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি [illegible]পনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতী[illegible] কালপ্রতীক্ষা

করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি। অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

একষষ্ট্যধিকত্রিশতম অধ্যায়।

নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাত করিতে বাসনা করিয়া আমারে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিদিগের অপেক্ষা নাগসম্প্রদায় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি যে তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত [illegible]ন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর [illegible] করেন না। অতএব নৈসর্গিক [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত [illegible] করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। অ[illegible] যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলি[illegible] করিয়া আপনারে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণ পূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌন দ্বারা জ্ঞানলাভ, দানদ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবা[illegible] দ্বারা বাগ্মিতা ও পরলোকে সম্মানলাভ [illegible] থাকে। ভূমি দান করিলে, পুণ্যাশ্রমব[illegible] দিগের তুল্য সদ্গতি ও ন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিলে শুভফল লাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলপ্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শ্রবণে শ্রেয়োনাশক [illegible]পস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজি তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনারে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর ভুজগরাজ ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যা-নুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমু-পস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক আপনার এস্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করি-বার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগ অব-লম্বন পূর্ব্বক তাঁহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল নিবা-রণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্ত মনে আমারে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন; আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আমি আপনারে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপ-নার দর্শন লাভ প্রত্যাশায় অবস্থান করি-তেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মারে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ককরসঙ্কাশ আত্মপ্রকাশিত যশঃসমূহ দ্বারা আপনারে প্রখ্যাত করিয়া-ছেন। এক্ষণে আপনার সূর্য্যলোক গমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনারে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিব।

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপ-তিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তাঁহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত [illegible] তাঁহারই রশ্মি আশ্রয় পূর্ব্বক নভো[illegible] [illegible]রণ করিতে-ছেন। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরো-বাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বি[illegible]গণ যেমন বৃক্ষের [illegible] আশ্রয় ক[illegible] করে, সেইরূপ উঁহার রশ্মিজালে [illegible] সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। প[illegible] উঁহার মণ্ডল-

মধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উঁহার শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটী রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি মেঘরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণজাল দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদিনিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি নির্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন; এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপাতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাসন পূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহারে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার [illegible] কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। আমাদিগের ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। [illegible] আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, [illegible] এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে [illegible] গমন করি[illegible] দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় [illegible] [illegible]ছেন, ইনি কে? [illegible]

চতুঃষষ্ট্য[illegible] [illegible] অধ্যায়।

আমরা [illegible] জিজ্ঞাসা করিলে, [illegible] কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি এক জন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণপত্র ও বায়ুভক্ষণ এবং সলিলপান, উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারণ, স্বর্গফল কামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ, সকল ভূতের হিতাভিলাষী। যাঁহারা সদ্গতি লাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্যশ্রবণে সৎপথ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্যপ্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমারে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমারে দর্শন করিয়াই গমন করা

আপনার ক' ...পি কর্ত্তব্য নহে। প্রতি . আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতি ও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই/ । যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জ ...ন্মিয়াছে, তখন আমার ...বনে অবস্থান ক রিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে ...াতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার ...ার পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! ...নি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্য-সঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থ-লাভের প্রধান সাধন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমত মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণ-গণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। পরশু-রামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় বসুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমারে আশ্রমীদিগের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উঞ্ছ-বৃত্তি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।

শান্তিপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।